

আল-কুরআনের
বিষয়ভিত্তিক আয়াত

প্রথম খণ্ড

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত

প্রথম খণ্ড



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (প্রথম খণ্ড)

সম্পাদনা পরিষদ

[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

ইফা গবেষণা : ৫৫/৪

ইফা প্রকাশনা : ২০৩৫/৪

ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২০৩

ISBN : 984—06—0639—5

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর ২০০০

চতুর্থ প্রকাশ (উ)

আগস্ট ২০১৩

ভাদ্র ১৪২০

শাওয়াল ১৪৩৪

মহাপরিচালক

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১৮১৫৩৮

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মু. হারুনুর রশিদ

প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৪২৮.০০ (চারশত আটশ) টাকা মাত্র।

AL-QURANER BISHAYBHITTIK AYAT (Subjectwise Verses of the Holy quran):

Composed and edited by a group of Scholars and Published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka - 1207. Phone : 8181538 August 2013

E-mail : directorpubif@yahoo.com

Website : www.islamicfoundation-bd.org.

Price : Tk 428.00 ; US Dollar : 18.00

মহাপরিচালকের কথা

বিশ্ব জগতের জন্য আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের শ্রেষ্ঠতম রহমত হল, তাঁর পবিত্র কালাম তথা কুরআন মজীদ ও সাইয়্যেদুল মুরসালীন খাতামুন নাবিয়্যীন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। স্রষ্টার নিদর্শন ও এই মহত্তম মাধ্যম না হলে সৃষ্টিজগত, বিশেষ করে মানব জাতি ন্যায়-অন্যায়ের সুস্পষ্ট সীমারেখা, সত্য-মিথ্যার পৃথকীকরণের মানদণ্ড, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা লাভ করতে পারতো না। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর অশেষ করুণা ও মেহেরবাণীতে বিশ্বের মঙ্গলের জন্য জীবন দর্শন আল-কুরআন নাখিল করেছেন।

পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতা, জীবন-বিধান হিসেবে এর বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব, মানবতা প্রতিষ্ঠায় এর ভূমিকা, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র জীবনে এর সামগ্রিক প্রতিফলন দেখে উপলব্ধি করা যায়। সুন্নাতে নববীতে কুরআন শরীফ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং সৃষ্টিজগতের কাছে উজ্জ্বলতম উদাহরণ পেশ করেছে। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি শব্দ, এমনকি অক্ষরগুলো পর্যন্ত যেমন সংরক্ষিত তেমনি এর আয়াতমালার ক্রমবিন্যাস, সূরার তারতীব সবই সংরক্ষিত। এখানে কোন আয়াত কিংবা সূরা অগ্রপশ্চাদ করার সুযোগ নেই। পবিত্র কুরআন নিজস্ব ধারায় গ্রন্থিত আছে। গ্রন্থিত এই ধারা ও স্বরূপ বস্তুত লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত পবিত্র মূল কুরআনেরই অনুরূপ কপি।

আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রায় আমরা অনেক সময় নির্দিষ্ট কোন বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতগুলো একস্থানে পেতে চাই। আলিম কিংবা হাফিজগণের পক্ষে এ কাজটি দুর্লভ না হলেও সাধারণ পাঠকের জন্য তা নিঃসন্দেহে কঠিন। পাঠকবৃন্দের উপরোক্ত প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যেই ‘আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত’ শীর্ষক প্রকল্প গৃহীত হয়। আলোচ্য গ্রন্থ সেই গবেষণা কর্মেরই মূল্যবান ফসল। আমরা মনে করি, এ বিষয়ভিত্তিক আয়াত সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের দীর্ঘ প্রতিক্ষিত। এ গ্রন্থ দৈনন্দিন জীবনে তাঁদের জিজ্ঞাসার যথাযথ জবাব পেতে অশেষ উপকারে আসবে। এ দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট কুরআন গবেষক ও বিশেষজ্ঞের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের পর এ গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ্ তা‘আলার অগণিত হাম্দ ও শুকরিয়া। আমি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্মানিত গবেষকগণ এবং অত্র প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদের কুরআন প্রদর্শিত সীরাতে মুস্তাকীমে অবিচলু থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ হাসিল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন



প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

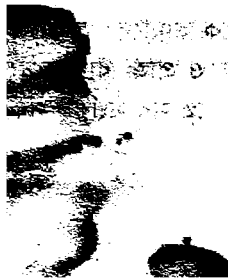
পবিত্র কুরআন আল্লাহর কালাম। মহান আল্লাহর অবিনশ্বর বাণী। এই কুরআনের প্রতিটি বক্তব্য যেমন চিরন্তন ওয়াহী, তেমনি-এর সূরা ও আয়াতসমূহের ক্রমবিন্যাস মহান আল্লাহ পাকের মনোনীত, যা নতুন করে সংস্থাপনের কোন অবকাশ নেই। পবিত্র কুরআনের এটি অন্যতম মুজিযা যে, আজ থেকে চৌদ্দ শত বছর পূর্বে খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে যে তারতীব ও ক্রমবিন্যাসের উপর উল্লেখের সীনায় ও হাতে রেখে গিয়েছেন আজো সেই বিন্যাসের উপর বিদ্যমান। কোথাও কোন যুগে তাতে একটি নুক্তার পরিবর্তনও হয়নি। আমরা বর্তমানে যে তারতীবের উপর পবিত্র কুরআন হিফয করছি কিংবা তিলাওয়াত করছি সেই তারতীবের উপরই প্রিয়নবী (সা) পবিত্র কুরআন নিজে মুখস্থ করেছেন, বছর বছর হযরত জিব্রীলকে শুনিয়েছেন, সাহাবায়ে কিরামকে মুখস্থ করিয়েছেন এবং সকলে সেই তারতীবের উপরই নামাযে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহর সমীপে কুরআন খতম করতেন। এই কুরআন সেই মূলকপিই হুবহু অনুলিপি যা লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত। ফকীহগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের এই তারতীবের ওয়াহীরই অন্তর্ভুক্ত বিধায় নতুনভাবে কুরআনের বিন্যাস বৈধ নয়।

পবিত্র কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত শীর্ষক গ্রন্থ দ্বারা নতুন কোন বিন্যাস উপস্থাপন করা কিংবা বর্তমান তারতীবের বিকল্প তারতীব পেশ করা মোটেও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হল সাধারণ পাঠকরা যেন সহজে পবিত্র কুরআন থেকে নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়টি খুঁজে জ্ঞান আহরণ করতে পারেন সে লক্ষ্যে আয়াতগুলোকে এক একটি শিরোনামের আওতায় রেফারেন্স ও অর্থসহ পেশ করা।

বর্তমান বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্য চর্চা পূর্বের তুলনায় অনেকগুলো অগ্যসরমান তাতে কোন সন্দেহ নেই। মহান আল্লাহর রহমত যাঁরা আলিম বা আরবী শিক্ষিত নন তাঁরাও বাঙলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী থেকে ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরণ করে যাচ্ছেন। ইসলামী সাহিত্য চর্চার এই অনুরাগীদের অনেককে দেখা যায় যে, তাঁরা কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে গিয়ে শুধু কোন লেখকের বই থেকেই নয় অধিকন্তু পবিত্র কুরআন তথা স্বয়ং আল্লাহ পাকের কালাম থেকে সরাসরি বিষয়টি জানার অভিলাষ পোষণ করেন বেশী। তাঁদের এ অভিলাষ ও অনুসন্ধিৎসাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সামান্য কিছু খিদমত করার লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছিল আমাদের “আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত” প্রকল্প। দেশের খ্যাতনামা ও নির্ভরযোগ্য আলিম ও পণ্ডিতগণের শ্রম সাধনার পর ২০০০ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি প্রকাশের পর এর ব্যাপক পাঠক চাহিদার কারণে এর মওজুদ শেষ হয়েছে। সম্মানিত পাঠকগণের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আমাদের বিশ্বাস গ্রন্থখানার দ্বারা সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হবেন।

গ্রন্থখানার রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজে অনেকে আমাদের আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। বিশেষত সম্পাদনা পরিষদের সম্মানিত খ্যাতনামা আলিম ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বসহ তাঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। অত্র প্রকাশের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ইফা প্রেসের সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক,
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



সম্পাদকীয়

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلی ونسلم على رسوله الكريم

আল-কুরআন আল্লাহ তা‘আলার কালাম। মানুষের রচনারীতি থেকে এর প্রকাশরীতি ও বিষয় বিন্যাস আলাদা। একজন সাধারণ পাঠকের পক্ষে তার কাজীকৃত বিষয় বের করা সহজ নয়। কারণ, একটি বিষয় নানা স্থানে এবং কোন কোন সময় বিভিন্ন বিষয় এক স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আল-কুরআনের বিষয়বস্তু সহজে চিহ্নিত করে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য “আল-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত” প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পে কাজের জন্য বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে। পরিষদ আল-কুরআনের বিষয়বস্তু বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে, প্রতিটি অধ্যায় প্রয়োজন অনুযায়ী পরিচ্ছেদে বিন্যাস্ত করেছেন। বিষয়ভিত্তিক আয়াতের তরজমা প্রদানের আগে, প্রথমে সূরার নাম, সূরার নম্বর তারপর আয়াত নম্বর দেয়া হয়েছে। যেমন, সূরা বাকারা, ২ : ১০; গ্রন্থের প্রথমে আকাইদ সম্পর্কিত বিষয়াবলীকে বিন্যাস্ত করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে রয়েছে : ১. আল্লাহ, ২. মালাইকা, ৩. কিতাবুল্লাহ, ৪. রাসূল, রিসালাত ও অহী, ৫. কিয়ামত ও আখিরাত এবং ৬. কাযা ও কাদর। এখানেই প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি।

দ্বিতীয় খণ্ডে থাকছে ইসলাম ও মুসলিম, ঈমান ও মু‘মিন, কুফর ও কাফির, শিরক ও মুশরিক, নিফাক ও মুনাফিক এবং আহকাম সম্বলিত সকল বিষয়াবলী এবং তৃতীয় খণ্ডে থাকছে- সৃষ্টি, ইতিহাস, আখিয়া আলাইহিমুস সালাম, আমসাল, আহাদ ও মীসাক, কসম এবং উলমূল কুরআন ইত্যাদি।

আল-কুরআন এমন কিতাব যার বর্ণনায় মহান আল্লাহ বিস্তারিত অথবা সংক্ষিপ্ত কোন কিছু বাদ দেননি। তবে তা মানুষ রচিত গ্রন্থের মত নয়। এখানে মৌলিক নির্দেশনা রয়েছে, যা থেকে মানুষ প্রয়োজনীয় দিশা লাভ করতে পারে। পবিত্র কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত সাজানোর কাজটি খুব সহজ না হলেও সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবর্গ আন্তরিকভাবে এ মহৎ কর্ম সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তবুও কিছু ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এ ধরনের কিছু নজরে পড়লে আমরা অনুরোধ করব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য। আমাদের এ কাজে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অত্র প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন, সে জন্য তাঁদেরকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

মহান আল্লাহ আমাদের সবার কর্ম প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদনা পরিষদ

ড. এম. মুস্তাফিজুর রহমান	চেয়ারম্যান
মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুল হক	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুল হক	সদস্য
হাফেয মাওলানা মুখলিছুর রহমান	সদস্য
ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক	সদস্য
অধ্যাপক এ. এফ. এম. আবদুর রহমান	সদস্য
মুফতী মাওলানা সুলতান মাহমুদ	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হোসাইন খান	সদস্য-সচিব

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

আকাঈদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তা'আলা-১৩-৩৮

আল্লাহ তা'আলার পরিচয় ১৩

তাওহীদ-একত্ববাদ ১৮

তানযীহ-শিরক থেকে পবিত্র ২৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর সিফাত-গুণাবলী ৩৯-২৩৩

তাহমীদ ১৬৪

তাসবীহ ১৬৫

তায়কীর ১৭২

আয়াতুল্লাহ ১৭৭

আলাউল্লাহ ১৯৫

আল্লাহর রহমত ও ফয়ল ২০৩

আল্লাহর কার্যাবলী ২১৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মালাইকা-ফিরিশতা ২৩৪-২৫৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিতাবুল্লাহ-আল্লাহর কিতাব ২৫৫-৩০১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাসূল, রিসালাত ও ওহী ৩০২-৩৪৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কিয়ামত ও আখিরাত ৩৪৮-৪৮৮

কিয়ামত ৩৪৮

আখিরাত ৩৮৮

কবর ৩৯৭

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম খণ্ড)—২

বারযাখ ৩৯৯
ইল্লীন সিজ্জীন ৪০০
সিদ্রাতুল মুনতাহা ও বায়তুল মামূর ৪০১
লাওহে মাহফূয ৪০২
বা'সবা'দাল মাওত ৪০২
কিরামান কাতেবীন ৪০২
হাশর ৪০৭
মিয়ান ৪১৬
আমলনামা ৪১৭
হিসাব ৪১৮
জান্নাত ৪২২
হূর ৪৫২
গিলমান ও বিলদান ৪৫৩
জানজাবীল সালসাবীল ৪৫৪
যামহারীর ৪৫৪
তাসনীম ৪৫৪
শারাবান তাহুরা ৪৫৪
মাকামে মাহমূদ ৪৫৫
শাফা'আত ৪৫৫
কাউসার ৪৫৯
আল-আ'রাফ ৪৫৯
জাহান্নাম ৪৬০
সপ্তম পরিচ্ছেদ
কাযা ও কাদর ৪৮৯-৫০০

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত

প্রথম খণ্ড

१५ :



॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে ॥

প্রথম অধ্যায়

আকাঈদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তা'আলা

□ আল্লাহ তা'আলার পরিচয়

সূরা বাকারা, ২ : ২৫৫

২৫৫. আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি আপন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, সর্বসত্তার ধারক, তাঁকে স্পর্শ করে না তন্দ্রা আর না নিদ্রা। যা কিছু আছে আসমানে আর যা কিছু যমীনে সবই তাঁর। সে কে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তিনি জানেন যা কিছু আছে তাদের সামনে এবং যা কিছু আছে তাদের পেছনে। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুর্সী পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে আসমান ও যমীন। এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনিই মহান, শ্রেষ্ঠ।

২৫৫-اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ
لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا
بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتِ
وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ○

সূরা নিসা, ৪ : ৮৭

৮৭. আল্লাহ তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদের একত্রিত করবেন-ই, এতে কোন সন্দেহ নেই। কথায় আল্লাহর চাইতে কে অধিক সত্যবাদী?

৮৭-اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَكُمْ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ○

সূরা রা'দ, ১৩ : ২

২. আল্লাহ্ তিনি, যিনি উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন আকাশমণ্ডলী স্তম্ভ ব্যতিরেকে যা তোমরা দেখছ। তারপর তিনি সমাসীন হলেন আরশে এবং নিয়মাধীন করলেন সূর্য ও চন্দ্রকে, প্রত্যেকেই আবর্তন করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন সব কিছু, তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেন নিদর্শনসমূহ, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৩২, ৩৩, ৩৪

৩২. আল্লাহ্ তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং যিনি পানি বর্ষণ করেন আসমান থেকে, ফলে তা দিয়ে তিনি তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন নৌযানকে যাতে তাঁর আদেশে তা সমুদ্রে বিচরণ করে; এবং তিনি কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন তোমাদের জন্য নদ-নদীকে।
৩৩. আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম নিয়মানুবর্তী এবং তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে।
৩৪. আর তিনি তোমাদের দিয়েছেন, তোমরা যা কিছু তাঁর কাছে চেয়েছ, তা থেকে। যদি তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামত গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ তো অতিমাত্রায় সীমালঙ্ঘনকারী, অকৃতজ্ঞ।

۲- اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ
تَّرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ
وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
کُلٌّ یَّجْرِیْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ۝
یُدَبِّرُ الْاَمْرَ یُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ
لَعَلَّکُمْ بِلِقَآءِ رَبِّکُمْ تُوَقِّنُوْنَ ۝

۳۲- اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً
فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الشَّجَرِ رِزْقًا لَّکُمْ ۝
وَ سَخَّرَ لَکُمُ الْفُلْکَ
لِتَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِہٖ ۝
وَ سَخَّرَ لَکُمُ الْاَنْهَارَ ۝

۳۳- وَ سَخَّرَ لَکُمُ الشَّمْسَ
وَ الْقَمَرَ دَآبِّیْنِ ۝
وَ سَخَّرَ لَکُمُ الْیَلَّ وَ النَّهَارَ ۝

۳۴- وَ اَتَکُم مِّنْ کُلِّ مَا سَاَلْتُمُوہٗ ۝
وَ اِنْ تَعَدَّ وَ نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصَوْہَا ۝
اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ کَفَّارٌ ۝

সূরা তোহা, ২০ : ৮

৮. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই,
তঁার রয়েছে সুন্দর সুন্দর নামসমূহ।

সূরা নূর, ২৪ : ৩৫

৩৫. আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনের
জ্যোতি, তঁার জ্যোতির উপমা যেন
একটি দীপাধার, যার মাঝে আছে
এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের
আবরণের মাঝে স্থাপিত, কাঁচের
আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত, তা
প্রজ্জ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যায়তুন
গাছের তৈল দিয়ে, যা প্রাচ্যেরও নয়
পাশ্চাত্যেরও নয়, অগ্নি তাকে স্পর্শ না
করলেও যেন তার তৈল উজ্জ্বল আলো
দিচ্ছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ্
যাকে চান তঁার জ্যোতির দিকে তাকে
পথ দেখান। আর আল্লাহ্ উপমা দেন
মানুষের জন্য এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে
সর্বজ্ঞ।

সূরা রুম, ৩০ : ১১, ৪০, ৪৮, ৫৪,

১১. আল্লাহ্ আদিত সৃষ্টি করেন, তারপর
তিনি তার পুনরাবৃত্তি করবেন। অতঃপর
তঁারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া
হবে।
৪০. আল্লাহ্ তিনি, যিনি তোমাদের সৃষ্টি
করেছেন, তারপর তিনি তোমাদের
রিষক দিয়েছেন, তারপর তিনি
তোমাদের মৃত্যু দেবেন, তারপর তিনি
তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের
উপাস্যদের মধ্যে এমন কেউ আছে
কি, যে এ সবার কোন একটিও
করতে পারে? তারা যে শিরক করে,
তা থেকে আল্লাহ্ অতি পবিত্র, অতি
মহান।

৮- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ○

৩৫- اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
مِثْلُ نَوْرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ الْبُصْبَاحُ
فِي رُجَاجَةٍ ۚ الرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
يُوَقَّدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ
وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۚ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ
وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۖ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۚ
يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۖ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

১১- اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

৪০- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ
ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ
هَلْ مِنْ شَرَّاكُمْ
مَّنْ يَفْعَلُ مِنْ دِينِكُمْ شَيْءٌ ۖ
سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

৪৮. আল্লাহ্ তিনি, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে তা মেঘমালা সঞ্চালিত করে; তারপর তিনি তাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন; সুতরাং তুমি দেখতে পাও, তা থেকে বারিধারা নির্গত হয়। এরপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মাঝে যাদের কাছে চান, তা পৌঁছে দেন, তখন তারা আনন্দিত হয়।

৫৪. আল্লাহ্ তিনি, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন দুর্বল অবস্থায়, তারপর দুর্বলতার পরে তিনি শক্তি দান করেন, এরপর শক্তিদান করার পরে দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি সৃষ্টি করেন যা কিছু তিনি ইচ্ছা করেন, আর তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ : ১২৬

১২৬. আল্লাহ্, তিনি তোমাদের রব এবং তিনি রব তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষদের।

সূরা যুমার, ৩৯ : ৬২, ৬৩

৬২. আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর যিম্মাদার।

৬৩. আসমান ও যমীনের কুঞ্জি তাঁরই কাছে। যারা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করে তারাইত ক্ষতিগ্রস্ত।

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯

৬১. আল্লাহ্ তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের আরামের জন্য রাতকে এবং দিনকে করেছেন আলোকজ্জ্বল। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় অনুগ্রহশীল মানুষের প্রতি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৪৮- اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتَنَثِيرِ سَحَابًا
فَيَسْطُطُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ
وَيَجْعَلُ كَسْفًا فَتَرَى الْوُدْقَ يَخْرُجُ
مِنْ خِلْمِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ○

৫৪- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ○

১২৬- اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ○

৬২- اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ○
৬৩- لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ○

৬১- اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لَيْلًا
لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصَرًا ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ○

৬২. ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব, সব কিছুর স্রষ্টা; তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে চলেছ ?
৬৩. এরূপই তারা বিভ্রান্ত হয়, যারা আল্লাহ্র নির্দেশাবলীকে অস্বীকার করে।
৬৪. আল্লাহ্ তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যমীন বাসোপযোগী করে এবং আসমানকে ছাদস্বরূপ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি দান করেছেন, পরে সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি এবং তোমাদের রিয়ক দিয়েছেন উত্তম বস্তু থেকে। ইনিই আল্লাহ্ তোমাদের রব। সুতরাং অতি মহান আল্লাহ্, প্রতিপালক সারা জাহানের।
৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; অতএব তোমরা তাঁকেই ডাক, তাঁর প্রতি আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি রব সারা জাহানের।
৬৭. তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর আলাকা* থেকে, তারপর তিনি তোমাদের বের করেন শিশুরূপে, তারপর যেন তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর যেন তোমরা হও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মাঝে কেউ এর আগেই মারা যায় এবং যেন তোমরা নির্ধারিত কাল পর্যন্ত পৌছে যাও, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।
৬৮. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন; আর যখন তিনি কোন কিছু করতে চান, তখন তিনি তার জন্য কেবল বলেন, 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।

- ৬২- ذُكِرْكُمْ اللَّهُ رَبَّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۝
- ৬৩- كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝
- ৬৪- اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۚ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ۖ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝
- ৬৫- هُوَ الْحَيُّ ۖ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
- ৬৭- هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ۚ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ۚ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝
- ৬৮- هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

* এমন কিছু যা লেগে থাকে। মাতৃগর্ভে গুরুষের শুক্র ও নারীর ডিম্বানু মিলিত হয়ে যে ভ্রূণের সৃষ্টি করে তা গর্ভধারণের পঞ্চম বা ষষ্ঠদিনে জরায়ু গায়ে সংলগ্ন হয়ে পড়ে। এ সম্পৃক্ত বস্তুকেই 'আলাকা' বলা হয়েছে।

৭৯. আল্লাহ তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য চতুর্দশ জন্তু, যাতে তোমরা তার কতকের উপর আরোহন কর এবং কতক আহার কর।

সূরা শূরা, ৪২ : ১৭

১৭. আল্লাহ তিনি, যিনি সত্যসহ নায়িল করেছেন কিতাব ও তুলাদণ্ড। আর কিসে তোমাকে জানাবে যে, সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন ?

সূরা তালাক, ৬৫ : ১২

১২. আল্লাহ তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং অনুরূপভাবে পৃথিবীও। এদের মধ্যে নেমে আসে আল্লাহর নির্দেশ, যাতে তোমরা জানতে পার যে, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান; আর আল্লাহ অবশ্যই সব কিছুকে জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে আছেন।

৭৭- اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ
لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ○

১৭- اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ
لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ○

১২- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ
يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ○

□ তাওহীদ—একত্ববাদ

সূরা বাকারা, ২ : ১৬৩, ২৫৫

১৬৩. আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

২৫৫. আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি আপন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, সর্বসত্তার ধারক। (আরও দেখুন, সূরা ১৬ : ২২ ও ৫১)

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২, ৬, ১৮, ৬২

২. আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, আপন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, সর্বসত্তার ধারক।

১৬৩- وَاللَّهُمُّ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ○

২৫৫- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْحَيُّ الْقَيُّومُ

২- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ○

৬. তিনিই মাতৃগর্ভে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন। কোন ইলাহ নেই তিনি ছাড়া; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১৮. আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আর ফিরিশ্তারা এবং জ্বানীরাও ; তিনি ন্যায়-নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ (মাবুদ ও উপাস্য) নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬২. আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

সূরা নিসা, ৪ : ৮৭, ১৭১

৮৭. আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি অবশ্যই তোমাদের একত্র করবেন কিয়ামতের দিন, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর কথায় আল্লাহর চাইতে অধিক সত্যবাদী কে?

১৭১. আল্লাহ তো এক ইলাহ, তিনি সন্তানের জনক হওয়া থেকে পবিত্র। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। যিহাদার হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

সূরা মায়িদা, ৫ : ৭৩

৭৩. তারা তো কুফরী করেছে যারা বলে, ‘আল্লাহ তো তিনের এক’ অথচ এক ইলাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।....

সূরা আন‘আম, ৬ : ১৯, ১০২, ১০৬

১৯. আপনি বলুন, ‘তিনি তো এক ইলাহ এবং তোমরা যে শিরক কর, তা থেকে আমি পবিত্র।

১০২. ইনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই; তিনি

১-هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

১৮-شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৬২-..... وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৮৭-اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۝
১৭১-..... إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

৭৩-لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۚ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ.....

১৯-..... قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۝

১০২-ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ

সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। আর তিনি সব কিছুর যিম্মাদার।

১০৬. আপনি তারই অনুসরণ করুন, যা আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি ওহী আসে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আর আপনি মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৮

১৫৮. আপনি বলুন, হে মানুষ! আমি তো তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল, যাঁর আধিপত্য আসমান ও যমীনে; তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন।.....

সূরা তাওবা, ৯ : ৩১, ১২৯

৩১. আর তাদের একই ইলাহের ইবাদত করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তারা যে শিরক করে, তা থেকে তিনি পবিত্র।
১২৯. আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলে দিন, 'আমার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি রব মহান আরশের।'

সূরা হুদ, ১১ : ১৪

১৪. যদি তারা তোমাদের আহবানে সাড়া না দেয়, তবে জেনে রাখ, ইহা আল্লাহর-ই ইলম হতে অবতীর্ণ, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা মুসলিম হবে না?

সূরা রা'দ, ১৩ : ৩০

৩০. আপনি বলুন, 'তিনিই আমার রব, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই,

خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ فَاعْبُدُوهُ ۚ
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝

১০৬- اِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝

১০৮- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَبِينًا ۖ الَّذِي لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ

৩১- وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
وَاحِدًا ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

১২৯- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

১৪- فَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاَعْلَمُوا أَنَّمَا
أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

৩০- قُلْ هُوَ رَبِّي ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং
তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।’

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৫২

৫২. এটা মানুষের জন্য এক বার্তা, আর এ দিয়ে যেন তাদের সতর্ক করা হয় ; আর যাতে তারা জানতে পারে যে, তিনি একমাত্র ইলাহ্ এবং যেন বুদ্ধিমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।

সূরা নাহুল, ১৬ : ২, ২২, ৫১

২. তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা করেন স্থায়ী নির্দেশ সম্বলিত ওহীসহ ফিরিশতা নাযিল করেন, এই বলে সতর্ক করার জন্য যে, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই; অতএব তোমরা আমাকেই ভয় কর।

২২. তোমাদের ইলাহ্, একই ইলাহ্। সুতরাং যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না তাদের অন্তর সত্য-অস্বীকারকারী এবং তারা অহংকারী।

৫১. আর আল্লাহ্ বললেন, ‘তোমরা গ্রহণ করো না দুই ইলাহ্; তিনিই একমাত্র ইলাহ্। অতএব তোমরা আমাকেই ভয় কর।’

সূরা কাহফ, ১৮ : ১১০

১১০. বলুন, আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্। সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন নেককাজ করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।

সূরা তোহা, ২০ : ৮, ১৪, ৯৮

৮. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নামসমূহ।

○ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ

৫২- هَذَا بَلَدٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ
وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ
○ وَلِيَذْكُرُوا وَلُوا الْأَلْبَابِ

২- يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ
عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ○

২২- إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ
فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ
مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ○
৫১- وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ
إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإَيَّاىَ فَارْهَبُونِ ○

১১০- قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
يُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَاحِحًا
وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ○

৮- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ○

১৪. নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্বরণে সালাত কায়েম কর।

৯৮. তোমাদের ইলাহ তো আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি জ্ঞানে সব কিছু পরিব্যাপ্ত করে আছেন।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ২৫, ১০৮

২৫. আর আমি আপনার আগে কোন রাসূল পাঠাইনি তাঁর প্রতি এ ওহী নাযিল না করে যে, 'আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর।'

১০৮. বলুন, 'আমার প্রতি তো ওহী নাযিল করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ তো এক ইলাহ। তবুও কি তোমরা মুসলিম হবে না ?

সূরা হায্জ, ২২ : ৩৪

৩৪. তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, সুতরাং তোমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর এবং সুসংবাদ দিন বিনীতগণকে।

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ২৩, ৯১, ১১৬

২৩. আর আমি তো নূহকে পাঠিয়ে ছিলাম তাঁর কাওমের কাছে এবং তিনি বলেছিলেন, হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই, তবুও কি তোমরা সতর্ক হবে না ?

৯১. আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ নেই, যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে

১৫- إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ○

১৬- إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ○

২৫- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ○

১০৮- قُلْ إِنَّمَا يُؤْمِي إِلِيَّ أَنَا
إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ○

৩৪- فَإِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَلَا
أَسْلُمُوا ۖ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ○

২৩- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
فَقَالَ يَقُومُوا عِبَادُ اللَّهِ
مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ○

৯১- مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ
وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ
إِذَا لَذَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ

অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত।
তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ্ অতি
পবিত্র।

১১৬. আর আল্লাহ্ হলেন মহিমান্বিত, যিনি
প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্
নেই, তিনি রব মহান আরশের।

সূরা নামুল, ২৭ : ২৬

২৬. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই,
তিনি রব মহান আরশের।

সূরা কাসাস, ২৮ : ৭০, ৮৮

৭০. আর তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন
ইলাহ্ নেই। দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত
প্রশংসা তাঁরই; আর হুকুমের অধিকার
তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদের
ফিরিয়ে নেয়া হবে।

৮৮. তুমি ডেকো না আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য
কোন ইলাহ্‌কে, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্
নেই। সব কিছুই ধ্বংসশীল, কেবল
তাঁর সত্তা ছাড়া। হুকুমের অধিকার
তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদের
ফিরিয়ে নেয়া হবে।

সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩

৩. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতি
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে স্বরণ কর। তিনি
ছাড়া কি কোন স্রষ্টা আছে, যে আসমান
ও যমীন থেকে তোমাদের রিয়ক দান
করে? তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।
সুতরাং তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে
চলেছ?

সূরা সাফ্যাত, ৩৭ : ৪, ৫

৪. নিশ্চয় তোমাদের ইলাহ্ তো এক;
৫. তিনি আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের
অন্তর্বর্তী সব কিছুর প্রতিপালক এবং
তিনি প্রতিপালক উদয়স্থলসমূহের।

وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ

১১৬- فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

২৬- اللَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

৭০- وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ
وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

৮৮- وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ
لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

৩- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ ۖ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ
يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

৪- إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ

৫- رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ

সূরা ছোয়াদ, ৩৮ : ৬৫

৬৫. বলুন, আমি তো একজন সতর্ককারী
মাত্র এবং কোন ইলাহ নেই আল্লাহ্
ছাড়া, তিনি এক, দোদগু প্রতাপশালী।

সূরা যুমার, ৩৯ : ৪, ৬

৪. যদি আল্লাহ্ চাইতেন যে, তিনি সন্তান
গ্রহণ করবেন, তাহলে তিনি অবশ্যই
তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা
মনোনীত করতেন। তিনি মহান পবিত্র!
তিনি আল্লাহ্, এক, দোদগু প্রতাপশালী।
৬. তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক
ব্যক্তি হতে, তারপর তিনি তা থেকে
তার জোড়া (স্ত্রী) সৃষ্টি করেছেন। আর
তিনি দিয়েছেন তোমাদের আট
প্রকারের চুত্পদ প্রাণী। তিনি
তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তোমাদের
মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে ত্রিবিধ
অঙ্ককারের* মাঝে। তিনিই আল্লাহ্,
তোমাদের রব, সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই;
তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সুতরাং
তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে
চলেছ?

সূরা যু'মিন, ৪০ : ২, ৩, ৬২, ৬৫

২. এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে
পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র কাছ
থেকে।
৩. যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী,
কঠোর শাস্তিদাতা, মহাশক্তিশালী। তিনি
ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁরই কাছে
প্রত্যাবর্তন।
৬২. এই তো আল্লাহ্, তোমাদের রব, সব
কিছুর স্রষ্টা। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ
নেই। সুতরাং তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত
হয়ে চলেছ?

১৫- قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۝

وَمَا مِن إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

۴- لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا

لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۝

سُبْحَنَهُ ۝ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

১- خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ

ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَزْوَاجٍ ۝

يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمٍ ثَلَاثٍ ۝

ذِكْرُكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۝

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ فَآتَىٰ تَصْرَفُونَ ۝

২- تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ

الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

৩- غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ

شَدِيدِ الْعِقَابِ ۝ ذِي الطَّوْلِ ۝

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝

৬২- ذِكْرُكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۝

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ فَآتَىٰ تَوْفِكُونَ ۝

* মায়ের জঠর, জরায়ু ও ঝিল্লির আচ্ছাদন এ তিন অঙ্ককারে ভ্রূণ অবস্থান করে।

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা তাঁকেই ডাক, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। সমস্ত প্রশংসা রাব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য।

সূরা হা-মীম, আস্‌সাজ্জাদা, ৪১ : ৬

৬. বলুন, আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ তো এক ইলাহ। সুতরাং তোমরা দৃঢ়ভাবে তাঁরই পথ অবলম্বন কর এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।.....

সূরা দুখান, ৪৪ : ৮

৮. তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন; তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও প্রতিপালক।

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ : ১৯

১৯. অতএব জেনে রাখুন, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ও মু'মিন নর ও নারীদের ত্রুটি-বিচ্ছৃতির জন্য। আর আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।

সূরা হাশ্বর, ৫৯ : ২২, ২৩

২২. তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

২৩. তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, পবিত্র, শান্তি, নিরাপত্তাদাতা, রক্ষক, পরাক্রমশালী, দোদগু প্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত; তারা যে শিরক করে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র, মহান।

৬৫- هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৬- قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ
إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا
إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ.....

৮- لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
يُحْيِي وَيُمِيتُ
رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ○

১৯- فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ
لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ○

২২- هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ○

২৩- هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
أَمْلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৩

১৩. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; অতএব মু'মিনরা যেন আল্লাহ্রই উপর ভরসা করে।

সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ : ৯

৯. তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; অতএব তাঁকেই গ্রহণ কর যিহাদারূপে।

১৩-اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

৯-رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ

إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ○

□ তানযীহ—শিরক থেকে পবিত্র

সূরা বাকারা, ২ : ১১৬

১১৬. আর তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র, মহান। বরং আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তা তাঁরই। সব কিছু তাঁরই একান্ত অনুগত।

১১৬-وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

سُبْحَنَهُ ۖ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۖ كُلُّ لَّهُ قَنِينٌ ○

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৬৪

৬৪. বলুন, হে কিতাবীগণ! তোমরা এসো সে কথায় যা অভিন্ন আমাদের ও তোমাদের মাঝে যে, যেন আমরা ইবাদত না করি আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো এবং শরীক না করি তাঁর সংগে কোন কিছু, আর আমাদের কেউ যেন কাউকে আল্লাহ্ ছাড়া রব হিসেবে গ্রহণ না করে। তবে, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলুন : তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা তো মুসলিম।

৬৪-قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ

سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ

وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ

بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا

مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا

فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ○

সূরা নিসা, ৪ : ৩৬, ৪৮, ১১৬

৩৬. আর তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্র এবং শরীক করো না তাঁর সঙ্গে কোন কিছু।.....

৩৬-وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.....

৪৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে। আর তিনি ক্ষমা করেন তা ছাড়া অন্য পাপ, যাকে ইচ্ছা করেন। যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে, সে তো মহাপাপ করে।

১১৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে। আর তিনি ক্ষমা করেন তা ছাড়া অন্য পাপ, যাকে ইচ্ছা করেন। যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে, সে তো পথভ্রষ্ট হয়েছে চরমভাবে।

সূরা মায়িদা, ৫ : ১৭, ৭২, ৭৩

১৭. নিশ্চয় তারা কুফরী করেছে যারা বলে, ‘মারইয়ামের পুত্র মাসীহুই আল্লাহ’। বলুন, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন যে, তিনি ধ্বংস করবেন মারইয়ামের পুত্র মাসীহু, তার মাতা এবং যারা পৃথিবীতে আছে সবাইকে, তবে কে আছে, যে তাদেরকে আল্লাহ থেকে এতটুকু রক্ষা করতে পারে?.....

৭২. অবশ্যই কুফরী করেছে, যারা বলে, মারইয়ামের পুত্র মাসীহুই আল্লাহ; অথচ মাসীহু বলেছেন : হে বনী ইসরাঈল! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, যিনি রব আমার এবং রব তোমাদের। নিশ্চয় কেউ আল্লাহর শরীক করলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন, আর তার ঠিকানা হবে দোযখ। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

৭৩. নিশ্চয় তারা কুফরী করেছে, যারা বলে : ‘আল্লাহ তো তিনের-তৃতীয়। অথচ কোন ইলাহ নেই এক ইলাহ ছাড়া।’.....

১৮-إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝

১১৬-إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّٰ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

১৭-لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وََمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۖ...

৭২-لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنَىٰ إِسْرَءِيلَ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَزَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

৭৩-لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثُلَاثٍ ۚ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ...

সূরা আন'আম, ৬ : ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯,
১০১, ১৫১, ১৬২, ১৬৩

৭৬. তারপর রাত্রি যখন তাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেললো, তখন তিনি* একটি নক্ষত্র দেখলেন, তিনি বললেন : এটিই আমার রব। পরে যখন সে নক্ষত্র ডুবে গেল, তখন তিনি বললেন : যা ডুবে যায় আমি তা ভালবাসি না।

৭৬- فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
رَأَى كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ
فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ۝

৭৭. তারপর যখন তিনি দেখলেন চাঁদকে সমুজ্জ্বলরূপে উদীয়মান, তখন তিনি বললেন : এটিই আমার রব। পরে যখন তা ডুবে গেল, তখন তিনি বললেন : যদি আমাকে আমার রব সৎপথ না দেখান, তবে আমি অবশ্যই হয়ে পড়বো গুমরাহদের শামিল।

৭৭- فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا
قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ
قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي
لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۝

৭৮. তারপর যখন তিনি সূর্যকে দেখলেন দীপ্তিমানরূপে উদীয়মান, তখন তিনি বললেন : এটিই আমার রব, এটিই সর্ববৃহৎ। তারপর যখন এটিও ডুবে গেল, তখন তিনি বললেন : হে আমার কাওম! তোমরা যে শির্ক কর, নিশ্চয় আমি তা থেকে মুক্ত।

৭৮- فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً
قَالَ هَٰذَا رَبِّي
هَٰذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ
قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝

৭৯. অবশ্যই আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে আমার মুখ ফিরাচ্ছি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন, আর আমি নই মুশরিকদের শামিল।

৭৯- إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِّكْرِ
فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

১০১. তিনি আসমান ও যমীনের আদি-স্রষ্টা। কিরূপে তাঁর সন্তান হবে? অথচ তাঁর তো কোন স্ত্রী নেই, আর তিনি তো সৃষ্টি করেছেন সব কিছু এবং তিনি সর্ববিষয় সম্যক অবহিত।

১০১- بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً ۖ
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

১৫১. বলুন, এস, তোমাদের পড়ে শোনাই তা যা তোমাদের রব তোমাদের জন্য হারাম করেছেন : তোমরা তাঁর কোন

১৫১- قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ
أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ

* হয়রত ইবরাহীম আলাইহিসসালাম।

শরীক করবে না, পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার করবে এবং দারিদ্র ভয়ে হত্য করবে না তোমাদের সন্তানদের; আমিই রিযিক দিয়ে থাকি তোমাদের এবং তাদেরও.....।

১৬২. বলুন : নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ রাক্বুল আলামীন আল্লাহরই জন্য।

১৬৩. তাঁর কোন শরীক নেই। আর আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৯০, ১৯১, ১৯২

১৯০. অতঃপর তিনি যখন তাদের এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন তখন তারা তাদের যা দেয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহর শরীক করে। কিন্তু তারা যে শির্ক করে তা থেকে আল্লাহ মহান পবিত্র।

১৯১. তারা কি এমন কিছুকে শরীক করে যা কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না? বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট,

১৯২. তারা তাদের সাহায্য করতে পারে না এবং পারে না নিজেদেরও সাহায্য করতে।

সূরা তাওবা, ৯ : ৩০, ৩১

৩০. আর ইয়াহুদীরা বলে, উযায়র আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিস্টানরা বলে মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এ হল তাদের মুখের কথা। তাদের পূর্বে যারা কুফরী করেছিল এরা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন; এরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে চলছে?

৩১. তারা আল্লাহ্ ছাড়া তাদের পণ্ডিতদের এবং সন্যাসীদের নিজেদের প্রভুরূপে

وَلَا تَقْعُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ
غَنَّنْ نَرْزُقْكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ.....

১৬২- قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

১৬৩- لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ○

১৯০- فَلَمَّا أَتَاهَا صَالِحًا
جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ۚ

○ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

১৯১- أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ

شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ○

১৯২- وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا

وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ○

৩০- وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ

وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ

ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِئُونَ

قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۖ

○ فَتَكْلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ○

৩১- اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ

أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল কেবলমাত্র এক ইলাহ-র ইবাদত করার জন্য। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। যা তারা শরীক করে তা থেকে তিনি মহান, পবিত্র।

সূরা ইউনুস, ১০ : ১৮, ৬৮

১৮. আর তারা ইবাদত করে আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর যা তাদের ক্ষতিও করে না উপকারও করে না এবং তারা বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। বলুন, তোমরা কি আসমান ও যমীনের এমন কিছু খবর আল্লাহকে দিবে যা তিনি জানেন না? তিনি মহান পবিত্র এবং তারা যে শির্ক করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধে।

৬৮. তারা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি মহান, পবিত্র! তিনি অমুখাপেক্ষী! আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই।.....

সূরা রা'দ, ১৩ : ১৪

১৪. সত্যের আহ্বান তাঁরই। আর যারা ডাকে তাঁকে ছাড়া অন্যকে, তারা কোনই সাড়া দেয় না তাদের ডাকে, তবে তা ঐ ব্যক্তির মত, যে তার মুখে পানি পৌঁছবে এ আশায় তার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে, কিন্তু তা তার মুখে পৌঁছার নয়। আর কাফিরদের আহ্বান তো নিষ্ফল।

সূরা নাহল, ১৬ : ৫৭

৫৭. আর তারা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে কন্যা সন্তান; তিনি পবিত্র মহান। আর তাদের জন্য রয়েছে তা, যা তারা আকাজ্জা করে।

وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

১৮- وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ۖ قُلْ أَتَنْتَوُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۖ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

৬৮- قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ

১৪- لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفِيهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۖ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ○

৫৭- وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ○

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২২, ৪০, ৪২,
৪৩, ৫৬, ১১১

২২. তোমরা স্থির করোনা আল্লাহর সংগে
অন্য কোন ইলাহ ; এরূপ করলে
নিন্দিত ও সহায়হীন হয়ে পড়বে।

৪০. তোমাদের রব কি তোমাদের নির্বাচিত
করেছেন পুত্র সন্তানের জন্য এবং নিজে
ফিরিশ্বতাদের গ্রহণ করেছেন কন্যা-
রূপে ? অবশ্যই তোমরা তো ভয়ঙ্কর
কথা বলছো!

৪২. বলুন : তাদের কথা মত যদি তাঁর সঙ্গে
আরো ইলাহ থাকতো, তবে তারা
আরশের অধিপতির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা
করার পথ খুঁজত।

৪৩. তিনি পবিত্র, মহান, তারা যা বলে তিনি
তা থেকে অনেক অনেক উর্ধে।

৫৬. বলুন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের
ইলাহ মনে কর তাদের ডাক, ডাকলে
দেখবে, তাদের কোন শক্তি নেই
তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার, আর
না তা পরিবর্তন করার।

১১১. আর বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি
কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর কোন
শরীক নেই সর্বময় কর্তৃত্বে এবং তাঁর
কোন সহায়কের প্রয়োজন নেই
দুর্বলতার কারণে। সুতরাং তাঁরই
মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।

সূরা কাহফ, ১৮ : ৪, ৫, ১১০

৪. আর তিনি নাযিল করেছেন এ কিতাব
সতর্ক করার জন্য তাদের, যারা বলে,
আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন;

৫. এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, আর
না ছিল তাদের পিতৃপুরুষদেরও ;
তাদের মুখ থেকে যে কথা বের হয়,

۲۲- لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُورًا ۝

۴۰- أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ
وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا
إِنكُم لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝

۴۲- قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ
كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بُتْعَا
إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝

۴۳- سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ
عُلُوًّا كَبِيرًا ۝

۵۬- قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ
فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ
عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝

۱۱۱- وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ
وَلَدًا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِثَىٰ
مِنَ الدُّنْيَا وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا ۝

۴- وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا
اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝

۵- مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ
كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ

তা কত সাংঘাতিক! তারা তো বলে কেবল মিথ্যাই।

১১০. বলুন, আমি তো শুধু তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়, তোমাদের ইলাহ শুধু এক ইলাহ; অতএব যে তার রবের সাক্ষাৎ আশা করে, সে যেন নেক কাজ করে এবং সে যেন তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৩৫, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২

৩৫. আল্লাহর জন্য সমীচীন নয় যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন। তিনি পবিত্র, মহান। যখন তিনি কোন কিছু করা স্থির করেন, তখন তিনি তা জন্য শুধু বলেন : হও, ফলে তা হয়ে যায়।

৮৮. তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।

৮৯. তোমরা তো এক অদ্ভুত বিষয় উদ্ভাবন করেছ;

৯০. এতে যেন আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে, যমীন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়বে এবং পাহাড়-পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে;

৯১. কেননা, তারা দয়াময় আল্লাহর প্রতি সন্তানের সম্পর্ক আরোপ করে।

৯২. অথচ দয়াময় আল্লাহর জন্য সন্তান গ্রহণ করা শোভন নয়!

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ২২, ২৬

২২. যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া আরো ইলাহ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান!

○ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

১১০- قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَتَمَّا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ○

৩৫- مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ۚ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○

৮৮- وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ○

৮৯- لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ○

৯০- تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ○

৯১- أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ○

৯২- وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ○

২২- لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ○

২৬. আর তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন, তিনি পবিত্র, মহান! বরং যাদের তারা আল্লাহ্‌র সন্তান বলে, তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা।

সূরা হাজ্জ, ২২ : ৬২

৬২. ইহা এ কারণে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তাতো অসত্য এবং আল্লাহ্, তিনিই সমুচ্চ, মহিমান্বিত।

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৯১, ৯২, ১১৬, ১১৭

৯১. আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং নেই তাঁর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্ ; যদি থাকতো তবে প্রত্যেক ইলাহ্ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং পরস্পর পরস্পরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান!
৯২. তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, আর তারা যে শিরক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধে।
১১৬. আর আল্লাহ্ অতি মর্যাদাবান, প্রকৃত মালিক, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।
১১৭. আর যে কেউ আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য ইলাহ্‌কে ডাকে যে বিষয় তার কাছে নেই কোন সন্দেহ, তার হিসাব তো রয়েছে তার রবের কাছে। নিশ্চয় কাফিররা কখনও সফলকাম হবে না।

সূরা ফুরকান, ২৫ : ২, ৩

২. তিনিই আসমান ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং কর্তৃত্বে তাঁর কোন

২৬- وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ۖ
بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝

৬২- ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ
وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝

৯১- مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ
وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ
إِذَا لَذَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ
وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝
৯২- عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

১১৬- فَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝
১১৭- وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ۚ
فَلَنَكْمًا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝

২- الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا

শরীক নেই। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তা নির্ধারণ করেছেন পরিমিতভাবে।

৩. আর তারা তাঁর পরিবর্তে গ্রহণ করেছে অন্য ইলাহ, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্টি। আর তারা ক্ষমতা রাখে না নিজেদের অপকার বা উপকার করার এবং তারা ক্ষমতা রাখে না মৃত্যু, জীবন ও উত্থানের উপর।

সূরা শু'আরা, ২৬ : ২১৩

২১৩. অতএব তুমি ডেকো না আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ, ডাকলে তুমি হয়ে পড়বে শাস্তিপ্ৰাপ্তদের শামিল।

সূরা নামল, ২৭ : ৬৩

৬৩. আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ আছে কি? তারা যে শিরক করে, আল্লাহ তা থেকে অনেক উর্ধে।

সূরা কাসাস, ২৮ : ৬৮, ৮৮

৬৮. আর আপনার রব সৃষ্টি করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন এবং পসন্দ করেন। তাদের নেই কোন ইখতিয়ার এতে। আল্লাহ পবিত্র, মহান এবং তিনি অনেক উর্ধে তা থেকে যা তারা শরীক করে।

৮৮. আর তুমি ডেকো না আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ, নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া। সব কিছুই ধ্বংসশীল, তাঁর সত্তা ছাড়া। হুকুম তো তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

সূরা রুম, ৩০ : ৪০

৪০. আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের রিয়ক দিয়েছেন,

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۝
۳- وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً
لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا
وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا
وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ۝

২১৩- فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ
مِنَ الْبَعْثِينَ ۝

৬৩- إِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ ۝
تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

৬৮- وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۝
مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۝
سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

৮৮- وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝
كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۝
لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

৪০- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ

এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন এবং পরে আবার তোমাদের জীবিত করবেন। তোমরা যাদের শরীক কর, তাদের মাঝে এমন কেউ আছে কি, যে এসবের কোন কিছু করতে পারে? আল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং তিনি অনেক উর্ধে তা থেকে, যা তারা শরীক করে।

ثُمَّ يُيْتِيكُمُ الْمَوْتُ مِن شَرَاكِكُمْ ۖ
مَنْ يَفْعَلْ مِنْ دِينِكُمْ شَيْءٌ ۚ
سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

সূরা সাফফাত, ৩৭ : ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫

১৫১. জেনে রাখ, তারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে,
১৫২. আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তারা তো অবশ্যই মিথ্যাবাদী।
১৫৩. তিনি কি বেছে নিয়েছেন কন্যা সন্তান, পুত্র সন্তানের স্থলে?
১৫৪. তোমাদের কী হয়েছে, কেমন ফয়সালা তোমরা করছ?
১৫৫. তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

- ১৫১- أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ أَفْكَهٍ يُقُولُونَ ۝
- ১৫২- وَلَكَ اللَّهُ ۖ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝
- ১৫৩- أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ۝
- ১৫৪- مَا لَكُمْ تَكُفُّونَ ۖ
- ১৫৫- أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

সূরা যুমার, ৩৯ : ৪

৪. যদি আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করতে চাইতেন, তবে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতেন। তিনি পবিত্র, মহান! তিনি আল্লাহ্, এক, দোদগ প্রতাপশালী।

ۚ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا
لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ
سُبْحَنَهُ ۚ
هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ৮১, ৮২

১৫. আর তারা তাঁর জন্য তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে অংশ সাব্যস্ত করেছে। মানুষ তো অবশ্যই স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।
১৬. তিনি কি নিজের জন্য স্বীয় সৃষ্টি থেকে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং

- ১৫- وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۝
- ১৬- أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ ۚ

তোমাদের বেছে নিয়েছেন পুত্র সন্তানের জন্য ?

১৭. আর দয়াময় আল্লাহর প্রতি তারা যা আরোপ করে, তার সুসংবাদ তাদের কাউকে দেওয়া হলে, তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে দুর্বিসহ যাতনায় ক্লিষ্ট হয়।

১৮. তবে কি তিনি গ্রহণ করলেন এমন সন্তান, যে লালিত-পালিত হয় অলংকার-মণ্ডিত হয়ে এবং যে স্পষ্ট বক্তব্যে সমর্থ নয় তর্ক-বিতর্কে।

১৯. আর তারা নারী গন্য করেছে ফিরিশ্‌তাদের, যারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা, তারা কি প্রত্যক্ষ করেছিল এদের সৃষ্টি ? তাদের বক্তব্য অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তারা জিজ্ঞাসিত হবে।

৮১. বলুন, যদি দয়াময় আল্লাহর কোন সন্তান থাকত, তবে আমি হতাম তাঁর উপাসকদের মধ্যে প্রথম।

৮২. তারা যা বলে, তা থেকে পবিত্র, মহান আসমান ও যমীনের রব এবং আরশের অধিপতি।

সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৪

৪. বলুন, তোমরা কী ভেবে দেখেছ তাদের কথা, যাদের তোমরা ডাক আল্লাহর পরিবর্তে ? আমাকে দেখাও, পৃথিবীতে তারা কী সৃষ্টি করেছে অথবা তাদের আছে কি কোন অংশীদারিত্ব আসমানে? তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আমার কাছে উপস্থিত কর এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরস্পরাগত কোন জ্ঞান।

সূরা ত্বর, ৫২ : ৩৯, ৪৩

৩৯. তবে কি কন্যা সন্তান আল্লাহর জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য ?

وَ أَصْفَكُمْ بِالْبَنِينَ ○

১৭- وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ
بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا
ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوِّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ○

১৮- أَوْ مِنْ يَنْشَأُوا فِي الْحُلِيِّةِ
وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ○

১৯- وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ
عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ
سَتَكُتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ ○

৮১- قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ
فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِينَ ○

৮২- سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ○

৪- قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَرُونَنِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ
أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ
إِيتُونَنِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ
مَنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

৩৯- أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ ○

৪৩. না কি আল্লাহ্ ছাড়া তাদের জন্য অন্য কোন ইলাহ আছে ? তারা যে শিরক করে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান।

সূরা নাজম, ৫৩ : ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩

১৯. তোমরা কী ভেবে দেখেছ লাভ ও উষ্মা সম্বন্ধে,

২০. এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে?

২১. তবে কি পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহ্র জন্য ?

২২. এরূপ বণ্টন তো অত্যন্ত অসঙ্গত।

২৩. এগুলো তো কতক নাম ছাড়া আর কিছু নয়, যা তোমাদের পিতৃ-পুরুষরা ও তোমরা রেখেছ ; যার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। তারা তো কেবল অনুসরণ করে অনুমান এবং তাদের প্রবৃত্তির, অথচ তাদের কাছে তো তাদের রবের হিদায়েত এসেছে।

সূরা হাশর, ৫৯ : ২৩

২৩. তিনি আল্লাহ্, নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া। তিনি মালিক, তিনি পবিত্র, তিনি শান্তি, তিনি নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনি রক্ষক, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল তিনি মহা-মহিম ; তারা যে শিরক করে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান!

সূরা জিন, ৭২ : ৩, ২০

৩. আর নিশ্চয় আমাদের রবের মর্যাদা সমুচ্চ ; তিনি গ্রহণ করেননি কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান।

২০. বলুন, আমি তো কেবল ডাকি আমার রবকেই এবং তাঁর সংগে শরীক করি না কাউকে।

৪২-أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۖ
سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

১৭-أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ

২০-وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةِ الْآخَرَىٰ

২১-أَأَكْمُرُكُمْ الَّذِ كُرْوَلَهُ الْأُنثَىٰ

২২-تِلْكَ إِذْ أَوْبَسْتُمْ فِي بَيْتِ

২৩-إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ

سَمِيَّتُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوٰى الْأَنفُسُ

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدٰى

২৩-هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ

الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

৩-وَأَنَّهُ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا

مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا

২০-قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّى

وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا

সূরা ইখলাস, : ১১২ : ১, ২, ৩, ৪

১. বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়,
২. আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী ;
৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি;
৪. এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

১- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝

২- اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

৩- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝

৪- وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর সিফাত-গুণাবলী

১. রাক্বুল আলামীন رَبُّ الْعَالَمِينَ

সূরা ফাতিহা, ১ : ১

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি রব সারা জাহানের।

সূরা বাকারা, ২ : ১৩১

১৩১. স্মরণ করুন, তাঁর রব বলেছিলেন ইব্রাহীমকে, ইসলাম কবুল কর। সে বলেছিল, আমি ইসলাম কবুল করলাম রাক্বুল আলামীনের জন্য।

সূরা মায়িদা, ৫ : ২৮

২৮. যদিও তুমি তোমার হাত তুলো আমাকে হত্যা করার জন্য, তবুও আমি আমার হাত তুলবো না তোমাকে হত্যা করার জন্য। আমি তো ভয় করি, সারা জাহানের রব-প্রতিপালক আল্লাহকে।

সূরা আন'আম ৬ : ৪৫, ৭১

৪৫. তারপর মূলোচ্ছেদ করা হলো সে লোকদের, যারা যুলুম করেছিল। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি রব সারা জাহানের।

৭১. আপনি বলুন, নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়েতই প্রকৃত হিদায়েত ; আর আমরা আদিষ্ট হয়েছি রাক্বুল আলামীন-জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি অনুগত হতে।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ৫৪, ৬১, ৬৭, ১০৪, ১২১

৫৪. নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয় দিনে।

১- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

১২১- إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ
قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○

২৮- لَئِنْ بَسَطْتُ إِلَى يَدِكَ لَتَقْتُلَنِي
مَا أَنَا بِبَاسٍ بِيَدَيْكَ لَأَقْتُلَكَ
إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ○

৪৫- فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৭১- قُلْ إِنَّ هَدَى اللَّهُ
هُوَ الْهُدَى
وَأْمَرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৫৪- إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে।
তিনি ঢেকে দেন রাত দিয়ে দিনকে,
রাত অনুসরণ করে দিনকে দ্রুত। আর
তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও
নক্ষত্ররাজি, এরা তাঁরই হুকুমের অধীন;
জেনে রাখ, সৃষ্টি এবং বিধান তাঁরই।
মহিমময় আল্লাহ্ সারা জাহানের রব।

৬১. সে (নূহ (আ)) বলেছিল : হে আমার
কাওম! আমাতে কোন গুমরাহী নেই,
বরং আমি তো একজন রাসূল রাক্বুল
আলামীনের তরফ থেকে।

৬৭. সে (নূহ (আ)) বলেছিল, হে আমার
কাওম! আমাতে কোন বোকামী নেই
বরং আমি তো একজন রাসূল রাক্বুল
আলামীনের তরফ থেকে।

১০৪. আর মূসা বলেছিল, হে ফির'আউন!
আমি তো একজন রাসূল রাক্বুল
আলামীনের তরফ থেকে।

১২১. তারা (ফির'আউনের যাদুকররা)
বলেছিল, আমরা ঈমান আনলাম রাক্বুল
আলামীনের প্রতি।

সূরা ইউনুস, ১০ : ১০, ৩৭

১০. সেখানে তাদের ধ্বনি হবে, পবিত্র মহান
তুমি, হে আল্লাহ্! আর তাদের
অভিবাদন হবে সেখানে সালাম; তাদের
শেষ ধ্বনি হবে : 'আল-হামদু লিল্লাহে
রাক্বিল আলামীন'-সকল প্রশংসা সারা
জাহানের প্রতিপালকের জন্য।

৩৭. এ কুরআন এমন নয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া
কেউ তা মনগড়া রচনা করতে পারে,
পক্ষান্তরে এ কুরআন এর পূর্ববর্তী যা
কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার সমর্থক
এবং ইহা সেই কিতাবের বিশদ ব্যাখ্যা,
এতে কোন সন্দেহ নেই, ইহা রাক্বুল

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ
يُغْشَى الْيَلَّ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۚ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
مُسْجَرَاتٍ بِأَمْرِ ۚ ۚ لَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ
تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○

৬১- قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ
وَلَا كِبَىٰ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ○

৬৭- قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ
وَلَا كِبَىٰ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ○

১০৪- وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرَعُونَ
إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ○

১২১- قَالُوا أَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○

১০- دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ
أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৩৭- وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ
أَنْ يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ
وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ

আলামীনের তরফ থেকে।

সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৬, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬,
২৭, ২৮, ৪৭, ৪৮, ৭৭, ৭৮, ৭৯,
৮০, ৮১, ৮২, ১০৯, ১২৭, ১৪৫,
১৬৪, ১৮০, ১৯২

১৬. (আল্লাহ বললেন) সুতরাং তোমরা উভয়
ফির'আউনের কাছে যাও এবং বল,
আমরা তো রাক্বুল আলামীনের রাসূল।

২৩. ফির'আউন বললো, রাক্বুল আলামীন
আবার কী ?

২৪. মূসা বললো, তিনি প্রতিপালক আসমান
ও যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সব
কিছুর। যদি তোমরা হও নিশ্চিত
বিশ্বাসী।

২৫. ফির'আউন তার পারিষদবর্গকে বললো
: তোমরা শুনতেছ তো ?

২৬. মূসা বললো, তিনি প্রতিপালক
তোমাদের এবং প্রতিপালক তোমাদের
পূর্ববর্তী বাপদাদাদেরও।

২৭. ফির'আউন বললো : নিশ্চয় তোমাদের
রাসূল, যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ
করা হয়েছে, সে তো অবশ্যই পাগল।

২৮. মূসা বললো : তিনি রব-প্রতিপালক
পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এ দু'য়ের
মধ্যবর্তী সব কিছুর যদি তোমরা
বুঝতে।

৪৭. ফির'আউনের যাদুকররা বললো :
আমরা ঈমান আনলাম রাক্বুল
আলামীনের প্রতি;

৪৮. যিনি রব মূসা ও হারুনের।

৭৭. (ইব্রাহীম বললো, যারা আল্লাহ্ ছাড়া
অন্যের পূজা করে) তারা সকলেই
আমার শত্রু, রাক্বুল আলামীন ছাড়া;

○ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

১৬- فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا

○ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

২৩- قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

২৪- قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ

○ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ

২৫- قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمِعُونَ

২৬- قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

২৭- قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي

○ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَجُنُّونٌ

২৮- قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا

○ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

৪৭- قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

৪৮- رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ

৭৭- قَالَتْهُمْ عَدُوٌّ لِإِلَهِ الْعَالَمِينَ

৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই আমাকে হিদায়েত দান করেন,
৭৯. আর তিনিই আমাকে খাওয়ান ও পান করান,
৮০. আর যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন।
৮১. আর তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন,
৮২. আর আশা করি তিনিই মার্জনা করবেন আমার অপরাধ বিচারের দিনে।
১০৯. (নূহ বললো,) আমি চাই না তোমাদের কাছে এর বিনিময়ে কোন প্রতিদান, আমার প্রতিদান তো শুধু রাক্বুল আলামীনের কাছে।
১২৭. (হুদ বললো), আর আমি চাই না তোমাদের কাছে এর বিনিময়ে কোন প্রতিদান, আমার প্রতিদান তো শুধু রাক্বুল আলামীনের কাছে।
১৪৫. (সালিহ বললো) আর আমি চাই না এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান। আমার প্রতিদান তো শুধু রাক্বুল আলামীনের কাছে।
১৬৪. (লূত বললো), আর আমি চাই না এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান। আমার প্রতিদান তো রাক্বুল আলামীনের কাছে।
১৮০. (শু'আইব বললে) আর আমি চাই না এর বিনিময় তোমাদের কাছে, আমার বিনিময় তো রাক্বুল আলামীনের কাছে।
১৯২. আর এ কুরআন তো অবতীর্ণ রাক্বুল আলামীন কর্তৃক।

- ৭৮-الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ○
- ৭৯-وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ○
- ৮০-وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ○
- ৮১-وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ○
- ৮২-وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ○
- ১০৯-وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ○
- ১২৭-وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ○
- ১৪৫-وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ○
- ১৬৪-وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ○
- ১৮০-وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ○
- ১৯২-وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

সূরা নামল, ২৭ : ৮, ৪৪

৮. আর যখন মূসা সে আগুনের কাছে এলো, তখন ঘোষিত হলো, ধন্য তারা, যারা আছে এ আলোর মাঝে এবং যারা আছে এর চারপাশে। আর পবিত্র মহান আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন।

৪৪. সে নারী (বিল্কীস) বললো, হে আমার রব! আমি তো যুলুম করেছি আমার নিজের প্রতি, আর আমি ইসলাম কবুল করলাম সুলায়মানের সাথে আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে।

সূরা কাসাস, ২৮ : ৩০

৩০. যখন মূসা এলো আগুনের কাছে, তখন তাকে তুয়া উপত্যকার দক্ষিণ পাশে অবস্থিত বরকতময় ভূমির এক গাছের দিক থেকে ডেকে বলা হলো, হে মূসা! আমি-ই আল্লাহ্, রাক্বুল আলামীন-জগতসমূহের প্রতিপালক।

সূরা সাজ্দা, ৩২ : ১, ২

১. আলিফ-লাম-মীম,
২. এ কিতাব (আল-কুরআন) রাক্বুল আলামীনের তরফ থেকে অবতীর্ণ, এতে নেই কোন সন্দেহ।

সূরা সাফাত, ৩৭ : ১৮০, ১৮১, ১৮২

১৮০. পবিত্র, মহান আপনার রব, তারা যা বলে তা থেকে, যিনি সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী।

১৮১. আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের প্রতি;

১৮২. আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি রব সারা জাহানের।

৪- فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا
وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

১১-.... قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

২- فَلَمَّا أَثَرَهَا نُودِيَ
مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ
فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ
أَنْ يُمُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

১- اَلَمْ ○
২- تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ
مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

১৮০- سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ
عَمَّا يَصِفُونَ ○

১৮১- وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ○

১৮২- وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

সূরা যুমার, ৩৯ : ৭৫

৭৫. আর আপনি দেখবেন, ফিরিশ্তারার আদেশের চারদিক ঘিরে তাঁদের রবের সপ্রশংস তাস্বীহ পাঠ করছে। আর তাদের (বান্দাদের) মাঝে ফয়সালা করা হবে ন্যায়ের সাথে; আর বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি রব সারা জাহানের।

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৬৪, ৬৫, ৬৬

৬৪. আল্লাহ তিনি, যিনি পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের জন্য বাসোপযোগী এবং আসমানকে করেছেন ছাদ-স্বরূপ; আর তিনি তোমাদের আকৃতি প্রদান করেছেন, আর সুন্দর আকৃতিতে তোমাদের গঠন করেছেন এবং তিনি তোমাদের উত্তম রিয়ক দান করেছেন। ইনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। আর কত মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

৬৫. তিনি চিরজীব, নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া। অতএব তোমরা তাঁকেই ডাক তাঁরই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

৬৬. আপনি বলুন, আমাকে তো নিষেধ করা হয়েছে ইবাদত করতে তাদের, যাদের তোমরা ডাক আল্লাহকে ছেড়ে, যখন এসেছে আমার কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আমার রবের তরফ থেকে, আর আমি আদিষ্ট হয়েছি ইসলাম গ্রহণ করতে রাব্বুল আলামীনের জন্য।

সূরা হা-মীম আস-সাজ্জদা, ৪১ : ৯

৯. আপনি বলুন, তোমরা কি কুফরী করছো তাঁর সাথে, যিনি সৃষ্টি করেছেন যমীনকে দুই দিনে এবং তোমরা দাঁড় করাচ্ছ তাঁর সাথে অংশীদার? তিনিই তো

৭৫- وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ

مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ
بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৬৪- اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ

قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً
وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ
فَتَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○

৬৫- هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
○ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

৬৬- قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي
وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৯- قُلْ أَبِئْكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي

خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ
وَتَجْعَلُونَ لَهُ أُنْدَادًا
ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○

প্রতিপালক সারা জাহানের।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৪৬

৪৬. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে, আমার নিদর্শন দিয়ে, ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে এবং সে বলেছিল, অবশ্যই আমি একজন রাসূল, রাক্বুল আলামীনের।

সূরা জাছিয়া, ৪৫ : ৩৬

৩৬. আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি রব আসমানের এবং রব যমীনের, যিনি রব সারা জাহানের।

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০

৭৭. নিশ্চয় ইহা তো মহা সম্মানিত কুরআন,

৭৮. ইহা রয়েছে সুরক্ষিত ফলক লাওহে-মাহফুযে,

৭৯. কেউ স্পর্শ করে না তা পূত-পবিত্ররা ব্যতিরেকে।

৮০. ইহা অবতীর্ণ, রাক্বুল আলামীনের তরফ থেকে।

সূরা হাশ্ব, ৫৯ : ১৬

১৬. মুনাফিকরা শয়তানের মত, যখন সে মানুষকে বলে কুফরী কর। তারপর মানুষ যখন কুফরী করে, তখন সে বলে, আমার তো তোমার সাথে কোন সম্পর্ক নেই, আমি তো ভয় করি আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনকে।

সূরা তাক্বীর, ৮১ : ২৯

২৯. আর তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি না আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন ইচ্ছা করেন।

সূরা মুতাহফিফীন, ৮৩ : ৪, ৫, ৬

৬- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৩১- قِيلَ لَهُ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ

وَرَبِّ الْأَرْضِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৭৭- إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ○

৭৮- فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ○

৭৯- لَا يَسْخَرُ إِلَّا الْبَاطِلُونَ ○

৮০- تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

১৬- كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ

إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ اكْفُرْ

فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ

إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ○

২৯- وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

رَبُّ الْعَالَمِينَ ○

৪. তারা কি চিন্তা করে না যে, মৃত্যুর পর তাদের জীবিত করে উঠানো হবে,
 ৫. মহাদিবসে ?
 ৬. যে দিন দাঁড়াবে সব মানুষ রাক্বুল আলামীনের সামনে ।

৫- لَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝

৬- لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

৬- يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ ۝

২. আর-রাহমান—পরম দয়াময় الرَّحْمَنُ

সূরা ফাতিহা, ১ : ২

২. যিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু ।

সূরা বাকারা, ২ : ১৬৩

১৬৩. আর তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্ ।
 নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনি
 পরম দয়াময়, পরম দয়ালু ।

সূরা রা'দ, ১৩ : ৩০

৩০. এভাবেই আমি পাঠিয়েছি আপনাকে
 এক জাতির কাছে, গত হয়েছে যার
 আগে অনেক জাতি, তাদের কাছে
 তিলাওয়াত করার জন্য, যা আমি
 আপনার কাছে ওহী করেছি তা । কিন্তু
 তারা প্রত্যাখ্যান করে পরম দয়াময়কে ।
 আপনি বলুন, তিনিই আমার রব, নেই
 কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া । তাঁরই উপর
 আমি ভরসা করি এবং তাঁরই কাছে
 আমার প্রত্যাবর্তন ।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ১১০

১১০. আপনি বলুন : তোমরা 'আল্লাহ্' নামে
 ডাক, অথবা রাহমান নামে ডাক, যে
 নামেই ডাক, তাঁর তো রয়েছে সুন্দর
 সুন্দর নাম..... ।

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ১৮, ২৬, ৪৪, ৪৫,
 ৫৮, ৬১, ৬৯, ৭৫, ৭৭, ৭৮, ৮৫, ৮৬,
 ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩,

২- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

১৬৩- وَاللَّهُمَّ إِلَهُ وَاحِدٌ ۝

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

৩- كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ

مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوا عَلَيْهِمْ

الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ۝

قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ۝

১১০- قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۝

إِنَّمَا تَدْعُوا فَلَئِنَّ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَىٰ ۝

৯৪, ৯৫, ৯৬

১৮. সে স্ত্রীলোক (মারইয়াম) বললো, আমি তো আশ্রয় নিচ্ছি পরম দয়াময় আল্লাহর তোমার থেকে; যদি তুমি মুত্তাকী হও।
২৬. আর খাও, পান কর এবং চক্ষু জুড়াও। তবে যদি মানুষের মধ্য থেকে কাউকে দেখ, তখন বলো, আমি তো মানত করেছি পরম দয়াময় আল্লাহর নামে রোযা। অতএব আমি আজ কিছুতেই কথা বলবো না কোন মানুষের সাথে।
৪৪. (ইব্রাহীম বলেন) হে আমার পিতা! আপনি ইবাদত করবেন না শয়তানের। শয়তান তো রাহমান পরম দয়াময় আল্লাহর অবাধ্য।
৪৫. হে আমার পিতা! আমি তো আশঙ্কা করছি যে, আপনাকে স্পর্শ করবে আযাব পরম দয়াময় আল্লাহর তরফ থেকে, ফলে আপনি হয়ে পড়বেন শয়তানের বন্ধু।
৫৮. এরাই তারা, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন নবীদের মাঝে, আদমের সন্তানদের থেকে যাদের আমি নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম নূহের সাথে এবং ইব্রাহীম ও ইসরাঈলের সন্তানদের থেকে, আর যাদের আমি হিদায়েত দান করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম। যখনই তিলাওয়াত করা হতো তাদের কাছে রাহমান পরম দয়াময় আল্লাহর আয়াত, তখনই তারা সিজ্জাদায় লুটিয়ে পড়তো কাঁদতে কাঁদতে।
৬১. তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে আদন-এ যার ওয়াদা দিয়েছেন রাহমান পরম দয়াময় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অদৃশ্যভাবে। নিশ্চয় তাঁর ওয়াদা

- ১৮- قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ
بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ○
- ২৬- فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا
فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي
إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا
فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنْسِيًّا ○
- ৪৪- يَا بَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ
كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ○
- ৪৫- يَا بَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ
مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَنَّ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ○
- ৫৮- أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ
وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ
وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا
إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
آيَاتُ الرَّحْمَنِ
خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ○
- ৬১- جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ
عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ○

অবশ্যজ্ঞাবী ।

৬৯. তারপর আমি অবশ্যই টেনে বের করবো প্রত্যেক দল থেকে তাকে, যে রাহমান পরম দয়াময় আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য ।
৭৫. আপনি বলুন, যে রয়েছে গুমরাহীতে, তাকে রাহমান দয়াময় আল্লাহ অবশ্যই টিল দেবেন, যে পর্যন্ত না তারা প্রত্যক্ষ করবে, যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছিল তা; তা আযাব হোক অথবা কিয়ামত হোক । তখন তারা জানতে পারবে, কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং কে দলবলে দুর্বল ।
৭৭. আপনি কি লক্ষ্য করেছেন সে ব্যক্তির প্রতি, যে প্রত্যাখ্যান করেছে আমার আয়াত এবং বলেছে, অবশ্যই আমাকে দেয়া হবে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ?
৭৮. সে কি অবহিত হয়েছে গায়েব সম্পর্কে অথবা সে কি রাহমান দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে ?
৮৫. যে দিন আমি একত্র করবো মুত্তাকীদের পরম দয়াময় আল্লাহর কাছে সম্মানিত মেহমানরূপে ।
৮৬. আর হাঁকিয়ে নিয়ে যাব অপরাধীদের জাহান্নামের দিকে তুম্বাতুর অবস্থায় ।
৮৭. সে দিন শাফা'আত করার ক্ষমতা থাকবে না কারো সে ছাড়া, যে রাহমান পরম দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে ।
৮৮. আর তারা বলে, পরম দয়াময় আল্লাহ তো গ্রহণ করেছেন সন্তান ।
৮৯. অবশ্য তোমরা তো অবতারণা করেছ এক গুরুতর বিষয়ের,
৯০. যাতে বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে আসমান,

٦٩- ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ
أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۝

٧٥- قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ
فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا
حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ
إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۖ فَسَيَعْلَمُونَ
مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضعَفُ جُنْدًا ۝

٧٧- أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا
وَقَالَ لَأَوْتَيْنَ مَا لَا يُؤَدُّ ۝

٧٨- أَطَّلَعَ الْغَيْبَ
أَمْ اِتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝
٨٥- يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ
إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۝

٨٦- وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ
إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا ۝
٨٧- لَا يَلْبِكُونَ الشَّفَاعَةَ
إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝

٨٨- وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۝
٨٩- لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝

٩٠- تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ

খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যেতে পরে যমীন
এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়তে পারে
পর্বতমালা।

وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ
وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ۝

৯১. কেননা, তারা রাহমান পরম রাহমান
দয়াময় আল্লাহর প্রতি সন্তানের সম্পর্ক
আরোপ করেছে।

۹۱- أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۝

৯২. অথচ এটা শোভন নয় যে, দয়াময়
আল্লাহ গ্রহণ করবেন সন্তান!

۹۲- وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝

৯৩. নেই কেউ আসমান ও যমীনে, যে
আসবে না রাহমান-পরম দয়াময়
আল্লাহর কাছে বান্দারূপে।

۹۳- إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
إِلَّا أُنِى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۝

৯৪. তিনি তো তাদের পরিবেষ্টন করে
রেখেছেন এবং বিশেষভাবে তাদের
গণনা করে রেখেছেন,

۹۴- لَقَدْ أَحْصَاهُمْ
وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝

৯৫. আর তাদের প্রত্যেকেই আসবে তাঁর
কাছে কিয়ামতের দিন একাকী।

۹۵- وَكُلُّهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۝

৯৬. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেক-
আমল করে, অচিরেই রাহমানপরম
দয়াময় আল্লাহ তাদের জন্য সৃষ্টি
করবেন ভালবাসা।

۹۶- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝

সূরা তোহা, ২০ : ৫, ৯০, ১০৮, ১০৯

৫. পরম দয়াময় আল্লাহ আরশে সমাসীন।

۵- الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝

৯০. আর তোমাদের রব তো পরম
দয়াময় আল্লাহ। অতএব তোমরা
আমার অনুসরণ কর এবং আমার কথা
মেনে চল।

۹۰- وَإِنَّ رَبَّكُمُ

الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۝

১০৮. সে দিন তারা অনুসরণ করবে
আহবানকারীর, এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম
করতে পারবে না। আর স্তব্ধ হয়ে যাবে
সকল শব্দ রাহমান-পরম দয়াময়
আল্লাহর সামনে; অতএব তুমি শুনতে
পাবে না মৃদু পদধ্বনি ছাড়া আর কিছুই।

۱۰۸- يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ

لَا عِوَجَ لَهُ ۚ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ

لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝

১০৯. সে দিন কারো সুপারিশ কোন উপকারে

۱۰۹- يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম খণ্ড)—৭

আসবে না সে ছাড়া, যাকে অনুমতি দেবেন রাহমান পরম দয়াময় আল্লাহ্ এবং যার কথা তিনি পসন্দ করবেন।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ২৬, ৩৬, ৪২, ১১২

২৬. আর তারা বলে, পরম দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো পবিত্র, মহান! বরং তারা যাদের তাঁর সন্তান বলে, তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা.....।

৩৬. আর যারা কুফরী করেছে, তারা যখন আপনাকে দেখে; তখন তারা আপনাকে গ্রহণ করে হাসি-তামাশার পাত্ররূপে। তারা বলে, একি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করে? অথচ তারা তো রাহমান-পরম দয়াময় আল্লাহ্র উল্লেখের বিরোধিতা করে থাকে।

৪২. আপনি বলুন, কে তোমাদের রক্ষা করে রাতে ও দিনে রাহমান-পরম দয়াময় আল্লাহ্ থেকে? বরং তারা তো তাদের রবের স্বরণ থেকে বিমুখ।

১১২. তিনি (রাসূল) বলেন, হে আমার রব! আপনি ফয়সালা করে দিন ন্যায়ের সাথে। আর আমাদের রব তো রাহমান-পরম দয়াময় আল্লাহ্, তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, তোমরা যা বল, সে বিষয়ে।

সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৬, ৫৯, ৬০, ৬৩

২৬. সে দিন প্রকৃত কর্তৃত্ব রাহমান-পরম দয়াময় আল্লাহ্র। আর সে দিন কান্দারদের জন্য হবে অত্যন্ত কঠিন।

৫৯. তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সব কিছু ছয় দিনে; তারপর তিনি কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হন আরশে। তিনিই রাহমান-পরম

إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ
وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا

২৬- وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ
بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ

৩৬- وَإِذَا رَأَوْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا
أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُكُمْ
وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَفَرُونَ

৪২- قُلْ مَنْ يَمْلِكُكُمْ بِأَيِّلٍ
وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ
بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ

১১২- قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ
وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ
الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

২৬- الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلَّهِ
وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا

৫৯- الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى

দয়াময় অতএব জিজ্ঞাসা কর তাঁর সম্পর্কে যে জানে, তাঁকে।

৬০. আর রাহমান যখন তাদের বলা হয় সিজ্জাদা কর দয়াময় রাহমানকে। তখন তারা বলে, রাহমান আবার কী? আমরা কি সিজ্জাদা করবো তাঁকে, যাকে তুমি সিজ্জাদা করতে বল? বরং ইহা তাদের বিরুদ্ধচারিতাই বৃদ্ধি করে।

৬৩. আর পরম দয়াময় আল্লাহর বান্দা তারাই, যারা চলাফেরা করে যমীনে নম্রভাবে এবং যখন সম্বোধন করে তাদের অজ্ঞ ব্যক্তির, তখন তারা বলে, সালাম।

সূরা ৩ 'আরা, ২৬ : ৫

৫. আর যে নতুন উপদেশ তাদের কাছে আসে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে তারা তো তা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

সূরা নামল, ২৭ : ২৯, ৩০

২৯. সে নারী (বিল্কীস) বললো, হে পারিষদবর্গ! আমার কাছে তো পাঠানো হয়েছে এক সম্মানিত পত্র,

৩০. তা সুলায়মানের কাছ থেকে এবং তা হলো : পরম দয়ালু, পরম দয়াময় আল্লাহর নামে।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ১১, ১৫, ২৩, ৫২

১১. আপনি তো কেবল সতর্ক করতে পারেন তাকেই, যে মেনে চলে উপদেশ এবং ভয় করে পরম দয়াময় আল্লাহকে না দেখে। অতএব আপনি তাকে সুসংবাদ দিন ক্ষমা ও উত্তম পুরস্কারের।

১৫. তারা বলেছিল, তোমরা তো নও আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু, আর দয়াময় আল্লাহ তো নাযিল

عَلَى الْعَرْشِ ۖ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَبِيرًا ۝

৬০- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ ۚ

أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝

৬৩- وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝

৫- وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۝

২৯- قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ

إِنِّي أُنْقِىَ إِلَىٰ كِتَابٍ كَرِيمٍ ۝

৩০- إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

১১- إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ

وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ ۚ

فَبَشِّرْهُ بِغُفْرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۝

১৫- قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ۚ

وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ۚ

করেননি কোন কিছুই। তোমরা তো কেবল মিথ্যাই বলছো।

২৩. আমি কি গ্রহণ করবো আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্য ইলাহদের? যদি দয়াময় আল্লাহ আমার কোন ক্ষতি করতে চান, তাহলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজেই আসবে না, আর তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না।

৫২. তারা বলবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদের উঠালো, আমাদের নিদ্রাশূল কবর থেকে? এতো তা-ই, যার ওয়াদা দিয়েছিলেন দয়াময় আল্লাহ, আর সত্যই বলেছিলেন রাসূলগণ!

সূরা হা-মীম আস্সাজ্জদা, ৪১ : ১, ২

১. হা-মীম,
২. এ কুরআন অবতীর্ণ পরম দয়ালু, পরম দয়াময় আল্লাহ্র কাছ থেকে অবতীর্ণ।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ১৭, ১৯, ২০, ৩৩, ৩৬, ৪৫, ৮১

১৭. আর যখন সুসংবাদ দেয়া হয় তাদের কাউকে, তারা দয়াময় আল্লাহ্র প্রতি যা আরোপ করে তার অনুরূপ; তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে অসহ্য মর্ম যাতনায় ক্লিষ্ট হয়।

১৯. আর তারা রাহমান-দয়াময় আল্লাহ্র বান্দা ফিরিশ্তাদের নারী গণ্য করেছে। তারা কি প্রত্যক্ষ করেছে এ ফিরিশ্তাদের সৃষ্টি? অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা হবে তাদের উক্তি এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

২০. আর তারা বলে, যদি দয়াময় আল্লাহ

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ

۲۳- أَتَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا
إِنْ يَرِدْ مِنَ الرَّحْمَنِ بَصِيرٌ
لَا تَغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا
وَلَا يُنْقِذُونِ

۵۲- قَالُوا يَوَيْلَنَا مَنْ
بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا
هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ
وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ

۱- حَمِّ

۲- تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۷- وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدَهُمْ
بِمَا صَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا
ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوِّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ

۱۹- وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ
عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَاكًا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ
سَتَكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ

۲- وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ

ইচ্ছা করতেন, তাহলে আমরা এদের পূজা করতাম না। নেই তাদের এ বিষয়ে কোন জ্ঞান; তারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে।

৩৩. আর যদি এমন না হতো যে, সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, তাহলে পরম দয়াময় আল্লাহকে যারা প্রত্যাখ্যান করে, অবশ্যই আমি তাদের দিতাম, তাদের ঘরের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি; যা দিয়ে তারা আরোহণ করে।

৩৬. যে ব্যক্তি বিমুখ হয় দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে, আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, তারপর সেই হয় তার সহচর।

৪৫. আর আপনি জিজ্ঞাসা করুন সে সব রাসূলদের, যাদের আমি প্রেরণ করেছিলাম আপনার আগে। আমি কি স্থির করেছিলাম দয়াময় আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ, যার ইবাদত করা যায়?

৮১. আপনি বলুন, যদি হতো দয়াময় আল্লাহর কোন সন্তান, তাহলে আমি-ই হতাম তাঁর প্রথম ইবাদতকারী।

সূরা কাফ, ৫০ : ৩৩, ৩৪

৩৩. আর যে ভয় করে দয়াময় আল্লাহকে না দেখে এবং সে উপস্থিত হয় একাত্মচিন্তে আল্লাহ্মুখী অন্তর নিয়ে--

৩৪. তাদের বলা হবে, তোমরা প্রবেশ কর জান্নাতে শান্তির সাথে নিরাপদে, এ হলো অনন্ত জীবনের দিন।

সূরা রাহমান, ৫৫ : ১, ২

১. পরম দয়াময় আল্লাহ,

مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ
إِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ○

৩৩- وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً
لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ
لَبِئُوتَهُمْ سَفْهًا مِنْ فِتْنَةٍ
وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ○

৩৬- وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ
الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ○

৪৫- وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ
رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ
إِلَٰهَةً يُعْبَدُونَ ○

৮১- قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ
فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ ○

৩৩- مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ
وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ○

৩৪- ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ
ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ○

১- الرَّحْمَنُ ○

২. তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।

সূরা হাশর, ৫৯ : ২২

২২. তিনিই আল্লাহ্, নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

সূরা মুল্ক, ৬৭ : ৩, ১৯, ২৯

৩. তিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরে স্তরে। তুমি দয়াময় আল্লাহ্র সৃষ্টিতে কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আবার ফিরে তাক ও, তুমি কি দেখতে পাও কোন ক্রটি?

১৯. তারা কি দেখে না তাদের উপরে পাখীর দিকে, যারা ডানা বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? তাদের কেউ স্থির রাখতে পারে না দয়াময় আল্লাহ্ ছাড়া। নিশ্চয় তিনি সবকিছুর সম্যক স্রষ্টা।

২৯. আপনি বলুন : তিনিই দয়াময় আল্লাহ্, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কে রয়েছে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে?

সূরা নাবা, ৭৮ : ৩৭, ৩৮

৩৭. তিনিই রব আসমান, যমীন ও এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর; যিনি পরম দয়াময় আল্লাহ্; তাদের কারো ক্ষমতা থাকবে না, তাঁর কাছে কিছু বলার।

৩৮. সেদিন দাঁড়াবে সারিবদ্ধভাবে রুহ* ও ফিরিশ্তাগণ; কেউ কথা বলতে পারবে না, যাকে দয়াময় আল্লাহ্ অনুমতি দেবেন এবং সে সত্য কথাই বলবে।

২- عَلَّمَ الْقُرْآنَ ○

২২- هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ
عَلَّمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ○

৩- الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا
مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ ۚ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ○
১৭- أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ
طَافَتْ وَيَقْبِضْنَ ۚ
مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ ۚ
إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بِصِيرٌ ○

২৯- قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ
وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ
مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○

৩৭- رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ
لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ○

৩৮- يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ
صَفًّا ۚ لَا يَتَكَلَّمُونَ
إِلَّا مَن أِذْنٌ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ○

* (রুহ) বলতে হযরত জিব্রাঈল (আ) কে বুঝানো হয়েছে।

৩. আর-রাহীম-পরম দয়ালু الرَّحِيمِ

সূরা ফাতিহা, ১ : ২

২. যিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

সূরা বাকারা, ২ : ৩৭, ৫৪, ১২৮, ১৪৩, ১৬০, ১৭৩, ১৮২, ১৯২, ১৯৯, ২১৮, ২২৬

৩৭. তারপর আদম তার রবের তরফ থেকে কিছু বাণী লাভ করলো। আর আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাপরাবশ হলেন। নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫৪. নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১২৮. হে আমাদের রব! করুন আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত এবং আমাদের সন্তানদের থেকেও করুন আপনার এক অনুগত উম্মাত। আর আমাদের দেখান, আমাদের ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি এবং ক্ষমাপরবশ হোন আমাদের প্রতি। আপনি তো মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৪৩. নিশ্চয় আল্লাহ তো মানুষের প্রতি পরম মমতাময়, পরম দয়ালু।

১৬০. তবে যারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, আর স্পষ্টভাবে সত্য প্রকাশ করে; এদেরই তাওবা আমি কবুল করি, আর আমি তো তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

১৭৩. নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৮২. তবে যদি কেউ অসীয়াতকারীর পক্ষপাতিত্ব কিম্বা অন্যায়ের আশংকা

২- الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ

২৭- فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ ۖ كَلِمَاتٍ نَّتَابَ عَلَيْهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

৫৪- إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

১২৮- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ۖ وَأَمْرًا مِنَّا سَكَنًا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

১৪৩- إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّؤُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

১৬০- إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَاصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

১৭৩- إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১৮২- فَمَنْ خَافَ مِنْ مَّوَصِّ جَنْفًا أَوْ

করে, তারপর সে তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেয়, তবে তার কোন গুনাহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৯২. আর যদি তারা বিরত হয়, তবে তো আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৯৯. এরপর তোমরা প্রত্যাবর্তন কর সেখান থেকে, যেখান থেকে অন্য লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২১৮. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং যারা হিজরত করে ও জিহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে, তারা প্রত্যাশা করে আল্লাহ্‌র রহমত। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২২৬. যারা শপথ করে তাদের স্ত্রীদের সাথে সংগত না হওয়ার, তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। আর যদি তারা প্রত্যাগত হয়, তবে আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩১, ৮৯, ১২৯

৩১. আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৮৯. আর এরপর যারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে তো আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

إِنَّمَا فَاصِّلٌ بَيْنَهُمْ فَلَا إِشْمَ عَلَيْهِ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

১৯২- فَإِنْ انْتَهَوْا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

১৯৯- ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ
النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

২১৮- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

২২৬- لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ
تَرْبُصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
فَإِنْ فَأَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৩১- قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبِّبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৮৯- إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
وَأَصْلَحُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

১২৯. আর আল্লাহ্‌রই যা কিছু আছে আসমাণে এবং যা কিছু আছে যমীনে। তিনি ক্ষমা করেন যাকে চান এবং শাস্তি দেন যাকে চান। আল্লাহ্‌ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা নিসা, ৪ : ২৫, ২৯

২৫. এ সব বিধান তার জন্য, যে ভয় করে ব্যভিচারকে তোমাদের মধ্যে। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর, তবে তা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা খেয়ো না একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে, তবে তোমরা পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করলে তা বৈধ, আর তোমরা এক অপরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

সূরা মায়িদা, ৫ : ৩, ৩৪, ৩৯, ৭৪, ৯৮

৩. যদি কেউ ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়, পাপের দিকে না ঝুঁকে; তবে আল্লাহ্‌ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩৪. আর যারা তাওবা করে তোমাদের হাতে বন্দী হওয়ার আগে (তাদের জন্য মহাশাস্তি নেই) সুতরাং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩৯. আর যে তাওবা করে যুলুম করার পর এবং নিজেকে সংশোধন করে; তবে আল্লাহ্‌ তো তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৭৪. আর কেন তারা আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা

১২৯- وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

২৫- ذٰلِكَ لِمَن خَشِيَ الْعَذٰتَ مِنْكُمْ ۚ وَاَن تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

২৯- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمۡ بَيْنَكُمۡ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنۡ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝

৩- فَمَن اضْطُرَّ فِيْ مَخْصَصَةٍ غَيْرٍ مُّتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِۦ ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৩৪- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنۡ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৩৯- فَمَن تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ ۚ وَاصْلَحَ ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৭৪- اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ

করে না? অথচ আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯৮. তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর এবং আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা আন'আম, ৬ : ৫৪, ১৪৫, ১৬৫

৫৪. তোমাদের মাঝে যে কেউ অজ্ঞতাবশত মন্দকাজ করে ফেলে, তারপর সে তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৪৫. যদি কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে, নিরুপায় হয়ে নিষিদ্ধ বস্তু আহার করে, তবে জেনে রাখুন, আপনার রব তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৬৫. আর তিনিই তোমাদের করেছেন দুনিয়ার প্রতিনিধি এবং তিনি তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন; যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন সে সম্বন্ধে তোমাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। নিশ্চয় আপনার রব ত্বরিত শাস্তিদাতা। আর তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৩

১৫৩. আর যারা মন্দকাজ করে কিন্তু তারপর তারা তাওবা করে ও ঈমান আনে। নিশ্চয় আপনার রব এরপর অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা আনফাল, ৮ : ৬৯

৬৯. আর তোমরা হালাল ও উত্তম হিসেবে ভোগ কর, যে গণীমতের মাল তোমরা

وَيَسْتَغْفِرُونَ ۝

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

১৪- اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

৫৪-... أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا

بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ

فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

১৪৫-... فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

১৬৫- وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ

وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ؕ إِنَّ

رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۝

وَأَنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১৫৩- وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن

بَعْدِهَا وَأَمَّنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن

بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

৭৬- فَكُلُوا مِنَّا غِنْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۝

পেয়েছ তা থেকে এবং ভয় কর আল্লাহকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা তাওবা, ৯ : ৫, ২৭, ৯১, ৯৯, ১০২, ১০৪, ১১৭, ১১৮

৫. আর যদি তারা-মুশরিকরা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দিও। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৭. আর এরপর ও আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাপরবশ হবেন আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯১. যারা নেক্কার তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন কারণ নেই; আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯৯. আর মরুবাসীদের মাঝে কেউ কেউ ঈমান রাখে আল্লাহ্র প্রতি, আখিরাতের প্রতি এবং যা কিছু তারা ব্যয় করে, তাকে তারা আল্লাহ্র নৈকট্য ও রাসূলের দু'আ লাভের উপায় মনে করে। হাঁ, অবশ্যই তা তাদের জন্য নৈকট্য লাভের উপায়। আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের দাখিল করবেন স্বীয় রহমতের মাঝে, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১০২. আর তাদের মাঝের অপর কিছু লোক তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা মিলিয়ে ফেলেছে এক নেক-কাজকে অপর বদ-কাজের সাথে, আশা করা যায়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১০৪. তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তো তাওবা কবুল করেন তার বান্দাদের

وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

..... فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

۲۷- ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

۹۱-..... مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

۹۹- وَمِنْ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ۖ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

۱০২- وَأَخْرُوجُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ۚ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১০৪- أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ

থেকে এবং সাদাকাও কবুল করেন।
আর নিশ্চয় আল্লাহ, তিনি মহা তাওবা
কবুলকারী, পরম দয়ালু।

১১৭. আল্লাহ তো মেহেরবানী করলেন নবীর
প্রতি এবং সে সব মুহাজির ও
আনসারের প্রতি, যারা তাঁর অনুসরণ
করেছিল সংকটকালে এমতাবস্থায়,
যখন তাদের এক দলের চিন্তা-
বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। তারপর
আল্লাহ তাদের ক্ষমা করলেন। অবশ্যই
তিনি তাদের প্রতি পরম মমতাময়,
পরম দয়ালু।

১১৮. আর সে তিনজনকেও ক্ষমা করলেন,
যাদের ব্যাপারে ফয়সালা মূলতবী
রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না তাদের
প্রতি যমীন সংকুচিত হয়ে পড়েছিল,
তা বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও এবং তাদের
জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছিল, আর
তারা উপলব্ধি করেছিল যে, নেই
তাদের জন্য আল্লাহ থেকে কোন
আশ্রয়স্থল - তাঁর দিকে ফিরে যাওয়া
ছাড়া। পরে আল্লাহ তাদের তাওবা
কবুল করলেন, যাতে তারা তাতে
দৃঢ়ভাবে কায়ম থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ,
তিনি মহা-তাওবা কবুলকারী, পরম
দয়ালু।

সূরা ইউনুস, ১০ : ১০৭

১০৭. আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে
যাকে চান সম্মান দান করেন।
আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম
দয়ালু।

সূরা হূদ, ১১ : ৪১, ৯০

৪১. আর সে (নূহ) বললো, তোমরা এ
নৌকায় চড়, আল্লাহরই নামে ও এর

التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذْ الصَّدَقَاتِ
وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

১১৭- لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ
وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي
سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ
قُلُوبُ فِرْيَاقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ
رَءُوفٌ رَحِيمٌ ○

১১৮- وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا
حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا
رَحَبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ
وَوَظَنُوا أَنَّ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا
إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا
إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

১০৭. يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

৪১- وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسَهَا

চলা এর থামা, নিশ্চয় আমার রব, তো
পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯০. আর তোমরা ক্ষমা চাও তোমাদের
রবের কাছে এবং প্রত্যাবর্তন কর তাঁরই
দিকে। নিশ্চয় আমার রব প্রতিপালক
পরম দয়ালু, অতিশয় প্রেমময়।

সূরা ইউসুফ, ১২ : ৫৩, ৯৮

৫৩. আর সে (ইউসুফ) বললো, আমি
নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, অবশ্য
মানুষের মন তো মন্দকর্ম প্রবণ; তবে
সে ছাড়া যাকে আমার রব রহম করেন,
নিশ্চয় আমার রব পরম ক্ষমাশীল, পরম
দয়ালু।

৯৮. সে (ইয়াকুব) বললো, শীগ্গীরই আমি
ক্ষমা চাইবো তোমাদের জন্য আমার
রবের কাছে। নিশ্চয় তিনি পরম
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৩৬

৩৬. হে আমার রব! এ সব প্রতিমা তো
গুমরাহ করেছে অনেক মানুষকে।
সুতরাং যে অনুসরণ করবে আমাকে,
সে-ই আমার দলভুক্ত। কিন্তু কেউ
আমার অবাধ্য হলে, আপনি তো পরম
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা হিজর, ১৫ : ৪৯, ৫০

৪৯. আপনি জানিয়ে দিন আমার বান্দাদের,
অবশ্য আমি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম
দয়ালু।

৫০. আর নিশ্চয়ই আমার আযাব, তা তো
অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

সূরা নাহল, ১৬ : ১৮, ১১০, ১১৯

১৮. আর যদি তোমরা গণনা কর আল্লাহর
নিয়ামত, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে

إِنَّ رَبِّيَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ○

১০. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۖ

إِنَّ رَبِّيَ رَحِيمٌ وَدُودٌ ○

৫৩. وَمَا أْبْرَأِي نَفْسِي ۚ

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ
إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۖ

○ إِنَّ رَبِّيَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

৯৮. قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۖ

○ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

৩৬. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَاحٌ

كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِي

فَأَنَّهُ مِنِّي ۚ وَمَنْ عَصَانِي

فَأَنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

৫১. نَبِّئْ عِبَادِي

○ إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

৫০. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ○

১৮. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ

পারবে না। অবশ্যই আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১১০. আর যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, জিহাদ করে ও সবার করে। নিশ্চয় আপনার রব এ সবার পর পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১১৯. যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করার পরে তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়; নিশ্চয় আপনার রব, এর পরে তাদের প্রতি অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা হাজ্জ, ২২ : ৬৫

৬৫. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন যা কিছু আছে যমীনে এবং সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে, তাঁর নির্দেশে? আর তিনি স্থির রেখেছেন আকাশকে পৃথিবীর উপর পতিত হওয়া থেকে তাঁর নির্দেশ ব্যতীত। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি পরম মমতাময়, পরম দয়ালু।

সূরা নূর, ২৪ : ৫, ২০, ২২, ৩৩, ৬২

৫. তবে অপবাদ দেয়ার পর তারা যদি তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২০. আর যদি না থাকতো তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া, তবে তোমাদের কেউ-ই রেহাই পেত না। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম মমতাময়, পরম দয়ালু।

২২. . . . তোমরা কি পসন্দ কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদের মাফ করুন? আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

○ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

১১০- ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১১৯- ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

৬৫- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ دُونَ سَيْكُمُ السَّمَاءِ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ○ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ○

৫- إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

২০- وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ○

২২- أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ○ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

৩৩. আর যে তাদেরকে দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাদের উপর যবরদস্তির পর পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬২. আর যদি তারা আপনার কাছে অনুমতি চায়, তাদের কোন ব্যাপারে (বাইরে যেতে) তাহলে আপনি তাদের মধ্য থেকে যাদের চান অনুমতি দেবেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬, ৭০

৬. আপনি বলুন, নাযিল করেছেন এ কুরআন তিনি-ই, যিনি জানেন সমুদয় গোপন রহস্য আসমান ও যমীনের। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৭০. আর যারা তাওবা করে, ঈমান আনে ও নেক-কাজ করে, তাদেরই ত্রুটি-বিচ্ছাদিসমূহ আল্লাহ বদলে দিবেন নেকী দিয়ে। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা শু'আরা, ২৬ : ৯

৯. আর আপনার রব তো অবশ্যই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সূরা নামল, ২৭ : ১১, ৩০,

১১. আর যে কেউ যুলুম করার পর ভাল দিয়ে মন্দকে বদলে দেয়, তবে আমি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩০. নিশ্চয় ইহা সুলায়মানের তরফ থেকে এবং ইহা এই, বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম-‘পরম দয়ালু, পরম দয়াময় আল্লাহর নামে’।

৩৩-..... وَمَنْ يَكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

৬২-..... فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

৬- قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ○

৭০- إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ○

৯- وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○

১১- إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسَنًا بَعْدَ سُوِّ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

৩০- إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

সূরা কাসাস, ২৮ : ১৬

১৬. সে (মূসা) বললো, হে আমার রব! আমি তো যুলুম করেছি আমার নিজের উপর, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। তারপর আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করলেন। আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা রুম, ৩০ : ৫

৫. আল্লাহ্ সাহায্যে। তিনি সাহায্য করেন যাকে চান এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সূরা সাজ্দা, ৩২ : ৬

৬. তিনি-ই সম্যক জ্ঞাত অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪৩, ৭৩

৪৩. তিনি এমন যে, তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তারাও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, আঁধার (কুফর ও শিরক) থেকে তোমাদের আলোতে (ঈমান ও ইসলামে) আনার জন্য। আর তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

৭৩. পরিণামে আল্লাহ্ শাস্তি দিবেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে; আর আল্লাহ্ দয়াপরবশ হবেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের প্রতি। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা সাবা, ৩৪ : ২

২. আল্লাহ্ জানেন-যা কিছু প্রবেশ করে যমীনে এবং যা কিছু বের হয় সেখান থেকে, আর যা কিছু নাযিল হয় আসমান থেকে এবং যা কিছু উত্থিত

১৬- قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي

فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۖ

إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

৫- يَنْصُرُ اللَّهُ ۖ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۖ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

৬- ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ

الرَّحِيمِ ۝

৪৩- هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكَ وَمَلَائِكَتُهُ

لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝

৭৩- لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ

وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

২- يَعْلَمُ مَا يَلِكُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُخْرِجُ مِنْهَا

وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ

হয় সেখানে। আর তিনি পরম দয়ালু,
পরম ক্ষমাশীল।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৫, ৫৮

৫. এ কুরআন নাযিল হয়েছে পরাক্রমশালী,
পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে।

৫৮. জান্নাতবাসীদের জন্য সালাম-সাদর
সম্ভাষণ পরম দয়ালু রাক্বুল আলামীনের
তরফ থেকে।

সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৩

৫৩. আপনি আমার একথা বলে দিন : হে
আমার বান্দারা! তোমরা যারা অবিচার
করেছ নিজেদের প্রতি, তোমরা নিরাশ
হয়ো না আল্লাহর রহমত থেকে। নিশ্চয়
আল্লাহ মাফ করে দেবেন সব গুনাহ।
নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম
দয়ালু।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্জাদা, ৪১ : ৩১, ৩২

৩১. (ফেরেশতারা বলে) আমরাই তোমাদের
বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে, আর
তোমাদের জন্য রয়েছে সেখানে যা
তোমাদের মন চায় তা; আরো রয়েছে
তোমাদের জন্য সেখানে যা তোমরা
ফরমায়েশ করবে তা;

৩২. এ সব মেহমানদারী; পরম ক্ষমাশীল,
পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে।

সূরা শূরা, ৪২ : ৫

৫. জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ,
তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা দুখান, ৪৪ : ৪১, ৪২

৪১. সে দিন কোন কাজে আসবে না এক
বন্ধু অপর বন্ধুর এবং তাদের সাহায্যও
করা হবে না,

وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ

৫- تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

৫৮- سَلَّمَ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ

৫৩- قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

৩১- نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُم فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى
أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ

৩২- نَزَّلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

৫- أَلَا إِنَّ اللَّهَ
هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

৪১- يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

৪২. তবে যার প্রতি আল্লাহ্ রহম করবেন,
তার কথা আলাদা, নিশ্চয় আল্লাহ্
পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৮

৮. . . . আল্লাহ্-ই যথেষ্ট সাক্ষী হিসাবে
আমার ও তোমাদের মাঝে। আর তিনি
পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা ফাতহু, ৪৮ : ১৪

১৪. আর আল্লাহ্-ই সর্বময় কর্তৃত্ব
আসমান ও যমীনের। তিনি মাফ করেন
যাকে চান এবং শাস্তি দেন যাকে চান।
আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম
দয়ালু।

সূরা হজুরাত, ৪৯ : ৫, ১২, ১৪

৫. আর যদি তারা সবার করতো, আপনি
তাদের কাছে বের হয়ে আসা পর্যন্ত;
তবে তা-ই উত্তম হতো তাদের জন্য।
আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম
দয়ালু।

১২. আর তোমরা ভয় কর
আল্লাহ্কে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা তাওবা
কবুলকারী, পরম দয়ালু।

১৪. আর যদি তোমরা আনুগত্য
কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, তবে তিনি
হ্রাস করবেন না তোমাদের আমল
থেকে কোন কিছুই। নিশ্চয় আল্লাহ্
পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা তুর, ৫২ : ২৮

২৮. নিশ্চয় আমরা এর আগেও আল্লাহ্কে
ডাকতাম। আল্লাহ্ তো কৃপাময়, পরম
দয়ালু।

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ৯, ২৮

৯. তিনিই (আল্লাহ্) নাযিল করেন তাঁর
বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত, তোমাদের

৫২- إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ
إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

১-..... كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

১৪- وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

৫- وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ
إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

১২- وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

১৪- وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

২৮- إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ
إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ

৯- هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ
آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ

বের করে আনার জন্য অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম মমতাময়, পরম দয়ালু।

২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং ঈমান আনো তাঁর রাসূলের প্রতি, তিনি দেবেন তোমাদের দ্বিগুণ পুরস্কার তাঁর অনুগ্রহে এবং তিনি দেবেন তোমাদের নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলবে; আর তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ১২

১২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা চুপেচুপে রাসূলের সাথে কথা বলতে চাইবে, তখন তোমরা কথা বলার আগে কিছু সাদাকা প্রদান করবে। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় এবং পবিত্র থাকার উত্তম উপায়। আর যদি তোমরা এতে সক্ষম না হও, তবে আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা হাশর, ৫৯ : ১০, ২২

১০. আর যারা এসেছে সাহাবীদের পরে, তারা বলে : হে আমাদের রব! আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে; আর আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করবেন না তাদের প্রতি, যারা ঈমান এনেছে। হে আমাদের রব! আপনি তো পরম মমতাময়, পরম দয়ালু।
২২. তিনিই আল্লাহ, নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

إِلَى التَّوْرَةِ
وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

۲۸- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ
مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا
تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۝
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

۱۲- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا
بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ۝
ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

۱۰- وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا

اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا
لِلَّذِينَ آمَنُوا
رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

۲۲- هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ
عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

সূরা মুমতাহানা, ৬০ : ৭, ১২

৭. আশা করা যায় যে, আল্লাহ তোমাদের ও যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা আছে, তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১২. হে নবী! যখন আসে আপনার কাছে মু'মিন নারীগণ আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণের জন্য এ মর্মে যে, তারা শরীক করবে না আল্লাহর সাথে কোন কিছুর, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাতে না এবং অমান্য করবে না আপনাকে সংকাজে, তখন আপনি তাদের বায়'আত গ্রহণ করবেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

۷- عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً ۖ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

۱۲- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৪

১৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। আর যদি তোমরা তাদের মাফ কর, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদের ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

۱۴- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عِدًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

সূরা তাহরীম, ৬৬ : ১

১. হে নবী! আপনি কেন হারাম করছেন তা-যা হালাল করছেন আল্লাহ আপনার জন্য? আপনি তো চাচ্ছেন সন্তুষ্টি

۱- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاحِكَ ۚ

আপনার স্ত্রীদের আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

○ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

সূরা মুযাম্মিল, ৭৩ : ২০

২০. তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে করযে হাসানা-উত্তম ঋণ দাও। আর যা কিছু ভাল তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য আগে প্রেরণ করবে, তোমরা তা পাবে আল্লাহর কাছে, তা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তম। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহর কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২০. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا
وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

৪. শ্রেষ্ঠ দয়ালু

أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ

সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫১

১৫১. মূসা বললো, হে আমার রব! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে এবং আমার ভাইকে; আর আপনি দাখিল করুন আমাদের আপনার রহমতের মাঝে। আপনি তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

১৫১- قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوِي
وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ○

সূরা ইউসুফ, ১২ : ৬৪, ৯২

৬৪. সে (ইয়াকুব) বললো, আমি কি বিন-আমীন সম্পর্কে তোমাদের সেরূপ বিশ্বাস করবো, যে রূপ আমি তোমাদের বিশ্বাস করেছিলাম তার ভাই ইউসুফ সম্পর্কে এর আগে? আল্লাহ্-ই উত্তম রক্ষক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

৬৪- قَالَ هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ
إِلَّا كَمَا أَمْنُكُمْ عَلَىٰ إِخْوَيْهِ مِنْ قَبْلُ
فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا
وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ○

৯২. সে (ইউসুফ) বললো, নেই আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন আর তিনি শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

৯২- قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ
يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ
وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ○

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৮৩

৮৩. আর স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল, আমি তো নিঃপতিত হয়েছি দুঃখ-কষ্টে; আর আপনি তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

۸۳- وَآيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ
أَنِّي مَسْنِي الضُّرِّ وَأَنْتَ
أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ○

৫. সর্বশক্তিমান

قَدِيرٌ

সূরা বাকারা, ২ : ২০, ১০৬, ১০৯, ১৪৮, ২৮৪,

২০. আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে, অবশ্যই তিনি কেড়ে নিতেন তাদের শ্রবণশক্তি এবং তাদের দৃষ্টিশক্তি। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১০৬. আমি রহিত করি না কোন আয়াত অথবা ভুলিয়ে দেই না তা; কিন্তু আমি নিয়ে আসি তা থেকে উত্তম বা তার সমতুল্য কোন আয়াত। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১০৯. ... আর তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ কোন নির্দেশ দেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৪৮. ... যেখানেই তোমরা থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সবাইকে একত্র করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২৮৪. আল্লাহরই, যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর তোমাদের মনে যা আছে, তা তোমরা প্রকাশ কর, অথবা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের থেকে তার হিসাব নেবেন। তারপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন

۲۰- وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

۱۰۶- مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ
أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

۱۰۹- فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهَ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

۱۴۸- أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

۲۸۴- لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ○

এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২৬, ২৯, ১৮৯

২৬. আপনি বলুন, হে আল্লাহ! সার্বভৌম শক্তির মালিক। আপনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নেন; আর আপনি যাকে ইচ্ছা ইয্যত দেন এবং যাকে ইচ্ছা বে-ইয্যতি করেন। আপনারই হাতে সমস্ত কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২৯. আপনি বলুন, যদি তোমরা তোমাদের অন্তরে যা আছে তা গোপন কর, অথবা প্রকাশ কর; আল্লাহ্ তো তা জানেন। আর তিনি জানেন যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৮৯. আর আল্লাহরই বাদশাহী আসমান ও যমীনের। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা নিসা, ৪ : ১৩৩, ১৪৯

১৩৩. হে মানুষ! যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তোমাদের ধ্বংস করে দেবেন এবং অন্যদের তোমাদের স্থলে নিয়ে আসবেন। আর এরূপ করতে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ সক্ষম।

১৪৯. যদি তোমরা ভাল কাজ প্রকাশ্যে কর, অথবা তা গোপনে কর, কিংবা দোষ ক্ষমা কর; তবে তো আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল; সর্বশক্তিমান।

সূরা মায়িদা, ৫ : ১৭, ১৯, ৪০, ১২০

১৭. ... আর আল্লাহরই বাদশাহী আসমান ও যমীনের এবং যা কিছু আছে এ দুয়ের

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۲۶- قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ

تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ

وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ

مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ

إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۲৯- قُلْ إِنْ تَخْفَوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ

أَوْ تُبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ

وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۱৮৯- وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۱৩৩- إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ

وَيَأْتِ بِآخَرِينَ

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ۝

۱৪৯- إِنْ تُبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تَخْفَوْهُ

أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ۝

১৭- ... وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

মাঝে তার। তিনি সৃষ্টি করেন যা চান।
আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৯. . . . তোমাদের কাছে তো এসেছে
একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী।
আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪০. তুমি কি জান না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্
তাইরই জন্য সার্বভৌমত্ব আসমান ও
যমীনের। তিনি যাকে চান শাস্তি দেন
এবং যাকে চান ক্ষমা করেন। আর
আল্লাহ্ সর্ববিষয় সর্বশক্তিমান।

১২০. আল্লাহ্‌রই সার্বভৌমত্ব আসমান ও
যমীনের এবং এর মধ্যবর্তী সব কিছুর।
তিনি সর্ববিষয় সর্বশক্তিমান।

সূরা আন'আম, ৬ : ১৭

১৭. আর যদি আল্লাহ্ তোমাকে কষ্টে
নিঃপতিত করেন, তবে তা বিদূরীত
করার কেউ নেই তিনি ছাড়া। আর যদি
তিনি তোমার কল্যাণ সাধন করেন;
তবে তিনিই তো সর্ববিষয় সর্ব-
শক্তিমান।

সূরা হুদ, ১১ : ৪

৪. আল্লাহ্‌রই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন
এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা নাহল, ১৬ : ৭০, ৭৭

৭০. আর আল্লাহ্-ই তোমাদের সৃষ্টি
করেছেন। তারপর তিনি তোমাদের
মৃত্যু দেবেন এবং তোমাদের মাঝে
কতককে পৌঁছান হবে অকর্মণ্য বয়সে;
ফলে তার অজানা হয়ে যাবে কোন
জিনিস জানার পরে। নিশ্চয় আল্লাহ্
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

৭৭. আর আসমান ও যমীনের অদৃশ্য
বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই এবং

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১৭-..... فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۝

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৪০-أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ
وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ۝

১২০-لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১৭-وَأِنْ يَسْأَلْكُمُ اللَّهُ بَإِذْنٍ فَلَا كَاشِفَ
لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يَسْأَلْكُم بِخَيْرٍ
فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৪-إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৭০-وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ ثُمَّ
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ
لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

৭৭-وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

কিয়ামতের ব্যাপার তো চোখের পলকের ন্যায়, বরং তার চাইতে দ্রুততর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা হাজ্জ, ২২ : ৬, ৩৯

৬. ইহা এ জন্য যে, আল্লাহ্-তিনিই সত্য এবং তিনিই জীবিত করেন মৃতকে; আর তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩৯. যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদের যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তো তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম।

সূরা নূর, ২৪ : ৪৫

৪৫. আর আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন সমস্ত জীব পানি থেকে, এদের কতক চলে পেটে ভর দিয়ে, কতক চলে দু' পায়ে, আর কতক চলে চার পায়ে। আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন যা তিনি চান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা ফুরকান, ২৫ : ৫৪

৫৪. আর আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পানি থেকে, তারপর তিনি স্থাপন করেছেন তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক। আর আপনার রব তো সর্বশক্তিমান।

সূরা আনকাবুত, ২৯ : ২০

২০. আপনি বলুন, তোমরা ভ্রমণ কর পৃথিবীতে এবং লক্ষ্য কর, কি ভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টি শুরু করেছেন। তারপর আল্লাহ্ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয় সর্বশক্তিমান।

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ
أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ○

۶- ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ
وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى
وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

۳۹- أُوذِيَ الْفُلَانُ
يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ○

۴۵- وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ
فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ
وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ
وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ
يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

۵۴- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ
بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ○

۲۰- قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ
يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

সূরা রুম, ৩০ : ৫০, ৫৪

৫০. আর লক্ষ্য কর আল্লাহর রহমতের প্রভাবের প্রতি, কি ভাবে তিনি জীবিত করেন যমীনকে তার মৃত্যুর পর। নিশ্চয় এ ভাবেই আল্লাহ জীবিত করেন মৃতকে; আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৫৪. আল্লাহ-ই তোমাদের সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়, এরপর তিনি দেন দুর্বলতার পর শক্তি, এরপর আবার দেন শক্তির পর দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি সৃষ্টি করেন যা চান এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

সূরা ফাতির, ৩৫ : ১, ৪৪

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সৃষ্টিকর্তা আসমান ও যমীনের, যিনি ফিরিশ্তাদের বাণীবাহক করেন, যারা দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চার পাখা বিশিষ্ট। তিনি বৃদ্ধি করেন সৃষ্টিতে, যা তিনি চান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪৪. তারা কি ভ্রমণ করে না এ পৃথিবীতে? করলে তারা দেখতে পেতো কেমন হয়েছিল পরিণতি তাদের পূর্ববর্তীদের। তারা তো ছিল এদের চাইতে অধিক শক্তিশালী। আর আল্লাহ এমন নন যে, তাকে অক্ষম করতে পারে কোন কিছু আসমানে আর না যমীনে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্জাদা, ৪১ : ৩৯

৩৯. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম এই যে, তুমি দেখতে পাও যমীনকে সংকুচিত, শুষ্ক। তারপর যখন আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। নিশ্চয় যিনি

৫০. -فَانْظُرْ إِلَىٰ أَثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ
كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَجَائِهِ
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

৫৪. -اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

১- الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
جَاعِلِ الْمَلَكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ
مَّتَشَىٰ وَتِلْكَ أَرَبُ الْعِلْمِ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

৪৪- أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ
وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

৩৯- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ
خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا
الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا

যমীনকে জীবিত করেন, তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা শূরা, ৪২ : ৯, ২৯, ৪৯, ৫০

৯. তারা কি গ্রহণ করেছে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে? কিন্তু আল্লাহ-তিনিই অভিভাবক, আর তিনি জীবিত করেন মৃতকে এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২৯. আর আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং এ দুয়ের মাঝে তিনি যে সব জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন তা। আর তিনি যখন ইচ্ছা তখনই এদের সবাইকে সমবেত করতে সম্যক সক্ষম।

৪৯. আল্লাহরই বাদশাহী আসমান ও যমীনের। তিনি সৃষ্টি করেন যা তিনি চান। তিনি দান করেন যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং দান করেন যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান,

৫০. অথবা তিনি তাদের দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং করে দেন যাকে চান বন্ধ্যা। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৩৩

৩৩. তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন; আর এ সবার সৃষ্টিতে তিনি কোন ক্লাস্তি বোধ করেননি; অবশ্য তিনি মৃতকে জীবিত করতেও সক্ষম? বস্তুতঃ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২

২. আল্লাহরই বাদশাহী আসমান ও যমীনে, তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু

لَمَّحِي الْمَوْتِ ۝

إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১- أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ
قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتِ
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

২৯- وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ
وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ
إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۝

৪৯- لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا
وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذَكَوْرًا ۝

৫০- أَوْ يَزِجُ وَجْهَهُمْ ذِكْرًا ۚ وَإِنَّا
وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ
إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

৩৩- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُمْ يَفْدِرٌ
عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتِ ۚ
بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

২- لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ
يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ

দেন। আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্ব-
শক্তিমান।

সূরা মুমতাহানা, ৬০ : ৭

৭. হয়ত আল্লাহ্ বস্তুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন তোমাদের ও তাদের মাঝে, যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে। আর আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১

১. তাসবীহ পাঠ করে আল্লাহ্র, যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে; বাদশাহী তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা তালাক, ৬৫ : ১২

১২. আল্লাহ্-ই সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং এদের অনুরূপ যমীন। নেমে আসে তাঁর নির্দেশ এদের মাঝে, যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে আছেন সব কিছুই স্বীয় জ্ঞানে।

সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৮

৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তাওবা কর আল্লাহ্র কাছে খালিস-তাওবা। আশা করা যায়, তোমাদের রব বিদূরিত করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের ক্রটি-বিচ্ছ্যতিসমূহ এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। সেদিন আল্লাহ্ লজ্জা দেবেন না নবীকে এবং তাঁর মু'মিন সংগীদের, তাদের নূর ধাবিত

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۷- عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً ۖ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

۱- يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۱۲- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۖ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

۸- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ۚ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۚ

হবে তাদের সামনে ও তাদের ডানে। তারা বলবে, হে আমাদের রব! আপনি পূর্ণতা দান করুন আমাদের নূরকে এবং ক্ষমা করুন আমাদের। আপনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা মুল্ক, ৬৭ : ১

১. মহা-বরকতময় তিনি-সমস্ত বাদশাহী য়ার হাতে; আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১. সর্বজ্ঞ

সূরা বাকারা, ২ : ২৯, ৩২, ১১৫, ১২৭, ১৫৮, ১৮১, ২১৫, ২২৪, ২২৭, ২৪৪, ২৪৭, ২৫৬, ২৬১, ২৬৮, ২৭৩, ২৮২, ২৮৩

২৯. আল্লাহ-ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যমীনের সব কিছু; তারপর তিনি মনোনিবেশ করেন আসমানের প্রতি এবং বিন্যস্ত করেন তা সাত আসমানে। আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৩২. তারা (ফিরিশ্তারা) বললেন, আপনি পবিত্র, মহান। আমাদের নেই কোন জ্ঞান, আপনি যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া। আপনি তো সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্মত-ওয়ালা।

১১৫. আর আল্লাহরই পূর্ব ও পশ্চিম। অতএব যে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন; সে দিকেই আল্লাহ বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

১২৭. আর যখন ইব্রাহীম ও ইস্মাঈল কা'বা ঘরের ভিত উঁচু করছিল, তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের রব! আপনি কবুল করুন, আমাদের থেকে

نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا
نُورَنَا وَارْحَمْنَا
إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১- تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

علیم

২৭- هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

৩২- قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝

১১৫- وَلِلَّهِ الشَّرْقُ وَالْمَغْرِبُ
فَإَيُّمَا تَوَلَّوْنَا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

১২৭- وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

এ কাজ। আপনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

১৫৮. নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অর্ন্তভুক্ত। অতএব যে কেউ কা'বাগৃহের হজ্জ অথবা উমরা করতে মনস্থ করবে, তার জন্য কোন গুনাহ নেই-এ দু'য়ের মাঝে সাঈ করলে। আর কেউ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নেক-আমল করলে আল্লাহ তো গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ।

১৮১. আর যদি কেউ অসীম্যত শোনার পর তা পরিবর্তন করে, তবে যারা তা পরিবর্তন করবে, তার গুনাহ তাদেরই, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২১৫. লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কি ব্যয় করবে? আপনি বলুন, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যে ভাল কাজ কর, আল্লাহ তো সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

২২৪. আর তোমরা আল্লাহর নামকে তোমাদের শপথে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করো না যে, তোমরা বিরত থাকবে নেক-কাজ, আত্মসংযম ও মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপন করা থেকে। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২২৭. আর যদি তোমরা দৃঢ়সংকল্প হও তালাক দিতে, তবে তো আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২৪৪. আর তোমরা জিহাদ কর আল্লাহর পথে এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২৪৭. আর আল্লাহ দান করেন তাঁর রাজ্য যাকে চান। আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

১৫৮- إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۝

১৮১- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

২১৫- سَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

২২৪- وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

২২৭- وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

২৪৪- وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

২৪৭- وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

২৫৬. নেই কোন জবরদস্তি দীনের ব্যাপারে। নিশ্চয় সুস্পষ্ট হয়েছে হিদায়েত গুমরাহী থেকে। যে তাগূতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি, সে তো মজবূত করে ধরে শক্ত হাতল, যা কখনো ভাঙ্গার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।

২৬১. তাদের উপমা-যারা ব্যয় করে তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে, একটি শস্য বীজের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে; প্রত্যেক শীষ উৎপন্ন করে একশত শস্যকণা। আল্লাহ বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন যাকে চান। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

২৬৮. শয়তান তোমাদের ভয় দেখায় দারিদ্রের এবং নির্দেশ দেয় অশ্লীলতার। আর আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

২৭৩. আর যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহ তো সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

২৮২. আর তোমরা ভয় কর আল্লাহকে: আর আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

২৮৩. আর আল্লাহ তোমরা যা কর তা সবিশেষ অবহিত।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩৫, ৭৩, ৯২, ১১৯

৩৫. যখন বলেছিল ইমরানের স্ত্রী, হে আমার রব! আমি তো মানত করেছি আপনার জন্য একান্তভাবে, যা আছে আমার গর্ভে। সুতরাং আপনি তা কবুল করুন আমার তরফ থেকে। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২৫৬- لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ شَقَدُ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

২৬১- مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَآبِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

২৬৮- الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

২৭৩- وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

২৮২- وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

২৮৩- وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

৩৫- إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ۖ فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

৭৩. আপনি বলুন, মর্যাদা তো আল্লাহর হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

৯২. তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা খরচ কর, যা তোমরা ভালবাস তা থেকে। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

১১৯. আপনি বলুন, তোমরা মর তোমাদের আক্রোশেই। নিশ্চয় আল্লাহ সবিশেষ অবহিত সে সম্বন্ধে যা অন্তরে আছে।

সূরা নিসা, ৪ : ১২, ১৭, ২৬, ১৭৬

১২. আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, অতিশয় সহনশীল।

১৭. কেবল তাদের তাওবা আল্লাহ কবুল করেন, যারা অজ্ঞতাভাষত মন্দকাজ করে। তারপর জলদি তারা তাওবা করে। এরাই তারা যাদের তাওবা আল্লাহ কবুল করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্মতওয়ালা।

২৬. আল্লাহ চান তোমাদের কাছে বিশদভাবে বর্ণনা করতে, তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের রীতিনীতি তোমাদের অবহিত করতে এবং তোমাদের ক্ষমা করতে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্মত-ওয়ালা।

১৭৬. তোমরা গুমরাহ হয়ে যাও এই আশংকায় আল্লাহ তোমাদেরকে পরিস্কারভাবে জানাচ্ছেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সূরা মায়িদা, ৫ : ৭, ৫৪, ৭৬, ৯৭

৭. আর তোমরা স্মরণ কর, তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে এবং তাঁর সে

৭২-..... قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

৯২-لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ○

১১৭-..... قُلْ مَوْتُوا بِغِيظِكُمْ ○
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

১২-..... وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ○

১৭-إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّرُوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ○

২৬-يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

১৭৬-..... يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ○
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

৭-وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

অস্বীকারকে, যাতে তিনি তোমাদের আবদ্ধ করেছিলেন। যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহকে, যা আছে অন্তরে সে সম্বন্ধে তো আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

৫৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে কেউ নিজের দীন থেকে মুরতাদ হয়ে গেলে, অবশ্যই আল্লাহ্ নিয়ে আসবেন এমন এক কাওমকে, যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা হবে মু'মিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর। তারা জিহাদ করবে আল্লাহ্র পথে এবং ভয় করবে না কোন নিন্দকের নিন্দার। এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান তা দান করেন। আর আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

৭৬. আপনি বলুন, তোমরা কি ইবাদত কর আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছু, যে ক্ষমতা রাখে না তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করার? আর আল্লাহ্, তিনি-ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৯৭. আল্লাহ্ পবিত্র কা'বাঘর, সম্মানিত মাস, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু এবং কুরবানীর জন্য গলায় মালা পরিহিত পশুকে মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন। ইহা এ জন্য যে, তোমরা যেন জানতে পার আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়, সর্বজ্ঞ।

সূরা আন'আম, ৬ : ১৩, ৮৩, ৯৬, ১০১, ১১৫

১৩. আর আল্লাহ্রই, যা কিছু অবস্থান করে রাতে ও দিনে। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ ۖ
إِذْ قُلْتُمْ سَبْعًا وَاطْعَنَّا ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

৫৪- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي
اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ
أَذَلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى
الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَلِكَ
فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

৭৬- قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ
وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝
৯৭- جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ
الْحَرَامَ قِبْلًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَالْهُدَى وَالْقَلَائِدَ ۚ
ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

১৩- وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْتِ وَالنَّهَارِ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

৮৩. আর এ আমার যুক্তি প্রমাণ, যা আমি দিয়েছিলাম ইব্রাহীমকে তাঁর কাওমের মুকাবিলায়। আমি মর্যাদায় উন্নীত করি যাকে আমি চাই। নিশ্চয় আপনার রব মহা-হিক্মতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।

৯৬. আল্লাহ্-ই উষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাতকে বিশ্রামের জন্য এবং সূর্য ও চন্দ্রকে গণনার জন্য। এ নিরূপণ পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর।

১০১. আল্লাহ্-ই আদি-সৃষ্টা আসমান ও যমীনের। কি রূপে তাঁর সন্তান হবে? যখন তাঁর কোন স্ত্রী নেই। আর তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

১১৫. আর আপনার রবের বাণী সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। কেউ নেই তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার; আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

সূরা তাওবা, ৯ : ১৫, ২৮, ৬০, ৯৭, ১০৩, ১১৫

১৫. আর আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাপরায়ণ হন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্মত-ওয়ালা।

২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! মুশরিকরা তো অপবিত্র; অতএব তারা যেন এ বছরের পর মসজিদে-হারামের কাছেও না আসে। আর যদি তোমরা আশংকা কর দারিদ্রের, তবে আল্লাহ্ স্বীয় করুণায় তোমাদের অভাবমুক্ত করবেন, যদি তিনি চান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্মত-ওয়ালা।

৬০. যাকাত তো কেবল ফকীর, মিসকীন ও যাকাত ব্যবস্থায় নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য এবং যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য,

৮২- وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۖ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

৯৬- فَالْبَاقِيَ الصُّبْحَ ۚ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا ۚ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

১০১- بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اَنۡى يَكُوۡنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَهٗ صَاحِبَةً ۚ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

১১৫- وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

১৫- وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ۝

২৮- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا اِنَّمَا الْمَشْرِكُوۡنَ نَجَسٌ فَلَا يَۡقُرُّوۡا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنْ شَآءَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ۝

৬০- اِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاۗءِ وَ الْمَسْكِيۡنِ وَ الْعَمِلِيۡنَ عَلَيۡهَا وَ الْمَوۡكَفَةِ قُلُوۡبُهُمْ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الْغُرَمٰٓيۡنَ وَ فِى سَبِيۡلِ اللّٰهِ

ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্র পথে ও মুসাফিরদের জন্য। ইহা আল্লাহ্র তরফ থেকে ফরয। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্মতওয়ালা।

৯৭. মরুবাসীরা কুফরী ও মুনাফিকীতে কঠোরতর এবং আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের প্রতি যা নাযিল করেছেন, তার সীমারেখা সম্পর্কে তারা অধিক অজ্ঞ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্মতওয়ালা।

১০৩. আপনি গ্রহণ করবেন তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা, তা দিয়ে তাদের পবিত্র করবেন ও পরিশুদ্ধ করবেন, আর আপনি তাদের জন্য দু'আ করবেন। নিশ্চয় আপনার দু'আ তাদের জন্য স্বস্তিদায়ক। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১১৫. আর আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি কোন কাওমকে হিদায়াত দান করার পর গুমরাহ করবেন, যতক্ষণ না তিনি তাদের কাছে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, কী থেকে তারা সতর্ক থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সূরা ইউনুস, ১০ : ৬৫

৬৫. আর আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় তাদের কথা। নিশ্চয় সমস্ত ক্ষমতা ও সম্মান আল্লাহ্রই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

সূরা হিজর, ১৫ : ২৫, ৮৬

২৫. আর নিশ্চয় আপনার রব একত্র করবেন তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে। তিনি তো মহা-হিক্মতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।

৮৬. নিশ্চয় আপনার রব মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।

وَ ابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

১৭- أَلَا عَرَابُ أُشْدُّ كُفْرًا
وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۚ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

১০৩- خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

১১৫- وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ
إِذْ هَدَاهُمْ
حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

৬৫- وَلَا يَخْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ
لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

২৫- وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

৮৬- إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝

সূরা নাহল, ১৬ : ৭০

৭০. আর আল্লাহ্-ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দিবেন এবং তোমাদের মাঝে কতককে পৌঁছান হবে অকর্মণ্য বয়সে, ফলে তার অজানা হয়ে যাবে কোন জিনিস জানার পরে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৪

৪. সে (রাসূল) বললো, আমার রব আসমান ও যমীনের সব কথাই জানেন; আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

সূরা হাজ্জ, ২২ : ৫২

৫২. আর আমি পাঠাইনি আপনার আগে কোন রাসূল কিংবা কোন নবী; কিন্তু যখনই তাদের কেউ কিছু আকাঙ্ক্ষা করেছে, তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। তবে আল্লাহ্ বিদূরিত করেন শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তা। তারপর আল্লাহ্ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর আয়াতসমূহ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্মতওয়ালা।

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৫১

৫১. হে রাসূলগণ! তোমরা আহার কর উত্তম পবিত্র বস্তু থেকে এবং নেক-আমল কর। অবশ্যই আমি সম্যক অবহিত যা তোমরা কর সে সম্বন্ধে।

সূরা নূর, ২৪ : ১৮, ২১, ২৭, ২৮, ৩২, ৪১, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬৪

১৮. আর আল্লাহ্ সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করেন তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্মতওয়ালা।

۷۰- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ ثُمَّ وَإِنْ لَّا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْءًا ۝
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

۴- قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

۵۲- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ
وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى
أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ۖ
فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ
ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ ۖ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

۵۱- يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

۱۸- وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

২১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনসরণ করো না। আর কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে, জেনে রাখ! শয়তান তো নির্দেশ দেয় অশ্লীল ও মন্দকাজের। আর যদি না থাকতো তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত, তবে তোমাদের কেউ কখনো পরিশুদ্ধ হতে পারতে না। আর আল্লাহ্ যাকে চান পরিশুদ্ধ করে থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা প্রবেশ করবে না, তোমাদের ঘর ব্যতিরেকে অন্য কারো ঘরে, যতক্ষণ না তোমরা প্রবেশের অনুমতি লাভ কর এবং গৃহবাসীদের সালাম কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।

২৮. তবে যদি তোমরা ঘরে কাউকে না পাও, তাহলে তাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। আর যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও, তাহলে ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ্, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

৩২. আর তোমাদের মাঝে যে পুরুষের স্ত্রী নেই অথবা যে স্ত্রীর স্বামী নেই, তাদের বিয়ে করিয়ে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা এর যোগ্য তাদেরও। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে আল্লাহ্ তাদের অভাবমুক্ত করবেন স্বীয় অনুগ্রহে। আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

৪১. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আসমান ও যমীনে যারা আছে এবং উড়ন্ত পাখীরা

২১- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

২৭- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذِكْرُكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

২৮- فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۚ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

৩২- وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

৪১- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْخَرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে? তারা প্রত্যেকেই জানে তার ইবাদতের ও তার তাসবীহের পদ্ধতি। আর আল্লাহ সম্যক অবহিত, তারা যা করে সে সম্বন্ধে।

৫৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কক্ষে প্রবেশের জন্য যেন অনুমতি গ্রহণ করে, তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃসন্ধিক্ষেপে উপনীত হয়নি, তারা তিন সময়-ফজরের সালাতের পূর্বে, দুপুরে তোমরা যখন পোশাক খুলে রাখ তখন এবং এশার সালাতের পরে। এ তিনটি তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এ তিন সময় ছাড়া অন্য সময় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে, তোমাদের ও তাদের জন্য কোন গুনাহ নেই। তোমাদের কতককে কতকের কাছে তো যাওয়াত করতেই হয়। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করেন আয়াতসমূহ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্মতওয়ালা।

৫৯. আর যখন তোমাদের মধ্যের বালকরা বয়ঃসন্ধিক্ষেপে উপনীত হয়, তখন তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেয়, যেমন অনুমতি নেয় বয়োজ্যেষ্ঠগণ। এভাবেই আল্লাহ স্পষ্টরূপে বিবৃত করেন তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্মতওয়ালা।

৬০. আর নারীদের মধ্যে যারা বৃদ্ধা, যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য কোন গুনাহ নেই, যদি তারা তাদের বর্হিবাস খুলে রাখে তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে; তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের

وَالْأَرْضِ وَالظَّيْرِ
صَلَّتْ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ○

৫৮- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ
الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ
لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ
ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ
طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

৫৯- وَإِذَا بَلَغَ الْإِطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ
فَلْيَسْتَأْذِنُوا
كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

৬০- وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ
نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ
وَأَنْ يَسْتَغْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ

জন্য উত্তম। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৬৪. জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌রই যা কিছু আছে আসমানে ও যমীনে। অবশ্যই তিনি জানেন, যা নিয়ে তোমরা ব্যাপৃত আছো তা। আর যে দিন তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে তাঁর কাছে, সে দিন তিনি তাদের জানিয়ে দেবেন তারা যা করতো তা। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সূরা নামল, ২৭ : ৬, ৭৮

৬. আর নিশ্চয়ই আপনাকে তো আল-কুরআন দেওয়া হচ্ছে মহা-হিক্মত-ওয়ালা, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে।
৭৮. নিশ্চয় আপনার রব তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবেন স্বীয় হুকুমে। আর তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।

সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৫, ৬০, ৬২

৫. যে আশা রাখে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় আসবেই। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
৬০. আর অনেক প্রাণী আছে, যারা নিজেদের খাদ্য বহন করে না, আল্লাহ্‌-ই রিযিক দান করেন তাদের এবং তোমাদেরও। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
৬২. আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য চান রিযিক বর্ধিত করেন আর যার জন্য চান তা সীমিত করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সূরা রুম, ৩০ : ৫৪

৫৪. আল্লাহ্, তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন দুর্বলরূপে, তারপর তিনি

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

৬৪- أَلَا إِنَّ لِلَّهِ

مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ

وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا

عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

৬- وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ

مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ

৭৮- إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

৫- مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ

فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

৬০- وَكَانَ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ

رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

৬২- اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

৫৪- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۝

২৪- إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي الرُّحَامِ ۖ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۖ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

২৬- قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا
ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۖ
وَهُوَ الْفَاتِحُ الْعَلِيمُ ۝

২৮- إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

৬৬- وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ
وَلَا فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۝
২৮- وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

৭১- قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ

সৃষ্টি করেন। আর তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত।

৮০. তিনি-ই তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদন করেন, আর তখন তোমরা তা থেকে তোমাদের আগুন জ্বালাও।

৮১. যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি সক্ষম নন তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে? হ্যাঁ, অবশ্যই। আর তিনি মহা-স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

সূরা যুমার, ৩৯ : ৭

৭. যদি তোমরা কুফরী কর, তবে আল্লাহ তো তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি তাঁর বান্দাদের কুফরী পসন্দ করেন না। যদি তোমরা শোক্র কর, তা হলে তিনি তাই তোমাদের জন্য পসন্দ করেন। আর একের বোঝা অন্যে বহন করবে না। অবশেষে তোমাদের রবের কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তোমাদের অবহিত করবেন, যা তোমরা করতে। নিশ্চয় তিনি সম্যক অবগত অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে।

সূরা মু'মিন, ৪০ : ১, ২

১. হা-মীম,
২. এ কিতাব পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ।

সূরা হা-মীম আস-সাজ্জাদা, ৪১ : ১২, ৩৬

১২. তারপর আল্লাহ আসমানকে দুই দিনে সাত আসমানে পরিণত করেন এবং প্রত্যেক আসমানে ব্যক্ত করেন এর বিধান। আর আমি সুশোভিত করি প্রদীপমালা দিয়ে নিকটবর্তী আসমানকে এবং তা সুরক্ষিত করি, এ হলো পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহর নির্ধারণ।

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝

৪০-الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا ۖ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ۝

৪১-أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ ۚ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝

৭-إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ ۖ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

১-حَم ۝

২-تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

১২-فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ

فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ۖ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম খণ্ড)—১২

২৬- وَإِنَّمَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

১২- لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۖ
إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

২৪- وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ
وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۖ
إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

৪৯- لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاقًا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الدُّكُورَ ۝

৫০- أَوْ يَزُوجَهُمْ ذَكَرَانًا وَانَاثًا
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۖ
إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

৮৪- وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ
وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

১- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا
بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

১৩. হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে এবং তোমাদের করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্র, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। নিশ্চয় তোমাদের মাঝে সে-ই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাবান, যে তোমাদের মাঝে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব জানেন, সব খবর রাখেন।

১৬. আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে জানাচ্ছ তোমাদের দীন সম্পর্কে? অথচ আল্লাহ জানেন, যা আছে আসমানে এবং যা আছে যমীনে। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে, সর্বজ্ঞ।

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ৩, ৬

৩. তিনিই আদি ও অন্ত এবং প্রকাশ্য ও গুপ্ত। আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৬. তিনি রাতকে প্রবেশ করান দিনে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে। আর তিনি সম্যক অবহিত অন্তরে যা আছে তা।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ৭

৭. আপনি কি লক্ষ্য করেননি, নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না তিন জনের, যাতে তিনি তাদের চতুর্থজন হিসেবে উপস্থিত থাকেন না; আর পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি তাদের ষষ্ঠজন হিসেবে উপস্থিত থাকেন না এবং তারা এর চাইতে কম হোক বা বেশী হোক, আল্লাহ্ তাদের সংগে আছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। এরপর আল্লাহ্ তাদের জানিয়ে দেবেন কিয়ামতের দিন, তারা যা করে

১৩- يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

১৬- قُلْ اَتَعْلَمُوْنَ اللّٰهُ يَدِيْنٰكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

৩- هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظّٰهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

৬- يُّوْلِيْهِ الْاَيُّلُ فِى النَّهَارِ وَ يُّوْلِيْهِ النَّهَارُ فِى الْاَيُّلِ ۚ وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ ۝

৭- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رٰبِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرُ ۚ اِلَّا هُوَ ۚ مَعَهُمْ اَيُّنَ مَا كَانُوْۤا ۚ ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْۤا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

তা। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

সূরা জুমু'আ, ৬২ : ৭

৭. আর ইয়াহুদীরা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না, যে আমল তারা আগে করেছে সে কারণে। আর আল্লাহ্ সম্যক অবগত যালিমদের সম্পর্কে।

۷- وَلَا يَتَمَنَّوْنَ اَبَدًا
بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ৪, ১১

৪. আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আছে আসমানে এবং যমীনে; আর তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর ও যা তোমরা প্রকাশ কর। আর আল্লাহ্ সম্যক অবহিত, যা আছে অন্তরে তা।
১১. কোন বিপদ আসে না আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া। আর যে ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি, তিনি তার অন্তরকে হিদায়েত দান করেন, আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

۴- يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ ○

۱۱- مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِیْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ
اللّٰهِ ۝ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ اللّٰهُ
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

সূরা তাহরীম, ৬৬ : ২

২. আল্লাহ্ তো বিধান দিয়েছেন তোমাদের জন্য তোমাদের কসম থেকে মুক্তি লাভের; আর আল্লাহ্ তোমাদের বন্ধু, তিনি সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্মতওয়ালা।

۲- قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ
تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۝ وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ
وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

সূরা মুল্ক, ৬৭ : ১৩

১৩. আর তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল বা প্রকাশ্যেই বল; আল্লাহ্ সম্যক অবহিত, যা আছে অন্তরে তা।

۱۳- وَاَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوِاجْهَرُوْا بِهِ
اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ ○

সূরা দাহর, ৭৬ : ৩০

৩০. আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্মতওয়ালা।

۳۰- وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ
اللّٰهُ ۝ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

৭. সম্যক দৃষ্টা بَصِيرٌ

সূরা বাকারা, ২ : ৯৬, ১১০, ২৩৩, ২৩৭, ২৬৫

৯৬. আর অবশ্যই আপনি পাবেন ইয়াহুদীদের জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষের মাঝে অধিক লোভী; এমন কি যারা মুশ্রিক তাদের চাইতেও। তাদের প্রত্যেকেই আকাঙ্ক্ষা করে যদি তাদের হাযার বছরের জীবন দেয়া হতো। কিন্তু তাকে আযাব থেকে মুক্তি দিতে পারবে না তার এ দীর্ঘ জীবন। আর তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক দৃষ্টা।

১১০. তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও। আর যে উত্তম কাজ তোমরা নিজেদের কল্যাণের জন্য আগে পাঠাবে, তা তোমরা পাবে আল্লাহর কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ যা তোমরা কর তার সম্যক দৃষ্টা।

২৩৩. আর তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং জেনে রাখ, তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দৃষ্টা।

২৩৭. আর তোমরা ভুলে যেয়ো না নিজেদের মাঝে সদাশয়তার কথা। নিশ্চয় আল্লাহ, তোমরা যা কর, তার সম্যক দৃষ্টা।

২৬৫. আর যারা নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করণের জন্য, তাদের উদাহরণ কোন উঁচু ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যেখানে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে সেখানে ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। তবে সেখানে প্রচুর বৃষ্টি না হলেও হালকা বৃষ্টিই

৯৬- وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ ۖ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ ۖ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّجِهِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ إِنَّ يُعَمَّرَ ۖ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

১১০- وَإِقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا وَلَا تُأْخِرُوا مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

২৩৩- وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

২৩৭- وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

২৬৫- وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا

যথেষ্ট। আর আল্লাহ্, তোমরা যা কর,
তার সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৪, ১৫, ১৯, ২০,
১৫৬

১৪. আকর্ষণীয় করা হয়েছে মানুষের জন্য
নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য
ও চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং
ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি। এ সব
দুনিয়ার যিন্দেগীর ভোগ্যবস্তু। আর
আল্লাহ্, তাঁরই কাছে উত্তম প্রত্যাবর্তন-
স্থল।

১৫. আপনি বলুন, আমি কি তোমাদের খবর
দেব এমন কিছুর, যা এর চাইতে
উত্তম? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে,
তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে
জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে
নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল
থাকবে, আরো তাদের জন্য রয়েছে
পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহ্র তরফ
থেকে সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ্ বান্দাদের
সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

১৯. নিশ্চয় দীন হলো আল্লাহ্র কাছে
ইসলাম। যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল,
তারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাদের কাছে
জ্ঞান আসার পর মতানৈক্য সৃষ্টি
করেছিল। আর কেউ আল্লাহ্র আয়াত
অস্বীকার করলে, আল্লাহ্ তো হিসাব
গ্রহণে দ্রুত।

২০. তবে যদি তারা আপনার সাথে তর্কে
লিপ্ত হয়, তা হলে বলুন, আমি
পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছি
আল্লাহ্র কাছে এবং আমার
অনুসারীরাও। আর আপনি তাদের
আরও বলুন, যাদের কিতাব দেয়া
হয়েছিল এবং যারা নিরক্ষর, তোমরা কি
আত্মসমর্পণ করেছ? হ্যাঁ, যদি তারা

وَإِلَّٰهُ فَطُلُّوا ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

১৪- زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ
النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ۝

১৫- قُلْ أَوْفَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ ۚ
لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ۝

১৯- إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ
إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ
فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

২০- فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ
لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۚ
وَقُلْ لِلَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ
وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ
فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۗ

আত্মসমর্পণ করে, তবে তারা হিদায়াত লাভ করবে। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার দায়িত্ব তো কেবল প্রচার করা। আর আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

১৫৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কুফরী করে এবং তাদের ভাইয়েরা যখন পৃথিবীতে সফর করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে, তারা যদি আমাদের কাছে থাকতো তবে তারা মরতো না এবং নিহতও হতো না। ফলে আল্লাহ এটাই তাদের মনস্তাপে পরিণত করেন। আর আল্লাহ জীবন দেন এবং মৃত্যু দেন। আর আল্লাহ তোমরা যা কর তার সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা নিসা, ৪ : ৫৮, ১৩৪

৫৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা ফিরিয়ে দিবে আমানত তার হকদারকে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন ইনসাফের সাথে বিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

১৩৪. কেউ দুনিয়ার প্রতিদান চাইলে, তবে আল্লাহর কাছে তো রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিদান। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

সূরা আনফাল, ৮ : ৩৯, ৭২

৩৯. আর তোমরা যুদ্ধ করতে থাক কাফিরদের বিরুদ্ধে ফিতনা বিদূরিত না হওয়া পর্যন্ত এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত; কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তবে তারা যা করে, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ
وَاللَّهُ بِبَصِيرٍ بِالْعِبَادِ ○

১৫৬-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ
وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

৫৮-إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ○

১৩৪-مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ○

৩৯-وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

৭২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিযরত করেছে, জিহাদ করেছে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে; আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারা একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করে নি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নেই। কিন্তু তারা যদি দীন সম্বন্ধে তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য; যে কাওম ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়। আর আল্লাহ, তোমরা যা কর, তার সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা হুদ, ১১ : ১১২

১১২. আর আপনি দৃঢ়পদে থাকুন, যে ভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর যারা আপনার সাথে ঈমান এনেছে তারাও। আর তোমরা সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ১, ৩০, ৯৬

১. পবিত্র মহান তিনি, যিনি রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন তাঁর বান্দাকে (মুহাম্মদ (সা)-কে) মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশকে আমি করেছি বরকতময়, তাঁকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৩০. নিশ্চয় আপনার রব, যার জন্য চান রিয়ক বৃদ্ধি করেন এবং সীমিত করেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা।

۷۲- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَ نَصَرُوْا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَّاءُ بَعْضٍ ۚ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يٰهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَا يَتِيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَ اِنْ اَسْتَنْصَرْتُمْ وَّكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ ۗ اِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ ۚ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

۱۱۲- فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَ مِّنْ تَابٍ مَّعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۗ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

۱- سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیْهِ مِنْ اٰیٰتِنَا ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝

۳- اِنَّ رَبَّكَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ وَ یَقْدِرُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِیْرًا بَصِیْرًا ۝

৯৬. বলুন, আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট সাক্ষী হিসেবে আমার ও তোমাদের মাঝে, নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা।

সূরা হাজ্জ, ২২ : ৬১, ৭৫

৬১. নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ প্রবিষ্ট করান রাতকে দিনের মধ্যে এবং প্রবিষ্ট করান দিনকে রাতের মধ্যে, আর আল্লাহ্‌ তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৭৫. আল্লাহ্‌ মনোনীত করেন ফিরিশ্তাদের থেকে রাসূল এবং মানুষের মধ্য থেকেও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

সূরা ফুরকান, ২৫ : ২০

২০. আর আমি পাঠাইনি আপনার আগে রাসূলদের থেকে কাউকে, কিন্তু তারা তো আহার করতো এবং চলাফেরা করতো হাটে বাজারে। আর আমি তো করেছি তোমাদের এককে অপরের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। তোমরা কি সবর করবে না? আর আপনার রব তো সর্বদ্রষ্টা।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ২৮,

২৮. তোমাদের সৃষ্টি ও তোমাদের পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ ছাড়া আর কিছু নয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩১, ৪৫

৩১. আর আর আপনার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি, তা সত্য, তা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা।

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম খণ্ড)—১৩

৭১- قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

৭১- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوَلِّیْهُ الْاَيُّلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّیْهُ النَّهَارَ فِي الْاَيُّلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ ۝

৭৫- اللّٰهُ یُصْطَفِیْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ۖ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ ۝

২০- وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ اِلَّا اِتٰهُمْ لَیَّاكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَیَمْشُوْنَ فِی الْاَسْوَاقِ ۖ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۖ اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِیْرًا ۝

২৮- مَا خَلَقْنٰكُمْ وَلَا بَعَثْنٰكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ۖ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ ۝

৩১- وَالَّذِیْ اَوْحٰیْنَآ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ يَدَیْهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِیْرٌ بَصِیْرٌ ۝

৪৫. আর আল্লাহ্ যদি পাকড়াও করতেন মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য, তা হলে তিনি রেহাই দিতেন না ভূ-পৃষ্ঠের কোন প্রাণীকে; কিন্তু তিনি অবকাশ দেন তাদের এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। তারপর তাদের নির্দিষ্টকাল এসে গেলে, আল্লাহ্ তো তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা মু'মিন, ৪০ : ২০, ৫৬

২০. আর আল্লাহ্ ফয়সালা করেন যথাযথাভাবে; কিন্তু তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ডাকে, তারা তো ফয়সালা করতে পারে না কিছুরই। নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৫৬. নিশ্চয় যারা বিতর্কে লিপ্ত হয়, আল্লাহ্র আয়াত সম্পর্কে, তাদের কাছে কোন দলীল না থাকলেও; তাদের অন্তরে তো রয়েছে কেবল অহঙ্কার, তারা এ ব্যাপারে লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে না। অতএব আশ্রয় নিক আল্লাহ্র। নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

সূরা হা-মীম আস-সাজ্জাদা, ৪১ : ৪০

৪০. নিশ্চয় যারা বিকৃত করে আমার আয়াতসমূহ, তারা তো লুকাতে পারবে না আমার থেকে। কে উত্তম যে জাহান্নামে নিষ্কিণ হবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে সে? তোমরা কর যা চাও। নিশ্চয় তিনি, তোমরা যা কর, তার সম্যক জানেন, সম্যক দেখেন।

সূরা শূরা, ৪২ : ১১, ২৭

১১. তিনি আদি-স্রষ্টা আসমান ও যমীনের। তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য

১- وَلَوْ يَوَّاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝

২- وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

৫৬- إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۖ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

৪০- إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۚ أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِيَ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

১১- فَاطْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا

তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া এবং চতুষ্পদ জন্তুদেরও সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়, তিনি তোমাদের বিস্তার ঘটান এর মাধ্যমে। কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

২৭. আর যদি আল্লাহ্ তাঁর সব বান্দাদের জন্য রিযিকের প্রাচুর্য দিতেন, তা হলে তারা অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করতো পৃথিবীতে; কিন্তু তিনি তা দেন তাঁর ইচ্ছামত পরিমাণে। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা হজুরাত, ৪৯ : ১৮

১৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন আসমান ও যমীনের গায়েব। আর আল্লাহ্, তোমরা যা কর, তার সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ৪

৪. তিনিই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয় দিনে, তারপর তিনি আরশের উপর স্থিত হলেন। তিনি জানেন, যা কিছু প্রবেশ করে যমীনে এবং যা কিছু বের হয় সেখান থেকে, আর যা কিছু নামে আসমান থেকে এবং যা কিছু উঠে সেখানে। আর তিনি আছেন তোমাদের সাথে, যেখানেই তোমরা থাক না কেন। আল্লাহ্ তোমরা যা কর, তার সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ১

১. অবশ্যই আল্লাহ্ শুনেছেন সে নারীর কথা, যে বাদানুবাদ করছে আপনার সাথে তার স্বামীর ব্যাপারে এবং ফরিয়াদ করছে আল্লাহ্র কাছেও। আর আল্লাহ্ শোনে তোমাদের কথোপকথন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَرْوَاجًا ۖ
يَذَرُوكُمْ فِيهِ ۖ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

২৭- وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ
لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ
وَلَكِنْ يَنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ
إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝

১৮- إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

৪- هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى
عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ
وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ
مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرَبُ فِيهَا ۚ
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

১- قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي
تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا
وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ۚ
وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝

সূরা মুমতাহানা, ৬০ : ৩

৩. তোমাদের কোনই কাজে আসবে না তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, আর না তোমাদের সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন। আল্লাহ্ ফয়সালা করে দেবেন তোমাদের মাঝে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

۲- لَنْ تَنْفَعَكُمُ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ ۚ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ২

২. তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের তারপর তোমাদের মাঝে কেউ হয় কাফির আর তোমাদের মাঝে কেউ হয় মু'মিন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

۲- هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ
فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۚ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

সূরা মুল্ক, ৬৭ : ১৯

১৯. তারা কি লক্ষ্য করেনি, তাদের উর্ধে পাখীদের প্রতি, যারা পাখা বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? তাদের স্থির রাখে না কেউ দয়াময় আল্লাহ্ ছাড়া। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয় সম্যক দ্রষ্টা।

۱۹- اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ
صَفَتْ وَيَقْبِضْنَ ۚ اِلٰٓى مَا يَبْسُكُهُنَّ
اِلَّا الرَّحْمٰنُ ۚ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّبْصِرٌ ۝

৮. মহাঅনুগ্রহশীল

ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

সূরা বাকারা, ২ : ১০৫

১০৫. কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তারা এবং মুশ্রিকরা চায় না যে, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ নাযিল হোক। আর আল্লাহ্ তাঁর রহমতের সাথে খাস করে নেন, যাকে চান। আর আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল।

۱۰۵- مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ
اَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ
وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ ۚ
وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৭৪

৭৪. আর আল্লাহ্ তাঁর রহমতের সাথে খাস করে নেন যাকে চান। আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল।

۷۴- يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ ۚ
وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

সূরা আনফাল, ৮ : ২৯

২৯. ওহে যার ঈমান এনেছ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে তিনি তোমাদের দেবেন হক ও বাতিলে পার্থক্য করার শক্তি এবং বিদূরিত করবেন তোমাদের থেকে তোমাদের ঢুটি-বিচ্ছাতিসমূহ, আর ক্ষমা করবেন তোমাদের। আর আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল।

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২১, ২৮, ২৯

২১. তোমরা ধাবিত হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগ্ফিরাত ও জান্নাতের জন্য, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল।

২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং ঈমান আনো তাঁর রাসূলের প্রতি। তিনি তোমাদের দান করবেন দ্বিগুণ তাঁর রহমত থেকে, আর তোমাদের জন্য তিনি দেবেন নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলাফেরা করবে এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৯. এ জন্য যে, আহ্লে কিতাব যেন জানতে পারে, তাদের কোন অধিকার নেই আল্লাহ্র অনুগ্রহের কোন কিছু উপর এবং অনুগ্রহ তো আল্লাহ্রই ইখ্তিয়ারে, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল।

সূরা জুমু'আ, ৬২ : ৪

৪. এ হলো আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা-অনুগ্রহশীল।

۴- ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

৯. সবিশেষ অবহিত

خَيْرٌ

সূরা বাকারা, ২ : ২৩৪, ২৭১

২৩৪. আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যাবে। তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন ইদত পালন করবে। তারপর যখন তারা তাদের ইদত কাল পূর্ণ করবে, তখন তোমাদের জন্য কোন গুনাহ নেই, তারা যথাবিধি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে, আর আল্লাহ, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।
২৭১. যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর, তবে তো তা উত্তম। আর যদি তোমরা গোপনে দান কর এবং দাও তা ফকীর মিস্কীনদের; তাহলে তাতো আরো উত্তম তোমাদের জন্য। আর বিদূরিত করবেন আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের কিছু ঋণ-বিচ্ছ্যতি। আর আল্লাহ তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

۲۳۴- وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

۲۷۱- إِنْ تَبَدُّوا لَاصِدَقَاتٍ فَبِمَا هِيَ
وَأِنْ تَخْفَوْهَا وَتُوْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِّنْ
سَيِّئَاتِكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮০

১৮০. আর যারা কৃপণতা করে, তাদের আল্লাহ যা দিয়েছেন নিজ অনুগ্রহে তাতে, তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং, তাতো অকল্যাণকর তাদের জন্য। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করবে, তা কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি হবে। আর আল্লাহরই মালিকানা আসমান ও যমীনের। আর আল্লাহ, তোমরা যা কর সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

۱۸۰- وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ
يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ
مَا بَاخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

সূরা নিসা, ৪ : ৩৫, ৯৪, ১২৮, ১৩৫

৩৫. আর যদি তোমরা আশংকা কর বিরোধের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে; তা হলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে; যদি তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চায়, তবে আল্লাহ তাদের নিষ্পত্তির তাওফীক দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।

৯৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে অভিযানে বের হবে, তখন পরীক্ষা করে নেবে; আর কেউ তোমাদের সালাম করলে, দুনিয়ার সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় তাকে বলো না : তুমি তো মু'মিন নও। বস্তুত আল্লাহর কাছে রয়েছে প্রচুর গণীমত, তোমরা তো আগে এরূপই ছিলে, তারপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব তোমরা পরীক্ষা করে নিও। নিশ্চয় আল্লাহ, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

১২৮. আর যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর পক্ষ থেকে ভয় করে দুর্ব্যবহার কিম্বা উপেক্ষার, তবে তাদের কোন গুনাহ নেই, যদি তারা নিজেরদের মাঝে আপোষ নিষ্পত্তি করে নেয়। আর আপোষ নিষ্পত্তিই উত্তম; এবং মানুষ তো স্বভাবতই লোভী-কৃপণ আর যদি তোমরা ভাল কাজ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তোমরা যা কর, আল্লাহ তো সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

১৩৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দৃঢ় থাকবে ন্যায়বিচারে, আল্লাহর জন্য সাক্ষীস্বরূপ, যদিও তা হয় তোমাদের নিজেদের, অথবা পিতামাতার ও

৩৫-وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا
حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝

৯৪-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ
كَسَتْ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ
كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۝
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

১২৮-وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا
 نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
 وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ
 وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

১৩৫-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
 وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ

আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে; সে ধনী হোক কিম্বা গরীব হোক, আল্লাহ উভয়েরই নিকটতর। অতএব তোমরা খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না ন্যায়বিচার করতে। আর যদি তোমরা পেঁচালো কথা বলো অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

সূরা মায়িদা, ৫ : ৮

৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দৃঢ় থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীস্বরূপ ন্যায়ের সাথে। আর তোমাদের যেন প্ররোচিত না করে কোন কাওমের প্রতি বিদ্বেষ সুবিচার না করতে। তোমরা সুবিচার করবে, এটাই তাকওয়ার নিকটতর। আর তোমরা ভয় করবে আল্লাহকে। নিশ্চয় আল্লাহ, তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

সূরা আ'রাফ, ৬ : ১৮, ৭৩, ১০৩

১৮. আর আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী। তিনি মহা-হিক্মত-ওয়ালা, সবিশেষ অবহিত।

৭৩. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। আর যখন তিনি বলেন, হও, তখনই হয়ে যায়। তাঁর কথাই সত্য, আর তাঁরই কর্তৃত্ব সে দিনের, যেদিন সিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। তিনি পরিজ্ঞাত অদৃশ্য ও দৃশ্যের। আর তিনি মহা-হিক্মতওয়ালা, সবিশেষ অবহিত।

১০৩. তাঁকে ধারণ করতে পারে না দৃষ্টি; কিন্তু তিনিই ধারণ করেন সব দৃষ্টি এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا
فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ
وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

১- يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ
لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

১৮- وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝

৭৩- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ
فَيَكُوْنُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ
يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝

১০৩- لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ
الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝

সূরা তাওবা, ৯ : ১৬

১৬. তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ প্রকাশ করে দেন তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি? আর আল্লাহ সবিশেষ অবহিত, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ১৭, ৩০, ৯৬

১৭. আর কত মানব গোষ্ঠিকে আমি ধ্বংস করেছি নূহের পর; আর আপনার রবই যথেষ্ট স্বীয় বান্দাদের পাপের ব্যাপারে সম্যক খবর রাখা ও সম্যক দ্রষ্টা হিসেবে।
৩০. নিশ্চয় আপনার রব, যার জন্য ইচ্ছা রিয়ক বৃদ্ধি করেন এবং সীমিত করেন। নিশ্চয় তিনি স্বীয় বান্দাদের সম্পর্কে অবহিত, সম্যক দ্রষ্টা।
৯৬. আপনি বলুন, আল্লাহ-ই যথেষ্ট সাক্ষী হিসেবে আমার ও তোমাদের মাঝে, নিশ্চয় তিনি স্বীয় বান্দাদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত, সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা হাজ্জ, ২২ : ৬৩

৬৩. তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যাতে পৃথিবী সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে? নিশ্চয় আল্লাহ সম্যক সূক্ষ্মদর্শী, সবিশেষ অবহিত।

সূরা নূর, ২৪ : ৩০, ৫৩

৩০. বলুন মু'মিনদের, তারা যেন সংযত করে তাদের দৃষ্টি এবং হিফায়ত করে তাদের লজ্জাস্থানকে; এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্রতার বিষয়। নিশ্চয় আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম খণ্ড)-

আল্লাহ্ সর্বিশেষ অবহিত, তারা যা করে সে সম্বন্ধে।

৫৩. আর মুনাফিকরা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলে, যদি আপনি তাদের আদেশ করেন, তবে তারা অবশ্যই জিহাদে বের হবে। আপনি বলুন, তোমরা শপথ করো না, যথার্থ আনুগত্যই কাম্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমরা যা কর, সে বিষয়ে সর্বিশেষ অবহিত।

সূরা ফুরকান, ২৫ : ৫৮

৫৮. আর আপনি ভরসা করুন চিরজীব আল্লাহ্র উপর, যিনি মরবেন না এবং তাঁর সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করুন। তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত।

সূরা নামল, ২৭ : ৮৮

৮৮. আর তুমি দেখছো পর্বতমালা, মনে করছো তা স্থবির, অথচ তা মেঘমালার ন্যায় চলবে। এ হলো আল্লাহ্র সৃষ্টি নৈপুণ্য, তিনি সুসম করেছেন সব কিছু। নিশ্চয় তিনি তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ১৬, ২৯, ৩৪

১৬. হে বৎস! কোন কিছু যদি হয় সরিষার দানা পরিমাণও এবং তা যদি থাকে পাথরের মাঝে, কিম্বা আকাশে কিংবা মাটির নিচে, তবুও আল্লাহ্ তা নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

২৯. তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্ প্রবিষ্ট করান রাতকে দিনের মধ্যে এবং তিনি প্রবিষ্ট করান দিনকে রাতের মধ্যে: আর তিনি নিয়ন্ত্রিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্টকাল

إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

৫৩- وَأَتَّسِمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لِيُنْ أَمَرْتَهُمْ لِيَخْرُجْنَ ۖ قُلْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفَةٍ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

৫৮- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ بُدْءُ نُوبٍ عِبَادِهِ خَيْرًا

৮৮- وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي لَيْسَ أَتَقْنُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

১৬- يٰٓبُنَيَّ إِنِّي أَخَذْتُكِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

২৯- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্, তোমরা যা কর
সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

৩৪. নিশ্চয় আল্লাহ্রই কাছে রয়েছে
কিয়ামতের জ্ঞান, তিনি বর্ষণ করেন
বৃষ্টি এবং তিনি জানেন, যা আছে
গর্ভে। আর কেউ জানে না, সে কি
অর্জন করবে আগামীকাল। কেউ জানে
না, কোন যমীনে তার মৃত্যু হবে।
নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ
অবহিত।

সূরা আহযাব, ৩৩ : ২

২. আর আপনি অনুসরণ করুন তার, যা
ওহী করা হয় আপনার প্রতি আপনার
রবের তরফ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ্,
তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সম্যক
অবহিত।

সূরা সাবা, ৩৪ : ১

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আসমানে
যা আছে এবং যমীনে যা আছে
সব কিছুর মালিক, আর তাঁরই
জন্য সমস্ত প্রশংসা আখিরাতেও।
তিনি মহা-হিক্মতওয়ালা, সবিশেষ
অবহিত।

সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩১

৩১. আর যে কিতাব নাযিল করেছি আপনার
প্রতি, তা সত্য, পূর্ববর্তী কিতাবের
সমর্থক। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের
সম্পর্কে সম্যক অবহিত, সর্বদ্রষ্টা।

সূরা শূরা, ৪২ : ২৭

২৭. আর যদি আল্লাহ্ তাঁর সব বান্দাকে
রিয়ককে প্রাচুর্য দিতেন, তবে অবশ্যই
তারা সীমালঙ্ঘন করতো পৃথিবীতে;
কিন্তু তিনি তা নাযিল করেন তাঁর
ইচ্ছামাফিক পরিমাণে। নিশ্চয় তিনি

وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

৩৫- إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۝

وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ ۖ

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۖ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

২- وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

১- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ۖ

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝

৩১- وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ

هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۖ

إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝

২৭- وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ

لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ

وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۖ

তাঁর রান্নাদের সম্পর্কে সবিশেষ
অবহিত, সম্যক দৃষ্টা।

সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩

১৩. হে মানুষ! আমি-ই তোমাদের সৃষ্টি
করেছি এক নর ও এক নারী থেকে,
আর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন
জাতি ও গোত্র; যাতে তোমরা
পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয়
তোমাদের মাঝে আল্লাহর কাছে সে-ই
সর্বাধিক মর্যাদাবান, যে তোমাদের
মাঝে সর্বাধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ
সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর
রাখেন।

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১০

১০. আর তোমরা কেন আল্লাহর পথে
ব্যয় করবে না, অথচ আসমান ও
যমীনের মালিকানা আল্লাহরই? সমান
হতে পারে না তোমাদের মধ্যে
তারা যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয়
করেছে এবং যুদ্ধ করেছে; তারা
মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চাইতে, যারা
পরে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে।
তবে উভয়কে আল্লাহ কল্যাণের
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আল্লাহ
তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে সম্যক
অবহিত।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ৩, ১১, ১৩

৩. আর যারা যিহার করে নিজেদের
স্ত্রীদের সাথে, পরে ফিরে আসে তা
থেকে, যা তারা বলেছিল; তখন একটা
দাস মুক্ত করবে, একে অপরকে স্পর্শ
করার আগে। এ দিয়ে তোমাদের
উপদেশ দেয়া যাচ্ছে। আর আল্লাহ
তোমরা যা কর, সে বিষয়ে সম্যক
অবহিত।

إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝

১২- يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

১- وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ
لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ
مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ ۚ
أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا
مِّنْ بَعْدُ وَقَتْلُوا ۚ وَكَأَنَّ اللَّهَ
الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

৩- وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ
ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ
ذٰلِكَم تَوْعَظُونَ بِهِ ۚ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

১১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমাদের বলা হয়, তোমরা স্থান করে দাও মজলিসে, তখন স্থান করে দিবে, আল্লাহ্ স্থান করে দেবেন তোমাদের জন্য। আর যখন বলা হয়, উঠে যাও, তখন উঠে যাবে। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে তাদের মর্যাদা উন্নীত করবেন, যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের ইল্ম দান করা হয়েছে। আর আল্লাহ্, তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

১৩. তোমরা কি কষ্ট মনে করো তোমাদের চুপেচুপে কথা বলার পূর্বে সাদাকা প্রদান করাকে? যখন তোমরা সাদাকা দিতে পারলে না আর আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। তখন তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের। আর আল্লাহ্ সম্যক অবহিত, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে।

সূরা হাশ্র, ৫৯ : ১৮

১৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে; আর প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক সে আগামী কালের জন্য কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সম্যক অবহিত, তোমরা যা কর সে সম্পর্কে।

সূরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ১১

১১. আর কিছুতেই আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেবেন না, যখন তার নির্ধারিত কাল উপস্থিত হবে। আর আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ৮

৮. আর তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রাসুলের প্রতি এবং সে

১১- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ ۖ فَلٰتُسْحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَلَا تَشْرُوْا ۚ يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِيْنَ اٰوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

১৩- ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تَقْدِرُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰكُمْ صَدَقْتُمْ ۚ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَاطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

১৮- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

১১- وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

৮- فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ

জ্যোতির্ময় কুরআন, যা আমি নাযিল করেছি তাতে। আর আল্লাহ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

সূরা মুল্ক, ৬৭ : ১৪

১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

সূরা আদিয়াত, ১০০ : ১১

১১. নিশ্চয়ই তাদের রব সেদিন তাদের কি ঘটবে, সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

১৫- أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

১১- إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ

১০. প্রাচুর্যময় غَنِي

সূরা বাকারা, ২ : ২৬৩, ২৬৭

২৬৩. ভাল কথা এবং ক্ষমা সে দানের চাইতে শ্রেয়, যার পরে ক্লেশ দেয়া হয়। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, পরম সহনশীল।

২৬৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ব্যয় কর সে উত্তম জিনিস থেকে, যা তোমরা উপার্জন কর এবং যা আমি তোমাদের উৎপন্ন করে দেই যমীন থেকে; আর তোমরা সংকল্প করো না এর নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করার; অথচ তোমরা তা গ্রহণ করার নও, যদি না তোমরা চোখ বুঁজে থাক। আর তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ প্রাচুর্যময়, অতিশয় প্রশংসিত।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৯৭

৯৭. আল্লাহর ঘরে রয়েছে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন, যেমন মাকামে ইব্রাহীম, আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে, সে তো নিরাপদ। আল্লাহর উদ্দেশ্যে সে ঘরের হজ্জ করা সে লোকের জন্য ফরয, যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রয়েছে। কিন্তু

২৬৩- قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
صَّدَاقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

২৬৭- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخِذٍ بِهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُوا فِيهِ ۚ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

৯৭- فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ
وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

কেউ কুফরী করলে, সে জেনে রাখুক,
নিশ্চয় আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী বিশ্বজগৎ
থেকে।

সূরা নিসা, ৪ : ১৩১

১৩১. আর আল্লাহ্‌রই যা কিছু রয়েছে
আসমানে এবং যা কিছু রয়েছে
যমীনে। আমি তো নির্দেশ দিয়েছি
তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া
হয়েছে তাদের এবং তোমাদেরও যে,
তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে। তবে যদি
তোমরা কুফরী কর, তাহলে জেনে
রাখ, আল্লাহ্‌রই যা কিছু আছে
আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে।
আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, অতিশয়
প্রশংসিত।

সূরা আন'আম, ৬ : ১৩৩

১৩৩. আর আপনার রব প্রাচুর্যময়, দয়াশীল।
যদি তিনি চান তোমাদের অপসারিত
করতে এবং তোমাদের পরে যাকে
ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে,
তবে তিনি তা করতে পারেন; যেমন
তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন অন্য
এক কাওমের বংশ থেকে।

সূরা ইউনুস, ১০ : ৬৮

৬৮. তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ
করেছেন। আল্লাহ্ মহান, পবিত্র! তিনি
প্রাচুর্যময়! তাঁরই যা কিছু আছে
আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে।
নেই তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ এ
দাবীর পক্ষে। তোমরা কি বলছো
আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এমন কিছু, যা
তোমরা জান না?

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৮

৮. আর বলেছিল মূসা, যদি তোমরা কুফরী
কর এবং পৃথিবীতে যারা আছে সবাই,

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ○

১২১- وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ
وَإِنْ تَكْفُرُوا
فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ○

১২২- وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ
إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ
مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ
مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ○

১২৬- قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ
هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَنِ
بِهَذَا اتَّقُوا
عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

৮- وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا
أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্
প্রাচুর্যময়, অতিশয় প্রশংসিত।

সূরা হাজ্জ, ২২ : ৬৪

৬৪. আল্লাহরই যা কিছু আছে আসমানে
এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর
নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো প্রাচুর্যময়,
অতিশয় প্রশংসিত।

সূরা নামল, ২৭ : ৪০

৪০. আর যে শোকর করে, সে তো
শোকর করে নিজেরই কল্যাণের জন্য,
এবং যে কুফরী করে সে জেনে রাখুক;
আমার রব তো প্রাচুর্যময়, মহানুভব।

সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৬

৬. আর যে চেষ্টা করে, সে তো চেষ্টা করে
নিজের জন্যই। নিশ্চয় আল্লাহ্
অমুখাপেক্ষী বিশ্বজগৎ থেকে।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ১২, ২৬

১২, আর আমি তো দিয়েছিলাম লুক্‌মানকে
বিশেষ জ্ঞান যে, শোকর কর আল্লাহর।
যে শোকর করে, সে তো শোকর করে
তার নিজেরই জন্য; আর যে কুফরী
করে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্
প্রাচুর্যময়, অতি প্রশংসিত।

২৬. আল্লাহরই যা কিছু আছে আসমানে ও
যমীনে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি প্রাচুর্যময়,
অতি প্রশংসিত।

সূরা ফাতির, ৩৫ : ১৫

১৫. হে মানুষ! তোমরা তো মুখাপেক্ষী
আল্লাহর। আর আল্লাহ্ তিনি প্রাচুর্যময়,
অতি প্রশংসিত।

সূরা যুমার, ৩৯ : ৭

৭. যদি তোমরা কুফরী কর, তবে জেনে
রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের

جَمِيعًا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

٦٤- لَّهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

٤٠- وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ

لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۝

٦- وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

١٢- وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ
أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ

وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

٢٦- لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

١٥- يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۚ
وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

٧- إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۚ

মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি পসন্দ করেন না তাঁর বান্দাদের জন্য কুফর। আর যদি তোমরা শোকর কর, তবে তিনি তা তোমাদের জন্য পসন্দ করেন।.....

সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৩৮

৩৮. দেখ, তোমরা তো তারাই, যাদের বলা হয়েছে ব্যয় করতে আল্লাহর পথে। কিন্তু তোমাদের মাঝে কেউ কেউ কৃপণতা করে; আর যে কেউ কৃপণতা করে, সে তো কৃপণতা করে নিজেরই প্রতি। আর আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, এবং তোমরা ফকীর, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে তিনি স্থলবর্তী করবেন অন্য কাওমকে তোমাদের স্থলে, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৪

২৪. যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে নির্দেশ দেয় কৃপণতা করার। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, অতি প্রশংসিত।

সূরা মুমতাহানা, ৬০ : ৬

৬. নিশ্চয় তোমরা, যারা আল্লাহ ও আখিরাতের আশা রাখ, তাদের জন্য রয়েছে ইব্রাহীম ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ। তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে, সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ তিনি প্রাচুর্যময়, অতি প্রশংসিত।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ৬

৬. (কোফিরদের জন্য মর্মভুদ শাস্তি) এ জন্য রয়েছে যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসতো, আর তারা বলতো, মানুষ কী আমাদের

وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ
وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ

২৪- هَٰأَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ
تُدْعُونَ لِتُقْفَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ ۖ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا
يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ ۗ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمْ
الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا
غَيْرَكُمْ ۖ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۝

২৪- الَّذِينَ يَبْخُلُونَ
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ
هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

৬- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَمَنْ يَتَوَلَّ
فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

৬- ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ

পথের সন্ধান দেবে? তারপর তারা কুফরী করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিল, আর আল্লাহ্ পরওয়া করলেন না। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, অতি প্রশংসিত।

فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا ۖ
فَكُفِّرُوا وَاتَّقُوا ۚ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ
وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

১১. মহাহিক্মতওয়ালা

حَكِيمٌ

সূরা বাকারা, ২ : ৩২, ১২৯, ২০৯, ২২০, ২৪০, ২৬০

৩২. ফিরিশ্তারা বললো : আপনি পবিত্র মহান। নেই আমাদের কোন জ্ঞান, আপনি যা আমাদের শিখিয়েছেন তা ছাড়া। নিশ্চয় আপনি তো সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতওয়ালা।

۲۲- قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۚ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝

১২৯. হে আমাদের রব! আপনি প্রেরণ করুন তাদের কাছে একজন রাসূল তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের পাঠ করে শুনাবে আপনার আয়াতসমূহ এবং তাদের শিক্ষা দিবে কিতাব ও হিক্মত এবং পরিশুদ্ধ করবে তাদের। আপনি তো পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

۱۲۹- رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

২০৯. আর যদি তোমরা পিছলিয়ে যাও, তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরে; তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা।

۲۰۹- فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ
الْبَيِّنَاتُ فَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

২২০. আর তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ইয়াতীমদের সম্পর্কে, বলুন : তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা শ্রেয়। আর যদি তাদের সাথে মিলে মিশে থাক, তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ জানেন, কে ফাসাদ সৃষ্টিকারী এবং কে শৃঙ্খলাবিধানকারী। আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে অবশ্যই তোমাদের কষ্টে ফেলতে পারতেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

۲۲۰- وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ
قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ
وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخُوا إِلَيْكُمْ ۚ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

২৪০. আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা যেন তাদের স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে দেয়, তাদের জন্য এক বছরের ভরণপোষণের ওসীয়াত করে যায়। তবে স্ত্রীরা যদি নিজেরাই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে তোমাদের কোন গুনাহ নেই, তারা নিজেদের জন্য বিধিমত যা করবে, তাতে। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

২৬০. আর স্মরণ কর! বলেছিল ইবরাহীম : হে আমার রব! আপনি দেখান আমাকে কি ভাবে মৃতকে জীবিত করেন। আল্লাহ্ বললেন : তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না? ইবরাহীম বললো : হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করি, তবে এটা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য। আল্লাহ্ বললেন : তাহলে চারটি পাখী নেও এবং তাদের তোমার বশীভূত করে নেও। তারপর এদের এক এক পাহাড়ে রেখে দাও। এরপর তাদের ডাক, তারা দ্রুতগতিতে তোমার কাছে আসবে। আর জেনে রেখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৬, ১৮, ৬২, ১২৬

৬. আল্লাহ্ই তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মাতৃগর্ভে যেভাবে তিনি চান। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। যিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

১৮. আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে যে, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, আর ফিরিশ্তারা এবং জ্ঞানীগণও। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

২৪- وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
أَزْوَاجَهُمْ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا
إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۖ
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

২৬- وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ
تُحْيِي الْمَوْتَى ۖ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنُ ۚ
قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۚ
قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ
فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ
جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا
ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ
وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

৬- هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ
يَشَاءُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝

১৮- شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৬২- إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ
وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

১২৬- وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ
وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۖ
وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

২৬- يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبينَ لَكُمْ
وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

৫৬- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا
سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ
جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا
لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

১০৬- وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۚ
إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا
تَأْلَمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ
مَا لَا يَرْجُونَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

১১১- وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِذَا مَا يَكْسِبُهُ
عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

১৬৫. আমি প্রেরণ করেছি অনেক সুসংবাদ-দাতা ও সতর্ককারী রাসূল, যাতে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে আল্লাহর বিরুদ্ধে-রাসূল আসার পরে। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মত-ওয়ালা।

১৭০. হে মানুষ! রাসূল তো নিয়ে এসেছে তোমাদের কাছে সত্য, তোমাদের রবের তরফ থেকে। অতএব তোমরা ঈমান আনো; তা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি কুফরী কর, তবে জেনে রাখ; আল্লাহই যা কিছু আছে আসমানে এবং যমীনে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মত-ওয়ালা।

সূরা মায়িদা, ৫ : ৩৮, ১১৮

৩৮. আর চোর পুরুষ হোক অথবা নারী, কেটে দাও তাদের হাত; এটা শাস্তি তারা যা করেছে তার, আল্লাহর তরফ আদর্শ থেকে দণ্ড স্বরূপ। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহা-হিক্মতওয়ালা।

১১৮. যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা; আর আপনি যদি তাদের ক্ষমা করে দেন, তবে আপনি তো পরাক্রমশালী মহাহিক্মত-ওয়ালা।

সূরা আন'আম, ৬ : ১৮, ৭৩, ৮৩, ১২৮

১৮. আর যিনি মহাপ্রতাপশালী স্বীয় বান্দাদের উপর এবং তিনি মহাহিক্মতওয়ালা, সবিশেষ অবহিত।

৭৩. আর আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। আর যখন তিনি বলেন : হও, তখনই তা হয়ে যায়। তাঁর কথাই সত্য। যে দিন শিংগায় ফুক

১৬৫-رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لَعَلَّاهُمْ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ
نَعْدُ الرُّسُلَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ○

১৭০-يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرُّسُولُ
بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ۚ
وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ
وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ○

৩৮-وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

১১৮-إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ
وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ
فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

১৮-وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ○

৭৩-وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ
وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ
فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ

দেয়া হবে, সে দিনের কর্তৃত্ব তো তাঁরই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত। আর তিনি মহাহিক্মতওয়ালা, সবিশেষ অবহিত।

৮৩. আর এসব আমার যুক্তি প্রমাণ, আমি দিয়েছিলাম তা ইব্রাহীমকে তার কাওমের মুকাবিলায়। আমি মর্যাদায় উন্নীত করি যাকে চাই। নিশ্চয় আপনার রব মহাহিক্মতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।

১২৮. আর যে দিন তিনি একত্র করবেন তাদের সবাইকে এবং বলবেন, হে জিন্ সম্প্রদায়! তোমরা তো অনেককে অনুগামী করেছিলে তোমাদের মানুষদের থেকে; আর মানুষের মধ্য থেকে তাদের বন্ধুরা বলবে হে আমাদের রব! আমাদের কতক কতকের থেকে লাভবান হয়েছি, আর আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের সে নির্ধারিত সময়ে, যা তুমি আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছিলে। আল্লাহ বলবেন : জাহান্নামই তোমাদের ঠিকানা; সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে, যদি না আল্লাহ অন্য রকম ইচ্ছা করেন। নিশ্চয় আপনার রব মহাহিক্মতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।

সূরা আনফাল, ৮ : ৪৯, ৬৩, ৬৭

৪৯. স্মরণ কর, মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা বলে : এদের বিভ্রান্ত করেছে এদের দীন, আর কেউ আল্লাহর উপর নির্ভর করলে, জেনে রাখ, আল্লাহ তো পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

৬৩. আর আল্লাহ প্রীতি স্থাপন করেছেন তাদের অন্তরে। যদি আপনি ব্যয় করতেন পৃথিবীতে যা আছে তা সবই তবুও আপনি পারতেন না তাদের

يُنْفَعُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ○

৮৩- وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ
عَلَى قَوْمِهِ ۖ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نُّشَاءُ
إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ○

১২৮- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا
يَعُشِّرُ الْجِنَّ
قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ
وَقَالَ أَوْلِيُّهُمْ مِنَ الْإِنْسِ
رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ
وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا
قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ○

৪৯- إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ
وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ
غَرَّهُمْ أَلَاءُ دِينِهِمْ ۖ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

৬৩- وَآلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

হৃদয়ে মহব্বত সৃষ্টি করতে, কিন্তু আল্লাহ সৃষ্টি করছেন তাদের মাঝে মহব্বত। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

৬৭. নবীর জন্য সমীচিৎ নয় যে, তিনি বন্দী রাখবেন কাউকে যতক্ষণ না তিনি যমীন পুরোপুরি করায়ত্ত করেন। তোমরা চাও পার্থিব কল্যাণ। আর আল্লাহ চান আখিরাতের কল্যাণ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা তাওবা, ৯ : ১৫, ২৮, ৬০, ৭১, ৯৭

১৫. আর আল্লাহ ক্ষমা করেন যাকে চান। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতওয়ালা।

২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! মুশ্রিকরা তো অপবিত্র; অতএব তারা যেন মসজিদে হারামের কাছে না আসে তাদের এ বছরের পর। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর, তাহলে অচিরেই আল্লাহ তোমাদের প্রাচুর্য দান করবেন স্বীয় অনুগ্রহে, যদি তিনি চান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতওয়ালা।

৬০. যাকাত তো কেবল গরীব, মিস্কীন ও এতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য, যাদের হৃদয় আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং অভাবগ্রস্ত মুসাফিরদের জন্য। এটি ফরয-আল্লাহর তরফ থেকে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতওয়ালা।

৭১. আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা পরস্পরের বন্ধু, তারা নির্দেশ দেয় ভাল কাজের এবং নিষেধ করে মন্দ কাজ; আর কায়েম করে সালাত, দেয় যাকাত

مَا آَلَفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ آَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

৬৭- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يَتَخَنَ فِي الْأَرْضِ ۖ تَرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

১৫- وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

২৮- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

৬০- إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَكَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

৭১- وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ مَّيْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ

এবং আনুগত্য করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। এদেরই রহম করবেন আল্লাহ। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

৯৭. মরুবাসী আরবরা কুফরী ও মুনাফিকীতে কঠোরতর এবং অধিকযোগ্য সে সব সীমারেখা সম্পর্কে না জানার ব্যাপারে, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তাঁর রাসূলের উপর। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা ইউসুফ, ১২ : ৮৩

৮৩. ইয়াকুব বললো : বরং সাজিয়ে নিয়েছে তোমাদের জন্য তোমাদের মন একটি ঘটনা; অতএব সবার করাই শ্রেয়। হয়তো আল্লাহ আমার কাছে নিয়ে আসবেন তাদের এক সঙ্গে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৪

৪. আর আমি পাঠাইনি কোন রাসূল, কিন্তু তার কাওমের ভাষা ছাড়া; যাতে তিনি তাদের কাছে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা-গুমরাহ করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়েত করেন। তিনি পরাক্রমশালী মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা হিজর, ১৫ : ২৫

২৫. আর নিশ্চয় আপনার রব, যিনি একত্র করবেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে। নিশ্চয় তিনি মহাহিক্মতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।

সূরা নাহল, ১৬ : ৬০

৬০. যারা আখিরাতের ঈমান রাখে না তারা নিকৃষ্ট চরিত্রের, আর আল্লাহর গুণাবলী

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

৯৭- الْأَعْرَابُ أَشَدَّ كُفْرًا
وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۚ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

৮৩- قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا
فَصَبِّرْ جَمِيلًا ۚ
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا
إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ○

৪- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ
إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۚ فَيُضِلَّ اللَّهُ
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

২৫- وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ○

৬০- لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ۚ

তো উত্তম। আর তিনি পরাক্রমশালী,
মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা হাজ্জ, ২২ : ৫২

৫২. আর আমি পাঠাইনি আপনার পূর্বে কোন
রাসূল, আর না কোন নবী; কিন্তু যখনই
সে কিছু আকাঙ্ক্ষা করেছে, তখনই
প্রক্ষিপ্ত করেছে শয়তান আর আকাঙ্ক্ষায়
কোন কিছু। তারপর বিদূরিত করেন
আল্লাহ্ যা শয়তান প্রক্ষিপ্ত করে তা।
অবশেষে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন আল্লাহ তাঁর
আয়াতসমূহ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ,
মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা নূর, ২৪ : ১০, ১৮

১০. আর যদি না থাকতো তোমাদের প্রতি
আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহম, তাহলে
তোমরা রক্ষা পেতে না। আর জেনে
রাখ, আল্লাহ্ তো অতিশয় তাওবা-
কবুলকারী, মহাহিক্মতওয়ালা।

১৮. আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা
করেন আয়াতসমূহ এবং। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ,
মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা নাম্বল, ২৭ : ৬, ৯

৬. আর অবশ্যই আপনাকে আল-কুরআন
দেওয়া হয়েছে মহাহিক্মতওয়ালা
সর্বজ্ঞের কাছ থেকে।

৯. হে মুসা! জেনে রাখ, আমি তো আল্লাহ্
পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা আনকাবূত, ২৯ : ২৬, ৪২

২৬. আর ইব্রাহীমের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন
করলো লুত এবং ইব্রাহীম বললো :
আমি তো হিজরত করছি আমার রবের
উদ্দেশ্যে। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী,
মহাহিক্মতওয়ালা।

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

৫২- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ
وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى
أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ
فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ
ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

১০- وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
حَكِيمٌ ○

১৮- وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

৬- وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ
مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ○

৯- يٰمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

২৬- فَأَمَنْ لَهُ لُوطٌ

وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي
إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

৪২. নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন, যা কিছুকে তারা ডাকে আল্লাহকে ছাড়া। আর যিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মত ওয়ালা।

সূরা রুম, ৩০ : ২৭

২৭. আর আল্লাহ্ই সেই সত্তা, যিনি অস্তিত্বে আনেন সৃষ্টিকে, তারপর পুনরাবৃত্তি করবেন তার; আর এটা অতি সহজ তাঁর জন্য। তাঁরই রয়েছে সর্বোচ্চ মর্যাদা অসমান ও যমীনে; আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা লুকমান, ৩১ : ৮, ৯, ২৭

৮. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতে নাসিম;
৯. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ দিয়েছেন সত্য ওয়াদা। আর তিনি পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা।
২৭. আর যমীনে যত বৃক্ষ রয়েছে, তা যদি কলম হয় এবং সমুদ্র হয় কালি; আর এর সাথে যুক্ত হয় আরো সাত সমুদ্র, তবুও শেষ হবে না আল্লাহ্র কথা। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা আহযাব, ৩৩ : ১

১. হে নবী! আপনি ভয় করুন আল্লাহকে এবং অনুসরণ করবেন না কাফির ও মুনাফিকদের। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা সাবা, ৩৪ : ১, ২৭

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, তাঁরই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা

১২- إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

২৭- وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৮- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝

৯- خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

২৭- وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُهَا مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

১- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

১- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ۖ

আখিরাতেও। আর তিনি মহাহিক্মত-
ওয়ালা, সবিশেষ অবহিত।

২৭. আপনি বলুন, তোমরা আমাকে দেখাও
তাদের যাদের তোমরা জুড়ে দিয়েছ
আল্লাহর সাথে শরীকরূপে। না, এরূপ
কখনো পারবে না, বরং তিনি আল্লাহ
পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা।

সূরা ফাতির, ৩৫ : ২

২. আল্লাহ মানুষের জন্য খাস রহমত উন্মুক্ত
করে দিলে, তা কেউ ঠেকাবার নেই;
আর তিনি কিছু বন্ধ করে দিলে, তারপর
তা উন্মুক্ত করার কেউ নেই। আর তিনি
পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৮

৮. আরশবাহী ফিরিশতারা বলেঃ হে
আমাদের রব! আপনি মু'মিনদের দাখিল
করুন জান্নাতে-আদনে, যার প্রতিশ্রুতি
আপনি তাদের দিয়েছেন এবং তাদের
মাতাপিতা, স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তান-
সন্ততিদের মাঝে যারা নেক আমল
করেছে তাদেরও। নিশ্চয় আপনি
পরাক্রমশালী, মহাহিক্মত-ওয়ালা।

সূরা হা-মীম আসসিজ্দা, ৪১ : ৪১, ৪২

৪১. নিশ্চয় যারা প্রত্যাখ্যান করে এ কুরআন-
তাদের কাছে আসার পরে; অথচ এ
তো এক মহিমময় কিতাব।
৪২. এতে অনুপ্রবেশ করতে পারবে না কোন
বাতিল, সামনে থেকে আর না পিছন
থেকে। ইহা নাযিল হয়েছে মহা-
হিক্মতওয়ালা, অতিশয় প্রশংসিত
আল্লাহর তরফ থেকে।

সূরা শূরা, ৪২ : ৩, ৫১

৩. এভাবেই আপনার প্রতি এবং আপনার
পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী করেন

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ○

۲۷- قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ
شُرَكَاءَ كَلَّا ۚ
بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

۲- مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ
فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكُ
فَلَا مُمْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهَا ۚ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

۸- رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ
وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ۚ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

۴১- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآلِذِكْرِ لَنَا جَاءَهُمْ
وَأَنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ○

৴৲- لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ
تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ○

৳- كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ

পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা
আল্লাহ্ ।

৫১. আর মানুষের অবস্থা এমন নয় যে, কথা বলবেন আল্লাহ্ তার সাথে ওহী ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ছাড়া, কিম্বা এমন রাসূল প্রেরণ করা ব্যতিরেকে, যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন। তিনি তো মর্যাদায় সমুন্নত, মহাহিক্মতওয়ালা ।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৮৪

৮৪. আর তিনিই ইলাহ্ আসমায়ে এবং যমীনেও তিনিই ইলাহ্ । আর তিনি মহাহিক্মতওয়ালা ।

সূরা জাছিয়া, ৪৫ : ৩৭

৩৭. আর আল্লাহ্রই শ্রেষ্ঠত্ব আসমায়ে ও যমীনে, আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা ।

সূরা ফাতহ, ৪৮ : ৪, ১৮, ১৯

৪. আল্লাহ্ই নাযিল করেন প্রশান্তি মু'মিনদের অন্তরে, যাতে তারা মজবুত করে নেয় তাদের ঈমানের সাথে ঈমান। আর আল্লাহ্রই আসমান ও যমীনের বাহিনীসমূহ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতওয়ালা ।

১৮. অবশ্যই আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হলেন মু'মিনদের প্রতি, যখন তারা আপনার কাছে বায়'আত গ্রহণ করলো গাছের নিচে। আল্লাহ্ জানতেন যা ছিল তাদের অন্তরে। তখন তিনি নাযিল করলেন, প্রশান্তি তাদের উপর এবং পুরস্কার দিলেন তাদের এক আসন্ন বিজয় ;

১৯. আর বিপুল পরিমাণ গনীমত, যা তারা লাভ করবে। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা ।

○ مِنْ قَبْلِكَ ۚ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

৫১- وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ

৮৪- وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ ۖ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

৩৭- وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

৪- هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۚ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

১৮- لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

১৯- وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُ وَنَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ৭, ৮

৭. আর তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় তোমাদের মাঝে আছেন আল্লাহর রাসূল। যদি তিনি তোমাদের কথা মানতেন বহু বিষয়ে, তাহলে অবশ্যই তোমরা কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ প্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে ঈমান এবং তা হৃদয়গ্রাহী করেছেন তোমাদের কাছে; আর অপ্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে কুফরী, ফাসিকী এবং অবাধ্যতাকে। তাই নেষ্কার।

৮. এটা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ স্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১

১. আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই। আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা হাশর, ৫৯ : ২৪

২৪. তিনিই আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা; তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। তাঁর তাসবীহ পাঠ করে, যা কিছু আছে আসমানে ও যমীনে সবই। আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা মুমতাহানা, ৬০ : ৫

৫. হে আমাদের রব! আপনি বানাবেন না আমাদের কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র। আর ক্ষমা করুন আমাদের, হে আমাদের রব! আপনি তো পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা জুমু'আ, ৬২ : ১

১. তাসবীহ পাঠ করে আল্লাহর, যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে সবই, তিনি সর্বময় অধিপতি,

৭- وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۖ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّشْدُونَ ۝

৮- فَضَّلَا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ۝

১- سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

২৪- هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৫- رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُ رَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

১- يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

মহাপবিত্র, পরাক্রমশালী, মহাহিক্মত-
ওয়ালা।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৭-১৮

১৭. তোমরা যদি আল্লাহকে ‘করযে-
হাসানা’-উত্তম ঋণ দাও, তবে তিনি তা
তোমাদের বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং
তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর
আল্লাহ্ মহাগুণগ্রাহী, সহনশীল।

১৮. তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা,
পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা তাহরীম, ৬৬ : ২

২. আল্লাহ্ তো নির্ধারন করে দিয়েছেন
তোমাদের জন্য তোমাদের কসম
মুক্তির ব্যবস্থা। আর আল্লাহ্ তোমাদের
বন্ধু এবং তিনি সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মত-
ওয়ালা।

সূরা দাহর, ৭৬ : ৩০

৩০. আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, যদি
না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্
সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতওয়ালা।

১২. পরম সহনশীল **حَلِيمٌ**

সূরা বাকারা, ২ : ২২৫, ২৩৫, ২৬৩

২২৫. আল্লাহ্ তোমাদের পাকড়াও করবেন না,
তোমাদের অর্থহীন কসমের জন্য; কিন্তু
তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন,
তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য।
আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয়
সহনশীল।

২৩৫. আর তোমরা জেনে রাখ,
নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন তোমাদের
মনে যা আছে তা, অতএব ভয়
কর তাঁকেই। আরো জেনে রাখ,

○ **الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ**

১৭- **إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
يُضَعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۝**

১৮- **عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ**

২- **قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ
تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ
وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ**

৩০- **وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا**

حَلِيمٌ

২২৫- **لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ
وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ**

২৩৫- **وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ**

আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় সহনশীল।

২৬৩. ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম, সে দানের চাইতে, যার পরে ক্রেশ দেয়া হয়। আর আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫৫

১৫৫. নিশ্চয় যারা তোমাদের মধ্য থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল; তাদের তো পদস্থলন ঘটিয়েছিল শয়তান, তারা যা করেছিল তার জন্য। অবশ্য আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় সহনশীল।

সূরা মায়িদা, ৫ : ১০১

১০১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা প্রশ্ন করো না সে সব বিষয়ে, যা তোমাদের কাছে প্রকাশিত হলে, তোমরা কষ্ট পাবে। আর যদি তোমরা প্রশ্ন কর সে সব বিষয়ে, কুরআন নাযিলের কালে, তবে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে, আল্লাহ্ ক্ষমা করেছেন সে সব। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় সহনশীল।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৪৪

৪৪. তাসবীহ পাঠ করে আল্লাহ্র সাত আসমান ও যমীন এবং এর মধ্যবর্তী যা আছে সবই। আর এমন কিছু নেই, যা তাঁর সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে না; কিন্তু তোমরা বুঝতে পার না তাদের তাসবীহ পাঠ। নিশ্চয়-আল্লাহ্ পরম সহনশীল, অতিশয় ক্ষমাশীল।

সূরা হাজ্জ, ২২ : ৫৮, ৫৯

৫৮. আর যারা হিজরত করেছে আল্লাহ্র পথে এবং নিহত হয়েছে। অথবা মারা

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○

২৬৩- قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ○

১৫৫- إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۚ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○

১০১- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ ۖ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلَ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ ۖ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○

৪৪- تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَإِنْسِيحٌ بِحَمْدِهِ ۚ وَلَكِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ○

৫৮- وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَاتَلُوا أَوْ مَاتُوا

গেছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের রিযিক দান করবেন উৎকৃষ্ট রিযিক। আর নিশ্চয় আল্লাহ তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিক-দানকারী।

৫৯. তিনি অবশ্যই তাদের দাখিল করবেন এমন স্থানে, যা তারা পসন্দ করবে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, পরম সহনশীল।

সূরা ফাতির, ৩৫ : ৪১

৪১. নিশ্চয় আল্লাহ ধরে রাখেন আসমান ও যমীন, পাছে তারা স্থানচ্যুত হয়; আর যদি তারা স্থানচ্যুত হয়, তবে নেই কেউ তাদের ধরে রাখার তিনি ছাড়া। নিশ্চয় আল্লাহ পরম সহনশীল, অতিশয় ক্ষমাশীল।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৭

১৭. যদি তোমরা আল্লাহকে ‘করযে হাসানা’ দাও, তবে তিনি তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন তোমাদের এবং তিনি ক্ষমা করবেন তোমাদের। আর আল্লাহ গুণগ্রাহী, পরম সহনশীল।

১৩. পরাক্রমশালী

সূরা বাকারা, ২ : ১২৯, ২০৯, ২২০, ২৬০

১২৯. হে আমাদের রব! আর আপনি প্রেরণ করুন তাদের মাঝে একজন রাসূলতাদেরই থেকে যে তিলাওয়াত করবে তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ, এবং তাদের শিক্ষা দেবে কিতাব ও হিক্মত এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মত-ওয়ালা।

২০৯. তবে যদি তোমরা পদস্থলিত হও, তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার

لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ○

৫৭- لَيُدْخِلَنَّهُمُ مَدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ
وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ○

৪১- إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ○

১৭- إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ○

عَزِيزٌ

১২৭- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

২০৭- فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ

পরে, তাহলে জেনে রাখ। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মত-ওয়ালা।

২২০. আর তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে ; বলুন, তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম। আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলেমিশে থাক, তবে তারা তো তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ জানেন কে ফাসাদকারী, কে হিতকারী? আর আল্লাহ্ যদি চাইতেন, অবশ্যই তিনি কষ্টে ফেলতে পারতেন তোমাদের। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রম-শালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

২৬০. আর স্মরণ কর! বলেছিল ইব্রাহীম : হে আমার রব! আপনি দেখান আমাকে, কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন। আল্লাহ্ বললেন : তবে কি তুমি বিশ্বাস করো না? ইব্রাহীম বললো : হাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করি, তবে এটা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য। আল্লাহ্ বললেন : তাহলে চারটি পার্থী নেও এবং তাদের তোমার বশীভূত করে নেও। তারপর এদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে রেখে দাও। এরপর তাদের ডাক, তারা দ্রুত গতিতে তোমার কাছে আসবে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৪, ৬, ১৮, ৬২, ১২৬

৪. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর আল্লাহ্ পরাক্রম-শালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৬. তিনিই তোমাদের আকৃতি প্রদান করেন মাতৃগর্ভে যেভাবে চান। নেই কোন

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম খণ্ড).

ইলাহু তিনি ছাড়া, তিনি পরাক্রমশালী,
মহাহিক্মতওয়ালা

১৮. সাক্ষ্য দিচ্ছেন আল্লাহু ন্যায়নীতিতে
প্রতিষ্ঠিত থেকে যে, নেই কোন ইলাহু
তিনি ছাড়া, আর ফিরিশ্তারা এবং
জ্বানীগণও। নেই কোন ইলাহু তিনি
ছাড়া, তিনি পরাক্রমশালী মহাহিক্মত-
ওয়ালা।

৬২. নিশ্চয় এসব তো সত্য ঘটনা। আর
নেই কোন ইলাহু আল্লাহু ছাড়া। নিশ্চয়
আল্লাহু তো পরাক্রমশালী, মহাহিক্মত-
ওয়ালা।

১২৬. আর এসব তো আল্লাহু তোমাদের জন্য
কেবল সুসংবাদ ও তোমাদের চিন্তা-
প্রশান্তির জন্য করেছেন। সাহায্য তো
কেবল আল্লাহুর পক্ষ থেকে, যিনি
পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা নিসা, ৪ : ৫৬, ১৬৫

৫৬. নিশ্চয় যারা প্রত্যাখ্যান করে আমার
আয়াতসমূহ অচিরেই আমি তাদের
দণ্ড করবো আগুনে যখনই তাদের
চামড়া দগ্ধীভূত হবে, তখনই তার স্থলে
নতুন চামড়া সৃষ্টি করবো, যাতে তারা
শাস্তি আন্বাদন করে। নিশ্চয় আল্লাহু
পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

১৬৫. আমি প্রেরণ করেছি অনেক সুসংবাদ-
দাতা ও সতর্ককারী রাসূল। যাতে
মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে
আল্লাহুর বিরুদ্ধে রাসূল আসার পরে।
আর আল্লাহু পরাক্রমশালী, মহাহিক্মত-
ওয়ালা।

সূরা মায়িদা, ৫ : ৩৮, ৯৫, ১১৮।

৩৮. আর চোর পুরুষ হোক অথবা নারী,
কেটে দাও তাদের হাত। এটা শাস্তি

يَشَاءُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝

১৮- شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ
وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৬২- إِنَّ هَذَا لَهَوُ الْقَصَصِ الْحَقِّ ۖ
وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَوُ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

১২৬- وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ
وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۚ
وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৫৬- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا
سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۚ كُلَّمَا نَضِجَتْ
جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا
لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

১৬৫- رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا
يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ
بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

৩৮- وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

তারা যা করেছে তার, আল্লাহর তরফ থেকে আদর্শ দণ্ডস্বরূপ আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

৯৫. ওহে যারা ঈমান এনছ! তোমরা হত্যা করবে না শিকারের জন্তু ইহরামে থাকাবস্থায়। তবে তোমাদের মাঝে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করলে তার বিনিময় হচ্ছে-যা হত্যা করেছে তার অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু। যার ফয়সালা করবে তোমাদের মাঝের দুই জন ন্যায়বান লোক কা'বাতে প্রেরিতব্য কুরবানীরূপে; অথবা এর কাফ্ফারা হবে দরিদ্রদের আহাৰ্য দান করা, কিংবা সমসংখ্যক রোযা রাখা, যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। আল্লাহ ক্ষমা করেছেন তা, যা গত হয়েছে। কিন্তু কেউ আবার এরূপ করলে, আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা।

১১৮. যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন, তবে তো তারা আপনারই বান্দা। আর আপনি যদি তাদের ক্ষমা করে দেন। তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা আন'আম, ৬ : ৯৬

৯৬. আল্লাহই উষার উন্মেষ ঘটান, আর তিনি রাতকে বিশ্রামের জন্য এবং সূর্য ও চন্দ্রকে গণনার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ সবই পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নির্ধারণ।

সূরা তাওবা, ৯ : ৭১

৭১. আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা পরস্পরের বন্ধু, তারা নির্দেশ দেয় ভাল কাজের এবং নিষেধ করে মন্দ কাজ : আর কায়ম করে সালাত। দেয় যাকাত

فَاقْطِعُوا أَيْدِيَهُمْ جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا
نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

৯৫- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعِيمِ
يُحْكَمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَلِغَ
الْكُفَّةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ
أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ
أَمْرِهِ ۚ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا سَلَفٌ
وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۚ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

১১৮- إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ
وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ
فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

৯৬- فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ○

৭১- وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ مَّيْمُونُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ

এবং আনুগত্য করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের। এদেরই রহম করবেন আল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা হুদ, ১১ : ৬৬

৬৬. আর যখন এলো আমার নির্দেশ, তখন আমি রক্ষা করলাম সালিহকে এবং যারা ঈমান এনেছিল তাঁর সাথে তাদের আমার রহমতে এবং রক্ষা করলাম তাদের সে দিনে লাঞ্ছনা থেকে। নিশ্চয় আপনার রব, তিনি তো শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ১, ৪, ৪৭

১. আলিফ-লাম-রা ; এ কিতাব আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি, যাতে আপনি বের করে আনেন মানুষকে আধার থেকে আলোতে, তাদের রবের নির্দেশ ক্রমে তাঁর পথে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসিত।

৪. আর আমি পাঠাইনি কোন রাসূল, কিন্তু তাঁর কাওমের ভাষা ছাড়া, যাতে তিনি তাদের কাছে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়েত দান করেন। তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

৪৭. তুমি কখনো মনে করো না যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলদের প্রতি প্রদত্ত তাঁর ওয়াদা ভংগ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা।

সূরা হাজ্জ, ২২ : ৪০, ৭৪

৪০. ...আর আল্লাহ যদি প্রতিহত না করতেন মানুষের কতককে কতক দিয়ে, তা হলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত আশ্রম, গীর্জা, সিনাগগ ও মসজিদ যেখানে বেশী বেশী

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

১৬- فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا
صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يُومِيذٍ ۚ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ○

১- الرِّسَالَةَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ○

৪- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ
إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۚ فَيُضِلَّ اللَّهُ
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

৪৭- فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلَفًا وَعِدَةٍ
رُسُلَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ○

৪০- وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّ مَثَاقِمُ
وَبِيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ

স্বরণ করা হয় আল্লাহর নাম। নিশ্চয় আল্লাহ সাহায্য করেন তাকে, যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

৭৪. আর তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেনি। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

সূরা শু'আরা, ২৬ : ৯

৯. আর নিশ্চয় আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

সূরা নামল, ২৭ : ৯, ৭৮

৯. হে মুসা! জেনে রাখ, আমি তো আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।
৭৮. নিশ্চয় আপনার রব ফয়সালা করে দেবেন তাদের মাঝে স্থায়ী হুকুম: আর তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।

সূরা আনকাবুত, ২৯ : ২৬, ৪২

২৬. ইব্রাহীমের প্রতি ঈমান আনলো লুত এবং ইব্রাহীম বললো : আমি তো হিজরত করছি আমার রবের উদ্দেশ্যে, তিনি তো পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।
৪২. নিশ্চয় আল্লাহ জানেন, যা কিছুকে তারা ডাকে তাঁর পরিবর্তে, তিনি তো পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা রুম, ৩০ : ৫, ২৭

৫. আল্লাহ সাহায্য। তিনি সাহায্য করেন যাকে চান। আর তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।
২৭. আর আল্লাহ-ই সেই সত্তা, যিনি অস্তিত্বে আনেন সৃষ্টিকে, তারপর পুনরাবৃত্তি

يَذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۝
وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۝
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

৭৪- مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۝
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

৯- وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

৯- يٰمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৭৮- إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۝
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝

২৬- فَأَمَنْ لَهُ لُوطُ ۝
وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۝
إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৪২- إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۝
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৫- يَنْصُرِ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۝
وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

২৭- وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

করবেন তাও; আর এটা অতি সহজ তাঁর জন্য। তাঁরই রয়েছে সর্বোচ্চ মর্যাদা আসমান ও যমীনে; আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মত-ওয়ালা।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ৮, ৯, ২৭

৮. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতে নাজিম-
৯. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ দিয়েছেন সত্য ওয়াদা। আর তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।
২৭. আর যমীনে যত বৃক্ষ রয়েছে, তা যদি কলম হয় এবং সমুদ্র হয় কালি, আর 'এর সাথে যুক্ত হয় আরো সাত সমুদ্র; তবুও শেষ হবে না আল্লাহর কথা। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী। মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা সাজ্‌দা, ৩২ : ৬

৬. আল্লাহ-ই দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সূরা সাবা, ৩৪ : ৬, ২৭

৬. আর যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তারা মনে করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে আপনার রবের তরফ থেকে, তা তো সত্য এবং তা পথ দেখায় পরাক্রমশালী, প্রশংসিত আল্লাহর।
২৭. আপনি বলুন, তোমরা আমাকে দেখাও তাদের যাদের তোমরা জুড়ে দিয়েছ আল্লাহর সাথে শরীকরূপে। না, এরূপ কখনো পারবে না। বরং তিনি আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মত-ওয়ালা।

وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۖ
وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

۸- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝

۹- خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۖ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

۲۷- وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ
أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ
سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۖ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

۶- ذَٰلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ
الرَّحِيمِ ۝

۶- وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ
وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

۲৭- قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ
شُرَكَاءَ كَلَّا ۖ
بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

সূরা ফাতির, ৩৫ : ২, ২৮

২. আল্লাহ্ মানুষের জন্য কোন রহমত উন্মুক্ত করে দিলে, তা কেউ ঠেকাবার নেই; আর তিনি কিছু বন্ধ করে দিলে, তারপর তা উন্মুক্ত করার কেউ নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মত-ওয়ালা।

২৮. আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবল তারাই আল্লাহকে ভয় করে যারা জ্ঞানী। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমশালী।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৩৮

৩৮. আর সূর্য স্বীয় কক্ষে পরিভ্রমণ করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র নির্ধারণ।

সূরা ছোয়াদ, ৩৮ : ৬৫, ৬৬

৬৫. আপনি বলুন : আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আর নেই কোন ইলাহ্ আলাহ্ ছাড়াযিনি এক, প্রবল প্রতাপশালী।

৬৬. যিনি রব আসমান ও যমীনের এবং এ'দু'য়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর ; যিনি পরাক্রমশালী, মহাক্ষমশালী।

সূরা যুমার, ৩৯ : ৫, ৩৭

৫. আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। তিনি আচ্ছাদিত করেন দিনকে রাত দিয়ে এবং রাতকে দিন দিয়ে এবং তিনি নিয়মাদীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নিদিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, মহাক্ষমশালী।

৩৭. আর যাকে আল্লাহ্ হিফায়ত দান করেন, নেই কোন পথভ্রষ্টকারী তার জন্য। নন্ কি আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা ?

۲- مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهَا ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

۲۸- إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ○

۳۸- وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ○

۶۵- قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۚ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

۶۶- رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ○

۵- خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يَكْوَرُ أَلَيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكْوَرُ النَّهَارُ عَلَى أَلَيْلٍ ۚ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۚ إِنَّهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ○

۳۷- وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ○

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৮

৮. (আরশবাহী ফিরিশতারা বলে) হে আমাদের রব। আপনি মু'মিনদের দাখিল করুন জান্নাতে আদনে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদের দিয়েছেন এবং তাদের মাতাপিতা, স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততির মাঝে যারা নেক আমল করেছে তাদেরও। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মত-ওয়ালা।

৪- رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ
وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

সূরা হা-মীম আস্ সিজদা, ৪১ : ১২

১২. তারপর আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলকে দুইদিনে সাত আসমানে পরিণত করেন এবং প্রত্যেক আসমানে এর বিধান জারি করেন। আর আমি নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দিয়ে এবং করলাম সুরক্ষিত। এ হলো পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র নির্ধারণ।

১২- فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ
فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ
سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
بِمَصَافِيحٍ ۖ وَحِفْظٍ ۖ
ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

সূরা শূরা ৪২ : ১৯

১৯. আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতিশয় মেহেরবান, তিনি যাকে চান রিয়ক দান করেন। আর তিনি প্রবল প্রতাপশালী, পরাক্রমশালী।

১৯- اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۚ
وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৯

৯. আর আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন; কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন? তারা অবশ্যই বলবে, এ গুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্।

৯- وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ
مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُولَنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

সূরা দুখান, ৪৪ : ৪১, ৪২

৪১. বিচার দিনে এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

৪১- فَإِنَّمَا نَذْهَبَنَّ بِكَ
فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ

৪২. তবে, যাকে আল্লাহ রহম করবেন তার কথা স্বতন্ত্র। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সূরা জাছিয়া, ৪৫ : ৩৭

৩৭. আর আল্লাহরই শ্রেষ্ঠত্ব আসমানে ও যমীনে, আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা ফাত্হ, ৪৮ : ৭

৭. আর আল্লাহরই আসমান ও যমীনের বাহিনীসমূহ এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১, ২৫

১. যা কিছু আছে আসমানে ও যমীনে সবই তাসবীহ পাঠ করে আল্লাহর। আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

২৫. আমি তো প্রেরণ করেছি আমার রাসূলদের স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং নাযিল করেছি তাদের সাথে কিতাব ও ন্যায়দণ্ড যাতে মানুষ সুবিচার কায়েম করে। আর আমি প্রদান করেছি লোহা, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য রয়েছে নানাবিধ কল্যাণ। আর ইহা এ জন্য যে, আল্লাহ জানিয়ে দেবেনকে সাহায্য করে তাঁকে ও তাঁর রাসূলদের প্রত্যক্ষ না করে, নিশ্চয় আল্লাহ প্রবল প্রতাপশালী, পরাক্রমশালী।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ২১

২১. আল্লাহ লিখে রেখেছেন, অবশ্যই বিজয়ী হব আমি এবং আমার রাসূলগণ, নিশ্চয় আল্লাহ প্রবল প্রতাপশালী, পরাক্রমশালী।

সূরা হাশ্ব, ৫৯ : ২৩, ২৪

২৩. তিনিই আল্লাহ, নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া। তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার

৪২-أَوُنَرِيكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ
فَأَنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ○

৩৭-وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ
وَ الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

৭-وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ ۖ
وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ○

১-سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ ۚ
وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

২৫-لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ
وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ
مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ○

২১-كَتَبَ اللَّهُ لَا غُلُبَ لَنَا أَنَا وَ رُسُلُنَا
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ○

২৩-هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ

অধিকারী, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা দানকারী, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল পরাক্রান্ত ; তিনিই মহা-মহিমান্বিত। আল্লাহ পবিত্র মহান তা থেকে, যা তারা শরীক করে।

২৪. তিনিই আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা; তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। তাঁর তাসবীহ পাঠ করে, যা কিছু আছে আসমানে ও যমীনে সবই। আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা মুমতাহানা, ৬০ : ৫

৫. হে আমাদের রব! আপনি বানাবেন না আমাদের কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র। আর ক্ষমা করুন আমাদের হে আমাদের রব! আপনি তো পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা সাফফ, ৬১ : ১

১. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা জুযু'আ, ৬২ : ১

১. তাসবীহ পাঠ করে আল্লাহর, যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে সবই, তিনি সর্বময় অধিপতি মহাপবিত্র, পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৭, ১৮

১৭. যদি তোমরা আল্লাহকে করয়ে হাসানা দাও, তবে তিনি তা তোমাদের বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মহাগুণ-গ্রাহী, পরম সহনশীল।

أَلَيْكَ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

২৫- هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمَصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

৫- رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

১- سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

১- يُسَبِّحُ لِلَّهِ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ○

১৭- إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ○

১৮. তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা মুল্ক, ৬৭ : ২

২. আল্লাহ পয়দা করেছেন মাউত ও হায়াত (জীবন ও মৃত্যু), যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মাঝে আমলে উত্তম? আর তিনি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমশালী।

সূরা বুরূজ, ৮৫ : ৮

৮. আর কাফিররা তাদের উপর অত্যাচার করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা ঈমান এনেছিল পরাক্রমশালী, প্রসংসিত আল্লাহর উপর।

১৪. পরম মমতাময়

সূরা বাকারা, ২ : ১৪৩, ২০৭

১৪৩. আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি বিনষ্ট করে দেবেন তোমাদের ঈমান। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অতিশয় মমতাময়, পরম দয়ালু।

২০৭. আর মানুষের মাঝে এমনও লোক আছে যারা উৎসর্গ করে দেয় নিজেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতিশয় মমতাময়।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩০

৩০. যেদিন বিদ্যমান পাবে প্রত্যেকে সে যে ভাল কাজ করেছে এবং সে যে মন্দকাজ করেছে তা ; সেদিন সে কামনা করবে, তার ও তার মন্দকাজের মধ্যে দূর ব্যবধান। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতিশয় মমতাময়।

সূরা তাওবা, ৯ : ১১৭

১১৭. অবশ্যই আলাহ অনুগ্রহপরাণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও

১৮- عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

○ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

২- الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

○ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

৮- وَمَا نَقُصُّوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

○ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

১৪৩- وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ

○ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ

২০৭- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشْرِي نَفْسَهُ

ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

○ وَاللَّهُ رُءُوفٌ بِالْعِبَادِ

৩০- يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ

خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَتَذَكَّرُ

أَنْ تَوَدَّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا

وَيُحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ

○ وَاللَّهُ رُءُوفٌ بِالْعِبَادِ

১১৭- لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ

আনসারদের প্রতি, যারা নবীর অনুসরণ করেছিল সংকটকালে, যখন তাদের একদলের চিন্তা-বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। তারপর আল্লাহ তাদের ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি অতিশয় মমতাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা নাহল, ১৬ : ৭

৭. আর জতুস্পদ জন্তু তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় এসব দেশে, যেখানে তোমরা পৌছতে পারতে না প্রাণান্তকর কষ্ট ব্যতিরেকে। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অতিশয় মমতাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা হায্জ, ২২ : ৬৫

৬৫. তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ নিয়োজিত করেছেন তোমাদের কল্যাণে পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা এবং তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে চলমান নৌযান-সমূহকে। আর তিনিই আসমানকে স্থির রাখেন। যাতে তা পতিত না হয় যমীনের উপর তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অতিশয় মমতাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা নূর, ২৪ : ২০

২০. আর যদি না থাকতো তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত, তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে এবং নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় মমতাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ৯

৯. আল্লাহ নাযিল করেন তাঁর বান্দার প্রতি স্পষ্ট আয়াতসমূহ, যাতে তিনি তোমাদের বের করে আনেন আঁধার থেকে আলোতে। নিশ্চয় আল্লাহ

وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ○

۷- وَتَحِيلُ اتِّقَاكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ○ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ○

۶۵- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ○ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ○

۲۰- وَكَوَلَّا فَضَّلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ ○ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ○

۹- هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ○

তোমাদের প্রতি অতিশয় মমতাশীল,
পরম দয়ালু।

وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

সূরা হাশ্ব, ৫৯ : ১০

১০. আর যারা এসেছে তাদের পরে, তারা বলে : হে আমাদের রব! আপনি ক্ষমা করুন আমাদের এবং আমাদের ভাইদের যারা ঈমানে আমাদের অগ্রণী এবং রেখ না আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ তাদের বিরুদ্ধে-যারা ঈমান এনেছে। হে আমাদের রব! আপনি তো অতিশয় মমতাশীল, পরম দয়ালু।

۱۰- وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا

اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

১৫. পরম ক্ষমাশীল

غَفُورٌ

সূরা বাকারা, ২ : ১৭৩, ১৮২, ২১৮, ২২৫, ২২৭, ২৩৫

১৭৩. নিশ্চয় আল্লাহ্ হারাম করেছেন তোমাদের জন্য মৃতজীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যার উপর আল্লাহ্র নাম ছাড়া অন্যের নাম নেওয়া হয়েছে তা। কিন্তু যে নিরুপায়, অথবা নাফরমান ও সীমালংঘনকারী নয়, তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

۱۷۳- إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

১৮২. আর যে ভয় করে অসীয়াতকারীর তরফ থেকে পক্ষপাতিত্ব ও অন্যায়ের, তারপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, এতে তার কোন অপরাধ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

۱۸۲- فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوَسِّعٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

২১৮. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং যারা হিজরত করে ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, তারাই আশা করে আল্লাহ্র রহমত। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু।

۲۱۸- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

২২৫. আল্লাহ্ তোমাদের পাকড়াও করবেন না, তোমাদের অর্থহীন কসমের জন্য ; কিন্তু তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য । আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় সহনশীল ।

২২৬. যারা নিজেদের স্ত্রীর সাথে সংগত না হওয়ার কসম করে, তারা অপেক্ষা করবে চার মাস । কিন্তু যদি তারা ফিরে আসে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

২৩৫. ...আর তোমরা জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন, যা কিছু আছে তোমাদের অন্তরে । অতএব ভয় কর তাঁকে । আরো জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় সহনশীল ।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩১, ১২৯, ১৫৫

৩১. আপনি বলুন : যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে অনুসরণ কর আমার ; আল্লাহ্ ভালবাসবেন তোমাদের আর তিনি তোমাদের মাফ করে দেবেন তোমাদের গুনাহ । আলাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

১২৯. আর আল্লাহ্রই, যা কিছু আছে আসমায়ে এবং যা কিছু আছে যমীনে । তিনি মাফ করে দেন যাকে চান এবং শাস্তি দেন যাকে চান আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

১৫৫. নিশ্চয় যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল সেদিন, যখন দু'দল (মুসলিম ও মুশরিক) পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, তখন তাদের পদস্থলন ঘটিয়েছিল শয়তান, তাদের কিছু কৃতকর্মের জন্য আর অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের মাফ করেছেন

২২৫- لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْسَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

২২৬- الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

২৩৫- وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

৩১- قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

১২৯- وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

১৫৫- إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَيْنِ ۚ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ

নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয়
সহনশীল।

সূরা নিসা, ৪ : ৪৩, ১০০, ১০৬, ১১০, ১৫২

৪৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না নিশাথ্রস্ত অবস্থায়, যতক্ষণ না তোমরা যা বল, তা বুঝতে পার ; আর যদি তোমরা মুসাফির না হও, তবে অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যে পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। কিন্তু যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক, অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে, অথবা স্ত্রীর সাথে সংগত হয়, আর পানি না পায়, তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে মাসেহ্ করবে মুখমণ্ডল ও হাত। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, পরম ক্ষমাশীল।
১০০. আর যে কেউ হিজরত করবে আল্লাহ্র পথে, সে লাভ করবে পৃথিবীতে অনেক অশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য ; আর যে কেউ বের হবে তার ঘর থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে, এরপর তার মৃত্যু ঘটলে, অবশ্যই তার পুরস্কার বর্তাবে আল্লাহ্র উপর। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
১০৬. আর আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন আল্লাহ্র কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
১১০. আর যদি কেউ কোন মন্দকাজ করে অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে, তারপর ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ্র কাছে; সে পাবে আল্লাহ্কে পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
১৫২. আর যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি এবং তাদের কারো

أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أَجُورُهُمْ ۖ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

২৭- فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ
فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۖ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

৭৮- إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

১০১- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا
عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ ۖ
وَإِنْ تَسْأَلُوا
عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ ۖ
عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۖ
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

৫- وَإِذَا جَاءَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا
فَقُلْ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ
كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ
أَنَّهُ مِنْ عَمَلٍ مِنْكُمْ سُوءٌ أَبْجَهَالَةٍ ثُمَّ
تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ
فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

১৪৫. আপনি বলুন : আমি পাই না আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তাতে ভক্ষণকারীদের জন্য এমন কিছু যা হারাম-মৃতজীব, বহমান রক্ত, শূকরের মাংস যা অপবিত্র; অথবা যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে শিরকের উপকরণে পরিণত হয়েছে তা ছাড়া। তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে নিরুপায় হয়ে তা ভক্ষণ করলে, আপনার রব তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৬৫. আর আল্লাহ তোমাদের দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন এবং তিনি উন্নীত করেছেন তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায়, তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন সে ব্যাপারে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। নিশ্চয় আপনার রব শাস্তি দানে দ্রুত। আর তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৩

১৫৩. আর যারা মন্দকাজ করে, তারপর তাওবা করে ও ঈমান আনে নিশ্চয় আপনার রব তো এরপরও পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা আনফাল, ৮ : ৬৯

৬৯. আর তোমরা যে গনীমত লাভ কর তা ভোগ কর উত্তম ও হালাল বলে এবং ভয় কর আল্লাহকে। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা ইউনুস, ১০ : ১০৭

১০৭. আর যদি আল্লাহ তোমাকে কষ্ট দেন, তবে নেই কেউ তা মোচনকারী তিনি ছাড়া। আর যদি তিনি তোমার কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে

۱۴۵- قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

۱۶۵- وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ؕ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

۱۵۳- وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا بِرَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

۶۹- فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

۱۰۷- وَإِنْ يَسْسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ؕ وَإِنْ يَرِدْكَ بَخِيرٌ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ؕ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ

চান-তা দান করেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৩৬

৩৬. হে আমার রব! এ সব প্রতিমা বহু মানুষকে গুমরাহ করেছে। অতএব যে কেউ আমার অনুসরণ করবে, সে তো আমার দলভুক্ত; কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে, আপনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা হিজর, ১৫ : ৪৯

৪৯. আপনি জানিয়ে দেন আমার বান্দাদের যে, আমি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা নাহল, ১৬ : ১৮, ১১৯

১৮. আর যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহর পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১১৯. আর নিশ্চয় আপনার রব তাদের জন্য যারা অজ্ঞতাবশত মন্দকাজ করে, তারপর তারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়। অবশ্যই আপনার রব এরপরও পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা বনী ইসরাইল, ১৭ : ২৫, ৪৪

২৫. তোমাদের রব ভাল জানেন, যা আছে তোমাদের মনে তা। যদি তোমরা নেক্কার হও; তবে জেনে রাখ, তিনি তো তাঁর অভিযুক্তদের প্রতি পরম ক্ষমাশীল।

৪৪. তাসবীহ পাঠ করে আল্লাহর, সাত আসমান ও যমীন এবং এদের মধ্যে যারা আছে সবাই। আর এমন

مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

৩৬- رَبِّ اِنَّهُمْ اضْلَلْنٰ
كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِىْ
فَاِنَّهٗ مِنِّىْ ۚ وَمَنْ عَصَانِىْ
فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৪৯- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ
اَتٰى اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

১৮- وَاِنْ تَعَدَّ وَاَنْعَمَ اللّٰهُ لَا تَحْصُوْهَا
اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১১৯- ثُمَّ اِنْ رَّبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْمَ
بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ
وَاَصْلَحُوْا ۚ اِنَّ رَّبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا
لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

২৫- رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ۚ
اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ
فَاِنَّهٗ كَانَ لِاٰوٰيِيْنَ غَفُوْرًا ۝

৪৪- تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ
وَمَنْ فِيْهِنَّ ۚ

কিছু নেই, যা তাঁর সপ্রশংস তাস্বীহ পাঠ না করে, কিন্তু তোমরা বুঝতে পার না তাদের তাস্বীহ পাঠ। নিশ্চয় তিনি অতিশয় সহনশীল, পরম ক্ষমাশীল।

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَنْسِجُ بِحَمْدِهِ
وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۝
إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

সূরা কাহফ, ১৮ : ৫৮

৫৮. আর আপনার রব ক্ষমাশীল, রহমতের মালিক। যদি তিনি তাদের পাকড়াও করতে চাইতেন, তবে অবশ্যই তিনি ত্বরান্বিত করতেন তাদের জন্য শাস্তি। কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক নির্ধারিত সময়, যা থেকে তারা পালানোর কোন জায়গা পাবে না।

৫৮- وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۝
لَوْ يُؤَاخِذُهم بِمَا كَسَبُوا
لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۝
بَلْ لَهُم مَّوْعِدٌ كُنْ يَجِدُوا
مِنْ دُونِهِ مَوْعِدًا ۝

সূরা নূর, ২৪ : ৬২

৬২. মু'মিন তো তারাই যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। আর যখন তারা রাসূলের সঙ্গে থাকে সমষ্টিগত ব্যাপারে, তখন তারা চলে যায় না, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে। নিশ্চয় যারা আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই ঈমান রাখে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। অতএব তারা আপনার অনুমতি চাইলে তাদের কোন কাজের জন্য, তখন আপনি তাদের মধ্যে যাকে চান যেতে অনুমতি দেবেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬২- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ
جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ۝
إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۝
فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ
فَأَذَنْ لَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ ۝
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬

৬. আপনি বলুন : এ কুরআন তিনিই নাযিল করেছেন, যিনি অবগত আছেন আসমান ও যমীনের সমুদয় রহস্য। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬- قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ
فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۝
إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

সূরা কাসাস, ২৮ : ১৬

১৬. সে (মূসা) বললো : হে আমার রব! আমি তো যুলুম করেছি আমার নিজের উপর; অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। তারপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা সাবা, ৩৪ : ২

২. আল্লাহ জানেন-যা প্রবেশ করে যমীনে এবং যা বের হয় সেখান থেকে, আর যা নাযিল হয় আসমান থেকে এবং যা উত্থিত হয় সেখানে। তিনি পরম দয়ালু, পরম ক্ষমাশীল।

সূরা ফাতির, ৩৫ : ২৮, ৩৪, ৩৫

২৮. আর মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের মাঝে এভাবেই রয়েছে বিভিন্ন রংয়ের প্রাণী। নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে। আল্লাহ তো পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

৩৪. আর জান্নাতীরা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বিদূরিত করেছেন আমাদের থেকে দুঃখ-দুর্দশা। নিশ্চয় আমাদের রব তো পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় গুণগ্রাহী-

৩৫. যিনি আমাদের স্থায়ী আবাস দিয়েছেন নিজ অনুগ্রহে, যেখানে আমাদের স্পর্শ করে না কোন ক্রেশ; আর না আমাদের স্পর্শ করে কোন ক্লান্তি।

সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৩

৫৩. আপনি আমার এ কথা বলে দিন : হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা নিরাশ হয়ে না আল্লাহর রহম

১৬- قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۖ
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

২- يَعْلَمُ مَا يَلِكُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُخْرِجُ مِنْهَا
وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا
وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ○

২৮- وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ
مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۚ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ
مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ○

৩৪- وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۖ
إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ○

৩৫- الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ
لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ
وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ○

৫৩- قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ

থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মাফ করে দেবেন সব গুনাহ। তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

সূরা শূরা, ৪২ : ৫, ২৩

৫. আসমান উপর থেকে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় এবং ফিরিশ্‌তাগণ সপ্রশংস তাসবীহ করে তাদের রবের, আর তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করে তাদের জন্য যারা আছে যমীনে। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ه- تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ
مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ
لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۚ أَلَا إِنَّ اللَّهَ
هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

২৩. আল্লাহ্ জান্নাতের সুসংবাদ দেন তাঁর সে বান্দাদের, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে। আপনি বলুন : আমি চাই না তোমাদের কাছে এর বিনিময়ে কোন প্রতিদান আত্মীয়ের সৌহার্দ ছাড়া। আর যে ভাল কাজ করে, আমি বৃদ্ধি করে দেই তাতে তার কল্যাণ। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় গুণগ্রাহী।

۲۳- ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ
قُلْ إِنِّي أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي
الْقُرْبَىٰ ۚ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا
حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ○

সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৮

৮. তবে কি তারা বলে, মুহাম্মদ এটা (কুরআন) নিজে বানিয়ে নিয়েছে। আপনি বলুন : যদি আমি এ কুরআন নিজে রচনা করে নিয়ে থাকি, তবে তো তোমরা আমাকে কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না আল্লাহ্র শাস্তি থেকে। তিনি সবিশেষ অবহিত সে বিষয়ে, যার আলোচনায় তোমরা লিপ্ত। তিনিই যথেষ্ট সাক্ষী হিসেবে আমার ও তোমাদের মাঝে। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

۸- أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ
قُلْ إِن افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ
اللَّهِ شَيْئًا ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ
كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ
وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৪

১৪. মরুবাসী আরবরা বলে : আমরা ঈমান এনেছি। আপনি বলুন : তোমরা ঈমান

۱۴- قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۚ

আননি বরং বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। কারণ এখনো ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। আর যদি তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, তবে তিনি লাঘব করবেন না তোমাদের আমল সামান্য পরিমাণও। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৮

২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং ঈমান আনো তাঁর রাসূলের প্রতি। তিনি তোমাদের দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন স্বীয় রহমতে এবং তিনি তোমাদের দেবেন এমন নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলাফেরা করবে; আর তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ১২

১২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন রাসূলের সাথে চুপেচুপে কথা বলতে চাইবে, তখন তোমরা চুপেচুপে কথা বলার পূর্বে কিছু সাদাকা প্রদান করবে, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং পবিত্র থাকার উপায়। আর যদি তোমরা এতে অসমর্থ হও, তবে আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা মুমতাহানা, ৬০ : ৭, ১২

৭. আশা করা যায়, আল্লাহ্ বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন তোমাদের ও তাদের মাঝে, যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে। আর আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا
وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ
وَإِنْ تَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
لَا يَكِلْتَكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

۲۸- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَأْمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ
مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا
تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

۱۲- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا تَاَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا
بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ
ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

۷- عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً
وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

১২. হে নবী! যখন আপনার কাছে মু'মিন নারীরা এসে এ মর্মে আপনার কাছে বায়'আত করে যে, তারা শরীক করবে না আল্লাহর সাথে কোন কিছু, চুরি করবে না, যিনা করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, সজ্ঞানে কোন অপবাদ রটনা করে বেড়াবে না এবং ভাল কাজে আপনাকে অমান্য করবে না, যখন আপনি তাদের বায়'আত গ্রহণ করবেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৪

১৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু; অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকো। আর যদি তাদের তোমরা মার্জনা কর, দোষত্রুটি উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর; তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা মূলক, ৬৭ : ১, ২

১. মহামহিমাবিত তিনি, যার হাতে রয়েছে সর্বময় কর্তৃত্ব; আর তিনি সর্ববিষয়ে, সর্বশক্তিমান;
২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মাউত ও হায়াত, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মাঝে কর্মে উত্তম। আর তিনি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ : ২০

২০. আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহর কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১২- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১৪- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عِدًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ○ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১- تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

২- الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ○

২০- وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ○ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

সূরা বুরূজ, ৮৫ : ১২, ১৩, ১৪

১২. নিশ্চয় আপনার রবের পাকড়াও অতিশয় কঠোর।
 ১৩. তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেন এবং পুনরাবৃত্তি করেন,
 ১৪. আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় প্রেমময়।

১২- إِنْ بَطَشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ○

১৩- إِنَّهُ هُوَ يَبْدِئُ وَيُعِيدُ ○

১৪- وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ○

শাকর গুণগ্রাহী

সূরা বাকারা, ২ : ১৫৮

১৫৮. নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। অতএব কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ অথবা উমরা করলে এবং এ দু'য়ের মাঝে সাঈ করলে, তার জন্য কোন গুনাহ নেই। আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেক-কাজ করলে আল্লাহ তা গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ।

১৫৮- إِنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ○

সূরা নিসা, ৪ : ১৪৭

১৪৭. যদি তোমরা শোকর কর এবং ঈমান আনো, তবে তোমাদের শাস্তিতে আল্লাহর কি কাজ? আর আল্লাহ হলেন, গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ।

১৪৭- مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ○

সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩০, ৩৪

৩০. আল্লাহ তাদের দেবেন তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান এবং তিনি তাদের আরো বেশী দেবেন স্বীয় অনুগ্রহে। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

৩০- لِيُؤْتِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ○

৩৪. আর জান্নাতীরা বলবে : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। যিনি বিদূরিত করেছেন আমাদের থেকে দুঃখ-কষ্ট। নিশ্চয় আমাদের রব তো পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় গুণগ্রাহী।

৩৪- وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۚ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ○

সূরা শূরা, ৪২ : ২৩

২৩. এই সুসংবাদই আল্লাহ্ দেন তার সে সব বান্দাদের যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে। আপনি বলুন : আমি চাই না তোমাদের কাছে এর বিনিময়-আত্মীয়ের সৌহার্দ ছাড়া অন্য কিছু। আর যে উত্তম কাজ করে আমি বাড়িয়ে দেই তার জন্যে তাতে কল্যাণ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম ক্ষমশীল, অতিশয় গুণগ্রাহী।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৭

১৭. যদি তোমরা আল্লাহ্কে ‘করযে-হাসানা’ দাও তিনি তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন তোমাদের জন্য, আর তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ্ অতিশয় গুণগ্রাহী, পরম সহনশীল।

১৭. চিরজীব, সবকিছুর ধারক

সূরা বাকারা, ২ : ২৫৫

২৫৫. আল্লাহ্ নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তিনি চিরজীব সব কিছুর ধারক ও বাহক। তাঁকে স্পর্শ করে না তন্দ্রা, আর না নিদ্রা.....।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২

২. আল্লাহ্, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনি চিরজীব, সব কিছুর ধারক।

সূরা তোহা, ২০ : ১১১

১১১. আর সকলেই নতমুখ হবে চিরজীব, সবকিছুর ধারক আল্লাহ্র কাছে; আর অবশ্যই ব্যর্থ হবে সে যে বহন করবে যুলুমের ভার।

সূরা ফুরকান, ২৫ : ৫৮

৫৮. আর আপনি ভরসা করুন চিরজীব আল্লাহ্র উপর, যিনি মরবেন না এবং

۲۳- ذٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللّٰهَ عِبَادَهٗ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي
الْقُرْبٰى ۚ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نّٰزِدْ لَهُ فِيْهَا
حُسْنًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝

۱۷- اِنْ تَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا
يُّضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ
وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

حٰى الْقِيَوْمِ

۲۵۵- اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ
لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۚ

۲- اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝

۱۱۱- وَعَنْتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ
وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝

۵۸- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي

সপ্রশংস তাস্বীহ পাঠ করুন। আর
তিনি তাঁর বান্দাদের গুনাহ সম্পর্কে
সবিশেষ অবহিত।

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৬৫

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, নেই কোন ইলাহ তিনি
ছাড়া। অতএব তাঁকেই তোমরা ডাক
তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, সমস্ত
প্রশংসা আল্লাহর, যিনি রব সারা-
জাহানের।

لَا يُمُوتُ وَسَيِّحٌ بِحَمْدِهِ
وَكَفَى بِهِ يَذْنُوبٍ عَبَادَةٍ خَيْرًا ۝

৬৫- هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۝
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

১৮. মহাদাতা وَهَّابٌ

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৮

৮. হে আমাদের রব! আপনি বক্র করে
দেবেন না আমাদের অন্তরকে হিদায়েত
দান করার পর, আর আপনার তরফ
থেকে আমাদের দান করুন রহমত।
আপনি তো মহাদাতা।

৮- رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۝
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

সূরা ছোয়াদ, ৩৮ : ৯, ৩৫

৯. আছে কি তাদের কাছে আপনার রবের
রহমতের ভাণ্ডার? যিনি পরাক্রমশালী,
মহাদাতা।

৯- أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ
رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝

৩৫. সুলায়মান বললো : হে আমার রব!
আপনি ক্ষমা করুন আমাকে এবং দান
করুন আমাকে এমন রাজ্য, যা আমার
পরে আর কেউ লাভ করবে না। আপনি
তো মহাদাতা।

৩৫- قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مَلَكًا
لَا يُتَّبَعِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ۝
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

১৯. বন্ধু وَلِيٌّ

সূরা বাকারা, ২ : ১০৭, ১২০, ২৫৭

১০৭. তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহরই
সার্বভৌম কর্তৃত্ব আসমান ও যমীনের?
আর নেই তোমাদের জন্য আল্লাহ

১০৭- أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۝ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

ছাড়া কোন বন্ধু, আর না কোন সাহায্যকারী।

১২০. আর ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা কিছুতেই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাত অনুসরণ করেন। আপনি বলুন : আল্লাহর হিদায়েতই প্রকৃত হিদায়েত। আর আপনি যদি অনুসরণ করেন তাদের খেয়াল খুশীর; আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর, তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে আপনার থাকবে না কোন বন্ধু আর না কোন সাহায্যকারী।

২৫৭. আল্লাহ বন্ধু তাদের যারা ঈমান আনে। তিনি তাদের বের করে আনেন আঁধার থেকে আলোতে। আর যারা কুফরী করে তাদের বন্ধু তাগুত। ওরা তাদের বের করে আনে আলো থেকে আঁধারে। এরাই দোষখের বাসিন্দা, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৬৮

৬৮. নিশ্চয় মানুষের মধ্যে ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতর তারাই, যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও যারা ঈমান এনেছে তারাও। আর আল্লাহ মু'মিনদের বন্ধু।

সূরা নিসা, ৪ : ৪৫

৪৫. আর আল্লাহ সবিশেষ অবহিত তোমাদের শত্রুদের সম্বন্ধে। আর আল্লাহ যথেষ্ট বন্ধু হিসেবে এবং আল্লাহই যথেষ্ট সাহায্যকারী হিসেবে।

সূরা শূরা, ৪২ : ৯, ২৮

৯. তারা কি আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে? অথচ আল্লাহ, তিনিই বন্ধু এবং তিনি জীবিত

مِنْ وَلِيِّيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

۱۲. وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَلَئِنَّ آتِّبَعْتُ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

۲۵۷. اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ

يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَّتُهُمُ الطَّاغُوتُ ۚ

يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۚ

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

۶۸. إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ

لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ

آمَنُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۝

۴۵. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝

۹. أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ

قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ ۖ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ

করেন মৃতকে আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২৮. আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তাদের নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে এবং তিনি বিস্তার করেন রহমত। আর তিনি বন্ধু প্রশংসিত।

সূরা জাছিয়া, ৪৫ : ১৯

১৯. নিশ্চয় তারা কোন উপকারে আসবে না আপনার আল্লাহর বিরুদ্ধে, আর যালিমরা তো একে অপরের বন্ধু এবং আল্লাহ বন্ধু মুতাকীদের।

২০. সাক্ষী

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৯৮

৯৮. বলুন : হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা প্রত্যাখ্যান কর আল্লাহর নিদর্শনাবলী, আর আল্লাহ সাক্ষী তোমরা যা কর তার।

সূরা হাজ্জ, ২২ : ১৭

১৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, আর যারা ইয়াহুদী হয়েছে, যারা সাবিরী*, নাসারা ও অগ্নি উপাসক এবং যারা মুশরিক হয়েছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ফায়সালা করে দেবেন তাদের মাঝে কিয়ামতের দিন। আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

সূরা সাবা, ৩৪ : ৪৭

৪৭. আপনি বলুন : আমি যে বিনিময়ই তোমাদের কাছে চাই না কেন, তা তো তোমাদেরই জন্য। আমার পুরস্কার তো আল্লাহর কাছে, আর তিনি সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

২৮- وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۖ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ○

১৯- إِنَّهُمْ لَنْ يَغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ○
شَهِيدٌ

৯৮- قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ○

১৭- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ○

৪৭- قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۚ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ○

* যারা নিজেদের ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে। অথবা নক্ষত্র ও ফিরিশতা পূজারী।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা, ৪১ : ৫৩

৫৩. অচিরেই আমি তাদের কাছে প্রকাশ করবো আমার নিদর্শনাবলী দিক্-দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মাঝেও; যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় তাদের কাছে যে এ কুরআন সত্য। এটা কি আপনার রব সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষী ?

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ৬

৬. যে দিন আল্লাহ তাদের সবাইকে একত্রে উঠাবেন, সে দিন তিনি তাদের জানিয়ে দেবেন, তারা যা করেছিল, তা। আল্লাহ এর হিসাব রেখেছেন, কিন্তু তারা তা ভুলে গেছে। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

২১. মহান

عَلَى

সূরা বাকারা, ২ : ২৫৫

২৫৫. ... আল্লাহর কুরসী আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত। আর এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লাস্ত করে না এবং তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।

সূরা হাজ্জ, ২২ : ৬২

৬২. ইহা এ জন্য যে, আল্লাহ তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যা কিছুর উপাসনা করে, তাতো অসত্য। আর আল্লাহ, তিনিই মহান, মহিমান্বিত।

সূরা সাবা, ৩৪ : ২৩

২৩. আর কোন উপকারে আসবে না সুপারিশ আল্লাহর কাছে, তবে তিনি যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া। পরে যখন দূরীভূত হবে তাদের অন্তর থেকে ভয়, তখন তারা বলবে : তোমাদের রব কি

৫৩- سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۚ وَأَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

৬- يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

২৫৫- ... وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

৬২- ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝

২৩- وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقُّ ۖ

বললেন? তারা বলবে : যা সত্যি
তা-ই। আর তিনি মহান, মহিমান্বিত।

সূরা মু'মিন, ৪০ : ১২

১২. কাফিরদের বলা হবে, তোমাদের এ
শাস্তি এ জন্য যে, যখন এক আল্লাহর
ইবাদত করতে বলা হতো, তখন
তোমরা কুফরী করতে; আর যদি
আল্লাহর সাথে শিরক করা হতো, তবে
তাতে তোমরা ঈমান আনতে। বস্তুত
সমস্ত কর্তৃত্ব মহান, মহিমান্বিত
আল্লাহর।

সূরা শূরা, ৪২ : ৪, ৫১

৪. আল্লাহরই যা কিছু আছে আসমানে, যা
কিছু আছে যমীনে, আর তিনি মহান,
শ্রেষ্ঠ।
৫১. আর মানুষ এমন নয় যে, আল্লাহ তার
সাথে কথা বলবেন ওহী ব্যতিরেকে,
অথবা পর্দার অন্তরাল ছাড়া, অথবা তিনি
কোন রাসূল প্রেরণ করবেন, তারপর সে
রাসূল তাঁর অনুমতিক্রমে, তিনি যা চান,
তা-ই ব্যক্ত করবে। নিশ্চয় তিনি মহান,
মহা-হিকমতওয়ালা।

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ○

১২- ذِكْرُكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ
وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ
وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا
فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ○

٤- لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ○

٥١- وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا
وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ
رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ
إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ○

২২. মার্জনাকারী عَفُوٌّ

সূরা নিসা, ৪ : ৯৯, ১৪৯

৯৯. আল্লাহ অচিরেই তাদের মাফ করবেন।
কারণ তিনি মার্জনাকারী, পরম
ক্ষমাশীল।
১৪৯. যদি তোমরা কোন নেক কাজ প্রকাশ্যে
কর, অথবা তা গোপনে কর, অথবা
কোন দোষ মার্জনা কর; তবে জেনে
রাখ, আল্লাহ তো মার্জনাকারী,
মহাশক্তিমান।

٩٩- فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ
وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا ○

١٤٩- إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تَخْفَوْهُ
أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا ○

সূরা হাজ্জ, ২২ : ৬০

৬০. এরূপই। আর কেউ নিপীড়িত হয়ে তুল্য প্রতিশোধ নিলে, তারপর আবার অত্যাচারিত হলে, আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ২

২. আর তারা তো বলে, অসঙ্গত ও অসত্য কথা-ই। নিশ্চয় আল্লাহ্ মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।

۶۰- ذٰلِكَ ۚ وَ مِّنْ عَاقِبِ
بِمِثْلِ مَا عُوْصِبَ بِهِ
ثُمَّ بَغَىٰ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَتْهُ اللّٰهُ ۚ
اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝

۲- وَ اِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ
الْقَوْلِ وَ زُورًا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝

২৩. কার্যনির্বাহক وَكِيلٌ

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৭৩

১৭৩. লোকেরা তাদের বলেছিল : তোমাদের বিরুদ্ধে তো জমায়েত হচ্ছে কাফিররা, অতএব তোমরা তাদের ভয় কর। ফলে তা তাদের ঈমানকে মজবুত করলো, আর তারা বললো : আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কার্যনির্বাহী।

۱۷۳- اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ
اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ
فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۝
وَ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ ۝

সূরা নিসা, ৪ : ৮১, ১৩২

৮১. আর মুনাফিকরা বলে : আনুগত্য করি। কিন্তু যখন তারা আপনার কাছ থেকে চলে যায়, তখন রাতে তাদের একদল যা বলে, তার বিপরীত পরামর্শ করে; আর আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করে রাখেন, যা তারা রাতে পরামর্শ করে; অতএব আপনি তাদের উপেক্ষা করুন এবং ভরসা করুন আল্লাহ্র উপর। আর আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট কার্যনির্বাহী হিসাবে।

১৩২. আল্লাহ্রই যা কিছু আছে আসমানেও যা কিছু আছে যমীনে এবং কার্যনির্বাহীরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

۸۱- وَ يَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۚ فَاِذَا بَرَزُوْا
مِّنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ
غَيْرَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ۚ
وَ اللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ
وَ كَفَىٰ بِاللّٰهِ وَكِیْلًا ۝

۱۳۲- وَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ
وَ مَا فِی الْاَرْضِ ۚ وَ كَفَىٰ بِاللّٰهِ وَكِیْلًا ۝

সূরা আন'আম, ৬ : ১০২

১০২. তিনিই তো আল্লাহ্; তোমাদের রব, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা; অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর, আর তিনি সর্ববিষয়ে কার্যনির্বাহী।

সূরা হূদ, ১১ : ১২

১২. তবে কি আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার কিছু ছেড়ে দেবেন, আর এতে আপনার মন সংকুচিত হবে এ জন্যে যে, তারা বলে : কেন প্রেরিত হয় না তাঁর কাছে ধনভাণ্ডার। অথবা কেন আসে না তাঁর সাথে ফিরিশ্তা? আপনি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে কার্যনির্বাহী।

সূরা আহযাব, ৩৩ : ২, ৩, ৪৮

২. আর আপনি অনুসরণ করেন তার যা ওহী করা হয় আপনার প্রতি আপনার রবের তরফ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমরা যা কর, সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

৩. আর আপনি ভরসা করুন আল্লাহ্র উপর এবং আল্লাহ্-ই যথেষ্ট কার্য-নির্বাহীরূপে।

৪৮. আর আপনি কাফির ও মুনাফিকদের কথা অনুযায়ী চলবেন না এবং উপেক্ষা করুন তাদের নির্যাতন। আর ভরসা করুন আল্লাহ্র উপর; আল্লাহ্-ই যথেষ্ট কার্যনির্বাহীরূপে।

সূরা যুমার, ৩৯ : ৬২

৬২. আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সর্ববিষয়ে কার্যনির্বাহী।

১০২- ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝

১২- فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝

২- وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

৩- وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

৪৮- وَلَا تَطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۚ وَدَعْ أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

৬২- اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝

২৪. সর্বব্যাপী - ^৪وَاسِعٌ

সূরা বাকারা, ২ : ১১৫, ২৪৭, ২৬১, ২৬৮

১১৫. আর আল্লাহরই পূর্ব এবং পশ্চিম।
অতএব যে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাও
না কেন, সেদিকেই আল্লাহ আছেন।
নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

২৪৭. আর আল্লাহ দান করেন তার
রাজ্য যাকে চান এবং আল্লাহ সর্বব্যাপী,
সর্বজ্ঞ।

২৬১. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে
ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি সদ্য
বীজের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপাদন
করে, প্রত্যেক শীষে একশ শস্য-দানা।
আর আল্লাহ বহুগুণ বাড়িয়ে দেন যাকে
চান। আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

২৬৮. শয়তান তোমাদের ভয় দেখায় দারিদ্রের
এবং তোমাদের নির্দেশ দেয় অশ্লীলতার
আর আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি প্রদান
করেন, তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের। আল্লাহ
সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৭৩

৭৩. বলুন : অনুগ্রহ তো আল্লাহরই
হাতে; তিনি তা দান করেন যাকে চান।
আর আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

সূরা নিসা, ৪ : ১৩০

১৩০. আর যদি স্বামী-স্ত্রী পৃথক হয়ে যায়, তবে
আল্লাহ তাদের অভাবমুক্ত করবেন নিজ
প্রাচুর্য দিয়ে। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী,
মহাহিকমতওয়ালা।

সূরা মায়িদা, ৫ : ৫৪

৫৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের
মধ্য থেকে কেউ তার দীন থেকে

১১৫-وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
فَإَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

২৪৭-... وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

২৬১-مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ
سَبَائِلَ فِي كُلِّ سَبْكَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ
يُضْعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

২৬৮-الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمُ
بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ
وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

৭৩-... قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

১৩০-وَإِنْ يَتَفَرَّقَا
يُعْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ
وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

৫৪-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي

মুর্তাদ হয়ে গেলে; নিশ্চয় আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন, যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা হবে মু'মিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর। তারা জিহাদ করবে আল্লাহর পথে এবং ভয় করবে না কোন নিন্ডুকের নিন্ডার। এ হলো আল্লাহর আনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ।

সূরা নূর, ২৪ : ৩২

৩২. আর তোমরা বিবাহ করিয়ে দাও তোমাদের সে পুরুষদের যাদের স্ত্রী নেই অথবা সে নারীদের যাদের স্বামী নেই; আর তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা এর যোগ্য তাদেরও। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন, আর আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ
أُولَٰئِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى
الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكُمْ
فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

৩২- وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ
مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

২৫. হিসাব গ্রহণকারী - “حَسِيبٌ”

সূরা নিসা, ৪ : ৬, ৮৬

৬. আর যখন তোমরা সমর্পন করবে ইয়াতীমদের কাছে তাদের সম্পদ, তখন তোমরা তাদের সামনে সাক্ষী রাখবে। আর আল্লাহ যথেষ্ট হিসাব গ্রহণকারী-রূপে।

৮৬. আর যখন তোমাদের সালাম করা হয়, তখন তোমরা তার চাইতে উত্তমভাবে সালামের জবাব দাও অথবা অনুরূপ-ভাবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

٦- فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

٨٦- وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ
فَحَيَّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৯

৩৯. তারা (নবীগণ), আল্লাহর বাণী প্রচার করতো এবং তাঁকে ভয় করতো, আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে তারা ভয় করতো না। আর আল্লাহই যথেষ্ট হিসাব গ্রহণকারীরূপে।

৩৯- الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

মُقَيَّتٌ - ২৬. শক্তিমান

সূরা নিসা, ৪ : ৮৫

৮৫. কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে, তাতে তার জন্য অংশ থাকবে এবং কেউ কোন মন্দকাজের সুপারিশ করলে তাতেও তার জন্য হিসসা থাকবে। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

৮৫- مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ۝

তাহমীদ—আলাহুর প্রশংসা

সূরা ফাতিহা, ১ : ১, ২, ৩

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি রব সারা জাহানের,
২. যিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু,
৩. মালিক বিচার দিনের। (আরও দেখুন ৬ : ৪৫; ৭ : ৪৩; ১০ : ১০; ১৪ : ৩৯; ১৬ : ৭৫; ২৩ : ২৮; ২৭ : ১৫, ৫৯, ৯৩; ২৯ : ৬৩; ৩১ : ২৫; ৩৫ : ৩৫, ৩৭ : ১৮২; ৩৯ : ২৯; ৭৪, ৩৫; ৪০ : ৬৫; ৪৫ : ৩৬)

সূরা আন'আম, ৬ : ১

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং বানিয়েছেন আঁধার ও আলো। এরপরও কাফিররা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ১১১

১১১. আর বলুন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি গ্রহণ করেননি কোন সন্তান, আর তাঁর নেই কোন শরীক সর্বময় কর্তৃত্বে এবং তাঁর প্রয়োজন নেই কোন সাহায্যকারীর দুর্বলতার কারণে। আর তাঁর মাহাত্ম্য খুব বর্ণনা করুন।

সূরা কাহফ, ১৮ : ১

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি নাযিল করেছেন তাঁর বান্দার প্রতি কুরআন এবং তাতে তিনি রাখেননি কোন বক্রতা।

১- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

২- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৩- مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

১- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ○

১১১- وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ

وَلَدًا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ

مِنَ الدِّينِ وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا ○

১- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ

الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ○

সূরা কাসাস, ২৮ : ৭০

৭০. আর তিনিই আল্লাহ, নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই দুনিয়া ও আখিরাতে এবং হুকুম তাঁরই; আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। (আরও দেখুন ৩০ : ১৮; ৬৪ : ১)

সূরা সাবা, ৩৪ : ১

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যার কর্তৃত্ব রয়েছে যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে; আর তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা আখিরাতেও। তিনি প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।

সূরা ফাতির, ৩৫ : ১

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সৃজনকর্তা আসমান ও যমীনের; যিনি বাণীবাহক করেন ফিরিশতাদের যারা দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার পাখা, বিশিষ্ট, তিনি বুদ্ধি করেন সৃষ্টিতে, যা তিনি চান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

۷۰- وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ
وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

۱- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ○

۱- الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
جَاعِلِ الْمَلَكِةَ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ
مَّتَنَّى وَتِلْكَ رُبْعٌ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

তাসবীহ—আল্লাহর পবিত্রতা

সূরা বাকারা, ২ : ৩০, ৩২

৩০. আর স্মরণ করুন, যখন তোমার রব ফিরিশতাদের বললেন : নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করব পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি। তারা বললো : আপনি কি সৃষ্টি করবেন সেখানে এমন কাউকে, যে ফাসাদ সৃষ্টি করবে সেখানে এবং রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই ঘোষণা করি আপনার সপ্রশংস স্তুতি এবং বর্ণনা করি আপনার পবিত্রতা। তিনি বললেন : আমি অবশ্যই সবিশেষ অবহিত তা, যা তোমরা জান না।

۳۰- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ
فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالِ إِنِّي أَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

৩২. তারা বলল : আপনি পবিত্র, মহান।
নেই কোন জ্ঞান আমাদের, তবে
আপনি যা শিখিয়েছেন আমাদের তা
ছাড়া। নিশ্চয় আপনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৪১, ১৯১,

৪১. আর স্মরণ কর, তোমার বরকে
বেশী বেশী এবং প্রবিত্রতা ও মহিমা
ঘোষণা কর বিকেলে ও সকালে।

১৯১. হে আমাদের রব! আপনি সৃষ্টি
করেন নি এসব নিরর্থক। আমরা
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করি
আপনার। আপনি রক্ষা করুন আমাদের
দোষখের আযাব থেকে।

সূরা আন'আম, ৬ : ১০০

১০০. আলাহ পবিত্র, মহান এবং তিনি
অনেক উর্ধে তা থেকে যা তারা বলে।
(আরও দেখুন, ১০ : ১৮ ; ১৬ : ১)

সূরা আ'রাফ, ৭ : ২০৬

২০৬. নিশ্চয় যারা রয়েছে আপনার রবের
সান্নিধ্য, তাঁরা অহংকার বশে তাঁর
ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়া যাবে না,
বরং তারা তার পবিত্রতা ও মহিমা
ঘোষণা করে এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে
সিজ্দা করে।

সূরা তাওবা, ৯ : ৩১

৩১. নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া,
তিনি পবিত্র মহান তা থেকে যা তারা
শরীক করে। (আরও দেখুন, ২৮ : ৬৮;
৫৯ : ২৩)

সূরা ইউনুস, ১০ : ১০

১০. সেখানে তাদের দু'আ হবে : হে
আল্লাহ! আপনি মহান, পবিত্র, আর
তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম' এবং

৩২-قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ○

৪১-..... وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا
وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ○

১৯১-..... رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ○

১০০-..... سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ○

২০৬-إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ
وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ○

৩১-..... لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ
عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

১০-دَعَاؤُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ○

তাদের শেষ দু'আ হবে, সমস্ত প্রশংসা
আল্লাহর, যিনি রব সারা জাহানের।
(আরও দেখুন, ২৭ : ৮)

সূরা রা'দ, ১৩ : ১৩

১৩. আর তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা
ঘোষণা করে বজ্রধ্বনি এবং
ফিরিশ্তাগণ তাঁর ভয়ে.....

সূরা হিজর, ১৫ : ৯৮

৯৮. সুতরাং আপনি সপ্রশংস পবিত্রতা
ও মহিমা ঘোষণা করুন আপনার
রবের, এবং शामिल হন সিজ্দাকারীদের
মধ্যে।

সূরা নাহল, ১৬ : ১

১. আল্লাহর আদেশ অবশ্যজ্ঞাবী। সুতরাং
তোমরা তা তুরান্বিত করতে চেও না।
তিনি পবিত্র মহান এবং তিনি অনেক
উর্ধে তা থেকে যা তারা শরীক করে।
(আরও দেখুন, ৩০ : ৪০)

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ১, ৪৩, ৪৪,

১. পবিত্র মহান তিনি, যিনি ভ্রমণ
করিয়েছেন তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায়
মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে
আক্সায়, যার চারপাশকে আমি করেছি
বরকময়, তাকে দেখানোর জন্য আমার
নিদর্শনাবলী থেকে, নিশ্চয় তিনি
সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৪৩. তিনি পবিত্র, মহান এবং তারা যা বলে,
তিনি তা থেকে অনেক অনেক উর্ধে।

৪৪. তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে
সাত আসমান, যমীন এবং যা কিছু
রয়েছে এদের মাঝে আর এমন কিছু
নেই, যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও
মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তোমরা

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

১৩- وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ
مِنْ خِيفَتِهِ ۝

৯৮- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
وَكَُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ○

১- إِنِّي أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ
سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

১- سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ
لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْآيَاتِ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ○

৪৩- سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ
عُلُوًّا كَبِيرًا ○

৪৪- تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ
وَمَنْ فِيهِنَّ
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

বুঝতে পার না তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকে। নিশ্চয় তিনি পরম সহনশীল, অতিশয় ক্ষমাপরায়ণ।

সূরা তোহা, ২০ : ১৩০

১৩০. সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন তারা যা বলে সে বিষয়ে এবং সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন আপনার রবের সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রাত্রিকালেও পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং দিনের পান্তসমূহেও, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন।*

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ২০, ২২

২০. তারা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহর রাতে ও দিনে, তারা এতে শৈথিল্য করে না।

২২. যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ থাকতো, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং পবিত্র মহান আল্লাহ, যিনি আরশের অধিপতি, তা থেকে যা তারা বলে। (আরও দেখুন, ৩৭ : ২, ১৫৯, ১৮০)

সূরা নূর, ২৪ : ৪১

৪১. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে যারা আছে আসমানে ও যমীনে এবং উড়ন্ত পাখিরাও? প্রত্যেকেই জানে তার দু'আ ও পবিত্রতা এবং মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি। আর আল্লাহ সবিশেষ অবহিত তা, যা তারা করে।

সূরা ফুরকান, ২৫ : ৫৮

৫৮. আর আপনি ভরসা করুন সেই চিরঞ্জীবের উপর যিনি মরবেন না এবং

وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۖ
إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

১৩০- فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ
وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ
لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝

২০- يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
لَا يَفْتُرُونَ ۝

২২- لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ
لَفَسَدَتَا ۖ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ
عَمَّا يَصِفُونَ ۝

৪১- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْبِيحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ
صَبَّحَتْ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۖ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝

৫৮- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي

* এ আয়াতে ৫ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। আর তিনি তাঁর বান্দাদের গুনাহ সম্পর্কে খুব অবহিত।

لَا يَمُوتُ وَسَيَّحُ بِحَمْدِهِ ۝

وَكُفِيَ بِهِ يَدْنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا ۝

সূরা রুম, ৩০ : ১৭

১৭. সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর বিকেলে ও সকালে।

۱۷- فَسَبِّحْهُنَ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ

وَحِينَ تَصْبِحُونَ ۝

সূরা সাজ্দা, ৩২ : ১৫

১৫. কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে, যাদের তা স্মরণ করিয়ে দিলে, তারা সিজ্দায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আর তারা অহংকারে মুখ ফিরিয়ে থাকে না।

۱۵- إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا

ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا

وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪১, ৪২

৪১. ওহে যারা ঈমান এনেছ,! তোমরা স্মরণ কর আল্লাহকে বেশী বেশী

۴۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ

ذِكْرًا كَثِيرًا ۝

৪২. এবং তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সকালে ও সন্ধ্যায়।

۴۲- وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৩৬, ৮৩

৩৬. পবিত্র ও মহান তিনি যিনি সৃষ্টি করেছেন সব কিছু জোড়ায় জোড়ায় যমীন যা উৎপন্ন করে তা থেকে, তাদের নিজেদের থেকে এবং যা তারা জানে না, তা থেকেও।

۳۶- سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا

مِمَّا تُنَلِّتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ

وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝

৮৩. অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে পূর্ণ কর্তৃত্ব সব কিছুর এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

۸۳- فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ

كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

সূরা ছোয়াদ, ৩৮ : ১৮

১৮. আমি তো নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতমালাকে, এরা যেন তাঁর সাথে

۱۸- إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ

আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে বিকেলে ও সকালে।

সূরা যুমার, ৩৯ : ৬৭, ৭৫

৬৭. আর তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান অনুধাবন করেনি আর সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় কিয়ামতের দিন এবং সমস্ত আসমান থাকবে তাঁর করায়ত্ত। তিনি পবিত্র মহান এবং তিনি অনেক উর্ধে তা থেকে, যা তারা শরীক করে।

৭৫. আর তুমি দেখতে পাবে ফিরিশ্বাদের আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংসা তাস্বীহ পাঠ করছে আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সহিত; এবং বলা হবে প্রশংসা জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য।

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৭

৭. যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চার পাশে রয়েছে; তারা তাদের রবের সপ্রশংসা তাস্বীহ পাঠ করে

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্জদা, ৪১ : ৩৮

৩৮. আর তারা অহংকার করলেও যারা আপনার রবের কাছে রয়েছে তারা তো দিন রাত তাঁর তাস্বীহ পাঠ করে এবং তারা এতে ক্লাস্তিবোধ করে না।

সূরা শূরা, ৪২ : ৫

৫. আর ফিরিশ্বারা তাদের রবের সপ্রশংসা তাস্বীহ পাঠ করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের জন্য, যারা রয়েছে পৃথিবীতে।

○ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ

৬৭- وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ
○ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

৭৫- وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ
مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ
○ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

৭- الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

৩৮- فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ
يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ○

৫- وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ
رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৮২

৮২. আসমান ও যমীনের মালিক, আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র মহান তা থেকে যা তারা আরোপ করে।

সূরা কাফ, ৫০ : ৩৯, ৪০

৩৯. সুতরাং আপনি সবার করুন তারা যা বলে তাতে এবং আপনার রবের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করুন সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের পূর্বে।
৪০. আর রাতের এক অংশেও তাঁর তাসবীহ পাঠ করুন এবং সালাতের পরেও।

সূরা তুর, ৫২ : ৪৮, ৪৯

৪৮. আর সবার করুন আপনার রবের হুকুমের অপেক্ষায়, আপনি তো রয়েছেন আমার চোখের সামনে আর আপনি আপনার রবের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করুন, যখন আপনি শয্যা ত্যাগ করেন,
৪৯. আর রাতের এক অংশেও তাঁর তাসবীহ পাঠ করুন এবং নক্ষত্ররাজি ডুবে যাওয়ার পরেও।

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৭৪

৭৪. সুতরাং তুমি তাসবীহ পাঠ কর তোমার মহান রবের নামে। (৬৯ : ৫২)

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১

১. তাসবীহ করে আল্লাহর যা কিছু আছে আসমানে ও যমীনে। তিনি পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা। (আরও দেখুন, ৫৯ : ১ ; ৬১ : ১)

সূরা হাশ্ব, ৫৯ : ২৩

২৩. তিনি আল্লাহ তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি মালিক, পবিত্র, শান্তি,

৪২- سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ○

৩৯- فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ○
৪০- وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
وَادْبَارَ النُّجُودِ ○

৪৮- وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ○

৪৯- وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
وَادْبَارَ النُّجُومِ ○

৭৪- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ
الْعَظِيمِ ○

১- سَبِّحْ لِلَّهِ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

২৩- هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ

নিরাপত্তা-দাতা, রক্ষক, পরাক্রমশালী,
প্রবল দোঁদগু প্রতাপশালী। তারা যা
শরীক করে তা থেকে আলাহ পবিত্র
মহান।

সূরা জুমু'আ, ৬২ : ১

১. আলাহর তাসবীহ করে যা কিছু আছে
আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে।
তিনি মালিক, পবিত্র, পরাক্রমশালী,
হিক্মতওয়ালা। (৬৪ : ১)

সূরা আ'লা, ৮৭ : ১, ২

১. আপনি পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা
করুন আপনার সুমহান রবের নামে,
২. যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সূঠাম করেছেন।

সূরা নাসর, ১১০ : ৩

৩. ' অতএব আপনি সপ্রশংস তাসবীহ করুন
আপনার রবের এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা
করুন। নিশ্চয় তিনি মহাতাওবা-
কবুলকারী।

الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

১- يَسْبِغُ لِلَّهِ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

১- سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
২- الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى

هَسْبِيَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ
إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

তায়কীর-আল্লাহর স্মরণ

সূরা বাকারা, ২ : ১৫২, ১৯৮, ২০০

১৫২. অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর,
আমিও তোমাদের স্মরণে রাখব। আর
তোমরা আমার শোকর কর এবং
আমার না-শোকরী করো না।

১৯৮. তোমাদের কোন গুনাহ হবে না
তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান
করলে। যখন তোমরা ফিরবে
আরাফাত থেকে তখন তোমরা স্মরণ
করবে আল্লাহকে মাশ'আরুলা হারামের
কাছে পৌঁছে এবং তাঁকে স্মরণ করবে
সে ভাবে যে ভাবে তিনি তোমাদের
নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও তোমরা এর
পূর্বে ছিলে পথভ্রষ্টদের শামিল।

১৫২- فَادْكُرُونِي أذكُرْكُمْ
وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

১৯৮- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا
مِّنْ رَبِّكُمْ ۖ فَاذْكُرُوا لِي عَرَفْتِ
فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

২০০. তারপর যখন তোমরা সমাপ্ত করবে হজ্জের হুকুম-আহুকাম তখন তোমরা স্মরণ করবে আল্লাহকে তোমাদের পিতৃ-পুরুষদের স্মরণ করার মত ; অথবা তাঁর চাইতেও বেশী..... ।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৪১, ১৯০, ১৯১

৪১. আর আপনি স্মরণ করুন আপনার রবকে বেশীবেশী এবং তাঁর তাসবীহ করুন সন্ধ্যায় ও সকালে ।

১৯০. নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য ।

১৯১. যারা স্মরণ করে আল্লাহকে দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে, আর চিন্তা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টি সম্বন্ধে, বলে, হে আমাদের রব! আপনি সৃষ্টি করেননি এসব নিরর্থক । আমরা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি আপনার, আপনি আমাদের রক্ষা করুন দোষখের আযাব থেকে ।

সূরা নিসা, ৪ : ১০৩

১০৩. তারপর যখন তোমরা শেষ করবে সালাত, তখন স্মরণ করবে আল্লাহকে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে.... ।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ২০৫

২০৫. আর স্মরণ করবে তোমার রবকে মনে মনে সবিনয় ও সভয়ে এবং অনুচ্চস্বরে সকাল ও সন্ধ্যায় । আর তুমি গফিলদের शामिल হবে না ।

সূরা আনফাল, ৮ : ৪৫

৪৫. আর তোমরা স্মরণ করবে আল্লাহকে বেশীবেশী, যাতে সফলকাম হও ।

২০০-فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

৪১-..... وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا
وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ○

১৯০-إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ○
১৯১-الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ
فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

১০৩-فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

২০৫-وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ
خِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْ
الْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ○

৪৫-..... وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

সূরা রা'দ, ১৩ : ২৮

২৮. যারা ঈমান আনে এবং যাদের অন্তর প্রশান্ত হয় আল্লাহ্র স্বরণে। (আল্লাহ তাদের হিদায়েত দেন।) জেনে রাখ আল্লাহ্র স্বরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়।

সূরা কাহফ, ১৮ : ২৩, ২৪

২৩. আর আপনি কখনো বলবেন না কোন বিষয়, নিশ্চয় আমি করবো এটা আগামীকাল,
২৪. এ কথা না বলে : 'যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন'। আর স্বরণ 'করবেন আপনার রবকে যখন ভুলে যাবেন। এবং বলবেন : আশা করি আমার রব আমাকে নির্দেশ করবেন এর চাইতে নিকটতর পথ সত্যের দিকে।

সূরা তোহা, ২০ : ১৪, ১২৪

১৪. আমিই আল্লাহ, নেই কোন ইলাহ, আমি ছাড়া, অতএব আমারই ইবাদত কর এবং সালাত কায়েম কর আমার স্বরণার্থে।
১২৪. আর যে বিমুখ হবে আমার স্বরণ থেকে, অবশ্যই তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে উত্থিত করব কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায়।

সূরা নূর, ২৪ : ৩৬, ৩৭

৩৬. সে সব গৃহে, যা সম্মুন্নত করতে এবং যেখানে তাঁর নাম স্বরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে তাঁর তাসবীহ করে সকাল ও সন্ধ্যায়,
৩৭. সে সব লোক, যাদের বিরত রাখে না ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আলাহ্র স্বরণ থেকে এবং সালাত কায়েম ও

২৮- الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ○

২৩- وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ○

২৪- إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشْدًا ○

১৪- إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۚ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ○

১২৪- وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ○

৩৬- فِي بُيُوتٍ إِذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ○

৩৭- رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ

যাকাত প্রদান করা থেকে, তারা ভয় করে সে দিনকে যে দিন উল্টে যাবে অন্তর ও দৃষ্টি।

সূরা শু'আরা, ২৬ : ২২৭

২২৭. তবে তারা ব্যতিত যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে এবং স্মরণ করে আল্লাহকে বেশীবেশী এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করে অত্যাচারিত হওয়ার পর। আর অচিরেই জানবে যারা অত্যাচার করে, কোন গন্তব্যস্থলে তারা পৌছবে।

সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৪৫

৪৫. আপনি তিলাওয়াত করুন যা ওহী করা হয়েছে আপনার প্রতি কিতাব থেকে এবং কায়ম করুন সালাত। নিশ্চয় সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে। আর অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন যা তোমরা কর।

সূরা আহযাব, ৩৩ : ২১, ৩৫, ৪১, ৪২

২১. অবশ্যই রয়েছে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ, যারা আশা রাখে আল্লাহ এবং আখিরাতের, আর স্মরণ করে আল্লাহকে বেশীবেশী।

৩৫. আর আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী, এদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।

৪১. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা স্মরণ কর আল্লাহকে বেশীবেশী,

৪২. এবং তাঁর তাসবীহ কর সকাল ও সন্ধ্যায়।

وَلَا يَتَاءَمُّوا الزُّكُورَ وَلَا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ○

২২৭- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ○

৪৫- أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ○

২১- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَاليَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ○

৩৫- وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ ۚ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ○

৪১- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ○

৪২- وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ○

সূরা যুমা, ৩৯ : ২২, ২৩

২২. যার অন্তর উন্মুক্ত করে দিয়েছেন আল্লাহ্ ইসলামের জন্য এবং সে আছে তার রবের নূরের উপর, সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? আর আক্ষেপ সেই কঠোর হৃদয় লোকদের জন্য যারা আল্লাহ্র স্বরণে বিমুখ! তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

২৩. আল্লাহ্ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসমঞ্জস এবং যা পুনঃপুনঃ পাঠ করা হয়। এতে তাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয় যারা তাদের রবকে ভয় করে, তারপর ঝুঁকে পড়ে তাদের দেহমন আল্লাহ্র স্বরণে; এটাই আল্লাহ্র হিদায়েত, তিনি পথ দেখান তা দিয়ে, যাকে তিনি ইচ্ছা করেন। আর যাকে বিপথগামী করেন আল্লাহ্, তার জন্য নেই কোন পথপ্রদর্শক।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩৬

৩৬. আর যে ব্যক্তি বিমুখ হয় দয়াময় আল্লাহ্র স্বরণ থেকে, আমি নিয়োজিত করি তার জন্য এক শয়তান, ফলে সে তার সাথী হয়।

সূরা জুমু'আ, ৬২ : ১০

১০. তারপর যখন সালাত শেষ হবে, তখন তোমরা ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীতে এবং অনুসন্ধান করবে আল্লাহ্র অনুগ্রহ আর স্বরণ করবে আল্লাহকে বেশীবেশী যাতে তোমরা সফলকাম হও।

সূরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ৯

৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের যেন উদাসীন না করে তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্ভান-সম্মতি আল্লাহ্র

২২- أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

২৩- اللَّهُ تَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانٍ ۚ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝

৩৬- وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۝

১০- فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

৯- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَاؤُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ

স্মরণ থেকে, আর যারা এরূপ করবে
তারা হইবে ক্ষতিগ্রস্ত।

সূরা জিন, ৭২ : ১৭

১৭. যে কেউ বিমুখ হইবে তার রবের
স্মরণ থেকে তিনি তাকে প্রবেশ
করাবেন কঠিন আঘাতে।

সূরা মুয্যাম্মিল : ৭৩ : ৮

৮. আর আপনি স্মরণ করুন, আপনার
রবের নাম এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁরই
প্রতি নিমগ্ন থাকুন।

সূরা দাহর, ৭৬ : ২৫,

২৫. আর আপনি স্মরণ করুন আপনার
রবের নাম সকাল ও সন্ধ্যায়।

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ○

১৭-..... وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ
يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ○

৮-وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ
وَتَبْتَكَلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ○

২৫-وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاٰصِيْلًا ○

আয়াতুল্লাহ-আল্লাহর নিদর্শনাবলী

সূরা বাকারা, ২ : ১১৮, ১৬৪

১১৮. আমি তো স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করেছি
নিদর্শনসমূহ দৃঢ়প্রত্যয়ীদের জন্য।

১৬৪. নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে,
দিন ও রাতের পরিবর্তনে, নৌযান-
সমূহে-যা বিচরণ করে সমুদ্রে মানুষের
যা উপকারে আসে তা নিয়ে, আর
আল্লাহ যে পানি বর্ষণ করেন আসমান
থেকে, যা দিয়ে তিনি জীবিত করেন
যমীনকে তার মৃত্যুর পরে তাতে
এবং ছড়িয়ে দিয়েছেন তথায় সব
ধরনের জীবজন্তু, আর বায়ুর দিক
পরিবর্তনে এবং আসমান ও যমীনের
মাঝে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে, নিশ্চিত
নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের
জন্য।

১১৮- قَدْ بَيَّنَّا الْآٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّؤْتِنُوْنَ ○

১৬৪- اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ
وَ اٰخْتِلَافِ الْاَيِّمِ وَالنَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِي
تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا
اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَ تَصْرِيفِ
الرِّيْحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ○

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৪, ১৯, ২১, ১১৮, ১৯০

৪. নিশ্চয় যারা আল্লাহর নিদর্শনা-
বলীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য
রয়েছে কঠিন আযাব

১৯. আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনা-
বলীকে প্রত্যাখ্যান করলে আল্লাহ তো
হিসাব গ্রহণে দ্রুত ।

২১. নিশ্চয় যারা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর
নিদর্শনাবলী, এবং হত্যা করে নবীদের
অন্যায়ভাবে এবং হত্যা করে তাদের-
যারা নির্দেশ দেয় ন্যায়পরায়ণতা মানুষের
মাঝে, তাদের সুসংবাদ দাও মর্মভুদ
শাস্তির ।

৯৮. বলুন : হে আহলে কিতাব! কেন
তোমরা প্রত্যাখ্যান কর আল্লাহর
নিদর্শনাবলী ? অথচ আল্লাহ তো সাক্ষী
তার, যা তোমরা কর ।

১১৮. আমি তো বিশদভাবে বর্ণনা
করেছি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী,
যদি তোমরা বুঝতে ।

১৯০. নিশ্চয় আসমান ও যমিনের সৃষ্টিতে
এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে নিশ্চিত
নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য ।

সূরা মায়িদা, ৫ : ৭৫

৭৫. লক্ষ্য করুন, কিরূপে আমি
বর্ণনা করি তাদের কাছে নিদর্শনসমূহ,
তারপর আরো লক্ষ্য করুন, কোথায়
তারা বিভ্রান্ত হয়ে চলছে! (আরও দেখুন
৬৫, ১০৫, ১২৬)

সূরা আন'আম, ৬ : ৪৬, ৯৫, ৯৬, ৯৭,
৯৮, ৯৯, ১৫৭, ১৫৮

৪৬. বলুন : তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি
আল্লাহ কেড়ে নেন তোমাদের

..... إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

..... وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ
فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○

২১- إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ
الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ○

৯৮- قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ

لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ؟

وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ○

..... قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ

الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ○

১৯০- إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ○

..... أَنْظِرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ

ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ○

৪৬- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَبْعَكُمْ

শ্রবণশক্তি এবং তোমাদের দৃষ্টিশক্তি, আর মোহর করে দেন তোমাদের অন্তর, তবে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ আছে যিনি তোমাদের এনে দেবেন এসব? লক্ষ্য করুন, কিরূপে আমি বিশদভাবে বর্ণনা করি নিদর্শন-সমূহ; এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৯৫. নিশ্চয় আল্লাহ্ অংকুরিত করেন বীজ ও আঁটি, তিনি বের করেন জীবিতকে মৃত থেকে এবং বের করেন মৃতকে জীবিত থেকে। এই তো আল্লাহ্, সুতরাং তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে চলেছ?

৯৬. তিনিই উন্মেষ ঘটান উষার, তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাতকে বিশ্রামের জন্য এবং সূর্য ও চন্দ্রকে গণনার জন্য। এ সবই নির্ধারণ মহাপরক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্,

৯৭. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য নক্ষত্র, যাতে তোমরা পথ পাও তা দিয়ে স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে। নিশ্চয় আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি নিদর্শনসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য।

৯৮. তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এক ব্যক্তি* হতে, আর তোমাদের জন্য রয়েছে দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন অবস্থান। নিশ্চয় আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি নিদর্শনসমূহ, বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য,

৯৯. আর তিনিই বর্ষণ করেন আসমান থেকে পানি, এরপর আমি বের করি তা দিয়ে সব ধরনের উদ্ভিদের চারা, তারপর আমি উদগত করি তা থেকে সবুজ পাতা, পরে বের করি তা থেকে

وَأَبْصَارَكُمْ وَخَمَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ
مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ
أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ
ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ○

৯৫- إِنْ اللَّهُ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ
مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَلَيْ تَتَوَفَّكُونَ ○

৯৬- فَالِقُ الْإِصْبَارِ، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ○

৯৭- وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجْمَ
لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○

৯৮- وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ○

৯৯- وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ

* হয়রত আদম আলাইহিস্ সালাম হতে।

ঘন-সন্নিবিষ্ট শস্যাদানা এবং খেজুর গাছের মাথি থেকে বের করি ঝুলন্ত কাঁদি, আর সৃষ্টি করি আংগুরের উদ্যান এবং যায়তুন ও ডালিম, যা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসাদৃশও। তোমরা লক্ষ্য কর এর ফলের প্রতি, যখন তা ফলবান হয় এবং তার পরিপক্ব হওয়ার প্রতি। নিশ্চয় এতে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা ঈমান রাখে।

১৫৭. তার চাইতে অধিক যালিম আর কে, যে অস্বীকার করে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়?

১৫৮. তারা কি শুধু এরই প্রতীক্ষা করে যে, তাদের কাছে আসবে ফিরিশতা অথবা আসবেন আপনার রব, অথবা আসবে কোন নিদর্শন আপনার রবের? যে দিন আসবে কোন নিদর্শন আপনার রবের, সে দিন কোন কাজে আসবে না তার ঈমান, যে আগে ঈমান আনেনি, কিংবা অর্জন করেনি সে ঈমানের মাধ্যমে কোন কল্যাণ। বলুন : প্রতীক্ষা কর, আমিও প্রতীক্ষা করছি।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ২৬, ৩২, ৩৫, ৩৬, ৪০, ৭৩, ১৩৩, ১৩৬, ১৪৭, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৮২

২৬. হে বনী আদম! আমি তো দান করেছি তোমাদের পোষাক, তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য এবং বেশভূষার জন্য; আর তাকওয়ার পোষাক তা-ই উত্তম। এ সব আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (আরও দেখুন, ১৬ : ১৩)

৩২. বলুন : কে হারাম করেছে আল্লাহর সে সব শোভার বস্তু, যা তিনি তার বান্দাদের

حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجُدَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونُ وَالرُّمَّانُ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

১৫৭. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۖ

১৫৮. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ۚ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۚ قُلِ انْتَضِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ○

২৬. يٰٓبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ○

৩২. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ

জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং কে হারাম করেছে উত্তম পবিত্র জীবিকাসমূহ? বলুন : সে সব মু'মিনদের জন্য পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে কিয়ামতের দিনেও। এভাবেই আমি বিশদভাবে বর্ণনা করি নিদর্শনাবলী সে লোকদের জন্য, যারা জানে।

৩৫. হে বনী আদম! যদি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে আসে রাসূল, যারা বিবৃত করবেন তোমাদের কাছে আমার নিদর্শনাবলী, তখন কেউ তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেবে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না।

৩৬. আর যারা অস্বীকার করেছে আমার নিদর্শনাবলী এবং অহংকার বশে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তা থেকে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। (আরও দেখুন, ১০ : ১৭)

৪০. নিশ্চয় যারা অস্বীকার করেছে আমার নিদর্শনাবলী এবং অহংকার বশে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তা থেকে, উন্মুক্ত করা হবে না তাদের জন্য আসমানের দরজা, আর না তারা প্রবেশ করতে পারবে জান্নাতে, যতক্ষণ না প্রবেশ করবে উট সূঁচের ছিদ্র পথে। এভাবেই আমি প্রতিফল দেব অপরাধীদের।

৭৩. তোমাদের কাছে তো এসেছে স্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের রবের তরফ থেকে। এটা আল্লাহর উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। ছেড়ে দাও একে, চরে থাক আল্লাহর যমীনে, স্পর্শ করো না একে ক্লেশ দিয়ে, এরূপ করলে তোমাদের পাকড়াও করবে মর্মভুদ শাস্তি।

الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۖ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

৩৫- يٰبَنِي آدَمَ اِمَّا يٰتِيْبِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْٓۤ اَفَلَا تَتَّقِيْۤ ۚ فَاَصْلَحْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

৩৬- وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَاۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِۙ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

৪০- اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَاۙ لَا تَفْتَحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَكُوْمَ الْجَمَلُ فِى سَمِ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ ۝

৭৩- قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۚ هٰذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةٌ ۚ فَذُرُوْهَا تَاْكُلْ فِىۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ اَلِيْمٍ

১৩৩. এরপর আমি পাঠাই তাদের উপর তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, বেঙ এবং রক্ত-এসব স্পষ্ট নিদর্শন। তবুও তারা অহংকারই করতে থাকলো, আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

১৩৬. আর আমি প্রতিশোধ নিলাম তাদের থেকে এবং তাদের ডুবিয়ে দিলাম সাগরে, কেননা তারা অস্বীকার করেছিল আমার নিদর্শনাবলী। আর এ ব্যাপারে তারা ছিল গাফিল। (আরও দেখুন, ৭ঃ ১৪৬)

১৪৭. আর যারা অস্বীকার করে আমার নিদর্শনাবলী এবং আখিরাতের সাক্ষাৎ, তাদের কর্ম ব্যর্থ হবে। তাদের প্রতিফল দেওয়া হবে তারই, যা তারা করতো।

১৭৫. আপনি তাদের পাঠ করে শোনান ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত যাকে আমি দিয়েছিলাম আমার নিদর্শন, তারপর সে তা বর্জন করে, আর শয়তান তার পেছনে লাগে; ফলে সে হয়ে পড়ে বিপদগামীদের শামিল।

১৭৬. আর আমি চাইলে তা দিয়ে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে ঝুঁকে পড়ে দুনিয়ার প্রতি, আর অনুসরণ করে স্বীয় প্রবৃত্তির। তার দৃষ্টান্ত কুকুরের দৃষ্টান্তের ন্যায়। যদি তুমি তাকে আক্রমণ কর সে হাঁপাতে থাকে, অথবা তাকে ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাতে থাকে। এ হলো দৃষ্টান্ত তাদের, যারা অস্বীকার করে আমার নিদর্শনাবলী। আপনি বিবৃত করুন বৃত্তান্ত, আশা করা যায় তারা চিন্তা করবে।

১৭৭. কত নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সে লোকদের, যারা অস্বীকার করে আমার নিদর্শনাবলী এবং নিজেদের প্রতি যুলুম করে।

১৩৩- فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ
وَ الْجَرَادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفَادِعَ
وَ الدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ
فَاسْتَكْبَرُوا وَ كَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ○

১৩৬- فَأَنزَلْنَاهُمْ فِيهِمُ
بِآيَاتِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَ كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ○

১৪৭- وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ لِقَاءِ
الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ
إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

১৭৫- وَ أَتَىٰ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ
آيَاتِنَا فَانْسَلَخْنَا مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ
الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ○

১৭৬- وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَ لَكِنَّهُ
أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۖ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ
يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُ
الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ
الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ○

১৭৭- سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا وَ أَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ○

১৮২. আর যারা অস্বীকার করে আমার নিদর্শনসমূহ, আমি ক্রমেক্রমে তাদের এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই যে, তারা জানতেও পারে না।

সূরা আনফাল, ৮ : ৫২, ৫৪

৫২. ফির'আউনের স্বজন এবং তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের ন্যায় তারাও প্রত্যাখ্যান করেছে আল্লাহর নিদর্শনা-বলী; ফলে তাদের পাকড়াও করেছেন আল্লাহ তাদের পাপের জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, কঠোর শাস্তিদাতা।
৫৪. ফির'আউনের স্বজন এবং তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের মত তারাও তাদের প্রতি পালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করে। তাদের পাপের জন্য আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফির'আউনের স্বজনকে নিমজ্জিত করেছি এবং তারা সকলেই ছিল অত্যাচারী।

সূরা তাওবা, ৯ : ১১

১১. আর আমি বিশদভাবে বিবৃত করি নিদর্শনাবলী জ্ঞানী লোকদের জন্য।

সূরা ইউনুস, ১০ : ৫, ৬, ২৪, ৬৭, ৯২, ৯৫

৫. তিনিই করেছেন সূর্যকে তেজস্কর এবং চন্দ্রকে জ্যোতির্ময়, আর নির্দিষ্ট করেছেন তার মনযিল; যাতে তোমরা জানতে পার বছর গণনা ও সময়ের হিসাব। আল্লাহ সৃষ্টি করেননি এসব নিরর্থক। তিনি বিশদভাবে বিবৃত করেন নিদর্শনাবলী জ্ঞানী লোকদের জন্য।

৬. নিশ্চয় রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন আসমানে ও

১৮২-الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ
لَا يَعْلَمُونَ ○

৫২-كَذَّابٍ آلٍ فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○

৫৪-كَذَّابٍ آلٍ فِرْعَوْنَ ۖ
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ
كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
فَآهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَاعْرِفْنَا آلَ
فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ○

১১-..... وَنُقِصِلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○

৫-هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً
وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ
مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ
يُقِصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○

৬-إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

যমীনে তাতে, নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে
মুত্তাকী লোকদের জন্য।

২৪. দুনিয়ার যিন্দেগীর দৃষ্টান্ত তো সে
পানির মত যা আমি আসমান
থেকে বর্ষণ করি, যা দিয়ে ঘন সন্নিবিষ্ট
হয়ে উদ্গত হয় ভূমিজ উদ্ভিদ, যা
থেকে আহার করে মানুষ ও জীবজন্তু।
তারপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ
করে এবং নয়নাভিরাম হয়, আর তার
মালিকেরা মনে করে তারা এর পূর্ণ
অধিকারী হয়েছে, তখন তাতে এসে
পড়ে আমার নির্দেশ রাতে অথবা
দিনে এবং আমি তা এমনভাবে নির্মূল
করে দেই, যেন গতকাল তার কোন
অস্তিত্বই ছিল না। এভাবে আমি
বিশদভাবে বর্ণনা করি, নিদর্শনাবলী
চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

৬৭. তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য
রাত, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম
করতে পার এবং দিন দেখার জন্য।
নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন সে
লোকদের জন্য, যারা কথা শোনে।

৯২. আজ আমি রক্ষা করব তোমার
দেহকে* যাতে তুমি তোমার
পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক।
অবশ্য মানুষের মধ্যে অনেকে আমার
নিদর্শনাবলী সম্পর্কে গাফিল।

৯৫. আর কখনও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না
যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহর
নিদর্শনাবলী, যদি হও তবে তুমি হয়ে
পড়বে ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।

সূরা রা'দ, ১৩ : ২, ৩, ৪

২. আল্লাহ্ তিনি, যিনি উর্ধে স্থাপন করেছেন
আসমানসমূহ কোন স্তম্ভ ব্যতিরেকে,

لَا يَتَّكِنُهَا يَتَّقُونَ

২৪- إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ
حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا
وَارْزَلَتْ وَظَنَ أَهْلُهَا
أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا
أَوْ نَهَارًا فْجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ
تَكُنْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

৬৭- هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا
فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

৯২- قَالِ يَوْمَ نُنَجِّيكَ بِدَنِكَ لِتَكُونَ
لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ

৯৫- وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ

২- اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ

* ফির'আউনের দেহ, যা কায়রোর জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত।

তোমরা তা দেখছ। তারপর তিনি সমাসীন হলেন আরশে এবং নিয়মাবলী করলেন সূর্য ও চন্দ্রকে; প্রত্যেকে আবর্তণ করে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন সব কিছু, বিশদভাবে বর্ণনা করেন নিদর্শনাবলী, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইয়াকীন কর।

৩. তিনি এমন, যিনি বিস্তৃত করেছেন, যমীনকে এবং সৃষ্টি করেছেন তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা ও নদ-নদী, আর প্রত্যেক প্রকারের ফল তিনি তথায় সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি আচ্ছাদিত করেন রাত দিয়ে দিনকে, অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

৪. আর পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড এবং তাতে রয়েছে আংগুরের বাগান, শস্য-ক্ষেত্র, খেজুরের গাছ একাধিক শিরবিশিষ্ট এবং এক শিরবিশিষ্ট, যা একই পানিতে সিঞ্চিত; আর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দেই এর কতককে কতকের উপর স্বাদে। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন জ্ঞানবান লোকদের জন্য। (আরও দেখুন, ১৬ : ১২, ১৩)

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৫

৫. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ এ বলে : তুমি বের করে নিয়ে আস তোমার কাওমকে অন্ধকার থেকে আলোতে এবং উপদেশ দাও তাদের আল্লাহর দিনগুলো দিয়ে। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ লোকদের জন্য।

تَرَوْنَهَا تَمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي
لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ○

৩- وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا
رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا
وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ
اثْنَيْنِ يُغِشِّي اللَّيْلَ النَّهَارَ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○
৪- وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَةٌ وَجَنَّتْ
مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ
صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ
وَنُفِضَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْكَلِّ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○

৫- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ
قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ○

সূরা নাহল, : ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭৯

৬৫. আর আল্লাহ বর্ষণ করেন পানি, আর তা দিয়ে তিনি জীবিত করেন যমীনকে এর মৃত্যুর পর। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা কথা শোনে। (আরও দেখুন- ২০ : ৫৪ ; ৪০ : ১৩)

৬৬. আর নিশ্চয় তোমাদের জন্য রয়েছে চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে শিক্ষণীয় উপাদান। আমি তোমাদের পান করাই তার উদরস্থ গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে বিশুদ্ধ দুধ, যা সুস্বাদু পান কারীদের জন্য।

৬৭. আর খেজুর গাছের ফল এবং আংগুর থেকে তোমরা প্রস্তুত কর মাদক ও উত্তম খাদ্য। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

৬৮. আর তোমার রব মৌমাছিকে ইংগিতে বললেন : গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং মানুষ যা তৈরী করে তাতে;

৬৯. এরপর আহাৰ কর পাত্যেক প্রকার ফল থেকে এবং অনুসরণ কর তোমার রবের সহজ পথ। বের হয় তার পেট থেকে নানা বর্ণের পানীয়, যাতে রয়েছে আরোগ্য মানুষের জন্য। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

৭৯. তারা কি লক্ষ্য করে না পাখির প্রতি যা আসমানের শূণ্যগর্ভে নিয়ন্ত্রনাধীন? কেউ তাদের ধরে রাখে না আল্লাহ ছাড়া। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা ঈমান রাখে। (আরও দেখুন, ২৯ : ২৪)

৬৫- وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ○

৬৬- وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ نَبْتًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ○

৬৭- وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○

৬৮- وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ○

৬৯- ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

৭৯- أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْاءِ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ১২

১২. আর আমি করেছি রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন এবং নিষ্প্রভ করেছি রাতের নিদর্শনকে, আর আলেম্যয় করেছি দিনের নিদর্শনকে; যাতে তোমরা অনসন্ধান করতে পার অনুহাহ তোমাদের রবের এবং জানতে পার বছরের সংখ্যা ও হিসাব। এবং সব কিছু আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

۱۲- وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَنَاهُ تَفْصِيلًا ۝

সূরা কাহফ, ১৮ : ১৭, ৫৭

১৭. আর তুমি দেখতে পেতে সূর্যকে, যখন তা উদিত হয়, সরে যায় তাদের গুহার ডান পাশ দিয়ে এবং যখন অস্ত যায় তখন অতিক্রম করে বাম পাশ দিয়ে। আর তারা তো ছিল গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত। এসব আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে তো সৎপথপ্রাপ্ত হয় এবং যাকে তিনি গুমরাহ করেন, তুমি পাবে না কখনও তার জন্য কোন পথ-প্রদর্শনকারী অভিভাবক।

۱۷- وَتَرَى السَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۚ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنَّادٍ ۚ وَمَن يَضِلَّ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۝

৫৭. আর তার চাইতে অধিক যালিম কে যাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তার রবের নিদর্শনাবলী, তারপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ভুলে যায় তার কৃতকর্মসমূহ?..... (আরও দেখুন-১০৫, ১০৬)

۵۷- وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدْ مَتَّ يَدَاهُ ۚ

সূরা তোহা, ২০ : ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

১২৪. আর যে কেউ আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে উঠাব কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায়।

۱۲۴- وَمَن أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ۝

১২৫. সে বলবে, হে আমার রব! কেন আপনি আমাকে উঠালেন অন্ধ অবস্থায়? অথচ আমি তো ছিলাম চক্ষুস্থান।

۱۲۵- قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۝

১২৬. আল্লাহ্ বলবেন : এরূপই এসেছিল তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে, আর এ ভাবেই আজ তুমিও বিনশ্ত হবে।

১২৭. আর এভাবেই আমি প্রতিফল দেই তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে এবং ঈমান রাখে না, তার রবের নিদর্শনাবলীতে। আখিরাতের আযাব তো কঠিনতর এবং দীর্ঘস্থায়ী।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৩০, ৩১, ৩২, ৩৭

৩০. লক্ষ্য করে না কি তারা, যারা কুফরী করেছে যে, আসমান ও যমীন তো ছিল পরস্পর মিলিত, তারপর আমি উভয়কে আলাদা করে দেই এবং সৃষ্টি করি পানি থেকে প্রাণবান সব কিছু। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না ? (আরও দেখুন-২২ : ১৬, ৫১, ৫৭; ২৩ : ৩০, ৫৮; ২৪ : ৪৬, ৫৮, ৫৯, ৬১; ২৫ : ৩৬)

৩১. আর আমি সৃষ্টি করেছি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা যাতে তা ওদের নিয়ে হেলে না পড়ে এবং আমি করে দিয়েছি সেখানে প্রশস্ত পথ, যাতে তারা গন্তব্যের দিশা পায়।

৩২. আর আমি করেছি আসমানকে সুরক্ষিত ছাদ, কিন্তু তারা এ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৩৭. সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষকে ত্বরা প্রবণ করে। শীঘ্রই আমি দেখাব তোমাদের আমার নিদর্শনাবলী। অতএব তোমরা আমাকে ত্বরা করতে বলো না।

সূরা ফুরকান, ২৫ : ৩৭ ;

৩৭. আর নূহের কাওম যখন অস্বীকার করলো রাসূলদের, তখন আমি ডুবিয়ে

১২৬-قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا ۖ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ۝

১২৭-وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ۝

৩-أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝

৩১-وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝

৩২-وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ۝

৩৭-خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۖ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۝

৩৭-وَقَوْمُ نُوحٍ ۖ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ

أَعْرِضْهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۖ
وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ
عَذَابًا أَلِيمًا ۝

৪১- وَمَا أَنْتَ بِهُدَى الْعُصَى
عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ
بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝

৪২- وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ
دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۖ أَنَّ النَّاسَ
كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۝

৪৩- وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ
فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ
يُوزَعُونَ ۝

৭৩- وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيَرِّيَكُم
إِيَّتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۖ
وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

২৩- وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ
أُولَٰئِكَ يَكْسِبُونَ مِنْ رَّحْمَتِي

তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক
আযাব। (আরও দেখুন, ৩০ : ১০, ১৬)

৩৪. অবশ্যই আমি অবতীর্ণ করব এসব
জনপদবাসীর উপর আযাব আসমান
থেকে; কেননা, তারা পাপাচারে লিপ্ত
ছিল।

৩৫. আর আমি এতে রেখে দিয়েছি স্পষ্ট
নিদর্শন জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

৪৪. আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন
যথাযথভাবে। নিশ্চয় এতে রয়েছে
নিশ্চিত নিদর্শন মু'মিনদের জন্য।

সূরা রুম, ৩০ : ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

২০. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে
যে, তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন
মাটি থেকে; তারপর তোমরা হলে
মানুষ, চলাফেরা করছো।

২১. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে
যে, তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের
মধ্য থেকে জোড়া, যাতে তোমরা
শান্তি পাও তাদের কাছে এবং সৃষ্টি
করেছেন তোমাদের মাঝে ভালবাসা
ও অনুকম্পা। নিশ্চয় এতে রয়েছে
নিশ্চিত নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের
জন্য।

২২. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে
আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং
তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র।
নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন
জ্ঞানীদের জন্য।

২৩। আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে
তোমাদের নিদ্রা রাতে ও দিনে
এবং তোমাদের অন্বেষণ করা তাঁর
অনুগ্রহ। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত

وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

২৪- إِنْ أَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○

২৫- وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً

لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○

৪৪- خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

২০- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ

ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ○

২১- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ

مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

২২- وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَاوِيكُمْ ۚ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ○

২৩- وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ

নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা কথা শোনে।

২৪. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের দেখান বিদ্যুৎ, ভয় ও আশার সঞ্চাররূপে এবং তিনি বর্ষণ করেন আসমান থেকে পানি, আর তিনি জীবিত করেন তা দিয়ে যমীনকে এর মৃত্যুর পর। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

২৫. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্য রয়েছে তাঁরই নির্দেশে আসমান ও যমীনের স্থিতি। তারপর যখন তিনি তোমাদের ডাকবেন তখন তোমরা যমীন থেকে বেরিয়ে আসবে।

৩৭. তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ যার জন্য চান তার রিয়ক প্রশস্ত করেন এবং তা সীমিত করেন? নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন ঈমানদার লোকদের জন্য। (আরও দেখুন ৩৯ : ৫২)

৪৬. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি প্রেরণ করেন বায়ু সুসংবাদদাতা রূপে এবং তোমাদের আশ্বাদন করাবার জন্য তাঁর রহমত; আর যাতে বিচরণ করে নৌযানগুলো তাঁর হুকুমে, যাতে তোমরা অনুসন্ধান করতে পার তাঁর অনুগ্রহ এবং তাঁর শোকরগুয়ারী করতে পার।

৫৩. আর আপনি পথে আনতে পারবেন পারবেন না অন্ধদের তাদের গুমরাহী থেকে। আপনি তো শোনাতে পারবেন কেবল তাদের, যারা ঈমান রাখে আমার নিদর্শনাবলীতে, কেননা তারা তো আত্মসমর্পনকারী।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ○

۲۴- وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○

۲۵- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُم دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ○

۳۷- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

۴۶- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

۵۳- وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَى عَنْ ضَلَلَتِهِمْ
إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا
فَهُمْ مُسْلِمُونَ ○

সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ৩১

৩১. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, নৌযানসমূহ চলাচল করে সমুদ্রে আল্লাহর নিয়ামত নিয়ে যাতে তিনি দেখান তোমাদের তাঁর কিছু নিদর্শন : অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে সব লোকদের জন্য যারা পরম ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ।

সূরা সাবা, ৩৪ : ৯, ৪২

৯. তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের সামনে ও পেছনে, আসমানে ও যমীনে, যা রয়েছে তার প্রতি ? আমি ইচ্ছা করলে ধসিয়ে দেব তাদেরসহ যমীন অথবা নিপতিত করবো তাদের উপর আস-মানের কোন খণ্ড। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন প্রতিটি আল্লাহ্‌অভিমুখী বান্দার জন্য।

সূরা যুমার, ৩৯ : ৪২

৪২. আল্লাহ প্রাণ নিয়ে নেন জীবসমূহের তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। তারপর তিনি রেখে দেন তার প্রাণ, যার জন্য তিনি মৃত্যুর ফয়সালা করেন এবং ফিরিয়ে দেন অন্যগুলো এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা চিন্তা করে।

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৩৫, ৫৬, ৬৯, ৮১

৩৫. যারা ঝগড়ায় লিপ্ত হয় আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে, তাদের কাছে কোন দলীল প্রমাণ না থাকলেও, তাদের এ কাজ অতিশয় ঘৃণিত আল্লাহর কাছে ও মু'মিনদের কাছে। এভাবে মোহর করে দেন আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত, স্বৈরাচারীর অন্তর।

۳۱- أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُريَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

۹- أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ تَشَاءُ نَحْنُ خَافِضُهُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَوْ نَرْسِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۝

۴۲- اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

۳۵- الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝

৫৬. যারা নিজেদের কাছে কোন দলীল না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার, যারা এই ব্যাপারে সফলকাম হবে না। অতএব আল্লাহর শরণাপন্ন হও, তিনি ত সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৬৯. আপনি কি লক্ষ্য করেন না তাদের যারা আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে? কিভাবে তাদেরকে গুমরাহ করা হচ্ছে?

৮১. আর তিনি দেখান তোমাদের তাঁর নিদর্শনাবলী। সুতরাং আল্লাহর কোন কোন নিদর্শন তোমরা অস্বীকার করবে?

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্জদা, ৪১ : ৩৭, ৩৯, ৫৩

৩৭. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সিজ্জদা করবে না সূর্যকে, আর না চন্দ্রকে, বরং সিজ্জদা করবে আল্লাহকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন এসব, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর!

৩৯. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তুমি দেখতে পাও যমীনকে শুকনো; তারপর আমি যখন বর্ষণ করি সেখানে পানি, তখন তা আন্দোলিত ও স্থীত হয়।.....

৫৩. অচিরেই আমি দেখাব তাদের আমার নিদর্শনাবলী দিকে দিকে এবং তাদের নিজেদের মাঝেও; ফলে সুস্পষ্ট হবে তাদের কাছে যে, কুরআন-ই সত্য।.....

সূরা শূরা, ৪২ : ২৯, ৩২, ৩৩

২৯. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং যা

৫৬- إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۖ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِكْرَامًا مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ ۖ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

৬৯- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ ۖ أَنَّى يُصْرَفُونَ ۝

৮১- وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ۚ فَآيَ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ۝

৩৭- وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِتْيَاهُ تَعْبُدُونَ ۝

৩৯- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً ۖ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ

৫৩- سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۚ

২৯- وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ

তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন এ দু'য়ের মাঝে জীবজন্তু থেকে তা। আর তিনি যখনই ইচ্ছা তাদের সমবেত করতে সক্ষম।

৩২. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে সমুদ্রে চলমান পর্বতসদৃশ নৌযানসমূহ।

৩৩. তিনি ইচ্ছা করলে স্তব্ধ করে দিতে পারেন বায়ু, ফলে নিশ্চল হয়ে পড়বে নৌযানসমূহ সমুদ্রপৃষ্ঠে। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে সব লোকদের জন্য যারা পরম ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ।

সূরা জাছিয়া, ৪৫ : ১৩

১৩. আর তিনি নিয়োজিত করেছেন তোমাদের কল্যাণে যা কিছু আছে আসমাণে এবং যা কিছু আছে যমীনে সবই, স্বীয় অনুগ্রহে। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা চিন্তা করে।

সূরা আহ্কাফ, ৪৬ : ২৭

২৭. আর আমি তো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চারপাশের জনপদসমূহ এবং আমি নানাভাবে বিবৃত করেছিলাম নিদর্শনাবলী যাতে তারা ফিরে আসে।

সূরা যারিয়াত ৫১ : ২০, ২১

২০. আর পৃথিবীতে রয়েছে অনেক নিদর্শন নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য

২১. এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না ?

সূরা নাজ্ম, ৫৩ : ১৮

১৮. তিনি তো প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর রবের মহা-নিদর্শনসমূহ।

وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ
إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۝

২২- وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝

২৩- إِنْ يَشَاءُ يُسَكِّنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ
رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

১৩- وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

২৭- وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ
مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

২০- وَفِي الْاَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

২১- وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ ۚ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ ۝

১৮- لَقَدْ رَاٰى مِنْ آيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ۝

১- اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ○

২- وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا
وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ○

১৭- اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَمْوَاضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

৪২ নিয়ামতসমূহ

৫- هُدًى نَّاهِيَ الصَّارِفِينَ

৬- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

৭- يٰٓبَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي
أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ
بِعَهْدِكُمْ ۚ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ ○

৮- يٰٓبَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي
أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ
عَلَى الْعَالَمِينَ ○

২১১- وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ
فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○

২৩১. আর স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামত এবং যা তিনি নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি কিতাব ও হিক্মত; যা দিয়ে তিনি তোমাদের শিক্ষা দেন। আর ভয় কর আল্লাহকে এবং জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে, সর্বজ্ঞ।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০৩, ১৬৪, ১৭১

১০৩. আর তোমরা সবাই দৃঢ়ভাবে ধারণ কর আল্লাহ্র রজু এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামত। তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তারপর তিনি ভালবাসা সঞ্চার করলেন তোমাদের অন্তরে, ফলে তোমরা হয়ে গেলে তাঁর নিয়ামতে ভাই-ভাই। তোমরা তো ছিলে আগুনের কূপের কিনারে, আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষা করলেন তা থেকে। এভাবেই আল্লাহ্ বিশদভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী, যাতে তোমরা পথের দিশা পাও।

১৬৪. আল্লাহ্ তো অনুগ্রহ করেছেন মু'মিনদের প্রতি, তাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করে তাদের নিজেদেরই মধ্য থেকে; যিনি তাদের তিলাওয়াত করে শোনান তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাদের পরিশুদ্ধ করেন, আর তাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হিক্মত, যদিও তারা ছিল এর আগে স্পষ্ট গুমরাহীতে।

১৭১. তারা আনন্দ প্রকাশ করে আল্লাহ্র নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য এবং আল্লাহ্ তো বিনষ্ট করেন না মু'মিনদের কর্মফল।

সূরা নিসা, ৪ : ৬৯, ৭০

৬৯. আর যে কেউ অনুসরণ করবে আল্লাহ ও রাসূলের তারা সংগী হবে তাঁদের, যাদের আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন—নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারদের থেকে। আর কত উত্তম এ সংগীরা!

৭০. এ অনুগ্রহ আল্লাহর তরফ থেকে। আর আল্লাহ-ই যথেষ্ট সর্বজ্ঞ হিসাবে।

সূরা মায়িদা, ৫ : ৩, ৬, ৭, ১১,, ২০

৩. আজ আমি পূর্ণ করেছিলাম তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং পরিপূর্ণ করলাম তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত, আর আমি সন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত করলাম।.....

৬. আল্লাহ চান না তোমাদের কষ্ট দিতে, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং পরিপূর্ণ করতে তাঁর নিয়ামত তোমাদের প্রতি, যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।

৭. আর স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত এবং তাঁর সে অঙ্গীকার যাতে তিনি তোমাদের আবদ্ধ করেছিলেন, যখন তোমরা বলেছিলে : আমরা গুনলাম এবং মানলাম। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহকে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বিশেষ অবহিত সে সম্বন্ধে যা আছে অন্তরে।

১১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত, যখন উদ্যত হয়েছিল এক সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি তাদের হাত উঠাতে, তখন আল্লাহ বিরত রাখেন তাদের হাত তোমাদের থেকে। তোমরা ভয় কর

৬৯- وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ○

৭০- ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ○

৩-..... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.....

৬-..... مَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرْجٍ وَلَٰكِنْ يَرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

৭- وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

১১- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ،

আল্লাহকে এবং আল্লাহরই উপর যেন
ভরসা করে মু'মিনরা।

২০. আর স্মরণ কর! বলেছিলো মূসা
তাঁর কাওমকে : হে আমার কাওম!
তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি
আল্লাহর নিয়ামত যখন তিনি
বানিয়েছিলেন তোমাদের মধ্যে অনেক
নবী এবং করেছিলেন তোমাদের
বাদশাহ, আর দিয়েছিলেন তোমাদের
এমন কিছু যা দেওয়া হয়নি বিশ্বের
আর কাউকে।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ৬৯, ৭৪

৬৯. আর তোমরা স্মরণ কর আল্লাহর
নিয়ামত, আশা করা যায় যে, তোমরা
কামিয়াব হবে।
৭৪. আর তোমরা স্মরণ কর আল্লাহর
নিয়ামত এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে
বেড়িও না।

সূরা আনফাল, ৮ : ৫৩

৫৩. এটা এ জন্য যে, আল্লাহ পরিবর্তন
করার নন কোন নিয়ামত যা তিনি দান
করেন কোন কাওমকে যতক্ষণ না তারা
পরিবর্তন করে তাদের নিজেদের
ব্যাপার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা,
সর্বজ্ঞ।

সূরা ইউসুফ, ১২ : ৬

৬. আর এভাবেই মনোনীত করবেন
আপনাকে আপনার রব এবং শিক্ষা
দেবেন আপনাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আর
পরিপূর্ণ করবেন তাঁর নিয়ামত আপনার
উপর, ইয়া'কূবের পরিবার পরিজনের
উপর, যে ভাবে তিনি তা পরিপূর্ণ
করেছিলেন এর আগে আপনার পিতৃ-
পুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের উপর।

وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

২০- وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
يَقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا
وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا
مِّنَ الْعَالَمِينَ ○

৬৯- فَأَذْكُرُوا لِلَّهِ
لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ○

৭৪- فَأَذْكُرُوا لِلَّهِ وَلَا
تَغْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ ○

৫৩- ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا
نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا
مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

৬- وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ
مِّن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَتْهَا
عَلَىٰ آبَائِكَ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ

নিশ্চয় আপনার রব সর্বজ্ঞ, হিক্মত-
ওয়ালা।

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৬, ২৮, ৩৪

৬. স্মরণ কর, বলেছিলেন মূসা তাঁর
কাওমকে : তোমরা স্মরণ কর
আল্লাহর নিয়ামত তোমাদের প্রতি,
যখন তিনি তোমাদের রক্ষা করেছিলেন
ফির'আউনের লোকদের থেকে,
তারা তোমাদের নিকৃষ্ট শাস্তি দিত,
হত্যা করতো তোমাদের পুত্রদের
এবং জীবিত রাখতো তোমাদের
কন্যাদের আর এতে ছিল এক
মহাপরীক্ষা তোমাদের রবের তরফ
থেকে।

২৮. আপনি কি লক্ষ্য করেননি তাদের প্রতি,
যারা বদলে দেয় আল্লাহর নিয়ামতকে
কুফরীতে এবং নামিয়ে আনে তাদের
কাওমকে ধ্বংসের দ্বারা প্রাপ্তে।

৩৪. আর তিনি তোমাদের দিয়েছেন, যা
কিছু তোমরা চেয়েছ তাঁর কাছে তা
থেকে। আর যদি তোমরা গণণা
কর আল্লাহর নিয়ামত তবে তার
সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয়
মানুষ অতিশয় যালিম, অকৃতজ্ঞ। (আরও
দেখুন ১৬ : ১৮)

সূরা নাহল, ১৬ : ৫৩, ৭১, ৭২, ৮১, ৮৩,
১১৪

৫৩. আর তোমাদের কাছে যে নিয়ামত
আছে, তা তো আল্লাহরই তরফ থেকে;
এরপর যখন তোমাদের স্পর্শ করে
দুঃখ-দৈন্য তখন তোমরা তাঁরই কাছে
ফরিয়াদ কর।

৭১. আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন কাউকে
কারো উপর রিযিকে। তবে যাদের

وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

৬-وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
ادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ
مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
وَيَدَبُّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
وَإِذْ ذُكِّرْتُمْ بَلَاءً مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝

২৮-أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ كُفْرًا وَآخَلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۝

৩৪-وَأَتَتْكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ
وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝

৫৩-وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ
إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ۝

৭১-وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ

শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে, তারা ফিরিয়ে দেয় না নিজেদের জীবনো-পকরণ থেকে এমন কিছু তাদের অধীনস্থদের যাতে তারা এ ব্যাপারে তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি তারা আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করে ?

৭২. আর আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের থেকে তোমাদের জন্য স্ত্রীদের এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের থেকে পুত্র-পৌত্রদের এবং রিয়ক দিয়েছেন তোমাদের উত্তম পবিত্র জিনিস থেকে। তবুও কি তারা ঈমান রাখবে বাতিলের প্রতি এবং আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?

৮১. আর আল্লাহ তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা থেকে এবং তোমাদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন পাহাড়ে, আর তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের; যা তোমাদের রক্ষা করে তাপ থেকে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন বর্মের যা তোমাদের রক্ষা করে যুদ্ধে। এভাবে তিনি পরিপূর্ণ করেন তাঁর নিয়ামত তোমাদের প্রতি, যাতে তোমরা অনুগত হও।

৮৩. তারা আল্লাহর নিয়ামত চিনে, কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

১১৪. আর তোমরা আহাশ কর তা থেকে, যা আল্লাহ তোমাদের রিয়ক দিয়েছেন হালাল ও উত্তম বস্তু এবং তোমরা শোকর আদায় কর আল্লাহর নিয়ামতের, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর।

عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ
فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقِي رِزْقِهِمْ
عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ
سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ○

৭২- وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِلَبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ○

৮১- وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ
لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ
الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ
يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ ○

৮৩- يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا
وَآكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ○

১১৪- فَكُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ○

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৮৩

৮৩. আর যখন আমি নিয়ামত দান করি মানুষকে, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পাশ কেটে দূরে সরে যায়; কিন্তু যখন তাকে স্পর্শ করে অনিষ্ট, তখন সে হয়ে পড়ে নিরাশ।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ৩১

৩১. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, নৌযান সমূহ চলাচল করে সমুদ্রে আল্লাহর নিয়ামত নিয়ে, যাতে তিনি দেখান তোমাদের তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু? নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সকল ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞদের জন্য।

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৯

৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত, যখন চড়াও হয়েছিল তোমাদের উপর শত্রুবাহিনী, তখন আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের বিরুদ্ধে এক ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী, যা তোমরা দেখনি। আর আল্লাহ, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩

৩. হে মানুষ! তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত, আছে কি কোন স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া, যিনি তোমাদের রিযিক দেন আসমান ও যমীন থেকে? নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া। সুতরাং কোথায় তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে পরিচালিত হচ্ছে?

সূরা যুমার, ৩৯ : ৪৯

৪৯. আর যখন স্পর্শ করে মানুষকে দুঃখ দৈন্য, তখন সে আমাদের ডাকে;

৮৩- وَإِذَا أُنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبِجَ بِجَانِبِهِ
وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَفُوسًا ۝

৩১- أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

৯- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝

৩- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَى تُؤَفْكُونَ ۝

৪৯- فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَاكَ

তারপর আমি যখন তাকে আমার তরফ থেকে নিয়ামত দান করি, তখন সে বলে : আমি তো এটা লাভ করেছি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে। বস্তুত এটা এক পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অনেকেই জানে না।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ১২, ১৩, ১৪

১২. আর তিনি সৃষ্টি করেছেন জোড়া সব কিছুর এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু, যাতে তোমরা আরোহণ কর।

১৩. যেন তোমরা স্থির বসতে পার এর পিঠে, তারপর স্মরণ কর তোমাদের রবের নিয়ামত, যখন তোমরা স্থির হয়ে বসবে তার উপর এবং বলবে : পবিত্র-মহান তিনি, যিনি বশীভূত করেছেন আমাদের জন্য এসব, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদের বশীভূত করতে।

১৪. নিশ্চয় আমরা তো আমাদের রবের কাছে প্রত্যাবর্তন করবো।

সূরা আহকাফ, ৪৬ : ১৫

১৫. সে বললো : হে আমার রব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি আপনার সে নিয়ামতের, যে নিয়ামত আপনি দান করেছেন আমাকে এবং আমার মাতা-পিতাকে। আর যেন আমি করতে পারি নেক-কাজ, যা আপনি পসন্দ করেন এবং দিন আমাকে নেক-সন্তান; আমি তাওবা করছি আপনার কাছে এবং আমি शामिल হচ্ছি মুসলিমদের মধ্যে।

ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۖ
قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ
بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ۝

১২- وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ
كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ
مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۝

১৩- يَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا
نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا
سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا
وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۝

১৪- وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۝

১৫- قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ
إِنِّي تَوَّابٌ إِلَيْكَ وَإِنِّي
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

সূরা ফাতহ, ৪৮ : ১, ২, ৩

১. নিশ্চয় আমি দান করেছি আপনাকে স্পষ্ট-বিজয়,
২. যেন মাফ করেন আপনাকে আল্লাহ্, আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং পূর্ণ করেন তাঁর নিয়ামত আপনার প্রতি, আর পরিচালিত করেন আপনাকে সরল-সঠিক পথে,
৩. এবং সাহায্য করেন আল্লাহ্ আপনাকে বলিষ্ঠ সাহায্য।

সূরা নাজম, ৫৩ : ৫৫

৫৫. তবে তুমি তোমার রবের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?

সূরা রাহমান, ৫৫ : ১৩

১৩. অতএব তোমরা (জ্বীন ও ইনসান) উভয়ে তোমাদের রবের কোন নিয়ামতের অস্বীকার করবে ? (আরো দেখুন-১৬, ১৮, ২১, ২৩, ২৫, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪২, ৪৫, ৪৭, ৪৯, ৫১, ৫২, ৫৫, ৫৭, ৫৯, ৬১, ৬৩, ৬৫, ৬৭, ৬৯, ৭১, ৭৩, ৭৫, ৭৭)

১- إِنْكَ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ○

২- لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ
○ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ○

৩- وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ○

৫৫- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَادَى ○

১৩- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ○

আল্লাহর রহমত ও ফযল-আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ

সূরা বাকারা, ২ : ৬৪, ১০৫, ২১৮, ২৪৩, ২৫১

৬৪. আর যদি না থাকতো আল্লাহর অনুগ্রহ তোমাদের প্রতি এবং তাঁর রহমত, তাহলে অবশ্যই হতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল। (আরও দেখুন ১৪ : ৮৩, ১১৩; ২৪ : ১০, ১৪, ২০, ২১)

১০৫. আর আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করে নেন স্বীয় রহমতে যাকে চান এবং আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল। (আরও দেখুন, ১৩ : ৭৪, ১৭৪; ৮ : ২৯; ১০ : ৬০; ২৭ : ২১, ২৯; ৬২ : ৪; ২৭ : ৭৩; ৬২ : ৪)

৬৪- فَاُولَٰئِكَ فُضِّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ

○ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ مِّنَ الْخُسْرِ

১০৫- وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ

○ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

২১৮. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং যারা হিজরত করে ও জিহাদ করে আল্লাহর পথে, তারাই প্রত্যাশা করে আল্লাহর রহমত। আল্লাহ্ পরম ক্ষমালীল, পরম দয়ালু। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকর করে না।

২৫১. আর যদি প্রতিহত না করতেন আল্লাহ্ মানুষের কতককে কতকদের দ্বারা, তা হলে ফাসাদে পূর্ণ হয়ে যেত যমীন। কিন্তু আল্লাহ্ অনুগ্রহশীল সারা জাহানের প্রতি।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৮, ১৫৭, ১৫৯

৮. হে আমাদের রব! আপনি বক্র করবেন না আমাদের অন্তর, আমাদেরকে সরল সঠিক ফথ প্রদর্শনের পর। আর আমাদের দান করুন আপনার তরফ থেকে রহমত। আপনি তো মহা-দাতা।

১৫৭. আর যদি তোমরা নিহত হও আল্লাহর পথে, অথবা মারা যাও, তবে আল্লাহর ক্ষমা এবং রহমত অবশ্যই শ্রেয় তার চাইতে, যা তারা জমা করে।

১৫৯. আর আল্লাহর রহমতে আপনি কোমল হৃদয়ে হয়েছেন তাদের প্রতি, তবে যদি আপনি ককর্শ ও কঠোর চিন্তের হতেন, তাহলে তারা দূরে সরে যেত আপনার চারপাশ থেকে। সুতরাং আপনি তাদের মাফ করে দিন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং তাদের সংগে পরামর্শ করুন কাজকর্মে। এরপর যখন আপনি সংকল্প করবেন, তখন ভরসা করবেন আল্লাহর উপর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন ভরসা-কারীদের।

২১৮- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ
أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

২৫১- وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۚ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ○

৮- رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ○

১৫৭- وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ○

১৫৯- فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ تُظَاهِرُ الْقُلُوبَ
لَآتَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ○

সূরা নিসা, ৪ : ৬৯, ৭০, ১৭৫

৬৯. যে আনুগত্য করবে আল্লাহ্র এবং রাসূলের, তারা হবে সঙ্গী সে সব নবীদের, সিদ্দীকদের, শহীদদের এবং নেককারদের, যাদের আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন; আর এঁরা কত উত্তম সঙ্গী!

৭০. এ অনুগ্রহ আল্লাহ্র তরফ থেকে। আর আল্লাহ্ই যথেষ্ট সর্বজ্ঞ হিসেবে।

১৭৫. অতএব যারা ঈমান আনে আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁকে দৃঢ়ভাবে ধরে, তিনি অবশ্যই দাখিল করবেন তাদের স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মাঝে, এবং পরিচালিত করবেন তাদের তাঁর দিকে সরল, সঠিক পথে।

সূরা মায়িদা, ৫ : ৫৪

৫৪. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে কেউ তার দীন থেকে ফিরে গেলে, আল্লাহ্ এমন এক কাওমকে নিয়ে আসবেন, যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে। যারা কোমল হবে মু'মিনদের প্রতি, কঠোর হবে কাফিরদের প্রতি। তারা জিহাদ করবে আল্লাহ্র পথে এবং ভয় করবে না কোন নিন্দকের নিন্দার। এগুলো আল্লাহ্র অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা, সর্বজ্ঞ।

সূরা আন'আম, ৬ : ১২

১২. বলুন : আসমান ও যমীনে যা আছে তা কার ? বলে দিন, তা আল্লাহ্রই। তিনি নির্ধারণ করে নিয়েছেন নিজের উপর রহমত করা।..... (আরও দেখুন, ১৮ : ৫৮)

৬৭- وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝

৭০- ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۖ

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا ۝

১৭৫- فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ

فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۖ

وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

৫৪- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي

اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ

أَذَلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى

الْكُفْرِيِّينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ

فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

১২- قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

قُلْ لِلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ

সূরা আ'রাফ, ৭ : ৫৬, ১৫১, ১৫৬

৫৬... নিশ্চয় আল্লাহর রহমত নেককারদের নিকটবর্তী।

১৫১. মূসা বললেন : হে আমার রব! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে এবং আমার ভাইকে এবং দাখিল করুন আমাদের আপনার রহমতের মধ্যে। আর আপনি-ই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

১৫৬. আল্লাহ বললেন : আমার আযাব আমি দেই যাকে চাই, আর আমার রহমত তা তো সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং তা আমি নির্ধারিত করবো তাদের জন্য, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার আযাতের প্রতি ঈমান রাখে।

সূরা তাওবা, ৯ : ২০, ২১, ২২

২০. যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং জিহাদ করে আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে, তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ আল্লাহর কাছে; আর তারাই সফলকাম।

২১. তাদের সুসংবাদ দেন তাদের রব তাঁর তরফ থেকে রহমত, সন্তুষ্টি ও জান্নাতের, যেখানে রয়েছে তাদের জন্য স্থায়ী নিয়ামত।

২২. সেখানে তারা স্থায়ী হবে। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার।

সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৭, ৫৮

৫৭. হে মানুষ! তোমাদের কাছে তো এসেছে তোমাদের রবের তরফ থেকে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তার নিরাময়, আর মু'মিনদের জন্য রয়েছে তাতে হিদায়াত ও রহমত।

৫৭-.....إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ

مِنَ الْمُحْسِنِينَ ○

১৫১-قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي

وَادْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ

وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ○

১৫৬-.....قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ

أَشَاءُ ۚ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ط

فَسَاكِبْتُمْهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ

الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ○

২০-الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ

وَأَنْفُسِهِمْ ۚ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۖ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ○

২১-يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ

بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ

فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ○

২২-خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ○

৫৭-يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ شُكْمٌ

مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا

فِي الصُّدُورِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِلْمُؤْمِنِينَ ○

৫৮. বলুন : এ কুরআন এসেছে আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর রহমতে, অতএব, এ কারণে তারা আনন্দিত হোক। তারা যা জমা করে, তার চাইতে এ শ্রেয়।

সূরা হূদ, ১১ : ৯, ৫৮, ৬৬, ৭৩, ৯৪

৯. আর যদি আমি আশ্বাদন করাই মানুষকে আমার তরফ থেকে রহমত, তারপর তা প্রত্যাহার করি তার থেকে, তখন সে অবশ্যই হয়ে পড়ে হতাশা ও অকৃতজ্ঞ।

৫৮. আর যখন এলো আমার ফয়সালা, তখন আমি রক্ষা করলাম হুদকে এবং তাদের যারা ঈমান এনেছিল তাঁর সাথে, আমার রহমতে; আর আমি রক্ষা করলাম তাদের কঠিন আযাব থেকে।

৬৬. আর যখন এলো আমার ফয়সালা, তখন আমি রক্ষা করলাম সালিহকে এবং তাদের যারা ঈমান এনেছিল তাঁর সাথে, আমার রহমতে এবং রক্ষা করলাম সেদিনের লাঞ্ছনা থেকে। নিশ্চয় আপনার রব, তিনি তো শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

৭৩. ফিরিশতাগণ বললেন : তুমি কি বিশ্বয়বোধ করছো আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে? আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত তোমাদের প্রতি, হে ইব্রাহীমের পরিবার বর্গ! নিশ্চয় আল্লাহ প্রশংসিত, মর্যাদাবান।

৯৪. আর যখন এলো আমার ফয়সালা, তখন আমি রক্ষা করলাম শুআযাবকে এবং তাদের, যারা ঈমান এনেছিল তাঁর সাথে, আমার রহমতে।

৫৮- قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَاكَ
تَلْفِرُحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ○

৯- وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً
ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ ○

৫৮- وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا
وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ○

৬৬- فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا
صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ○

৭৩- قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ
إِنَّهُ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ○

৯৪- وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ○

সূরা ইউসুফ, ১২ : ৩৮

৩৮. আর আমি অনুসরণ করি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের মিল্লাত। আমাদের কাজ নয় আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুতে শরীক করা। এ হলো আল্লাহর তরফ থেকে অনুগ্রহ আমাদের প্রতি এবং সমস্ত মানুষের প্রতি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শোক্র করে না।

۳۸- وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

সূরা হিজর, ১৫ : ৫৬

৫৬. ইব্রাহীম বললেন : কে হতাশ হয় তার রবের রহমত থেকে, পথভ্রষ্টরা ছাড়া ?

۵۶- قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝

সূরা নাহল, ১৬ : ১৪

১৪. আর তিনিই কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সমুদ্রকে, যাতে তোমরা খেতে পার তা থেকে মাছ এবং সংগ্রহ করতে পার তা থেকে অলংকার, যা তোমরা পরিধান কর। আর তোমরা দেখতে পাও নৌযানসমূহ চলাচল করে তার বুক চিরে, আর যেন তোমরা সন্ধান করতে পার তাঁর অনুগ্রহ, আর যাতে তোমরা শোক্র কর। (আরও দেখুন, ৩৫ : ১২)

۱۴- وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৬৬

৬৬. তোমাদের রব তিনিই, যিনি পরিচালিত করেন তোমাদের জন্য নৌযানসমূহ সমুদ্রে, যাতে তোমরা সন্ধান করতে পার তাঁর অনুগ্রহ। নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

۶۶- رَبُّكُمُ الَّذِي يُرِيكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৫০

৫০. আর আমি তাদের দান করলাম আমার রহমত এবং সমুচ্চ করলাম তাদের জন্য সুনাম সুখ্যাতি।

۵۰- وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمًا ۝

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ১০৯

১০৯. নিশ্চয় আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা বলতো : হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আপনি আমাদের মাফ করুন, আমাদের প্রতি রহম করুন। আর আপনি তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (আরও দেখুন-১১৮)

সূরা নূর, ২৪ : ৩২, ৩৩

৩২. আর তোমরা বিবাহ দাও তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী নেই এবং স্ত্রী নেই এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা যোগ্য তাদেরও। যদি তারা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের ধনী করে দেবেন নিজ অনুগ্রহে, আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, সর্বজ্ঞ।
৩৩. আর তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ তাদের সামর্থ্যবান করে দেন নিজ অনুগ্রহে।.....

সূরা কাসাস, ২৮ : ৮৬

৮৬. আর আপনি তো আশা করেননি যে, আপনার প্রতি নাযিল করা হবে কিতাব। এতো আপনার রবের তরফ থেকে রহমত। অতএব আপনি কখনো সহায়ক হবেন না কাফিরদের।

সূরা রুম, ৩০ : ২৩, ৩৩, ৩৬, ৪৬, ৫০

২৩. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তোমাদের নিদ্রা রাতে ও দিনে এবং তোমাদের অবশেষণ করা তাঁর অনুগ্রহ। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা কথা শোনে।
৩৩. আর যখন স্পর্শ করে মানুষকে দুঃখ দৈন্য, তখন তারা ডাকে তাদের

১০৯-إِنَّكَ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ○

৩২-وَاتَّخِذُوا الْآيَاتِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

৩৩-وَلَيْسْتَ تَعْفِفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ.....

৮৬-وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُنَزَّلَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ○

২৩-وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ○

৩৩-وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ

রবকে-তঁার প্রতি একাত্ম হয়ে, তারপর যখন তিনি তাদের আত্মদান করান স্বীয় রহমত, তখন তাদের একদল, তাদের রবের সাথে শরীক করে।

৩৬. আর আমি যখন আত্মদান করাই মানুষকে রহমত, তখন তারা তাতে আনন্দিত হয় আর যখন আপত্তি হয় তাদের উপর কোন দুর্বিপাক, যা তারা আগে করেছে তার ফলে, তখন তারা নিরাশ হয়ে পড়ে।

৪৬. আর তঁার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি প্রেরণ করেন বায়ু সুসংবাদদাতারূপে এবং যাতে তিনি তোমাদের আত্মদান করান তঁার রহমত; আর যাতে বিচরণ করে নৌযানগুলি তঁার নির্দেশে, আর যেন তোমরা অনুসন্ধান করতে পার তঁার অনুগ্রহ এবং তোমরা শোকর আদায় করো।

৫০. লক্ষ্য কর আল্লাহর রহমতের নিদর্শনাবলীর প্রতি, কি ভাবে তিনি জীবিত করেন যমীনকে এর মৃত্যুর পর, নিশ্চয় তিনিই জীবিত করেন মৃতকে। আর তিনিই সর্ববিষয় সর্বশক্তিমান।

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪৭

৪৭. আর আপনি সুসংবাদ দিন মু'মিনদের যে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর কাছে মহানুগ্রহ।

সূরা ফাতির, ৩৫ : ২, ২৯, ৩০

২. আল্লাহ মানুষের জন্য কোন রহমত অব্যাহত করলে কেউ তা চোঁকাতে পারে না, আর কোন কিছু তিনি বন্ধ করলে, তারপর তা খোলার কেউ নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَانَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً
إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ○

২৬- وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا
وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ○

৪৬- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ
مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ
وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

৫০- فَانْظُرْ إِلَى آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ
كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ
لَمَعْمَى الْبُؤْسَى ۖ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

৪৭- وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ
مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ○

২- مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ
فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكُ ۖ فَلَا يُرْسِلُ
لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

২৯. নিশ্চয় যারা তিলাওয়াত করে আল্লাহর কিতাব, কায়েম করে সালাত এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে যে রিয়ক আমি দিয়েছি তা থেকে, তারা আশা করে এমন তিজারতের যা কখনো ক্ষয় হবে না।

৩০. কারণ, আল্লাহ তাদের পুরোপুরি দেবেন তাদের কর্মের প্রতিদান এবং তাদের আরো অধিক দেবেন নিজ অনুগ্রহে। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম গুণগ্রাহী।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৪৩, ৪৪

৪৩. আমি ইচ্ছা করলে তাদের ডুবিয়ে দিতে পারি, তখন তারা কোন সহায়কারী পাবে না এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না,

৪৪. আমার অনুগ্রহ না হলে এবং কিছু-কালের জন্য জীবন উপভোগ করতে না দিলে।

সূরা ছোয়াদ, ৩৯ : ৩৮, ৫৩

৩৮. আর আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন : যদি ইচ্ছা করেন আল্লাহ আমার কোন অনিষ্ট, পারবে কি তারা দূর করতে তার সে অনিষ্ট? অথবা তিনি চান আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে, পারবে কি তারা রোধ করতে তাঁর সে রহমত? বলুন : আমার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট। তাঁরই উপর নির্ভর করে নির্ভরকারীগণ।

৫৩. বলুন : হে আমার বান্দাগণ : তোমরা যারা বাড়াবাড়ি করেছে নিজেদের উপর, তোমরা নিরাশ হওয়া না আল্লাহর রহমত থেকে, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করে

২৯- إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

৩০- لِيُؤْفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

৪৩- وَإِن نَّشَاء نَّغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ

৪৪- إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

৩৮- وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلْ اَفَرَايْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضَرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفٰتُ ضَرِّهٖ ۙ اَوْ اَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهٖ ۙ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۚ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ

৫৩- قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۚ

দেবেন সমস্ত গুনাহ। তিনি তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৭

৭. যারা বহন করছে আরশ এবং যারা এর চারপাশে আছে, তারা সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করছে তাদের রবের এবং তারা তাঁর প্রতি ঈমান রাখে, আর ক্ষমাপ্রার্থনা করে তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে, এবং বলে, হে আমাদের রব! আপনি পরিবাস্ত করে আছেন সবকিছু রহমতে ও জ্ঞানে। অতএব আপনি ক্ষমা করুন তাদের যারা তাওবা করে এবং অনুসরণ করে আপনার পথ, আর রক্ষা করুন তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে।

সূরা শূরা, ৪২ : ৮, ২২, ২৬

৮. আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে অবশ্যই তিনি তাদের সকলকে একই উম্মত করতে পারতেন; বস্তুত তিনি দাখিল করেন যাকে চান স্বীয় রহমতে। আর যালিমদের নেই কোন অভিভাবক, আর না কোন সাহায্যকারী।
২২. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তাদের জন্য রয়েছে, যা তারা চাইবে তাদের রবের কাছে, এতো মহা অনুগ্রহ।
২৬. আর তিনি ডাকে সাড়া দেন তাদের যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে এবং তিনি বৃদ্ধি করে দেন তাদের প্রতি তাঁর রহমত; আর কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

৭- الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا
رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا
فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ
وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ○

৮- وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ
وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ
مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ○

২২- ... وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ○

২৬- وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ
وَكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ○

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩১, ৩২

৩১. আর তারা বলে, কেন নাযিল করা হয়নি এ কুরআন কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর দুই জনপদ থেকে?
৩২. তারা কি বন্টন করে আপনার রবের রহমত ? আমিই বন্টন করি তাদের মধ্যে জীবিকা দুনিয়ার জীবনে এবং একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করি, যাতে তারা একে অপরের দ্বারা কাজ আদায় করতে পারে। আর আপনার রবের অনুগ্রহ উত্তম তা থেকে, যা তারা জমা করে।

৩১- وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ

عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ

۳۲- أَهُم يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ

بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ تَمَّا يَجْمَعُونَ

সূরা দুখান, ৪৪ : ৩, ৪, ৫, ৬

- ৩, আমিই নাযিল করেছি এ কুরআন এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।
৪. এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থির করা হয়;
৫. আমার তরফ থেকে নির্দেশক্রমে। আমি তো রাসূল প্রেরণ করে থাকি-
৬. আপনার রবের তরফ থেকে রহমত স্বরূপ; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৩- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَّكَةٍ

إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ

৪- فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

৫- أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

৬- رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

সূরা জাছিয়া, ৪৫ : ১২, ২০, ৩০

১২. আল্লাহ-ই তো নিয়োজিত করেছেন তোমাদের কল্যাণে সমুদ্রকে, যাতে চলাচল করতে পারে তাতে নৌযান-সমূহ তাঁর আদেশে এবং যাতে তোমরা অনুসন্ধান করতে পার তাঁর অনুগ্রহ, আর তোমরা তাঁর শোক্র কর।

১২- اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ

لِتَجْرِيَ الْفُلُوكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ

وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

২০. এ কুরআন অন্তরদৃষ্টি উন্মোচনকারী মানবজাতির জন্য, হিদায়েত ও রহমত সে লোকদের জন্য যারা ইয়াকীন রাখে।

২০- هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

- ৩০ আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তাদের দাখিল করবেন তাদের রব স্বীয় রহমতে। এটা তো সুস্পষ্ট সাফল্য।

সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ৭, ৮

৭. আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মাঝে আছেন আল্লাহর রাসূল। যদি তিনি মেনে চলতেন তোমাদের বহু বিষয়, তাহলে অবশ্যই তোমরা কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ প্রিয় করেছেন তোমাদের জন্য ঈমানকে এবং হৃদয়গ্রাহী করেছেন তা তোমাদের জন্য, আর অপ্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে কুফরী, ফাসিকী ও গুনাহ। এরাই সৎপথপ্রাপ্ত।

৮. এ হলো আল্লাহর তরফ থেকে অনুগ্রহ ও নিয়ামত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, হিক্মত-ওয়ালা।

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২১, ২৮, ২৯

২১. তোমরা প্রতিযোগিতা কর তোমাদের রবের মাগফিরাতের জন্য এবং সে জান্নাতের জন্য, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার ন্যায়, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তাদের জন্য, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। ইহা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।

২৮. হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং ঈমান আনো তাঁর রাসূলের প্রতি, তিনি স্বীয় রহমতে তোমাদের দেবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদের দান করবেন এমন নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলবে; আর তিনি

২০- فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ○

৭- وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ

لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ

وَكَرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ○

৮- فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

২১- سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنَ رَبِّكُمْ

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ ۚ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا

بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ

مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

২৮- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ

مِّن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا

تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ

তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্
অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৯. ইহা এজন্য যে, আহলে কিতাবরা যেন
জানতে পারে যে, তাদের কোন শক্তি
নেই আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের
উপরেও। আর সমস্ত অনুগ্রহ তো
আল্লাহরই ইচ্ছায়, তিনি তা দান
করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্
মহাঅনুগ্রহশীল।

সূরা জুমু'আ, ৬২ : ১০

১০. আর যখন সালাত শেষ হবে, তখন
তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে এবং
তালাশ করবে আল্লাহর অনুগ্রহ আর
স্মরণ করবে আল্লাহকে বেশীবেশী,
যাতে তোমরা সফলকাম হও।

সূরা দাহর, ৭৬ : ৩১

৩১. আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতের মধ্যে
দাখিল করে নেন, আর যালিমদের
জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন
যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

○ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

২৯- تِلْكَ أَيْلَةُ الَّذِينَ يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ
أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

১০- فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا
فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

৩১- يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ
وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ○

আল্লাহর কার্যাবলী

সূরা বাকারা, ২ : ২১, ২২, ৩৩, ৭৭, ১০৭,
১১৭, ১৬৩, ১৬৪, ১৮৬, ২৭৬, ২৮৪,
২৮৬

২১. হে মানুষ! তোমরা ইবাদত কর তোমাদের রবের, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদের, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার ;

২২. যিনি বানিয়েছেন তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা এবং আসমানকে ছাদ, আর বর্ষণ করেন আসমান থেকে পানি, ফলে তা থেকে উৎপন্ন করেন নানা ধরনের ফলমূল তোমাদের রিয়ক হিসেবে।.....

২৮. তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার কর অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন? এরপর তিনি তোমাদের প্রাণ দিয়েছেন, আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু দিবেন, পুনরায় তোমাদের জীবিত করবেন, পরিশেষে তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

২৯. তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু আছে যমীনে-সবই, এরপর তিনি মনোনিবেশ করলেন আসমানের প্রতি এবং তা বিন্যস্ত করলেন সাত আসমানে; আর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৩৩. তিনি বললেন : আমি কি তোমাদের বলিনি যে, অবশ্যই আমি সবিশেষ অবহিত আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে এবং আমি খুব জানি, যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন রাখ।

২১-يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ○

২২-الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ
بِنَاءً ۖ وَسَوَّاهُ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ
بِهِ مِنَ الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ ○

২৮-كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا
فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

২৯-هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا ۖ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

৩৩-..... قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ
غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ
وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ○

৭৭. তারা কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন যা তারা গোপন রাখে এবং যা তারা প্রকাশ করে।

১০৭. তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ তিনি, যার রয়েছে সর্বময় কর্তৃত্ব আসমানের ও যমীনের ? আর আল্লাহ্ ছাড়া নেই তোমাদের কোন বন্ধু আর না সাহায্যকারী।

১১৭. আর যখন আল্লাহ্ কোন কিছু করার ফয়সালা করেন, তিনি তার জন্য শুধু বলেন : হও, অমনি তা হয়ে যায়।

১৬৩. তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্ ; নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

১৬৪. নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে আর নৌযান-সমূহে, যা সমুদ্রে বিচরণ করে মানুষের কল্যাণকর বস্তু নিয়ে ; সেই পানিতে, যা আল্লাহ্ বর্ষণ করেন আসমান থেকে, যা দিয়ে তিনি যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন এবং তথায় তিনি সর্বপ্রকার জীবজন্তু ছড়িয়ে দেন; বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং আসমান ও যমীনের মাঝে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে, নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

১৮৬. আর যখন আপনাকে প্রশ্ন করে আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে, বলুন : আমি তো কাছেই, আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। অতএব, তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।

৭৭-أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ○

১০৭-أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ○

১১৭-..... وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○

১৬৩-وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ○

১৬৪-إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○

১৮৬-وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ○

২৭৬. আল্লাহ্ নিশ্চিহ্ন করেন সুদ এবং বর্ধিত করেন দান। আর আল্লাহ্ ভালবাসেন না কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে।

২৮৪. আল্লাহ্-ই, যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর যদি তোমরা প্রকাশ কর যা আছে তোমাদের মনে অথবা তা গোপন কর, আল্লাহ্ তার হিসাব তোমাদের থেকে নিবেন। তারপর তিনি ক্ষমা করবেন যাকে তিনি চান এবং শাস্তি দিবেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন.....।

২৮৬. আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করেন না.....।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৫, ৬, ৮, ৯, ২৬, ২৭, ২৯, ৪৭, ৭৩, ৭৪

৫. নিশ্চয় আল্লাহ্, কোন কিছুই গোপন থাকে না তাঁর কাছে যমীনে, আর না আসমানে।

৬. তিনিই তোমাদের আকৃতি দান করেন মাতৃগর্ভে যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৮. হে আমাদের রব! আপনি আমাদের অন্তরকে বক্রতা প্রবণ করবেন না, আমাদের হিদায়েত প্রদানের পরে আর আপনার তরফ থেকে আমাদের দান করুন রহমত। নিশ্চয় আপনি তো মহাদাতা।

৯. হে আমাদের রব! আপনি তো সমস্ত মানুষকে একত্র করবেন এমন একদিনে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ ওয়াদা খেলাফ করেন না।

২৬. বলুন : হে আল্লাহ্, সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক! আপনি যাকে ইচ্ছা বাদশাহী

২৭৬-يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝

২৮৪-لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبَدَّلُوا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ ۗ اللّٰهُ ۙ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ

২৮৬-لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا ۙ اِلَّا وُسْعَهَا ۗ

৫-اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ ۙ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۝

৬-هُوَ الَّذِى يُّصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ ۝

৮-رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

৯-رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ ۙ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

২৬-قُلِ اللّٰهُمَّ مِلْكُ الْمُلْكِ

দান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা বাদশাহী কেড়ে নেন ; আর যাকে ইচ্ছা আপনি ইয়্যত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। আপনারই হাতে সমস্ত কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২৭. আপনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান ; আর আপনি বের করেন জীবিতকে মৃত থেকে এবং বের করেন মৃতকে জীবিত থেকে। আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিসীম রিয়ক দান করেন।

২৯. বলুন : যদি তোমরা গোপন কর যা আছে তোমাদের অন্তরে, অথবা তা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা জানেন; আর তিনি জানেন যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে।.....

৪৭. তিনি বললেন : এভাবেই আল্লাহ সৃষ্টি করেন যা তিনি চান। যখন তিনি কোন কিছু করতে স্থির করেন, তখন তিনি তার জন্য শুধু বলেন : 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।

৭৩. বলুন, সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে তিনি তা দেন যাকে ইচ্ছা করেন।.....

৭৪. তিনি খাস করে নেন তাঁর রহমতে যাকে চান।.....

সূরা নিসা, ৪ : ১, ৪৫, ৮৭

১. হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তার জোড়া ; আর ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের উভয় থেকে অনেক

تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعَزُّ
مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِبِيَدِكَ الْخَيْرُ
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

২৭- تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ
فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ
مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

২৯- قُلْ إِنْ تَخْفَوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ
أَوْ تَبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۖ وَيَعْلَمُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ

৪৭- قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ
مَا يَشَاءُ ۖ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا
فَأِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○

৭৩- قُلْ إِنْ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۖ

৭৪- يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۖ

১- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

নর ও নারী। তোমরা ভয় কর আল্লাহকে যার নামে তোমরা পরস্পর হক দাবী করে থাক এবং সতর্ক থেকে অতীয়ার বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

৪৫. আর আল্লাহ ভাল করে জানেন তোমাদের শত্রুদের ব্যাপারে, আল্লাহ যথেষ্ট বন্ধু হিসেবে এবং আল্লাহ যথেষ্ট সাহায্যকারী হিসেবে।

৮৭. আল্লাহ, নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া, অবশ্যই তিনি তোমাদের একত্র করবেন কিয়ামতের দিন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। আর কে অধিক সত্যবাদী কথায় আল্লাহর চাইতে ?

সূরা মায়িদা, ৫ : ৪০.

৪০. তুমি কি জান না যে, আল্লাহরই সর্বময় কর্তৃত্ব আসমানের ও যমীনের; তিনি শাস্তি দেন যাকে ইচ্ছা করেন এবং ক্ষমা করেন যাকে চান.....।

সূরা আন'আম, ৬ : ১, ২, ৩, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬১, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৩

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। এরপর ও যারা কুফরী করে তারা তাদের রবের সমকক্ষ দাঁড় করায়।

২. তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাটি থেকে, তারপর নির্ধারিত করে দিয়েছেন এক কাল এবং আর একটি নির্ধারিত কাল রয়েছে তাঁর কাছে এরপরও তোমরা সন্দেহ কর!

৩. তিনিই আল্লাহ আসমানে এবং যমীনে; তিনি জানেন তোমাদের গোপন এবং

رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

٤٥- وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ

وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝

٨٧- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ لِيَجْمَعَ كُفْرًا

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۝

٤٠- أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ

وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ

١- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝

٢- هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ

ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۚ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ

ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ۝

٣- وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ۚ

তোমাদের প্রকাশ্য সব কিছু, আর তিনি জানেন যা তোমরা অর্জন কর।

৫৭. সমস্ত কর্তৃত্ব আল্লাহরই, তিনি বিবৃত করেন সত্য এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

৫৯. আর তাঁরই কাছে রয়েছে অদৃশ্যের চাবি, কেউ জানে না তা তিনি ছাড়া। তিনি জানেন, যা কিছু আছে স্থলে ও জলে। আর একটি পাতাও পড়ে না তাঁর অগোচরে, নেই কোন শস্যকণা মাটির আঁধারে, আর না কোন তাজা অথবা শুষ্ক বস্তু, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।

৬০. আর তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেন রাতের বেলায় এবং তিনি জানেন যা তোমরা কর দিনের বেলায়; তারপর তিনি তোমাদের পুনর্জাগরিত করেন দিনের বেলায়, যাতে পূর্ণ হয় নির্ধারিত কাল। তারপর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অবশেষে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন সে সম্বন্ধে যা তোমরা করতে।

৬১. তিনি স্বীয় বান্দাদের উপর দোদardপ্রতাপশালী এবং তিনি প্রেরণ করেন তোমাদের জন্য রক্ষক। অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তার জান কবয় করে আমার ফিরিশ্তারা। আর তারা কোন ত্রুটি করে না।

৯৫. নিশ্চয় আল্লাহ অংকুরিত করেন বীজ ও আঁটি, তিনি বের করেন জীবিতকে মৃত থেকে এবং বের করেন মৃতকে জীবিত হতে; এই তো আল্লাহ, সুতরাং তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে চলেছ?

৯৬. তিনিই উন্মেষ ঘটান উষার, তিনি সৃষ্টি করেছেন রাতকে বিশ্রামের জন্য

يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ○

৫৭-..... إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ ○

৫৯-وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا

إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا

وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ

وَلَا يَأْسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ○

৬০-وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ

وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ

ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى

ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم

بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○

৬১-وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ

أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا

وَهُمْ لَا يَفْزَحُونَ ○

৯৫-إِنَّ اللَّهَ قَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ

ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تَوَفَّكُونَ ○

৯৬-فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۖ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا

এবং সূর্য ও চন্দ্রকে গণনার জন্য। এ সবই নির্ধারণ মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর।

৯৭. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য নক্ষত্র, যাতে তোমরা পথ পাও তা দিয়ে স্থলের ও সমুদ্রে অন্ধকারে। নিশ্চয় আমি বিশদভাবে বিবৃত করেছি নিদর্শনসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য।

৯৮. তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এক ব্যক্তি হতে এবং তোমাদের জন্য দীর্ঘকালীনও স্বল্পকালীন অবস্থান রয়েছে, নিশ্চয় আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি নিদর্শনসমূহ বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য।

৯৯. আর তিনি বর্ষণ করেন আকাশ থেকে পানি, এরপর আমি বের করি তা দিয়ে সব ধরণের উদ্ভিদের চারা, তারপর আমি উদগত করি তা থেকে সবুজ পাতা, পরে বের করি তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যাদানা এবং খেজুর গাছের মাখি থেকে বের করি ঝুলন্ত কাঁদি আর সৃষ্টি করি আগুনের উদ্যান এবং যায়তুন ও ডালিম, যা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। তোমরা লক্ষ্য কর এর ফলের প্রতি, যখন তা ফলবান হয় এবং তার পরিপক্ব হওয়ার প্রতি। নিশ্চয় এতে তো রয়েছে নিদর্শন মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

১০১. তিনি আদি স্রষ্টা আসমান ও যমীনের কিরূপে তাঁর সন্তান হবে, তাঁর তো কোন স্ত্রী নেই? আর তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

১০২. এই তো আল্লাহ তোমাদের রব। নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া, তিনি স্রষ্টা সব

وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حُسْبَانًا ۝
ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

১৭- وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ
لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

১৮- وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ
وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۚ
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ۝

১৯- وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ
فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ۚ
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ
حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ
دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ
وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُشْتَبِهًا
وَغَيْرِ مُتَشَابِهٍ ۚ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ
إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

১০১- بِدِيعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ
أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ
وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ۚ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

১০২- ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ

কিছু, সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর আর তিনি সর্ববিষয় কার্য-সম্পাদনকারী।

১০৩. দৃষ্টি তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না, কিন্তু তিনি পরিবেষ্টন করেন দৃষ্টি শক্তি এবং তিনিই সৃষ্টিদর্শী ও সর্বজ্ঞ।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ৫৪, ৫৭

৫৪. নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয় দিনে; এরপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই আচ্ছাদিত করেন দিনকে রাতের দ্বারা যা অনুসরণ করে তাকে দ্রুতগতিকে। আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রাজি-সবই তাঁর হুকুমের তাবেদার। জেনে রাখ, সৃষ্টি ও আদেশ তাঁরই। বরকতময় আল্লাহ সারা জাহানের রব।

৫৭. তিনিই প্রেরণ করেন বায়ু সুসংবাদ-বাহীরূপে তাঁর রহমত স্বরূপ বৃষ্টির প্রাক্কালে। যখন তা বহন করে ভারী মেঘমালা, তখন তাকে চালনা করি মৃত ভূখণ্ডের দিকে, পরে তা থেকে বর্ষণ করি বৃষ্টি, যা দিয়ে উৎপাদন করি সব ধরনের ফল। এভাবেই আমি মৃতকে জীবিত করে বের করব, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

সূরা আনফাল, ৮ : ৪০

৪০. আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আভিভাবক, উত্তম আভিভাবক এবং উত্তম সাহায্যকারী।

সূরা তাওবা, ৯ : ৭৮, ১১৬, ১২৯

৭৮. তারা কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ জানেন তাদের অন্তরের গোপন কথা ও তাদের গোপন পরামর্শ। আর

خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ فَاعْبُدُوهُ ۚ
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝

১. ৩- لَا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۚ وَهُوَ يُدْرِكُ

الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝

৫৪- اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ ۚ یَغْشِی الْاَیْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثًا ۚ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِہٖ ۚ اِلَّا لَہُ الْخَلْقِ وَ الْاَمْرِ ۝

تَبَرَّکَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

৫৭- وَهُوَ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیْحَ

بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِہٖ ۚ

حَتّٰی اِذَا اَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سَقْنٰہُ لِبَلَدٍ مَّیِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِہِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِہِ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ ۚ

کَذٰلِکَ نُخْرِجُ الْمَوْتِیَ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُوْنَ ۝

৪০- وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ

مَوْلٰیكُمُ ۚ نِعْمَ الْمَوْلٰی وَ نِعْمَ النَّصِیْرُ ۝

৭৮- اَلَمْ یَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ سِرَّهُمْ

وَ نَجْوَاهُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ

আল্লাহ্ তো গায়েব সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

১১৬. নিশ্চয় আল্লাহ্, তাঁরই কর্তৃত্ব আসমাণে ও যমীনে। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আর নেই তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া কোন অভিভাবক, আর না কোন সাহায্যকারী।

১২৯. যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলুন : আমার জন্য আল্লাহ্রই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তিনি রব মহান আরশের।

সূরা ইউনুস, ১০ : ৩, ৪, ৫, ৬, ২৫, ৫৬

৩. নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমাণ ও যমীন ছয় দিনে ; তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে। তিনি নিয়ন্ত্রিত করেন সকল বিষয়। নেই কোন সুপারিশকারী তাঁর অনুমতি ছাড়া। ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব ; সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। এরপরও তোমরা অনুধাবন করবে না ?

৪. তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন তোমাদের সকলের, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। তিনিই সৃষ্টিকে প্রথম অস্তিত্বে আনেন, তারপর তার পুনরাবর্তন ঘটান, যাতে তিনি ন্যায়বিচারের সাথে বিনিময় প্রদান করেন তাদের, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে। আর যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম পানীয় এবং মর্মভূদ শাস্তি, তাদের কুফরীর জন্য।

৫. তিনিই সূর্যকে দীপ্তমান ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময়, এবং তার জন্য নির্ধারিত করেছেন মঞ্জিল, যেন তোমরা জানতে

○ عَلَامُ الْغُيُوبِ

১১৬- إِنْ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ○

১২৯- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○

৩- إِنْ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ ۚ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

৪- إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ○

৫- هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ ○

পার বছরের সংখ্যা ও হিসাব। আলাহ্ একে নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি। তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেন নিদর্শনসমূহ জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

৬. নিশ্চয়ই রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আসমান ও যমিনে যা সৃষ্টি করেছেন, তাতে নিদর্শন রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।

২৫. আর আল্লাহ্ আহবান করেন শান্তির আবাসের দিকে এবং পরিচালিত করেন যাকে চান সরল পথে।

৫৬. তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন, আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

সূরা, হূদ, ১১ : ৬, ৭, ৫৬, ৬১

৬. যমীনে বিচরণকারী সব প্রাণীর রিয়কের দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই, তিনি জানেন তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে ; সব কিছুই আছে স্পষ্ট কিতাবে।

৭. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয়দিনে, তখন তাঁর আরাশ ছিল পানির উপর, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমলের দিক দিয়ে.....।

৫৬. আমি তো নির্ভর করি আল্লাহ্‌র উপর, যিনি রব আমারও রব তোমাদের। যত জীব-জন্তু আছে, সবই তাঁর আয়ত্ত্বাধীন। নিশ্চয় আমার রব আছেন সরল পথে।

৬১. তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে এবং বসবাস করিয়েছেন তোমাদের তাতে। সুতরাং তোমরা ক্ষমা চাও তাঁর কাছে এবং প্রত্যাবর্তন কর তাঁরই দিকে। নিশ্চয় আমার রব কাছেই, আহবানে সাড়া দানকারী।

لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ

يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

۶- إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَقُونَ ۝

۲৫- وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ ۚ

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

৫৬- هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

۶- وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا ۚ كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

৭- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ

৫৬- إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ

مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ

إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

৬১- هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

وَاسْتَعْبَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ

ثُمَّ تَوَبُّوْا إِلَيْهِ ۚ

إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ۝

সূরা রা'দ, ১৩ : ২, ৩, ৪, ৮, ৯, ১২

২. আল্লাহ, তিনিই উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন আসমান কোন স্তম্ভ ব্যতিরেকে, তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছ। তারপর তিনি সমাসীন হলেন আরশে এবং নিয়মাদীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, প্রত্যেকে আবর্তন করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন সব বিষয়, বিশদভাবে বর্ণনা করেন নিদর্শনসমূহ যাতে তোমরা তোমাদের রবের সংগে সাক্ষাতের ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।

৩. তিনিই বিস্তৃত করেছেন যমীনকে এবং সেখানে সৃষ্টি করেছেন পর্বতমালা ও নদী-নালা এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দু' দু' প্রকার সৃষ্টি করেছেন; তিনি আচ্ছাদিত করেন রাত দিয়ে দিনকে। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা চিন্তা করে।

৪. আর যমীনে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড এবং আংগুরের বাগান, শস্য-ক্ষেত্র এবং একাধিক মাথাবিশিষ্ট অথবা এক মাথাবিশিষ্ট খেজুর গাছ, যা একই পানি থেকে সিঞ্চিত; আর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি তার কতকে কতকের উপর স্বাদে। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা জ্ঞানসম্পন্ন।

৮. আল্লাহ জানেন তা, যা নারী গর্ভে ধারণ করে এবং তা-যা জরায়ু সংকুচিত করে ও প্রসারিত করেন। আর প্রত্যেক বস্তুই তাঁর কাছে রয়েছে এক নির্দিষ্ট পরিমাণে।

৯. তিনি অবগত অদৃশ্য ও দৃশ্যের; তিনি মহা-মহিম, সর্বোচ্চ, মর্যাদাবান।

২- اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ یَّجْرِیْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ۝ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ یُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُوْنَ ۝

৩- وَهُوَ الَّذِیْ مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِیَ وَأَنْهَارًا ۚ وَ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَیْنِ اِثْنَيْنِ یُّغْشِی الْاَیْلَ النَّهَارَ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

৪- وَفِی الْاَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٌ وَجَدَتْ مِنْ اَعْنَابٍ وَ زُرْعٌ وَ نَخِیْلٌ صُنُوَانٌ وَ غَیْرُ صُنُوَانٍ یَّسْقٰی بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۚ وَ نَفِضٌ بَعْضُهَا عَلٰی بَعْضٍ فِی الْاُكُلِ ۚ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ۝

৮- اَللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰی وَ مَا تَغِیْضُ الْاَرْضُ حَامٌ وَ مَا تَزْدَادُ وَ كُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهُ بِقَدَرٍ ۝

৯- عَلِیْمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِیْرُ الْمُتَعَالِ ۝

১২. তিনি তোমাদের দেখান বিজলী যা ভীতি ও আশার সঞ্চারণ করে এবং তিনিই সৃষ্টি করে ঘন মেঘমালা।

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৩২, ৩৩

৩২. আল্লাহ্, তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং বর্ষণ করেন আসমান থেকে পানি, আর তা দিয়ে উৎপন্ন করেন নানা ধরনের ফল-মূল তোমাদের জীবিকার জন্য, আর তিনি নিয়োজিত করেছেন তোমাদের উপকারের জন্য নৌযানসমূহ, যাতে তা বিচরণ করে সমুদ্রে তার হুকুমে এবং তিনি নিয়োজিত করেছেন তোমাদের কল্যাণে নদ-নদী।

৩৩. আর তিনি নিয়োজিত করেছেন তোমাদের কল্যাণে সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম নিয়মানুবর্তী, আর তিনি নিয়োজিত করেছেন তোমাদের কল্যাণে রাত ও দিনকে।

সূরা নাহল, ১৬ : ১৪, ১৫, ১৬, ৭০, ৭২, ৭৮, ৮০, ৮১,

১৪. আর তিনিই আল্লাহ্, যিনি নিয়ন্ত্রিত করেছেন সমুদ্রকে যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মাছ খেতে পার এবং যাতে তোমরা তা থেকে আহরণ করতে পার মণিমুক্তা, যা তোমরা অলংকারূপে পরিধান কর; আর তুমি দেখতে পাও নৌযানসমূহ তার বুক চিরে চলাচল করে, আর তা এজন্য যে, তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর;

১৫. আর তিনি স্থাপন করেছেন যমীনে সুদৃঢ় পর্বতমালা, যাতে তা তোমাদের নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং সৃষ্টি করেছেন নদ-নদী ও পথ-ঘাট, যাতে তোমরা পথের দিশা পাও।

১২- هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ○

৩২- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَخَرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ
وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ
لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ
وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ○

৩৩- وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ
وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ○

১৪- وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ
لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَازٍ فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

১৫- وَأَنْزَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ
أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا
وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

১৬. আর স্থাপন করেছেন পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহও। আর তারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের দিশা পায়।

৭০. আর আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে উপনীত করা হয় অকর্মণ্য বয়সে; ফলে তার অজানা হয়ে যায় জানা জিনিস। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

৭২. আর আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে জোড় এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য তোমাদের জোড়া থেকে পুত্র ও পৌত্রদের, আর তিনি রিয্ক দিয়েছেন তোমাদের উত্তম জিনিস থেকে.....।

৭৮. আর আল্লাহ তোমাদের বের করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। আর তিনি দিয়েছেন তোমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা শোকর কর।

৮০. আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহকে করেন আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুর চামড়া থেকে তাবুর ব্যবস্থা করেন, যা তোমরা সহজে ব্যবহার করতে পার তোমাদের ভ্রমণ-কালে এবং তোমাদের অবস্থানকালে, আর এ সবের পশম, লোম ও কেশ থেকে তিনি ব্যবস্থা করেন কিছু কালের আসবাব-পত্র ও ব্যবহার উপকরণের।

৮১. আর আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন, আর তোমাদের জন্য এমন পোষাকের ব্যবস্থা

১৬- وَ عَلَّمْتَهُ ۖ وَ بِالنَّجْمِ
هُمْ يَهْتَدُونَ ○

৭০- وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّكُمْ
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ
لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ○

৭২- وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً ۖ وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الظَّيْبِ ۚ

৭৮- وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۚ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

৮০- وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا
وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ
بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ
وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۚ وَمِنْ أَصْوَافِهَا
وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا
وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ○

৮১- وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ
لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِينَكُم

করেন, যা তোমাদের তাপ থেকে রক্ষা করে এবং এমন বর্মের ব্যবস্থা করেন, যা তোমাদের রক্ষা করে তোমাদের যুদ্ধকালে। এভাবেই তিনি পরিপূর্ণ করেন তাঁর নিয়ামত তোমাদের প্রতি, যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।

সূরা তোহা, ২০ : ৯৮

৯৮. তোমাদের ইলাহ্ তো আল্লাহ্, যিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ্। তিনি পরিব্যাপ্ত করে আছেন জ্ঞানে সব কিছু।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৩৩

৩৩. তিনিই আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

সূরা হায্জ, ২২ : ৬, ৭, ১৮, ৬২

৬. ইহা এ জন্য যে, আল্লাহ্ তিনিই সত্য এবং তিনিই জীবিত করেন মৃতকে, আর তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৭. আর কিয়ামত তো সংঘটিত হবেই, এতে কোন সন্দেহ নেই, আর আল্লাহ্ অবশ্যই জীবিত করে উঠাবেন কবর-বাসীদের।

১৮. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্কে সিজদা করে যা কিছু আছে আসমানে ও যা কিছু আছে যমীনে-সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, জীব-জন্তু এবং মানুষের মাঝে অনেকে; আর অনেকের প্রতি সাব্যস্ত হয়েছে আযাব। যাকে অপমানিত করেন আল্লাহ্, তার জন্য নেই কোন সম্মানদাতা।

৬২. কারণ, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, তা তো অসত্য।

الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمُ كَذَلِكَ
يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ ○

৭৮- اِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ○

৩৩- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ○

كُلُّ فِي فَلَكَ يُسَبِّحُونَ ○
۶- ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ
وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى
وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

৭- وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا
وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ○

১৮- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي
السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ
وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ
عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَ مِنْ يُهِنُ اللَّهُ فَمَا لَهُ
مِنْ مُكْرِمٍ

৬২- ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ
وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ১১৬

১১৬. আল্লাহ্ মহিমাম্বিত, তিনি প্রকৃত মালিক, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনি অধিপতি মহান আরশের।

সূরা কাসাস, ২৮ : ৭০, ৮৮

৭০. তিনি আল্লাহ্, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া; সমস্ত প্রশংসা তাঁরই দুনিয়া ও আখিরাতে, হুকুম তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

৮৮. আর তুমি ডেকো না আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ্, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। সব কিছুই ধ্বংসশীল, তাঁর সত্তা ছাড়া। হুকুম তো তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৬২

৬২. আল্লাহ্ বর্ধিত করে দেন রিয়ক তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে চান তার জন্য এবং সীমিতও করে দেন তার জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সূরা রুম, ৩০ : ৪০

৪০. আল্লাহ্, তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের রিয়ক দিয়েছেন, তারপর তোমাদের মৃত্যু দেন, পরে তিনি তোমাদের জীবিত করবেন। তোমরা তাঁর সঙ্গে যাদের শরীক কর, তাদের মাঝে কেউ এমন আছে কি, যে এর কোন কিছু করতে পারে? তিনি মহান, পবিত্র এবং অনেক উর্ধে তা থেকে, যা তারা শরীক করে।

সূরা সাজ্দা, ৩২ : ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

৪. আল্লাহ্ তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু

১১৬- فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ○

৭০- وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ

وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

৮৮- وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

৬২- اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

৪০- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ

ثُمَّ يُيْتِيكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ

مَنْ يَفْعَلُ مِنْ دُونِكُمْ مِنْ شَيْءٍ

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

৪- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

হয়দিনে ; তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে। নেই তোমাদের তিনি ছাড়া কোন বন্ধু আর না কোন সাহায্যকারী, তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?

৫. তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন সব বিষয় আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত, তারপর তা উত্থাপিত হবে তাঁর কাছে একদিন যে দিনের পরিমাপ হবে হাজার বছরের সমান, তোমাদের হিসাব অনুযায়ী।
৬. তিনিই পরিজ্ঞাতা অদৃশ্যের ও দৃশ্যের, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু,
৭. যিনি সুন্দররূপে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সূচনা করেছেন মানুষ সৃষ্টি মাটি থেকে।
৮. তারপর তিনি উৎপন্ন করেন তার বংশ তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে।
৯. এরপর তিনি তাকে করেছেন সুঠাম এবং ফুঁকে দিয়েছেন তাতে তাঁর থেকে রুহ এবং দিয়েছেন তোমাদের কান, চোখ ও অন্তঃকরণ।.....

সূরা সাবা, ৩৪ : ৬

৬. আর যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের জানা যে, যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে আপনার রবের তরফ থেকে তা সত্য এবং তা দেখায় পরাক্রমশালী প্রশংসার্থি আল্লাহর পথ।

সূরা সাফাত, ৩৭ : ৪, ৫

৪. নিশ্চয় তোমাদের ইলাহ তো এক।
৫. তিনি রব আসমান ও যমীনের এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর, আর তিনি রব উদয়স্থল সমূহের। (আরও দেখুন-৩৮ : ৬৬)

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ
مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ
أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝

هـ- يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ
إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ
كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ
مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝

٦- ذَٰلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ
الرَّحِيمِ ۝

٧- الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ
وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ۝

٨- ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ
مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝

٩- ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ
لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ.....

٦- وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ۚ
وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

٤- إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ ۝

هـ- رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَسَارِقِ ۝

সূরা যুমার, ৩৯ : ৫, ৬

৫. আলাহ্ সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। তিনি আচ্ছাদিত করেন রাত দিয়ে দিনকে এবং আচ্ছাদিত করেন দিন দিয়ে রাতকে। আর তিনি নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে। সবাই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। জেনে রাখ, তিনি পরাক্রমশালী; পরম ক্ষমশীল।

৬. তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে, তারপর তিনি সৃষ্টি করেছেন তার থেকে তার স্ত্রীকে। তিনি তোমাদের দান করেছেন চতুস্পদ প্রাণী থেকে আট প্রকারের জোড়া। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে তিন ধরনের অঙ্ককারের মাঝে। ইনিই আল্লাহ, তোমাদের রব; সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ। অতএব কোথায় তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছ!

সূরা শূরা ৪২ : ২৮

২৮. আর তিনিই বর্ষণ করেন বৃষ্টি তাদের হতাশাগ্রস্ত হওয়ার পরে এবং তিনি বিস্তার করেন তাঁর রহমত। আর তিনিই বন্ধু প্রশংসার।

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ৩

৩. তিনিই আদি, তিনি অন্ত; তিনি ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

সূরা হাশর, ৫৯ : ২২, ২৩, ২৪

২২. তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই ; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

ۛ- خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ
يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ
عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ
كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ
إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝

ۛ- خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَأَنْزَلَ نَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أَزْوَاجًا ۚ
يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمٍ ثَلَاثٍ ۚ
ذِكْرُكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَابْتَئُوا فَتُونَ ۝

ۛ- وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ
مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ
وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝

ۛ- هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ
وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

ۛ- هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ
عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

২৩. তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, পবিত্র, শান্তি নিরাপত্তাদাতা, রক্ষক, পরাক্রমশালী, দোদন্ত প্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত; তারা যে শিরক করে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র, মহান।

২৪. তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদাতা, তার রয়েছে সুন্দর সুন্দর নামসমূহ। তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে যা কিছু আছে আসমানে ও যমীনে। তিনি পরাক্রম-শালী, প্রজ্ঞাময়।

সূরা নাবা, ৭৮ : ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

৬. আমি কি করিনি যমীনকে বিছানা,
৭. ও পর্বতমালাকে পেরেক?
৮. আর আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদের জোড়ায় জোড়ায়,
৯. এবং করেছি তোমাদের নিদ্রাকে আরামের উপকরণ,
১০. আর রাতকে করেছি আবরণ,
১১. এবং করেছি দিনকে জীবিকা অর্জনের সময়,
১২. আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের উপর মজবুত সাত আসমান,
১৩. এবং সৃষ্টি করেছি উজ্জ্বল প্রদীপ।
১৪. আর আমি বর্ষণ করেছি পানিপূর্ণ মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি,
১৫. যেন তা দিয়ে আমি উৎপন্ন করি শস্যদানা ও উদ্ভিদ,
১৬. এবং পাতাঘন উদ্যান।

২৩-هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
২৪-هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ
الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

৬-أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا
৭-وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا

৮-وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَاجًا

৯-وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

১০-وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا

১১-وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

১২-وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا

১৩-وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا

১৪-وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً

ثَجَّاجًا

১৫-لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا

১৬-وَجَعَلْنَا أَلْفَاظًا

٣٠- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ
فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۚ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۚ
قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

٣١- وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ
عَلَى الْمَلَكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

٣٢- قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۚ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝

٣٣- قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۚ
فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۚ

আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি সবিশেষ অবহিত আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে এবং আমি জানি, যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন রাখ।

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۖ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُونَ ○

৩৪. আর যখন আমি বললাম, ফিরিশ্তাদের তোমরা সিজ্দা করো আদমকে, তখন তারা সিজ্দা করলো ইবলীস ছাড়া। সে অমান্য করলো এবং অহংকার করলো। সতরাং সে হয়ে গেল কাফিরদের শামিল। (আরও দেখুন-৭ : ১১; ১৭ : ৬১; ১৮ : ৫০; ২০ : ১১৬)

۳۴- وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ
مِنَ الْكَافِرِينَ ○

৮৭. আর আমি তো দিয়েছি মূসাকে কিতাব এবং তারপরে ক্রমান্বয়ে পাঠিয়েছি রাসূলদের, দিয়েছি মারইয়াম পুত্র ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ এবং তাঁকে শক্তিদান করেছি জিব্রাঈলকে দিয়ে...। (আরো দেখুন ৫ : ১১০)

۸۷- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَتَقَيَّنَا
مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ
مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ

৯৭. বলুন : যে কেউ জিব্রীলের শত্রু এ কারণে যে, সে পৌছে দিয়েছে আপনার অন্তরে কুরআন আল্লাহর নির্দেশে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যা হিদায়েত ও সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য;

۹۷- قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ
نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى
لِّلْمُؤْمِنِينَ ○

৯৮. যে কেউ শত্রু আল্লাহর, তাঁর ফিরিশ্তাদের, তাঁর রাসূলদের এবং জিব্রীল ও মীকাসীলের, সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ তো শত্রু কাফিরদের।

۹۸- مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ
عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ ○

১৬১. নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং মারা যায় কাফির অবস্থায়, তাঁদের উপর লানত আল্লাহর, ফিরিশ্তাদের এবং সমস্ত মানুষের। (আরো দেখুন-৩ : ৮৭)

۱۶۱- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ
أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ○

১৭৭. নেই কোন পুণ্য তোমাদের মুখ ফিরানো পূর্ব ও পশ্চিম দিকে, তবে

۱۷۷- لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ

পুণ্য আছে কেউ ঈমান আনলে আল্লাহর প্রতি, আখিরাতের প্রতি, ফিরিশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি এবং অর্থ ব্যয় করলে আল্লাহর মহব্বতে, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিস্কীন ও মুসাফিরদের জন্য, আর সাহায্য-প্রার্থীদের জন্য এবং দাস মুক্তিতে, আর সালাত কায়েম করলে ও যাকাত দিলে এবং ওয়াদা করে পূর্ণ করলে এবং ধৈর্য-ধারণ করলে, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও যুদ্ধ বিগ্রহকালে। এরাই প্রকৃত সত্যবাদী এবং এরাই মুত্তাকী।

২৪৮. আর তাদের বলেছিলেন, তাঁদের নবী : নিশ্চয় তার কর্তৃত্বের নিদর্শন হলো এই যে, আসবে তোমাদের কাছে সেই সিন্দুক যাতে থাকবে তোমাদের রবের তরফ থেকে চিত্ত প্রশান্তি এবং মূসা ও হারুনের বংশধররা যা ছেড়ে গেছে তার অবশিষ্টাংশ; তা বহন করবে ফিরিশতার। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন তোমাদের জন্য, যদি তোমরা মু'মিন হও।

২৪৫. ঈমান এনেছেন রাসূল তার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার রবের তরফ থেকে তাতে এবং মু'মিনগণও। তারা সকলে ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি আর তারা বলে : আমরা পার্থক্য করি না তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে। তারা আরো বলে : আমরা গুনলাম এবং মানলাম! হে আমাদের রব! আমরা আপনার ক্ষমা চাই, আর আপনারই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন।

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ ۚ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ○

২৪৮- وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ
أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ
وَالْهَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم
إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ○

২৪৫- آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ
مِّن رَّبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ
كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ
لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ
عُفِّرْنَا لَكَ رَبَّنَا
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ○

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮, ৩৯, ৪২, ৪৫,
৪৬, ১২৪, ১২৫,

১৮. সাক্ষ্য দেন আল্লাহ যে, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং ফিরিশ্তাগণ ও এবং জ্ঞানীগণও; আল্লাহ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, হিক্মত-ওয়ালা।

৩৯. ফিরিশ্তারা ডেকে বললেন যাকারিয়াকে, যখন তিনি কক্ষের মধ্যে সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন : আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহুইয়ার, যে হবে আল্লাহর বাণীর সমর্থনকারী, নেতা, নারী সংসর্গমুক্ত এবং নবী পুণ্যবানদের মধ্যে।

৪২. আর স্মরণ কর, বলেছিল ফিরিশ্তারা : হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ মনোনীত করেছেন তোমাকে এবং পবিত্র করেছেন তোমাকে; আর তোমাকে মনোনীত করেছেন বিশ্বের নারীদের উপর।

৪৫. আর স্মরণ কর, বলেছিল ফিরিশ্তারা : হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ দিচ্ছেন, তোমাকে তাঁর তরফ থেকে একটি কলেমার সুসংবাদ, যার নাম মাসীহু ইসা ইবন মারইয়াম, সে সম্মানিত দুনিয়া ও আখিরাতে এবং নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্যতম;

৪৬. আর সে কথা বলবে লোকদের সাথে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে এবং সে হবে নেককারদের একজন।

১২৪. স্মরণ কর, আপনি বলেছিলেন মু'মিনদের : এটা কি যথেষ্ট নয় তোমাদের জন্য যে, তোমাদের রব

১৮-شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ
وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৩৯-فَتَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي
فِي الْمِحْرَابِ ۚ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ
مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا
وَ حَصُورًا وَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝

৪২-وَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ
اصْطَفَاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ
الْعَالَمِينَ ۝

৪৫-إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ
يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۚ
اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ
وَ جِئَهَا فِي الدَّنْيَا وَ الْآخِرَةِ
وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝

৪৬-وَ يَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا
وَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

১২৪-إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ
أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ

তোমাদের সাহায্য করবেন প্রেরিত তিন হাজার ফিরিশ্তা দিয়ে?

১২৫. অবশ্যই, যদি তোমরা সবার কর এবং তাকুওয়া অবলম্বন কর, তবে তারা অতর্কিতে তোমাদের আক্রমণ করলে, তোমাদের রব তোমাদের সাহায্য করবেন পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফিরিশ্তা দিয়ে।

সূরা নিসা, ৪ : ৯৭, ১৩৬, ১৬৬, ১৭২

৯৭. নিশ্চয় ফিরিশ্তা যখন জান কবয় করে তাদের, যারা যলুম করে নিজেদের উপর, তখন তারা বলে : কী অবস্থায় ছিলে তোমরা ? তারা বলে : আমরা দুনিয়ায় অসহায় ছিলাম। ফিরিশ্তারা বলে : আল্লাহর দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে ? এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর কত মন্দ সে আবাস!

১৩৬. ওহে, যারা ঈমান এনেছে! তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন তাতে এবং তিনি যে কিতাব এর পূর্বে নাযিল করেছেন তাতেও। আর যে কুফরী করবে আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাব-সমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং আখিরাতের সাথে সে তো ভীষণভাবে গুমরাহ্ হবে।

১৬৬. আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আপনার প্রতি যা নাযিল করেছেন তিনি তা নাযিল করেছেন জেনেগুনে এবং ফিরিশ্তারাও সাক্ষ্য দিচ্ছে। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

১৭২. কখনো হয় জ্ঞান করে না আল-মাসীহ যে, সে হবে আল্লাহর বান্দা, আর না

بِثَلَاثَةِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزْلَيْنَ ○

১২৫- بَلَىٰ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
وَيَا تُؤْكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ
بِخَمْسَةِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ○

৯৭- إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّعَهُمُ الْمَلَائِكَةُ
ظَالِمِينَ أَنْفُسُهُمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ
قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ
قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً
فَتَهَاجِرُوا فِيهَا ۖ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ
جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ○

১৩৬- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ
الَّذِي أُنْزِلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ○

১৬৬- لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ○

১৭২- لَّنْ يُسْتَنَكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونُ

নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্তারাও; তবে কেউ
হেয় জ্ঞান করলে, তাঁর ইবাদত করাকে
এবং অহংকার করলে, আল্লাহ্ অবশ্যই
একত্র করবেন, তাদের সাবইকে তাঁর
কাছে।

عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَايِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۖ
وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ
وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۝

সূরা আন'আম ৬ : ৮, ৯, ৫০, ৬১, ৯৩

৮. তারা বলে : কেন পাঠানো হয় না তার
কাছে কোন ফিরিশ্তা? আর যদি আমি
পাঠাতাম কোন ফিরিশ্তা, তবে ত
ফয়সালা হয়ে যেত সমস্ত ব্যাপারে, আর
তাদের কোন অবকাশ দেওয়া হতো না।

۸- وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ
وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَ تَقْضَى الْأَمْرُ
ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ ۝

৯. আর যদি আমি তাকে ফিরিশ্তা
করতাম, তবে অবশ্যই আমি পাঠাতাম
পুরুষরূপে, আর ফেলতাম তাদের
বিভ্রমে, যেমন তারা বিভ্রমে রয়েছে।

۹- وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا
وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ۝

৫০. বলুন : আমি তোমাদের একথা বলি না
যে, আমার কাছে রয়েছে আল্লাহ্র
ধন-ভাণ্ডার এবং আমি অদৃশ্য স্বস্বক্ষে
অবগত নই; আর আমি এ কথাও
তোমাদের বলি না যে, আমি তো
একজন ফিরিশ্তা। আমি তো কেবল
অনুসরণ করি তারই যা আমার প্রতি
ওহী করা হয়। বলুন : সমান হতে পারে
কি অন্ধ ও চক্ষুস্থান? তোমরা কি
অনুধাবন কর না?

۵۰- قُلْ لَا أَتُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ
وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَتُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ
إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى
وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۝

৬১. আর তিনি পরাক্রমশালী স্বীয় বান্দাদের
উপর এবং তিনিই প্রেরণ করেন
তোমাদের জন্য হিফায়তকারী;
অবশেষে যখন তোমাদের কারো মওত
এসে যায়, তখন আমার প্রেরিত
ফিরিশ্তারা তার রুহ কবয করে, আর
তারা কোন প্রকার ত্রুটি করে না।

۶۱- وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ
وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ
أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ
تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۝

৯৩. তার চাইতে বড় যালিম কে, যে
আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করে,

۹۳- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

অথবা বলে : আমার প্রতি ওহী করা হয়, যদিও কোন কিছুই তার প্রতি ওহী করা হয় না এবং যে বলে অবশ্যই আমি নাযিল করবো আল্লাহ্ যেরূপ নাযিল করেন সেরূপ? আর যদি আপনি দেখতে পেতেন, যখন যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর থাকবে এবং ফিরিশ্তারা তাদের হাত বাড়িয়ে বলবে : তোমাদের প্রাণ বের কর, আজ তোমাদের অবমাননাকর আঘাত দেওয়া হবে ; তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যে না-হক যথা বলতে তার জন্য এবং তোমরা তাঁর আয়াত সম্পর্কে যে অহংকার করতে তার জন্য।

সূরা আনফাল, ৮ : ৯, ১২, ৫০

৯. স্মরণ করুন, তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তোমাদের রবের কাছে, আর তিনি তা কবুল করেছিলেন তোমাদের জন্য, বলেছিলেন : অবশ্যই আমি সাহায্য করবো তোমাদের এক হাজার ফিরিশতা দিয়ে, যারা আসবে একের পর এক।

১২. স্মরণ করুন, আপনার রব ফিরিশ্তাদের বলেছিলেন, আমি তো আছি তোমাদের সাথে, অতএব তোমরা দৃঢ়পদ রাখ মু'মিনদের। অবশ্যই আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করবো ; সুতরাং তোমরা আঘাত কর তাদের গর্দানে এবং আঘাত কর তাদের আস্ত্রের গিরায় গিরায়।

৫০. আর যদি তুমি দেখতে পেতে, যখন ফিরিশ্তারা কাফিরদের জান কবয় করে, তখন তারা আঘাত করে তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে এবং বলে : আত্মদান কর দহনের আঘাত!

أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَىٰ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ
وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ
وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ
أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ
الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ
بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ○

৯- إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ
فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ
بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ○

১২- إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ
أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا
سَالِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ
كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ
الرُّعْنَاتِ وَ اضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ○

৫০- وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا
الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَذْ بَارَاهُمْ ءَوْذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ○

সূরা ইউনুস, ১০ : ২১

২১. আর যখন আমি আত্মদান করাই মানুষকে রহমত, দুঃখ-দৈন্য তাদের স্পর্শ করার পর, তখনই তারা বিদ্রূপ করে আমার নিদর্শনকে। বলুন : আল্লাহ্ বিদ্রূপের শাস্তি দানে দ্রুততর। নিশ্চয় আমার ফিরিশ্কারা লিখে রাখে তা, যে বিদ্রূপ তারা করে।

২১- وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَأٍ مَّسْتَمٍّ إِذَا لَهُم مَّكْرُوفِي آيَاتِنَا ۖ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرَاهُ إِنَّ رَسُولَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ○

সূরা রা'দ, ১৩ : ১৩, ২২, ২৩, ২৪

১৩. রা'দ-বজ্র ধ্বনি সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহ্র এবং অন্যান্য ফিরিশ্কারাও সভয়ে। আর আল্লাহ্ বজ্রপাত করেন এবং আঘাত করেন তা দিয়ে যাকে চান। আর তারা তো বিতণ্ডা করে আল্লাহ্র ব্যাপারে, তিনি মহা-শক্তিশালী।

১৩- وَيَسِيحُ الرِّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ ۚ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ○

২২. আর যারা সবর করে তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য। সালাত কায়েম করে, আর আমি তাদের যা দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে এবং দূরীভূত করে ভাল দিয়ে মন্দকে, এদেরই জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।

২২- وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدَارُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ○

২৩. স্থায়ী জান্নাত, এতে প্রবেশ করবে তারা এবং তাদের নেককার মাতাপিতা, স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিরাও, আর ফিরিশ্কারা প্রবেশ করবে তাদের কাছে প্রত্যেক দরজা দিয়ে—

২৩- جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ○

২৪. এ বলে, শাস্তি তোমাদের প্রতি, তোমরা যে সবর করেছিলে তার জন্য, কত উত্তম এ পরিণাম!

২৪- سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ○

সূরা হিজর, ১৫ : ৬, ৭, ৮, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪

৬. আর তারা বলে : ওহে, যার প্রতি নাযিল করা হয়েছে কুরআন! তুমি তো অবশ্যই এক উন্মাদ।
৭. কেন তুমি ফিরিশ্বাদের নিয়ে আস না আমাদের কাছে যদি তুমি সত্যবাদী হও।
৮. আমি তো নাযিল করি না ফিরিশ্বাদের যথার্থ কারণ ছাড়া, আর তখন তারা অবকাশ পাবে না।
২৮. আর স্মরণ করুন, বলেছিলেন আপনার রব ফিরিশ্বাদের : আমি তো সৃষ্টি করতে যাচ্ছি মানুষ ছাঁচে-ঢালা গুচ্ছ ঠনঠনে মাটি থেকে,
২৯. তবে যখন আমি তাকে সূঠাম করবো এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজ্দাবনত হয়ো,
৩০. তারপর ফিরিশ্বারা সবাই একত্রে সিজ্দা করলো,
৩১. কিন্তু করলো না, কেবল ইবলীস, সে অস্বীকার করলো সিজ্দাকারীদের শামিল হতে।
৫১. আর আপনি তাদের জানিয়ে দিন ইব্রাহীমের মেহমানদের কথা,
৫২. যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হলো এবং বললো : সালাম, তখন তিনি বললেন : আমরা তো তোমাদের কারণে ভীত-শংকিত।
৫৩. তারা বললো : ভয় করবেন না, আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি, এক জ্ঞানী পুত্রের।
৫৪. তিনি বললেন : তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ আমার বার্বক্য সত্ত্বেও ?

৬- وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ
৭- لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
৮- مَا نُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ

২৮- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

২৯- فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

৩০- فَسَجَدَ الْمَلَكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

৩১- إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ

৫১- وَنَبَّيْنَاهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ

৫২- إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا
قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ

৫৩- قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ

৫৪- قَالَ أَبَشِّرْهُنِّي عَلَىٰ أَنْ مَّسْنِي

তাহলে তোমরা কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ?

৫৫. তারা বললো : আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি যথা বিষয়ের; অতএব আপনি হতাশ হবেন না।

৫৬. তিনি বললেন : আর কে হতাশ হয় তাঁর রবের রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া?

৫৭. তিনি আরো বললেন : তোমাদের কি কাজ হে ফিরিশতারা?

৫৮. ফিরিশতারা বললো : আমরা তো প্রেরিত হয়েছি এক অপরাধী কাওমের বিরুদ্ধে-

৫৯. তবে লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, অবশ্যই আমরা তাদের সবাইকে রক্ষা করবো-

৬০. কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়; আমরা স্থির করেছি যে, সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের একজন।

৬১. যখন আসলো লূতের পরিবারের কাছে ফিরিশতারা,

৬২. তখন লূত বললেন : তোমরা তো অপরিচিত লোক;

৬৩. ফিরিশতারা বললো : বরং আমরা আপনার কাছে নিয়ে এসেছি তা, যাতে তারা সন্দেহ করতো;

৬৪. আর আমরা নিয়ে এসেছি আপনার কাছে যথাযথ সংবাদ এবং আমরা তো অবশ্যই সত্যবাদী।

সূরা নাহল, ১৬ : ২, ২৭, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৩, ৪৯, ১০২

২. আল্লাহ্ নাযিল করেন, ফিরিশতাদের তাঁর নির্দেশসহ ওহী দিয়ে, তাঁর

○ الْكِبْرُفِيمَ تُبَشِّرُونَ

৫৫- قَالُوا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ

○ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ

৫৬- قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ

○ إِلَّا الضَّالُّونَ

৫৭- قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ

৫৮- قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا

○ إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ

৫৯- إِلَّا آلَ لُوطٍ

○ إِنَّا لَنَجِّيهِمْ أَجْمَعِينَ

৬০- إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا

○ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ

৬১- فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ

৬২- قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُتَكَبِّرُونَ

৬৩- قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ

○ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ

৬৪- وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ

○ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ

۲- يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ

বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা এ মর্মে সতর্ক করার জন্য যে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; অতএব আমাকেই ভয় কর।

২৭. পরে কিয়ামতের দিন তিনি তাদের লজ্জিত করবেন এবং বলবেন : কোথায় আমার সে সব শরীকরা, যাদের ব্যাপারে তোমরা ঝগড়া বিবাদ করতে ? যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, তারা বলবে, আজ লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল কাফিরদের জন্য।

২৮. ফিরিশতারা যাদের জান কব্ধ করে তাদের নিজেদের প্রতি যুলুম করা অবস্থায়। এরপর কাফিররা আত্মসমর্পণ করে বলবে, আমরা তো কোন খারাপ কাজ করতাম না। হাঁ, অবশ্যই আল্লাহ সর্বিশেষ অবহিত সে বিষয়ে, যা তোমরা করতে।

৩১. স্থায়ী জান্নাত, তারা সেখানে প্রবেশ করবে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ; তাদের জন্য সেখানে রয়েছে তারা যা চায় তা-ই। এভাবেই পুরস্কৃত করেন আল্লাহ মুত্তাকীদের।

৩২. যাদের জান কব্ধ করে ফিরিশতারা, তাদের পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফিরিশতারা বলবে : তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক! তোমরা প্রবেশ কর জান্নাতে, যা তোমরা করতে তার কারণে।

৩৩. কাফিররা, কি কেবল এর প্রতীক্ষা করে যে, আসবে তাদের কাছে ফিরিশতারা অথবা আসবে আপনার রবের ফয়সালা ? এরূপই করতো তাদের পূর্ববর্তীরা। তাদের প্রতি কোন

عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَةٍ
أَنْ أُنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ

২৭- ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ
وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ
كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ ۖ
قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ
الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ○

২৮- الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ
ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ مِنْ سُوءٍ ۖ
بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

৩১- جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۖ
كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ○

৩২- الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۖ
يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

৩৩- هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ
الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ ۖ كَذَٰلِكَ
فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَمَا ظَنَّهُمْ

যুলুম করেননি আল্লাহ্। কিন্তু তারাই যুলুম করতো নিজেদের প্রতি।

৪৯. আর আল্লাহ্কে সিজদা করে যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে জীব-জন্তু থেকে, আর ফিরিশতারাও, তারা অহংকার করে না।

১০২. বলুন : নাযিল করেছে এ কুরআন জিবরাঈল আপনার রবের তরফ থেকে সত্যসহ, দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুসলমানদের এবং হিদায়াত ও সুসংবাদস্বরূপ মুসলিমদের জন্য।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৪০, ৯৫

৪০. তোমাদের রব কি বেছে নিয়েছেন তোমাদের পুত্র সন্তানের জন্য এবং তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন ফিরিশতাদের কন্যারূপে ? অবশ্যই তোমরা বলেছো ভয়ঙ্কর কথা!

৯৫. বলুন : যদি ফিরিশতারা যমীনে নিশ্চিন্তে বিচরণ করতো, তবে আমি অবশ্যই পাঠাতাম তাদের প্রতি আসমান থেকে ফিরিশতা রাসূলরূপে।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ১০৩

১০৩. বিবাদ-ক্লিষ্ট করবে না তাদের মহা-ভীতি এবং ফিরিশতগণ তাদের অভ্যর্থনা করবে এ বলে : এই তোমাদের সে দিন যার ওয়াদা তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।

সূরা হাজ্জ, ২২ : ৭৫

৭৫. আল্লাহ্ মনোনীত করেন ফিরিশতাদের মধ্য হতে বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য থেকেও; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।

○ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

৬৭- وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ○

১০২- قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ○

৬০- أَفَأَصْفُكُمْ رَبِّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ○ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ○

৯৫- قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ○

১০৩- لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ○ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ○

৭৫- اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ○ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ○

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ২৪

২৪. আর বললো : তার কাওমের প্রধানরা, যারা কুফরী করেছিল : এতো তোমাদের মতই এক জন মানুষ, সে চায় তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে ফিরিশ্তাই পাঠাতেন। আমরা তো এ কথা শুনি নি আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কালেও।

সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭, ২১, ২২, ২৫, ২৬

৭. আর তারা বলে : এ কেমন রাসূল, যে খাবার খায় এবং চলাফেরা করে হাটে-বাজারে ? কেন নাযিল করা হল না তার কাছে কোন ফিরিশ্তা, যে তার সংগে থাকতো সতর্ককারীরূপে?
২১. আর তারা বলে, যারা আমার সাক্ষাত কামনা করে না, কেন আমাদের কাছে নাযিল করা হলো না ফিরিশ্তা ? অথবা আমরা প্রত্যক্ষ করি না কেন আমাদের রবকে ? তারা তো অহংকার পোষণ করে তাদের অন্তরে এবং তারা সীমালংঘন করেছে গুরুতররূপে।
২২. সে দিন তারা প্রত্যক্ষ করবে ফিরিশ্তাদের, সেদিন কোন সুসংবাদ থাকবে না অপরাধীদের জন্য এবং তারা বলবে : বাঁচাও, বাঁচাও।
২৫. আর সে দিন বিদীর্ণ হবে আসমান মেঘপুঞ্জসহ এবং নামিয়ে দেওয়া হবে বহু ফিরিশ্তা-
২৬. সে দিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর। আর সেদিনটি হবে কাফিরদের জন্য কঠিন।

সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৯২, ১৯৩, ১৯৪

১৯২. আর কুরআন তো নাযিল হয়েছে রাক্বুল আলামীনের তরফ থেকে।

২৪- فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ○

৭- وَقَالُوا مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْشِئُ فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ○
২১- وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا ○

২২- يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَحْجُورًا ○
২৫- وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ○

২৬- الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ○
وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ○

১৯২- وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

১৯৩. অবতরণ করেছে তা নিয়ে জিব্রাঈল-

১৯৪. আপনার অন্তরে, যাতে আপনি সতর্ক-
কারী হতে পারেন।

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪৩, ৫৬

৪৩. আল্লাহ্ যিনি রহমত করেন তোমাদের প্রতি এবং তাঁর ফিরিশ্তাও দু'আ করে, তিনি তোমাদের বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

৫৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নবীর প্রতি রহম করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তারাও তার জন্য দু'আ করেন। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও দরুদ পাঠ কর তাঁর প্রতি এবং যথাযথভাবে সালাম পেশ কর।

সূরা সাবা, ৩৪ : ৪০, ৪১

৪০. আর যে দিন একত্র করবেন তিনি তাদের সকলকে, এরপর বলবেন ফিরিশ্তাদের : এরা কি তোমাদেরই উপাসনা করতো ?

৪১. ফিরিশ্তারা বলবে : আপনি পবিত্র, মহান! আপনি আমাদের অভিভাবক, তারা নয়। বরং তারা উপাসনা করতো জিনদের এবং এদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী।

সূরা ফাতির, ৩৫ : ১

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি সৃষ্টিকর্তা আসমান ও যমীনের, যিনি করেন ফিরিশ্তাদের বার্তাবাহক যারা দুই-দুই, তিন-তিন অথবা চার-চার পাখা বিশিষ্ট। তিনি বৃদ্ধি করেন সৃষ্টিতে যা তিনি ইচ্ছা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তি-মান।

১৯৩- نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ○

১৯৪- عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ○

৪৩- هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ

لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ○

৫৬- إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ

وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○

৪০- وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ

لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ○

৪১- قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ

بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ

أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ○

১- الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ

مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا يَرِيذُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

সূরা সাফ্যাত, ৩৭ : ১৪৯, ১৫০

১৪৯. আর আপনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করুন :
আপনার রবের জন্যই কি কন্যা সন্তান
এবং তাঁদের জন্য পুত্র সন্তান ?
১৫০. অথবা আমি কি সৃষ্টি করেছি,
ফিরিশ্-তাদের নারীরূপ, আর তারা
দেখছিল ?

সূরা ছোয়াদ, ৩৮ : ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪

৭১. স্মরণ করুন, বলেছিলেন আপনার রব
ফিরিশ্-তাদের : নিশ্চয় আমি সৃষ্টি
করবো মানুষ কাদা-মাটি থেকে,
৭২. পরে যখন আমি তার সৃষ্টি সম্পন্ন
করবো এবং ফুঁকে দেব তাতে আমার
থেকে রুহ, তখন তোমরা তাঁর প্রতি
সিজ্দাবনত হয়ো।
৭৩. তখন সিজ্দা করলো ফিরিশ্-তারা
সকলেই একত্রে-
৭৪. ইবলীস ব্যতীত, সে অহংকার করলো
এবং কাফিরদের শামিল হলো।

সূরা যুমার, ৩৯ : ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫

৭১. আর হাঁকিয়ে নেওয়া হবে কাফিরদের
জাহান্নামের দিকে দলে দলে। এমনকি
যখন তারা উপস্থিত হবে জাহান্নামের
কাছে তখন খুলে দেয়া হবে এর দরজা
এবং তাদের বলবে জাহান্নামের রক্ষী
ফিরিশ্-তারা : আসেননি কি তোমাদের
কাছে, তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ,
যারা তিলাওয়াত করতেন তোমাদের
কাছে, তোমাদের রবের আয়াতসমূহ
এবং তোমাদের সতর্ক করতেন এ
দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে ? তারা
বলবে : অবশ্যই এসেছিলেন। কিন্তু
অবধারিত হয়ে আছে, আযাবের সিদ্ধান্ত
কাফিরদের জন্য।

১৪৯- فَاسْتَفْتِهِمْ

○ الرَّبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ

১৫০- أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ

إِنَاثًا وَهُمْ شُهُودُونَ ○

৭১- إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي

خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ○

৭২- فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

فَقَعُوا لَهُ سُجَّدِينَ ○

৭৩- فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ○

৭৪- إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

৭১- وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ

مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ

آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُوكُم

لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا

قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ

○ عَلَى الْكَافِرِينَ

৭২. তাদের বলা হবে, তোমরা প্রবেশ কর জাহান্নামের দরজা দিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। আর কত নিকৃষ্ট অহঙ্কারীদের আবাস!

৭৩. আর নিয়ে যাওয়া হবে দলেদলে জান্নাতের দিকে তাদের যারা ভয় করতো তাদের রবকে, এমন কি যখন তারা উপস্থিত হবে জান্নাতের কাছে যখন উন্মুক্ত থাকবে এর দরজাসমূহ এবং তাদের বলবে জান্নাতের প্রহরী ফিরিশ্তারা : সালাম তোমাদের প্রতি, তোমরা সুখী হও এবং প্রবেশ কর এখানে চিরকাল থাকার জন্য।

৭৪. আর তারা বলবে : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সত্য প্রতিপন্ন করেছেন আমাদের জন্য তাঁর ওয়াদা এবং আমাদের মালিক করেছেন এ জান্নাতের! আমরা বসবাস করবো এ জান্নাতের যেখানে চাই সেখানে। উত্তম পুরস্কার নেককরকারদের জন্য!

৭৫. আর আপনি দেখবেন ফিরিশ্তারা আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছে। আর বিচার করা হবে বান্দাদের মাঝে যথাযথভাবে এবং বলা হবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি রব সারা-জাহানের।

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৭, ৮, ৯

৭. আর যে ফিরিশ্তারা বহন করেছে আরশ, এবং যারা এর চারপাশে আছে, তারা সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে তাদের রবের এবং ঈমান রাখে তাঁর প্রতি; আর ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে এ বলে : হে আমাদের রব! আপনি

۷۲- قِيلَ ادْخُلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ○

۷۳- وَسَيُقَ الْذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ○

۷۴- وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ ۚ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَّبِعُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَمِلِينَ ○

۷۵- وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَاقِقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

۷- الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا

পরিব্যাণ্ড করে আছেন সব কিছু রহমতে ও জ্ঞানে। অতএব আপনি ক্ষমা করুন তাদের যারা তাওবা করে এবং অনুসরণ করে আপনার পথ, আর রক্ষা করুন তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে,

৮. হে আমাদের রব! আপনি দাখিল করুন তাদের স্থায়ী জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদের দিয়েছেন, এবং তাঁদের মাতাপিতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মাঝে যারা নেককার তাদেরও। আপনি তো পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা,

৯. আর আপনি রক্ষা করুন তাদের অমঙ্গল থেকে এবং যাতে আপনি রক্ষা করবেন অমঙ্গল থেকে সে দিন, তাকে তো আপনি রহম করবেন। আর এ তো মহাসাফল্য!

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্জদা, ৪১ : ৩০, ৩১, ৩২, ৩৮

৩০. নিশ্চয় যারা বলে : আমাদের রব আল্লাহ্, তারপর তারা অবিচলিত থাকে, নাখিল হয় তাদের কাছে ফিরিশ্তা এবং বলে : তোমরা ভয় করো না এবং চিন্তা ও করো না, আর সুসংবাদ শোন সে জান্নাতের, যার ওয়াদা তোমাদের দেয়া হয়েছিল।

৩১. আমরা তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতেরও, তোমাদের জন্য সেখানে রয়েছে, যা তোমাদের মন চাইবে তা-ই এবং তোমাদের জন্য সেখানে রয়েছে যা কিছু তোমরা ফরমায়েশ করবে।

৩২. এতো মেহমানদারী পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্র তরফ থেকে।

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا
فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ
وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ○

৮- رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ
وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

৯- وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ
يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ
وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

৩০- إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ
ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ
الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ○

৩১- نَحْنُ أَوْلِيُّكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ
أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ○

৩২- نَزَّلًا مِنْ غَفْوَرٍ رَحِيمٍ ○

৩৮. যদিও ওরা অহংকার করে, তবুও যে ফিরিশ্তারা আপনার রবের কাছে রয়েছে, তারা তো তাঁর তাসবীহ করে রাতে ও দিনে এবং তারা এতে ক্লাস্তিবোধ করে না।

সূরা শূরা, ৪২ : ৫

৫. আকাশমণ্ডলী উপর থেকে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়, আর ফিরিশ্তারা সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে তাদের রবের এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে দুনিয়াবাসীদের জন্য। জেনে রাখ, আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা কাফ্, ৫০ : ১৭, ১৮, ২১, ২২, ২৩

১৭. স্মরণ রেখ, দু'জন লিপিবদ্ধকারী ফিরিশ্তা ডানে ও বামে বসে লিপিবদ্ধ করে;

১৮. মানুষ কোন কথাই বলে না, কিন্তু তার কাছে উপস্থিত থাকে তৎপর প্রহরী।

২১. সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তার সাথে থাকবে চালক ও সাক্ষী দু'জন ফিরিশ্তা।

২২. তাকে বলা হবে; তুমি তো ছিলে এ দিন সম্পর্কে গাফিল, এখন আমি উন্মোচন করলাম তোমার সামনে থেকে পর্দা। ফলে তোমার দৃষ্টি হয়েছে আজ তীক্ষ্ণ।

২৩. আর বলবে তার সঙ্গী ফিরিশ্তা : এই তো আমার কাছে আমলনামা প্রস্তুত।

সূরা নাজম, ৫৩ : ৫, ৬, ৭, ২৬

৫. রাসূলকে শিক্ষা দেয় শক্তিশালী জিব্বারসিল ফিরিশ্তা,

৬. যে সহজাত শক্তিসম্পন্ন। এরপর স্বীয় আকৃতিতে প্রকাশ পায়-

৩৮- فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمُونَ ○

৫- تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

১৭- اذِيتَلَقَى الْمَتَلَقَيْنِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ○

১৮- مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ○

২১- وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ○

২২- لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ○

২৩- وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ○

৫- عَلَيْهِ شَدِيدُ الْقُوَى ○

৬- ذُو مِرَّةٍ ۖ فَاسْتَوَى ○

৭. এমতাবস্থায় যে, সে উর্ধদিগন্তে স্থিত ছিল।

২৬. আর অনেক ফিরিশ্তা রয়েছে আসমানে। তাদের কোন সুপারিশ কোন কাজে আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ অনুমতি দেন, যাকে ইচ্ছা করেন এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে।

সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৪, ৬

৪. আর যদি তোমরা উভয় নবী পত্নী নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্-ই তাঁর বন্ধু এবং জিব্রাঈল ও নেক্কার মু'মিনরাও; আর এছাড়া অন্যান্য ফিরিশ্তারাও তাঁর সাহায্যকারী।

৬. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা রক্ষা কর নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে দোষখের আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, শক্তিশালী ফিরিশ্তারা; যারা অমান্য করে না আল্লাহ্ যা আদেশ করেন তাদের তা এবং তারা তা-ই করে যা করতে তারা আদিষ্ট।

সূরা হাক্কা, ৬৯ : ১৭

১৭. আর সেদিন ফিরিশ্তা থাকবে আসমানের কিনারায় এবং বহন করবে আপনার রবের আরশকে আটজন ফিরিশ্তা তাদের উর্ধে।

সূরা মা'আরিজ, ৭০ : ৪

৪. উর্ধগামী হবে ফিরিশ্তারা ও রুহ আল্লাহ্র দিকে এমন এক দিনে যার পরিমাপ পঞ্চাশ হাজার বছর।

৭- وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى

২৬- وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى

৬- وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ

৬- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

১৭- وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهِمْ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةٌ

৪- تَعْرَبُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

সূরা মুদাস্‌সির, ৭৪ : ৩০, ৩১

৩০. দোষখের তত্ত্বাবধানের রয়েছে উনিশজন ফিরিশ্তা।

৩১. আর আমি ফিরিশ্তাদের করেছি জাহান্নামের প্রহরী এবং তাদের সংখ্যা উল্লেখ করেছি কেবল কাফিরদের পরীক্ষার জন্য, যাতে কিতাবীদের ইয়াকীন হয় এবং মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং সন্দেহ না করে কিতাবীরাও মু'মিনরা। ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং যারা কাফির তারা বলবে : আল্লাহ কি চান এ ধরণের অভিনব উক্তি দিয়ে ? এভাবেই আল্লাহ গুমরাহ করেন যাকে চান এবং হিদায়েত দেন যাকে চান, আর কেউ জানে না আপনার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া। আর এ বর্ণনা তো মানুষের জন্য উপদেশমাত্র।

সূরা নাবা, ৭৮ : ৩৮

৩৮. সে দিন দাঁড়াবে রুহ ও ফিরিশ্তাগণ সারিবদ্ধভাবে, কোন কথা বলবে না তারা, তবে সে ব্যতীত যাকে অনুমতি দেবেন দয়াময় আল্লাহ এবং সে যথার্থ বলবে।

সূরা তাক্বীর, ৮১ : ১৯, ২০, ২১

১৯. নিশ্চয় এ কুরআন তো আল্লাহর কালাম এক সম্মানিত ফিরিশ্তা কর্তৃক আনীত,
২০. যে অত্যন্ত শক্তিশালী, আরশের মালিকের কাছে মর্যাদাসম্পন্ন,
২১. সেথায় মান্য এবং বিশ্বাসভাজন।

সূরা ইনফিতার, ৮২ : ১০, ১১, ১২

১০. আর নিশ্চয় তোমাদের জন্য আছে হিফায়তকারী,

২- عَلِيهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝

২১- وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۖ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً ۚ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۖ لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ

২৮- يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ

صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ

إِلَّا مَن أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝

১৭- إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝

২- ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝

২১- مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝

১- وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝

১১. সম্মানিত লেখক ফিরিশ্তাগণ,
 ১২. যারা জানে তোমরা যা কর।
 সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩ : ২১
 ২১. আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্তাগণ
 ইল্লিনে রক্ষিত আমলনামার জন্য সাক্ষ্য
 দেবেন।
 সূরা আ'লা, ৮৬ : ৪
 ৪. প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই রয়েছে হিফায়ত-
 কারী ফিরিশ্তা।
 সূরা ফাজর, ৮৯ : ২১, ২২, ২৩
 ২১. যখন পৃথিবীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে।
 ২২. এবং আপনার রব উপস্থিত হবেন, আর
 ফিরিশ্তারাও সারিবদ্ধভাবে,
 ২৩. আর সেদিন উপস্থিত করা হবে
 জাহান্নামকে, তখন উপলব্ধি করবে
 মানুষ, কিন্তু এ উপলব্ধি তার কি কাজে
 আসবে?
 সূরা আলাক, ৯৬ : ১৮
 ১৮. অবশ্যই আমি ডাকবো জাহান্নামের
 ফিরিশ্তাদের।
 সূরা কাদর, ৯৭ : ৪,
 ৪. অতবরণ করে ফিরিশ্তাগণ ও রুহ-
 জিব্রাইল। সে রাতে তাদের রবের
 নির্দেশে প্রত্যেক বিষয় নিয়ে।

১১-كِرَامًا كَاتِبِينَ ○
 ১২-يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ○

২১-يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ○

৪-إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ○

২১-كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ○
 ২২-وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ○

২৩-وَجِئْنَا يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ
 يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ
 وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ○

১৮-سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ○

৪-تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ
 فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ○

কিতাবুল্লাহ-আল্লাহর কিতাব

সূরা বাকারা, ২ : ২, ২৩, ২৪, ৪১, ৪২, ৪৪, ৫৩, ৭৮, ৭৯, ৮৫, ৮৭, ৮৯, ১০১, ১২১, ১২৯, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৫১, ১৫৯, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ২১৩, ২৩১, ২৮৫

২. এই কিতাব, নেই কোন সন্দেহ এতে, ইহা হিদায়েত মুত্তাকীদের জন্য।

২৩. আর যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ কর আমি যা নাযিল করেছি আমার বান্দার উপর তাতে, তাহলে নিয়ে এসো কোন সূরা তার অনুরূপ। আর ডাক তোমাদের সাহায্যকারীদের আল্লাহ ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

২৪. আর যদি তোমরা তা না কর এবং তোমরা কখনই তা করতে পারবে না, তবে ভয় কর সে আগুনকে, যার জ্বালানী মানুষ এবং পাথর, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য।

৪১. আর তোমরা ঈমান আনো তাতে, যা আমি নাযিল করেছি, যা প্রত্যয়ণ করে তোমাদের কাছে যা আছে তা, অতএব তোমরা এর প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না এবং বিক্রি করো না আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে। আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো।

৪২. আর তোমরা মিশ্রিত করো না সত্যকে মিথ্যার সাথে এবং গোপন করো না সত্যকে জেনেগুনে।

২- ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۚ فِيهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝

২৩- وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ سَوْءَ مَا أَدْعُوا ۚ شَٰهَدَاءُكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

২৪- فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَٰن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ أُعِدَّتْ لِّلْكَافِرِينَ ۝

৪১- وَإِمْنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ سَوْءَ مَا تَشْتَرُونَ بِآيَاتِي ثُمَّ قَلِيلًا ۚ وَإِنِّي فَاتَّقُون ۝

৪২- وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

৬৬- أَتَاْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ
أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ؕ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

৬৭- وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

৭৮- وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ
إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ○

৭৯- قَوْلِ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ
ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ
ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلِ لَهُمْ مِمَّا كُتِبَتْ أَيْدِيهِمْ
وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ○

৮০- ... أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِبَعْضٍ ؕ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ
مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

৮৭- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَّيْنَا
مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ؕ

৮৯- وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

কাছে যা আছে তার সমর্থক এবং তারা এর আগে সাহায্য প্রার্থনা করতো কাফিরদের বিরুদ্ধে এর মাধ্যমে ; তারপর যখন তাদের কাছে এলো সে কিতাব, যা তারা জানতো; তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করলো। অতএব আল্লাহর লানত কাফিরদের প্রতি।

১০১. আর যখন এলেন তাদের কাছে রাসূল* আল্লাহর তরফ থেকে, যিনি তাদের কাছে যা আছে তার সমর্থক ; তখন যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদের একদল আল্লাহর কিতাবকে পেছনে নিক্ষেপ করলো যেন তারা জানে না।

১২১. যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করে, তারাই তাতে ঈমান রাখে। আর যারা তা প্রত্যাখ্যান করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

১২৯. হে আমাদের রব! আর আপনি প্রেরণ করুন তাদের মধ্যে তাদের থেকে একজন রাসূল, যিনি তিলাওয়াত করবেন তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ, শিক্ষা দিবেন তাদের কিতাব ও হিক্মত এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা।

১৪৪. আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা তো নিশ্চিতভাবে জানি যে, ইহা তো সত্য তাদের রবের তরফ থেকে। আর আল্লাহ গাফিল নন, তারা যা করে, সে সম্বন্ধে।

১৪৫. আর আপনি যদি, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের কাছে সমস্ত দলীল উপস্থাপন করেন, তবুও তারা অনুসরণ করবে না আপনার কিব্‌লার

مُصَدِّقٍ لِّمَا مَعَهُمْ
وَكَاثِبًا مِّن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ

فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ○

১০১- وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
مُصَدِّقٍ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ
مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ۖ كَتَبَ اللَّهُ وَرَاءَ
ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

১২১- الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ
تِلَاوَتِهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ
يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ○

১২৯- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

১৪৪- ...وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا
اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ○

১৪৫- وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ

* আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ
بِتَابِعٍ قِبَلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ
أَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
إِنَّكَ إِذًا لِّمِنَ الظَّالِمِينَ ○

১৫৬- الَّذِينَ اتَّبَعْتَهُم كَتَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا
يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۚ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ
لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○

১৫৭- كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ
يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا
وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ○

১৫৮- إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَّا
أُنزِلَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى
مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ
أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ○

১৫৯- إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ
مَّا أُنزِلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ
وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

১৭৫. তারাই ক্রয় করে গুমরাহী হিদায়েতের বিনিময়ে এবং আযাব ক্ষমার বিনিময়ে ; তারা কতই না ধৈর্যশীল দোযখের শাস্তি সহ্য করতে!

১৭৬. ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ তো নাযিল করেছেন কিতাব* সত্যসহ, কিন্তু যারা মতভেদ সৃষ্টি করেছে সে কিতাবে, তারা তো রয়েছে ভয়ংকর মতবিরোধে।

১৭৭. নেই কোন পুণ্য তোমাদের মুখ ফিরানোতে পূর্বদিকে ও পশ্চিম দিকে, কিন্তু পুণ্য রয়েছে তার জন্য, যে ঈমান আনে আল্লাহ্ প্রতি, শেষ দিনের প্রতি, ফিরিশ্তাদের প্রতি, কিতাবের প্রতি, নবীদের প্রতি এবং আল্লাহর মহব্বতে অর্থ দান করে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিস্কীন, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থনা-কারীদের এবং দাস-মুক্তিতে ; আর সালাত কায়ম করে ও যাকাত দেয় এবং ওয়াদা করে তা পূরণ করে, ধৈর্যধারণ করে অর্থ সংকটে, দুঃখ ক্লেশে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে। এরাই প্রকৃত সত্যবাদী এবং এরাই মুত্তাকী।

২১৩. মানুষ ছিল এক উম্মাত। তারপর আল্লাহ্ নবীদের প্ররণ করেন সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে, আর নাযিল করেন তাদের সাথে কিতাব সত্যসহ, মীমাংসা করার জন্য লোকদের মাঝে যে বিষয় তারা মতবিরোধ করতো তার। আর যাদের তা দেওয়া হয়েছিল, তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর তারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাতে মতবিরোধ করেছিল। আল্লাহ্ হিদায়েত দিয়েছেন তাদের যারা ঈমান এনেছে, তারা হক সম্পর্কে যে মতবিরোধ করতো তাতে,

১৭৫-أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۖ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۝

১৭৬-ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۚ وَاِنَّ الَّذِیْنَ اٰخْتَلَفُوْا فِی الْكِتٰبِ لَفِیْ شِقَاقٍ بَعِیْدٍ ۝

১৭৭-لَیْسَ الْبِرُّ اَنْ تَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِیْقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِیِّیْنَ ۚ وَاٰتٰی الْمَالَ عَلٰی حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسْكِیْنَ وَابْنِ السَّبِیْلِ ۚ وَالسَّٰیِلِیْنَ وَفِی الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتٰی الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوَفُّونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصَّٰبِرِیْنَ فِی الْبَاسِ ۚ وَالضَّرَآءِ وَحِیْنَ الْبَاسِ ۚ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝

২১৩-كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۚ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِیْنَ مُبَشِّرِیْنَ وَمُنذِرِیْنَ ۚ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لَیَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیْمَا اٰخْتَلَفُوْا فِیْهِ ۚ وَمَا اٰخْتَلَفَ فِیْهِ اِلَّا الَّذِیْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمْ الْبَیِّنٰتُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ ۚ فَهَدٰى اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

* সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআন।

নিজ অনুগ্রহে। আর আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেন যাকে চান সরল-সঠিক পথে।

২৩১. আর তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামত এবং যা তিনি নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি কিতাব ও হিক্মত, যা দিয়ে তোমাদের উপদেশ দেন। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং জেনে রাখ আল্লাহ-ই সর্ববিষয় সর্বজ্ঞ।

২৮৫. ঈমান এনেছেন রাসূল তাতে, যা নাযিল করা হয়েছে তাঁর প্রতি তাঁর রবের তরফ থেকে এবং মু'মিনগণও। তাঁরা সকলেই ঈমান এনেছেন আল্লাহে, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং (তারা বলে) আমরা কোন তারতম্য করি না তাঁর কোন রাসূলগণের মধ্যে। আর তারা বলে : আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি। হে আমাদের রব! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩, ৪, ৭, ১৯, ২০, ২৩, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৯, ৮১, ৮৪, ১৬৪, ১৮৪

৩. আল্লাহ্ নাযিল করেছেন আপনার প্রতি কিতাব (পবিত্র কুরআন) সত্যসহ, সমর্থকরূপে এর পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার এবং তিনি নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইনজীল।

৪. এর পূর্বে, মানুষের হিদায়েতের জন্য। আর তিনি নাযিল করেছেন হক ও বাতিল পার্থক্যকারী ফুরকান*। নিশ্চয় যারা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্র আয়াত, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর

لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِآذِنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

২৩১-..... وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

২৮৫-أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا تَفَرُّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ عَفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ○

৩-نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ○

৪-مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ الدِّينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ

* পবিত্র কুরআনে আরেকটি নাম।

আযাব। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা।

وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝

৭. আল্লাহ্ই নাযিল করেছেন আপনার প্রতি কিতাব, যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, তা কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো দ্ব্যর্থবোধক, অস্পষ্ট। তবে যাদের অন্তরে রয়েছে বক্রতা, তারা অনুসরণ করে যা দ্ব্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট তা, ফিতনা ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে। আর কেউ জানে না এর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া। তবে যারা জানে সুগভীর তারা বলে : আমরা এতে ঈমান রাখি, সমস্তই আমাদের রবের তরফ থেকে এসেছে। আর কেউ-ই উপদেশ গ্রহণ করে না বোধশক্তি-সম্পন্নেরা ছাড়া।

۷- هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

১৯. দীন তো আল্লাহ্র কাছে শুধু ইসলাম। যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারা তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরে, নিজেদের মধ্যে বিদ্বেষবশত মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর যে কেউ আল্লাহ্র আয়াত সম্পর্কে কুফরী করবে, তবে আল্লাহ্ তো দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী।

۱۹- إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

২০. তারপর যদি তারা আপনার সংগে তর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে আপনি বলুন : আমি আত্মসমর্পণ করেছি আল্লাহ্র কাছে এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর বলুন : তাদের, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে এবং নিরক্ষরদেরও তোমরাও কি ইসলাম গ্রহণ করেছে? যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তো তারা হিদায়েতপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তো আপনার দায়িত্ব কেবল প্রচার করা। আর আল্লাহ্র সম্যক দ্রষ্টা বান্দাদের সম্পর্কে।

۲۰- فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۚ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ ۚ وَاللَّهُ بِصِرَاطٍ بِالْعِبَادِ ۝

২২- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا
مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ○

৬৭-.....إِذَا قُضِيَ أَمْرٌ
فَرَأَيْنَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○
৬৮- وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ○
৬৯- وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ

৬৬- قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا
مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ○

৬৫- يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي
إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ
إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

৬৭- وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَوْ يُضِلُّوكُمْ ۚ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ
وَمَا يَشْعُرُونَ ○

৭০. হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান কর, অথচ তোমরাই সাক্ষ্য দিচ্ছ ?

৭১. হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা মিশ্রিত করছো হককে বাতিলের সাথে এবং গোপন করছ হক, অথচ তোমরা জান ?

৭৯. কোন ব্যক্তির জন্য সংগত নয় যে আল্লাহ তাকে কিতাব, হিক্মত ও নবুওয়াত দান করার পর সে লোকদের বলবে : তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও আল্লাহকে ছেড়ে ; বরং সে বলবে : তোমরা হয়ে যাও আল্লাহ-ওয়ালা ; যেহেতু তোমরা শিক্ষা দাও কিতাব এবং তোমরা তা অধ্যয়ন কর ।

৮১. আর স্মরণ কর, অঙ্গীকার নিয়েছিলেন আল্লাহ নবীদের থেকে যে, কিতাব ও হিক্মত থেকে যা কিছু আমি তোমাদের দিব, তারপর আসবে তোমাদের কাছে একজন রাসূল সমর্থকরূপে তোমাদের কাছে যা আছে তার, তখন অবশ্যই তোমরা ঈমান আনবে তাঁর প্রতি এবং অবশ্যই সাহায্য করবে তাঁকে..... ।

৮৪. বলুন, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি, আর যা নাযিল করা হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানদের প্রতি এবং যা দেওয়া হয়েছে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের রবের তরফ থেকে । আমরা কোন পার্থক্য করি না তাঁদের কারো মধ্যে এবং আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পনকারী । (আরো দেখুন- ২ : ১৩৬)

৭০. يَا هَلْ أَكْتَبَ لِمَ تَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ○

৭১. يَا هَلْ أَكْتَبَ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ
بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

৭৯. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ
كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ
وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ○

৮১. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ○

৮৪. قُلْ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا
وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ
مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

১৬৪. আল্লাহ্ তো অনুগ্রহ করেছেন মু'মিনদের প্রতি যে, তিনি পাঠিয়েছেন তাদের মাঝে একজন রাসূল তাদের নিজেদের মধ্য থেকে, যিনি তিলাওয়াত করেন তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ, পরিশুদ্ধ করেন তাদের এবং তাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হিক্মত। যদিও তারা ছিল এর পূর্বে স্পষ্ট গুমরাহীতে।

১৮৪. তারপর যদি তারা অস্বীকার করে (হে রাসূল!) আপনাকে। তবে তো অস্বীকার করা হয়েছিল আপনার আগের রাসূলদের, যারা এসেছিল স্পষ্ট নিদর্শন, সহীফা ও উজ্জ্বল কিতাবসহ।

সূরা নিসা, ৪ : ৫৪. ১০৫, ১১৩, ১২৭, ১৩৬, ১৪০, ১৬২, ১৬৬, ১৭৪

৫৪. অথবা তারা কি ঈর্ষা করে লোকদের, আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন, সে জন্য? আমি তো দিয়েছিলাম ইব্রাহীমের বংশধরকে কিতাব ও হিক্মত এবং দিয়েছিলাম তাদের বিশাল সাম্রাজ্য।

১০৫. নিশ্চয় আমি তো নাযিল করেছি কিতাব আপনার প্রতি সত্যসহ, যাতে আপনি ফয়সালা করেন লোকদের মাঝে আল্লাহ্ যা আপনাকে জানিয়েছেন, সে অনুযায়ী। আর আপনি হবেন না খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী।

১১৩. ... আর নাযিল করেছেন আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব ও হিক্মত এবং তিনি শিক্ষা দিয়েছেন আপনাকে, যা আপনি জানতেন না তা। আর আপনার প্রতি রয়েছে আল্লাহ্র মহাঅনুগ্রহ।

১২৭. আর লোকেরা বিধান জানতে চায় আপনার কাছে নারীদের ব্যাপারে। আপনি বলুন : আল্লাহ্ তোমাদের বিধান

১৬৪-لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○

১৮৪-فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ○

৫৪-أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ○

১০৫-إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ○

১১৩-وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ○

১২৭-وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۚ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

দিচ্ছেন তাদের ব্যাপারে এবং এ বিষয়েও যা পাঠ করা হচ্ছে তোমাদের প্রতি কিতাবে-ইয়াতীম নারীদের ব্যাপারে, যাদের তোমরা প্রদান কর না যা তাদের প্রাপ্য ছিল, অথচ তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর তাদের বিয়ে করতে এবং অসহায় শিশুদের ব্যাপারেও, তোমরা কায়েম থেকো ইয়াতীমদের ব্যাপারে ন্যায্যবিচারে। আর তোমার যে সংকাজ কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

১৩৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দৃঢ়ভাবে ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি নাযিল করেছেন এর আগে। আর যে অস্বীকার করবে আল্লাহকে, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূল এবং কিয়ামতকে; সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।

১৪০. আর তিনি তো নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি কিতাবে যে, যখন শুনবে তোমরা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করা হচ্ছে এবং বিদ্রূপ করা হচ্ছে এর, তখন বসবে না তোমরা তাদের সাথে, যতক্ষণ না তারা লিপ্ত হয় অন্য কোন কথায়; অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ একত্র করবেন মুনাফিক ও কাফির সকলকে জাহান্নামে।

১৬২. কিন্তু যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানে সুগভীর এবং মু'মিন, তারা ঈমান আনে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তাতেও; আর যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত

فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ ۚ وَالْمُسْتَضْعِفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۚ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتَمٰى بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ۝

১৩৬- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَلَ عَلٰى رَسُوْلِهِ ۚ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرَسُوْلِهٖ وَيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ۝

১৪০- وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْنٰكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰیٰتِ اللّٰهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيَسْتَهْزِءُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخْرُجُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غٰیِرَةٍ ۚ ۝ اِنَكُمْ اِذَا مِثْلُھُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ جٰمِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِیْعًا ۝

১৬২- لٰكِنِ الرَّسَّخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْھُمْ ۚ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ ۚ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ ۚ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ
جَزَاءً عَظِيمًا ۝

১৬৬- لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

১৭৫- يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ
مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا
إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ۝

১৭-..... قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ
وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ۝

১৬- يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ
سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمُ
مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ
وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

১৩- وَكَيْفَ يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ
فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝

১৫- إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى
وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ

অনুগত তাদের, যারা ছিল ইয়াহুদী এবং রাক্বানীগণ ও পণ্ডিতগণও, কেননা তাদের মুহাফিয বানানো হয়েছিল আল্লাহ্র কিতাবের আর তারা ছিল এর সাক্ষী। অতএব তোমরা ভয় করো না মানুষকে বরং ভয় কর আমাকে, আর বিক্রি করো না আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে। যারা ফয়সালা দেয় না আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে তারাই কাফির।

৪৫. আর আমি বিধান দিয়েছিলাম তাদের তাওরাতের যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। আর যে কেউ প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দিবে তা হবে তার জন্য কাফ্যারা। আর যারা ফয়সালা দেয় না, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী তারাই যালিম।

৪৬. আর আমি তাদের পরে পাঠিয়েছিলাম ঈসা ইবন মারইয়ামকে সমর্থকরূপে তার পূর্ববর্তী তাওরাতের এবং আমি তাকে দিয়েছিলাম ইনজীল, যাতে ছিল হিদায়েত ও নূর এবং সমর্থকরূপে তার পূর্ববর্তী তাওরাতে এবং হিদায়াত ও উপদেশরূপে মুত্তাকীদের জন্য।

৪৭. আর যেন ফয়সালা দেয় ইনজীলের অনুসারীরা, আল্লাহ্ তাতে যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী। আর যারা ফয়সালা দেয় না, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী, তারা তো ফাসিক।

৪৮. আর আমি নাযিল করেছি কিতাব আপনার প্রতি সত্যসহ, সমর্থকরূপে এর পূর্ববর্তী কিতাবের এবং তার সংরক্ষকরূপে; অতএব আপনি ফয়সালা

أَسْأَلُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّنِيِّونَ
وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا
النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي
ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝

৪৫- وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ لَا وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ
وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

৪৬- وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ
مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ
هُدًى وَنُورٌ ۖ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَهُدًى وَنُورٌ ۖ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفَيْنَاهُ التَّوْرَةَ بَالِغًا فِيهَا ۖ وَقَبَّلْنَاهُ فِي يَدِ
أَيْمَانِهِ ۖ وَقُلْنَا قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ النَّاسِ إِذْ
خَرَجْنَاكَ مِنَ الْبَيْتِ ۖ وَتُحِبُّ الْمَالَ أَكْثَرَ
مِمَّا تُحِبُّ النَّاسَ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ أَهْلَكَ
بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ فَسَيَكُونُ فِيهِمْ كَمَثَلِ الْفَخْرِ
وَالْحُلِيِّ ۚ وَتُؤْتِيهِمُ اللَّهُ مِمَّا رَزَقْتَ
مَنْ تَشَاءُ ۚ وَهُوَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

৪৭- وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

৪৮- وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ

করবেন তাদের মাঝে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী এবং অনুসরণ করবেন না তাদের খেয়াল খুশীর, আপনার কাছে যে সত্য এসেছে তা ছেড়ে..... ।

১১০. স্মরণ কর, আল্লাহ্ বললেন : হে ঈসা ইবন মারইয়াম! স্মরণ কর আমার নিয়ামত তোমার প্রতি এবং তোমার মায়ের প্রতি যে, সাহায্য করেছিলাম আমি তোমাকে জিব্রাইলকে দিয়ে তুমি কথা বলতে লোকদের সাথে দোলনায় থাকাবস্থায় এবং পরিণত বয়সে, আর আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিতাব ও হিকমত, তাওরাত ও ইনজীল, আর তুমি আকৃতি তৈরি করতে কাদা-মাটি দিয়ে পাখী সদৃশ আমার অনুমতিক্রমে, তারপর তাতে ফুঁক দিতেন, ফলে তা হয়ে যেত পাখী আমার অনুমতিতে, আর তুমি আরোগ্য করতেন জন্মান্ন ও কুষ্ঠ রোগীকে আমার অনুমতিক্রমে, আর মৃতকে জীবিত করে বের করে আনতেন আমার অনুমতিতে

সূরা আন'আম, ৬ : ১৯, ৩৮, ৮৯, ৯১, ৯২, ১১৪, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭

১৯. বলুন : কে সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য প্রদানে ? বলুন : আল্লাহ্ সাক্ষী আমার ও তোমাদের মাঝে, আর এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে আমার প্রতি, যেন আমি এ দিয়ে সতর্ক করি তোমাদের এবং যাদের কাছে তা পৌছবে তাদের । তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্র সংগে অন্য মাবুদ ও আছে ? বলুন : আমি সে সাক্ষ্য দেই না । বলুন : তিনি তো এক ইলাহ্ এবং আমি অবশ্যই মুক্ত, তোমরা যে শিরক কর তা থেকে ।

وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۖ

১১০- إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ ۖ إِذْ أُيِّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۖ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ

১৯- قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۚ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۖ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝

৩৮. আর পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণশীল জীব নেই, আর নিজের পাখায় ভর করে উড়ে এমন কোন পাখী নেই, যারা তোমাদের মত উন্মাত নয়। আমি কোন কিছুই বাদ দেইনি কিতাবে, অবশেষে তাদের একত্রিত করা হবে তাদের রবের কাছে।

৮৯. আমি দিয়েছিলাম পূর্ববর্তী নবীদের কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত; তবে যদি এখন এ কাফিররা তা অস্বীকার করে তাহলে আমি তা এমন এক কাওমের প্রতি সোপর্দ করবো, যারা তা অস্বীকার করবে না।

৯১. আর তারা যথার্থ মূল্যায়ণ করে না আল্লাহর মর্যাদা, যখন তারা বলে : আল্লাহ তো নাযিল করেননি মানুষের কাছে কিছুই। বলুন : কে নাযিল করেছেন সে কিতাব যা নিয়ে এসেছেন মূসা, যাতে রয়েছে নূর ও হিদায়াত মানুষের জন্য, আর যা তোমরা লিখে রাখতে বিভিন্ন পৃষ্ঠায়, যার কিছু তোমরা প্রকাশ কর এবং যার অধিকাংশ তোমরা গোপন রাখ; আর তোমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল যা তোমরা জানতে না, আর না তোমাদের পিতৃপুরুষরাও ? বলুন : আল্লাহ-ই নাযিল করেছেন। আর তাদের ছেড়ে দিন তাদের খেলাধুলায় মগ্ন থাকতে।

৯২. আর এ মুবারক কিতাব, আমি তা নাযিল করেছি এর পূর্ববর্তী কিতাবের সামর্থ্যকরূপে এবং যেন আপনি তা দিয়ে সতর্ক করেন মক্কা ও এর চারপাশের লোকদের। আর যারা ঈমান রাখে আখিরাতের প্রতি, তারা ঈমান রাখে এতেও এবং তারা তাদের সালাতের হিফায়ত করে।

৩৮- وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمِّمْ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ○

৮৯- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ۖ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ○

৯১- وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ ۚ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ○

৯২- وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ○

১১৪. তবে কি আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সালিসরূপে গ্রহণ করবো-বস্তুত তিনিই নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি বিশদভাবে বিবৃত কিতাব? আর আমি যাদের কিতাব দিয়েছি, তারা জানে, এ কিতাব আপনার রবের তরফ থেকে সত্যসহ নাযিল করা হয়েছে। অতএব আপনি কখনো সন্দেহকারীদের শামিল হবেন না।

১৫৪. তারপর আমি দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব, যারা নেককাজ করে, তাদের জন্য পরিপূর্ণ নিয়ামত স্বরূপ, সব কিছুর জন্য বিশদ বিবরণস্বরূপ এবং হিদায়েত ও রহমতরূপে; যাতে তারা তাদের রবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈমান আনে।

১৫৫. এই মুবারক কিতাব আমি তা নাযিল করেছি, অতএব তোমরা এর অনুসরণ কর এবং সতর্ক হও; আশা করা যায় তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।

১৫৬. পাছে তোমরা বল : কিতাব তো নাযিল করা হয়েছে শুধু আমাদের পূর্ববর্তী দুঃসম্প্রদায়ের উপর; অথচ আমরা তো তাদের পঠন-পাঠন সম্বন্ধে গাফিল;

১৫৭. অথবা তোমরা বল : যদি আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হতো, তবে আমরা অবশ্যই অধিক হিদায়েতপ্রাপ্ত হতাম তাদের চাইতে। এখন তো এসেছে তোমাদের কাছে তোমাদের রবের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হিদায়েত ও রহমত। তাই, কে অধিক যালিম তার চাইতে যে অস্বীকার করে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় তা থেকে? যারা আমার আয়াতসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে

১১৪- أَفَغَيَّرَ اللَّهُ ابْتِغَىٰ حَكْمًا
وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ
مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ
يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ
فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ ○

১৫৪- ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا
عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ
وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاء رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ○

১৫৫- وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ
فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

১৫৬- أَلَمْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنزَلَ الْكِتَابَ عَلَى
طَائِفَتَيْنِ مِّن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَنْ
دِرَاسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ ○

১৫৭- أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا
الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ
فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ
اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي
الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا

নেয়, আমি অবশ্যই তাদের নিকৃষ্ট শাস্তি দেব, তারা যে মুখ ফিরিয়ে নিত তার দরুন।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ২, ৩, ৫২, ১৭০, ১৯৬, ২০৪

২. আপনার কাছে নাখিল করা হয়েছে কিভাবে, অতএব আপনার মনে যেন এর সম্পর্কে কোন সংকোচ না থাকে, এর দ্বারা সতর্কীকরণের ব্যাপারে এবং এ কিভাবে উপদেশ মু'মিনদের জন্য।

৩. তোমরা অনুসরণ কর তার যা নাখিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি, তোমাদের রবের তরফ থেকে এবং তোমরা অনুসরণ করবে না তাঁকে ছেড়ে অন্য অভিভাবকদের। তোমরা তো খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

৫২. আমি তো পৌছিয়েছিলাম তাদের কাছে এমন এক কিভাবে যা আমি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছিলাম পূর্ণজ্ঞানে, তা ছিল হিদায়েত ও রহমত মু'মিন লোকদের জন্য।

১৭০. আর যারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে কিভাবে এবং কয়েম করে সালাত ; আমি তো কখনো বিফল করি না নেক্কারদের শ্রমফল।

১৯৬. নিশ্চয় আমার অভিভাবক হলেন আল্লাহ এবং তিনিই নাখিল করেছেন কিভাবে, আর তিনি অভিভাবক নেক্কারদের।

২০৪. আর যখন পাঠ করা হয় কুরআন, তখন তোমরা তা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং চুপ থাকবে, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।

سُوِّءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُصَدِّقُونَ ○

۲- كُتِبَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِيَتَذَكَّرَ بِهِ ○ وَذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ ○

۳- اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ○ قَلِيلًا مِمَّا تَذَكَّرُونَ ○

۵۲- وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

۱۷۰- وَالَّذِينَ يَمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ○

۱۹۶- إِنَّ وَلِيََّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ○

۲০৪- وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

সূরা তাওবা, ৯ : ১১১

১১১. নিশ্চয় আল্লাহ্ খরিদ করে নিয়েছেন মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল, এর বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র পথে, ফলে তারা হত্যা করে ও নিহত হয়। এ ব্যাপারে সত্য ওয়াদা রয়েছে তাওরাত ইনজীল ও কুরআনে। কে অধিক অংগীকার পালনকারী আল্লাহ্র চাইতে? তোমরা আনন্দিত হও, যে সওদা তোমরা তাঁর সংগে করেছ, সে জন্য এবং তাহলো মহাসাফল্য।

সূরা ইউনুস, ১০ : ৩৭, ৩৮, ৬১, ৯৪, ৯৫

৩৭. আর এ কুরআন এমন নয় যে, তা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ রচনা করবে। পক্ষান্তরে ইহা সমর্থক যা এর পূর্বে নাযিল হয়েছে তার এবং পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা কিতাবের, এতে কোন সন্দেহ নেই ইহা রাক্বুল আলামীনের তরফ থেকে।

৩৮. তারা কি বলে : মুহাম্মদ রচনা করেছে কি এ কুরআন? আপনি বলে দিন : তবে নিয়ে এসো একটি সূরা এর অনুরূপ এবং ডাক যাদের পার আল্লাহ্ ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৬১. আর তুমি যে কোন অবস্থায় থাক এবং কুরআন থেকে যা কিছু তেলাওয়াত কর, আর তোমরা যে কোন কাজ কর, আমি তো তোমাদের সাক্ষী যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আর যমীন ও আসমানের অণু-পরিমাণও তোমার রবের অগোচর নয়, আর তার চাইতে ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর এমন কিছু নাই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে* নেই।

১১১- إِنْ اللّٰهُ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّهُمُ الْجَنَّةُ ۖ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ۖ وَوَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ اَوْفٰ بِعَهْدِهِ ۖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرْ ۚ وَابْيَعُكُمْ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيْمُ

৩৭- وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْآنُ

أَنْ يُفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৩৮- اَمْ يَقُولُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ قُلْ فَاْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَاَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝
৯১- وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ

وَمَا تَسْتَلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شٰهُدًا ۚ اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۚ وَمَا يَعْرُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ وَلَا اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

* 'সুস্পষ্ট কিতাব' বলতে এখানে 'লাওহে মাহফুয' বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ সংরক্ষিত ফলক।

৯৪. আর যদি আপনি সন্দেহে থাকেন, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি তাতে ; তাহলে আপনি জিজ্ঞাসা করুন তাদের, যারা পাঠ করে আপনার পূর্বের কিতাব। নিশ্চয় এসেছে আপনার কাছে সত্য আপনার রবের তরফ থেকে ; তাই আপনি কখনো সন্দেহপোষণ-কারীদের शामिल হবেন না,

৯৫. এবং शामिल হবেন না তাদেরও, যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহর আয়াতসমূহ, তাহলে আপনি হয়ে পড়বেন ক্ষতি-গ্রস্তদের शामिल।

সূরা হূদ, ১১ : ১, ১৭, ১১০

১. আলিফ-লাম-রা। এ কুরআন এমন কিতাব যার আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বিশদভাবে বিবৃত প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের তরফ থেকে।

১৭. কুরআন অমান্যকারীরা কি তাদের সমান, যারা তাদের রবের তরফ থেকে প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যার অনুসরণ করে তাঁর প্রেরিত এক সাক্ষী এবং তার পূর্ববর্তী মূসার কিতাব, যা আদর্শ ও রহমত স্বরূপ? তাহাই এ কুরআনের প্রতি ঈমান আনে, আর যারা অন্যান্য দলের থেকে এ কুরআনকে অস্বীকার করে, দোষখ তাদের প্রতিশ্রুত ঠিকানা। অতএব আপনি এতে সন্দেহপোষণ করবেন না। নিশ্চয় এ কুরআন আপনার রবের তরফ থেকে প্রেরিত সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।

১১০. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব, পরে তাতে মতভেদ ঘটানো হয়েছিল। যদি আপনার রবের পূর্ব-সিদ্ধান্ত না থাকতো তবে তাদের মাঝে

১৪-فَرَأْنِ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ○

১৫-وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

১-الرَّسْمِ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ○

১৭-أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ ۖ فَلَنَأْرَموهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ○

১১০-وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ

وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ○

১- الرُّسُلَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ○

২- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

৩- نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ

بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ۝

وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَفْلِينَ ○

১১১- مَا كَانَ حَدِيثًا

يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ

يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى

وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

১- الرُّسُلَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ۝

وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ○

২৬- وَالَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ الْكِتَابُ يَفْرَحُونَ

بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ

مَنْ يُنْكِرْ بَعْضَهُ ۝

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ

وَلَا أُشْرِكُ بِهِ ۝

إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبٍ ○

৩৭. আর এভাবেই আমি নাযিল করেছি এ কুরআন বিধানরূপে আরবী ভাষায়। তবে যদি আপনি অনুসরণ করেন তাদের খেয়াল-খুশীর; আপনার কাছে জ্ঞান আসার পরে, তাহলে আপনার জন্য আল্লাহর বিরুদ্ধে থাকবে না কোন অভিভাবক, আর না কোন রক্ষক।

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ১

১. আলিফ-লাম-রা। এ কিতাব, আমি নাযিল করেছি তা আপনার প্রতি, যাতে আপনি বের করে আনেন মানুষকে অঁধার থেকে আলোতে, তাদের রবের নির্দেশক্রমে পরাক্রমশালী, প্রশংসিত আল্লাহর পথে।

সূরা হিজর, ১৫ : ১, ৯, ৮৭

১. আলিফ-লাম-রা। এ সব হলো আয়াত আল-কিতাবের এবং স্পষ্ট কুরআনের।
৯. নিশ্চয় আমিই নাযিল করেছি এ কুরআন এবং অবশ্য আমিই-এর নিশ্চিত সংরক্ষক।
৮৭. আর আমি তো আপনাকে দিয়েছি বার বার তিলাওয়াত করা হয় এমন সাত আয়াত* এবং মহান আল-কুরআন।

সূরা নাহল, ১৬ : ৪৪, ৬৪, ৯৮, ১০১, ১০২, ১০৩

৪৪. আর আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি কুরআন যেন আপনি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন মানুষদের, যা নাযিল করা হয়েছে তাদের প্রতি তা ; আর যাতে তারা চিন্তা করে।

۳۷- وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ
حُكْمًا وَعَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنَّ أَتَّبَعْت أَهْوَاءَهُمْ
بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ
مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ۝

۱- الرَّسُولُ كَتَبَ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

۱- الرَّسُولُ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ
وَالْقُرْآنِ مُبِينٍ ۝

۹- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

۸۷- وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي
وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝

۴۴- وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

* সাত আয়াত বলতে সূরা ফাতিহাকে বুঝানো হয়েছে, এতে ৭খানা আয়াত রয়েছে।

৬৪. আমি তো নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কিতাব কেবল এজন্য যে, আপনি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবেন তাদের, যারা এতে মতভেদ করে এবং হিদায়েত ও রহমত স্বরূপ মু'মিন লোকদের জন্য।

৮৯. আর আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কিতাব স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ সব কিছুর জন্য এবং হিদায়েত, রহমত ও সুসংবাদরূপে মুসলিমদের জন্য।

৯৮. যখন কুরআন পাঠ করবে তখন আশ্রয় চাইবে আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে।

১০১. আর যখন আমি বদলে দেই এক আয়াতকে অন্য আয়াত দিয়ে আর আল্লাহুই ভাল জানেন, যা তিনি নাযিল করেন, তখন কাকিররা বলে, তুমি তো এক মিথ্যা উদ্ভাবনকারী ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

১০২. আপনি বলে দিন : এ কুরআন নাযিল করেছে জিব্রাঈল আপনার রবের তরফ থেকে সত্যসহ, যারা ঈমান এনেছে, তাদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং হিদায়েত ও সুসংবাদস্বরূপ মুসলিমদের জন্য।

১০৩. আমি তো জানি, তারা বলে : তাকে (মুহাম্মদকে) তো শিক্ষা দেয় এক লোক। তারা যার প্রতি এ কথা আরোপ করে তার ভাষা তো আরবী নয়, অথচ এ কুরআন স্পষ্ট আরবী ভাষায়।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২, ৪, ৯, ৪১, ৪৫, ৪৬, ৮২, ৮৮, ৮৯, ১০৫, ১০৬, ১০৭

২. আর আমি দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব এবং করেছিলাম তা পথ প্রদর্শক বনী

৬৫- وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

৮৯- وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ○

৯৮- فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○

১০১- وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

১০২- قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ○

১০৩- وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۚ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَىٰ وَهَذَا لِّسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ○

২- وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ

ইসরাঈলের জন্য, বলেছিলাম : তোমরা গ্রহণ করবে না আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে কর্মবিধায়ক রূপে।

৪. এবং আমি সতর্ক করে দিয়েছিলাম বনী ইসরাঈলকে তাওরাতে : নিশ্চয় তোমরা ফাসাদ সৃষ্টি করবে যমীনে দু'বার এবং অতিশয় অহংকার স্ফীত হবে।

৯. নিশ্চয় এ কুরআন হিদায়েত প্রদান করে এমন পথের দিকে, যা সুদৃঢ় এবং সুসংবাদ দেয় মু'মিনদের, যারা নেক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

৪১. আর আমি অবশ্যই নানাভাবে বিবৃত করেছি এ কুরআনে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

৪৫. আর যখন আপনি পাঠ করেন কুরআন, তখন আমি আপনার এবং যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দেই;

৪৬. এবং তাদের অন্তরের উপর স্থাপন করি আবরণ যেন তারা তা বুঝতে না পারে এবং স্থাপন করি তাদের কানে বধিরতা। আর যখন আপনি কুরআনে উল্লেখ করেন : আপনার রব এক। তখন তারা পিঠি ফিরিয়ে চলে যায়।

৮২. আর আমি নাযিল করি কুরআন, যা আরোগ্য ও রহমত মু'মিনদের জন্য এবং তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।

৮৮. বলুন : মানুষ ও জিন্ যদি সমবেত হয় এ কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনার জন্য, তারা এর অনুরূপ আনতে পারবে

هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ۝

১- وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝

৯- إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝

৪১- وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝

৪৫- وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ۝

৪৬- وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتُ بِكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَعْلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ۝

৮২- وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝

৮৮- قُلْ لِّدِينِ أَجْمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِثَل

না, আর যদিও তারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী হয়।

৮৯. আর আমি তো নানাভাবে বর্ণনা করেছি মানুষের জন্য এ কুরআনে বিভিন্ন উপমা; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তো কেবল কুফরীই করলো।

১০৫. আর আমি নাযিল করেছি এ কুরআন সত্যসহ এবং তা নাযিল হয়েছে সত্যসহ। আর আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।

১০৬. আর আমি নাযিল করেছি কুরআন, আলাদা আলাদাভাবে বিভক্ত করেছি একে যাতে আপনি পাঠ করতে পারেন লোকদের কাছে ধীরেধীরে। এবং আমি নাযিল করেছি এ কুরআন পর্যায়ক্রমে।

১০৭. আপনি বলুন : তোমরা ঈমান আনো এ কুরআনে অথবা ঈমান না আনো। নিশ্চয় যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে এর পূর্বে তাদের কাছে যখন ইহা পাঠ করা হয়, তখন তারা সিজ্জায় লুটিয়ে পড়ে।

সূরা কাহফ, ১৮ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ২৭, ৫৪

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি নাযিল করেছেন তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব এবং তিনি এতে কোন বক্রতা রাখেননি,

২. একে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য এবং সুসংবাদ দেয়ার জন্য সংকর্মপরায়ণ মু'মিনদের যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার,

৩. যাতে তারা স্থায়ী হবে,

هَذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ○

৮৯- وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا
الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ

১০৫- وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ○

১০৬- وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ
عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ○

১০৭- قُلْ إِمْنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا
إِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى
عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ○

১- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ
الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ○

২- قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِمَنْ لَدُنْهُ
وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ

أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ○

৩- مَا كَثِيرٌ فِيهِ ابْدَأَ ○

৪. এবং সতর্ক করার জন্য তাদের, যারা বলে : আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।

৫. এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই আর না তাদের পিতৃ-পুরুষদেরও।

২৭. আর আপনি পাঠ করে শোনান, আপনার প্রতি আপনার রবের কিতাব যা ওহী করা হয়। তাঁর কথার পরিবর্তন করার কেউ নেই। আপনি কখনো পাবেন না তাঁকে ছাড়া কোন আশ্রয়।

৫৪. আর আমি মানুষের জন্য এ কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়।

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ১২, ১৬, ১৭, ৩০, ৪১, ৫১, ৫৪, ৫৬, ৯৭

১২. হে ইয়াহইয়া! গ্রহণ কর তাওরাত কিতাব দৃঢ়তার সাথে এবং আমি দিয়েছিলাম তাকে হিক্মত শৈশবেই।

১৬. আর আপনি উল্লেখ করুন কুরআনে মারইয়ামের কথা, যখন সে আশ্রয় নিয়েছিল তার পরিবারবর্গ থেকে আলাদা হয়ে পূর্ব দিকে একস্থানে,

১৭. তখন সে তাদের থেকে পর্দা করেছিল। তারপর আমি পাঠালাম তার কাছে আমার ফিরিশ্তা জিব্রাঈলকে, সে আত্মপ্রকাশ করলো তার কাছে পূর্ণ-মানব আকৃতিতে।

৩০. ঈসা বললেন : নিশ্চয় আমি আল্লাহ্র বান্দা, তিনি আমাকে দিয়েছেন কিতাব এবং করেছেন আমাকে নবী।

৪১. আর আপনি উল্লেখ করুন এ কিতাবে ইব্রাহীমের কথা তিনি তো ছিলেন সত্যবাদী নবী।

৫- وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا

اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝

۵- مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ۝

۲۷- وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ

رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ

وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝

۵৪- وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ

لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝

۱২- يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۚ

وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝

۱৬- وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ ۚ

إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝

۱৭- فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۚ

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝

۳০- قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ شَتَّىٰ

الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝

৪১- وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ

إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝

৫১. আর আপনি উল্লেখ করুন এ কিতাবে
মূসার কথা, তিনি তো ছিলেন
বাছাইকৃত বান্দা এবং ছিলেন রাসূল,
নবী।

৫৪. আর আপনি উল্লেখ করুন, এ কিতাবে
ইসমাইলের কথা, তিনি তো ছিলেন
প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যপ্রিয়ী এবং তিনি
ছিলেন রাসূল, নবী।

৫৬. আর আপনি উল্লেখ করুন এ কিতাবে
ইদরীসের কথা, তিনি তো ছিলেন
সত্যনিষ্ঠ, নবী।

৯৭. আমি তো সহজ করে দিয়েছি এ
কুরআন আপনার ভাষায়, যাতে আপনি
সুসংবাদ দিতে পারেন তা দিয়ে
মুত্তাকীদের এবং সতর্ক করতে পারেন
তাদের কলহপ্রবণ লোকদের।

সূরা তোহা, ২০ : ১, ২, ৩, ৪, ৯৯, ১১৩,
১১৪

১. তোহা,
২. আমি নাযিল করিনি আপনার প্রতি
কুরআন, আপনি কষ্ট পাবেন সে জন্য,
৩. বরং নাযিল করেছি উপদেশার্থে তার
জন্য যে ভয় করে,
৪. নাযিল হয়েছে এ কুরআন তাঁর তরফ
থেকে যিনি সৃষ্টি করেছেন যমীন এবং
সমুদ্র আসমান।
৯৯. এভাবেই আমি বিবৃত করি আপনার
কাছে পূর্বে যা সংঘটিত হয়েছে তার
বিবরণ এবং আমি তো আপনাকে
দিয়েছি আমার কাছ থেকে উপদেশপূর্ণ
কুরআন।

১১৩. আর এ ভাবেই আমি নাযিল করেছি এ
কুরআন আরবী ভাষায় এবং নানাভাবে

৫১- وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى
إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ○

৫৪- وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ
إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ
وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ○

৫৬- وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ
إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ○

৯৭- فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ
لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ
قَوْمًا لُدًّا ○

১- ٤٥

২- مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ○

৩- إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَى ○

৪- تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ
وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ○

৯৯- كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ
مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ
مِّنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ○

১১৩- وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

বর্ণনা করেছি সতর্কবাণী, যাতে তারা ভয় পায় অথবা ইহা সৃষ্টি করে তাদের মাঝে আল্লাহর স্বরণ।

১১৪. আল্লাহ্ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি আর আপনি তাড়াহুড়া করবেন না কুরআন পাঠে আল্লাহর ওহী আপনার প্রতি সম্পূর্ণ হওয়ার আগে এবং বলুন : হে আমার রব সমুদ্র করুন আমাকে জ্ঞানে।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ১০, ৫০

১০. আমি তো নাযিল করেছি তোমাদের প্রতি এক কিতাব, যাতে রয়েছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?
৫০. আর এ কুরআন কল্যাণময় উপদেশ, আমি তা নাযিল করেছি। তবুও কি তোমরা একে অস্বীকার করবে ?

সূরা হায্জ, ২২ : ১৬

১৬. আর এভাবেই আমি নাযিল করেছি কুরআন সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে এবং আল্লাহ্ তো হিদায়েত দেন, যাকে চান।

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৪৯

৪৯. আর আমি তো দিয়েছিলাম মুসাকে কিতাব, যাতে তারা হিদায়েত লাভ করে।

সূরা ফুরকান, ২৫ : ১, ৪, ৫, ৬, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৫

১. মহান কল্যাণময় তিনি, যিনি নাযিল করেছেন 'ফুরকান' তাঁর বান্দার উপর যেন তিনি সারা জাহানের জন্য সতর্ককারী হন।
৪. আর যারা কুফরী করেছে, তারা বলে : এ কুরআন মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়,

وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ○

১১৪- فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ○

১০- لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

৫০- وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ۚ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ○

১৬- وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ○

৪৯- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ○

১- تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ○

৪- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِلَهٌ فَأُفْكٌ افْتَرَاهُ ○

وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ۝
فَقَدْ جَاءُوا ظُلُمًا وَزُورًا ۝

ه- وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَفَتْ
فَرَى تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

৬- قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝
إِنَّهُ كَانَ عَفُوًّا رَحِيمًا ۝

৩০- وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ
قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۝
৩১- وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا
مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ۝ وَكَفَى
بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۝

৩২- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ
الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۖ كَذَلِكَ ۖ
لِنُنشِئَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝

৩৫- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا
مَعَ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝

১- طَسَمَ ۝

২. এগুলো আয়াত স্পষ্ট কিতাবের।
১৯২. আর নিশ্চয় আল-কুরআন নাযিলকৃত রাক্বুল আলামীনের তরফ থেকে।
১৯৩. যা নিয়ে এসেছেন রুহুল আমীন-জিব্রাঈল
১৯৪. আপনার অন্তরে, যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন,
১৯৫. সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।
১৯৬. আর নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে।

সূরা নাম্বল, ২৭ : ১, ২, ৬, ৭৬, ৭৭, ৯২

১. তোয়া-সীন; এগুলো আয়াত আল-কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের-
২. যা হিদায়েত ও সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য।
৬. আর আপনাকে তো দান করা হয়েছে আল-কুরআন প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের তরফ থেকে।
৭৬. নিশ্চয় এ কুরআন বিবৃত করে বনী-ইসরাঈলের কাছে, যে সব বিষয়ে তারা মতভেদ করে, তার অধিকাংশের।
৭৭. আর ইহা তো হিদায়েত ও রহমত মু'মিনদের জন্য।
৯২. আর আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি পাঠ করে শোনাই কুরআন। সুতরাং যে সৎপথে চলে, সে তো সৎপথে চলে নিজেরই জন্য; আর যে গুমরাহ হয়, তবে আপনি বলুন : আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী।

সূরা কাসাস, ২৮ : ৪৩, ৮৫, ৮৬

৪৩. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে

- ২- تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ
- ১৯২- وَإِنَّهُ لَنَزْلُ رَّبِّ الْعَالَمِينَ
- ১৯৩- نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ
- ১৯৪- عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ
- ১৯৫- بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ
- ১৯৬- وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ

- ১- طَسَّ
- تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ
- ২- هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ
- ৬- وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ
- مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ
- ৭৬- إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
- ৭৭- وَإِنَّهُ لَهْدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
- ৯২- وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ ۚ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ

- ৪৩- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ

ধ্বংস করার পর, মানুষের জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, হিদায়েত ও রহমতরূপে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

৮৫. নিশ্চয় যিনি বিধান করেছেন আপনার জন্য কুরআনকে তিনিই ফিরিয়ে আনবেন আপনাকে জন্মভূমিতে। বলুন : আমার রব ভালো জানেন কে হিদায়েত নিয়ে এসেছে এবং কে রয়েছে স্পষ্ট গুমরাহীতে।

৮৬. আর আপনি তো আশা করেননি যে, আপনার প্রতি কিতাব প্রেরিত হবে; এটা তো কেবল আপনার রবের তরফ থেকে মহাঅনুগ্রহ। অতএব আপনি হবেন না কখনো কাফিরদের সহায়ক।

সূরা আনকাবুত, ২৯ : ২৭, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫২

২৭. আর আমি দান করলাম ইব্রাহীমকে ইসহাক ও ইয়াকুব এবং দিলাম তার বংশধর মাঝে নবুওয়াত ও কিতাব এবং তাকে পুরস্কৃত করলাম দুনিয়ায়; আর অবশ্যই সে আখিরাতে হবে নেক-কারগণের অন্যতম।

৪৫. আপনি পাঠ করে শোনান, যা আপনার কাছে কিতাব থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়, আর আপনি কায়ম করুন সালাত। নিশ্চয় সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে। আর আল্লাহর যিকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন, যা তোমরা কর।

৪৬. আর তোমরা বিতর্ক করবে না কিতাবীদের সাথে সৌজন্যমূলক উত্তমপন্থা ব্যতিরেকে, তবে তাদের ছাড়া, যারা তাদের মধ্যে সীমালংঘন করেছে, আর বলবে : আমরা ঈমান

مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَابِرٍ لِلنَّاسِ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةٍ لِّعَالِهِمْ يَتَذَكَّرُونَ ○

৪৫- إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۖ

قُلْ رَّبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○

৪৬- وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ

إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ

فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ○

২৭- وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۖ

وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ○

৪৫- أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ

الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالنُّكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ○

৪৬- وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ

إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ

إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

এনেছি তাতে যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং নাযিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি এবং আমাদের ইলাহ্ এবং তোমাদের ইলাহ্ তো এক, আর আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণ-কারী।

৪৭. এভাবেই আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কিতাব। আর যাদের আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে ঈমান রাখে এবং মুশরিকদেরও কেউ কেউ এতে ঈমান রাখে। কেউ অস্বীকার করে না আমার আয়াত কাফিররা ছাড়া।

৪৮. আপনি তো পাঠ করেননি এর আগে কোন কিতাব, আর না লিখেছেন নিজের হাতে কোন কিতাব যে, বাতিলপন্থীরা সন্দেহপোষণ করবে।

৪৯. বরং এ কিতাব স্পষ্ট নিদর্শন তাদের অন্তরে যাদের দেওয়া হয়েছে জ্ঞান। আর কেউ অস্বীকার করে না আমার আয়াত যালিমরা ছাড়া।

৫০. এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি কুরআন যা তাদের তিলাওয়াত করে শোনানো হয়। নিশ্চয় এতে রয়েছে রহমত ও উপদেশ সে লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে।

সূরা রুম, ৩০ : ৫৮

৫৮. আর আমি তো বর্ণনা করেছি মানুষের জন্য এ কুরআনে সব ধরনের দৃষ্টান্ত। আপনি যদি উপস্থিত করেন তাদের কাছে কোন নিদর্শন, তবে যারা কুফরী করবে, তারা অবশ্যই বলবে : তোমরা তো নও বাতিলপন্থী লোক ছাড়া আর কিছুই।

وَقُولُوا أَمَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهَئَا وَالْهَكُمُ وَاحِدٌ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

৫৭- وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ
وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ○

৫৮- وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ
كِتَابٍ وَلَا تَخْطُ بِيَمِينِكَ
إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ○

৫৯- بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ
الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ○

৫০- أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا
أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى
لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

৫৮- وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ○

১- অ-
○

২- تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ○

৩- هُدًى وَ رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ○

৪- الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ○

৫- أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ

وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

১- অ-
○

২- تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ

مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ○

৩- أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ

بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ

يُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن

قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ○

২৭- إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا

الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً

لَّن تَبُورَ ○

৩- لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ

وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ

অনুগ্রহে। নিশ্চয় তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম গুণগ্রাহী।

○ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

৩১. আর আমি আপনার প্রতি যে কিতাব ওহীর মাধ্যমে নাযিল করেছি তা সত্য পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। নিশ্চয় আল্লাহর তাঁর বান্দাদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত, সর্বদ্রষ্টা।

৩১- وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
○ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ

৩২. তারপর আমি উত্তরাধিকারী করেছি কিতাবের আমার বান্দাদের থেকে, যাদের আমি পসন্দ করেছি তাদের, তবে তাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি যুলুম করেছে, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে এবং কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের পথে অগ্রগামী রয়েছে। ইহা তো মহাঅনুগ্রহ।

৩২- ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الَّذِينَ
اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا
فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ
وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْذِنُ اللَّهُ
○ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৬৯,
৭০

১. ইয়া-সীন,
২. কসম হিকমতপূর্ণ কুরআনের,
৩. নিশ্চয় আপনি তো রাসূলদের অন্যতম,
৪. রয়েছেন সরল-সঠিক পথে,
৫. নাযিল করা হয়েছে কুরআন পরাক্রম-শালী, পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে,
৬. যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন এমন কাওমকে, যাদের পিতৃ-পুরুষদের সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা গাফিল।
৬৯. আর আমি শিখাইনি তাকে কবিতা, আর না তা শোভনীয় তার জন্য। এতো উপদেশ ও স্পষ্ট কুরআন ছাড়া আর কিছু নয়;

১- يَسْ ۝

২- وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝

৩- إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

৪- عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

৫- تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝

৬- لِنُنْذِرَ قَوْمًا مِّنْ أُنْدَرِ آبَاءِهِمْ

○ فَهُمْ غٰفِلُونَ ۝

৬৯- وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ

○ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ۝

৭০- لَيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا
وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ○

১- ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ○

৮- ۞ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ
بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي ۚ
بَلْ لَمَّا يَدُوقُوا عَذَابِ ○

২৯- كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ
مُبْرَكًا لِيَذَرُ الْآيَاتِ
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ○

৮৭- إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ○

৮৮- وَلِتَعْلَمَنَّ نُبَاهُ بَعْدَ حِينٍ ○

১- تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ○

২- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ○

২৩- اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ
كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًى ۝

হয় যারা তাদের রবকে ভয় করে ; তারপর ঝুঁকে পড়ে তাদের দেহ-মন বিনয় হয়ে আল্লাহর স্মরণে। ইহা আল্লাহর হিদায়েত। তিনি এ দিয়ে হিদায়েত দান করেন যাকে চান। আর যাকে গুমরাহ করেন আল্লাহ তার নেই কোন পথপ্রদর্শক।

২৭. আর আমি তো বর্ণনা করেছি মানুষের জন্য এ কুরআনে সব ধরনের দৃষ্টান্ত, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

২৮. এ কুরআন আরবী ভাষায় বক্তৃতামুক্ত, যাতে তারা সতর্কতা অবলম্বন করে।

৪১. নিশ্চয় আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কিতাব লোকদের জন্য সত্যসহ; সুতরাং যে সৎপথ অবলম্বন করে সে তো তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপদগামী হয়, সে তো বিপদগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য। আর আপনি তো তাদের তত্ত্বাবধায়ক নন।

সূরা মু'মিন, ৪০ : ১, ২, ৫৩, ৫৪

১. হা-মীম,
২. এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর তরফ থেকে।

৫৩. আর অবশ্যই আমি দিয়েছিলাম মূসাকে হিদায়েত এবং উত্তরাধিকারী করেছিলাম বনু ইসরাঈলকে কিতাবের,

৫৪. যাতে ছিল হিদায়েত ও উপদেশ বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য।

সূরা হা-মীম-আস্ সাজ্জদা, ৪১ : ১, ২, ৩, ৪, ২৬, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৫২, ৫৩

১. হা-মীম।

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ
وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۝

২৭- وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ
مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

২৮- قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ
لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

৪১- إِنَّا أَنْزَلْنَاهَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ
فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ
وَمَن ضَلَّٰ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِهَا
وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝

১- ھَمْ

২- تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

৫৩- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْهُدَىٰ

وَإِسْرَاءَ بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ۝

৫৪- هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

১- ھَمْ

২. এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে পরম দয়ালু, পরম দয়াময় আল্লাহর তরফ থেকে।
৩. এমন কিতাব, যার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত, এ কুরআন আরবী ভাষায়, সে লোকদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে-
৪. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, অতএব তারা শোনবে না।
২৬. আর যারা কুফরী করেছে, তারা বলে : তোমরা শোনবে না এ কুরআন বরং শোরগোল সৃষ্টি কর এতে যাতে তোমরা বিজয়ী হতে পার।
৪১. নিশ্চয় যারা প্রত্যাখান করে এ কুরআন তাদের কাছে আসার পরে, তারা আমার অগোচরে নয়; এ কুরআন তো মহিমময়গ্রন্থ,
৪২. অনুপ্রবেশ করতে পারে না এতে কোন বাতিল, না সামনে থেকে না পেছন থেকে। এ নাযিল করা হয়েছে হিকমতওয়ালা, প্রশংসিত আল্লাহর তরফ থেকে।
৪৪. আর আমি যদি নাযিল করতাম এ কুরআন আনারবী ভাষায়, তা হলে তারা অবশ্যই বলতো : কেন বিশদভাবে বিবৃত হয়নি এর আয়াতসমূহ? কি আশ্চর্য ইহা আনারবী ভাষায়, অথচ রাসূল আরবী! আপনি বলুন : এ কুরআন মু'মিনদের জন্য হিদায়েত ও রোগের নিরাময়। আর যারা ঈমান আনে না তাদের কানে রয়েছে বধিরতা, আর এ কুরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব। তারা এমন যে, তাদের যেন ডাকা হয় বহুদূর থেকে।

২- تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

৩- كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ
○ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

৪- بَشِيرًا وَنَذِيرًا
○ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

২৬- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ
وَالْغَوَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ○
৪১- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا جَاءَهُمْ
وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ○

৪২- لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَلَا مِنْ خَلْفِهِ
○ تَنْزِيلٌ مِّنَ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

৪৪- وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبًا
لَّقَالُوا لَوْ لَا فَصَّلَتْ آيَاتُهُ
ءَاعْجَبِي وَعَرَبِيٌّ ۚ قُلْ هُوَ
لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ
وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
فِيْ أَذَانِهِمْ وَقُرْوَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى
○ أُولَٰئِكَ يَنْتَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ

৪৫. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব, পরে মতভেদ ঘটেছিল এতে। আর আপনার রবের তরফ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মধ্যে অবশ্যই ফয়সালা হয়ে যেত। তারা তো রয়েছে এ ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে।

৫২. বলুন : তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি এ কুরআন আল্লাহর তরফ থেকে এসে থাকে, আর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর, তবে তার চাইতে অধিক গুমরাহ কে, যে ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে ?

৫৩. অবশ্যই আমি তাদের জন্য ব্যক্ত করবো আমার নিদর্শনাবলী দিক-দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মাঝেও, ফলে তাদের কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, এ কুরআন-ই সত্য। ইহা কি আপনার রব সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সর্ববিষয় সম্যক অবহিত ?

সূরা শূরা, ৪২ : ৭, ১৭, ৫২

৭. আর এভাবেই আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন আরবী ভাষায়, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন জনপদ জননী মক্কা ও এর আশপাশের লোকদের এবং সতর্ক করতে পারেন কিয়ামতের দিন সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ নেই। সে দিন দাখিল হবে একদল জান্নাতে এবং জাহান্নামে।

১৭. আল্লাহুই নাযিল করেছেন কিতাব সত্যসহ এবং তুলাদণ্ড। আর কি সে আপনাকে জানাবে যে, হয়তো কিয়ামত নিকটবর্তী ?

৫২. আর এভাবেই আমি ওহী করেছি আপনার প্রতি কুরআন আমার

৫১- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ
مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۖ وَإِنَّهُمْ
لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۝

৫২- قُلْ أَرَأَيْتُمْ
إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ
مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

৫৩- سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْفَاقِ
وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ
أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

৭- وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ
وَمَنْ حَوْلَهَا
وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۖ
فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۝

১৭- اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
وَالْمِيزَانَ ۖ وَمَا يُدْرِيكَ
لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝

৫২- وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

নির্দেশ। আর আপনি জানতেন না কিতাব কি এবং ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি করেছি এ কুরআনকে আলো, যা দিয়ে আমি হেদায়েত দেই যাকে চাই আমার বান্দাদের থেকে; আর আপনি তো দেখান কেবল সরল সঠিক পথ।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ১, ২, ৩, ৪, ৩০, ৩১, ৪৩, ৪৪

১. হা-মীম।
২. কসম সেই কিতাবের;
৩. আমি তো নাযিল করেছি একে কুরআনরূপে আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার।
৪. আর ইহা রয়েছে আমার কাছে লাওহে মাহফুযে, ইহা অতি মহান হিক্মতপূর্ণ।
৩০. আর যখন এলো তাদের কাছে কুরআন, তখন তারা বললো : ইহা তো যাদু এবং আমরা অবশ্যই এর প্রত্যাখ্যানকারী।
৩১. তারা আরো বললো : কেন নাযিল করা হলো না এ কুরআন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর?
৪৩. আর আপনি দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন সে কুরআন যা আপনার প্রতি ওহী করা হয়। আপনি তো আছেন সরল-সঠিক পথে।
৪৪. আর অবশ্যই কুরআন আপনার ও আপনার কাওমের জন্য অতিশয় সম্মানের বস্তু, শিগ্গীরই তোমাদের এ বিষয় প্রশ্ন করা হবে।

সূরা দুখান, ৪৪ : ১, ২, ৩, ৫৮

১. হা-মীম।
২. কসম স্পষ্ট কিতাবের,

رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ
وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا
نَهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

- ১- حَم
- ২- وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ
- ৩- إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا
عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
- ৪- وَإِنَّهُ فِي أِمْرِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَى حَكِيمٍ
- ৩- وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ
وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ
- ৩১- وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ
عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ
- ৪৩- فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ
إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
- ৪৪- وَإِنَّهُ لَنَزْلُكَ لِقَوْمِكَ
وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ

- ১- حَم
- ২- وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ

৩. আমি তো নাযিল করেছি এ কিতাব এক মুবারক রাতে, আমি তো সতর্ককারী।
৫৮. আমি তো সহজ করে দিয়েছি এ কুরআনকে আপনার ভাষায়, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

সূরা জাছিয়া, ৪৫ : ১, ২, ১১, ১৬, ২০

১. হা-মীম।
২. এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে পরাক্রম-শালী হিক্মতওয়ালা আল্লাহর तरফ থেকে।
১১. এ কুরআন সৎপথ প্রদর্শক, আর যারা প্রত্যাখ্যান করে তাদের রব্বের আয়াতকে, তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় মর্মভুদ শাস্তি।
১৬. আর আমি তো দিয়েছিলাম বনু ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত এবং তাদের দিয়েছিলাম উত্তম রিয়ক এবং মর্যাদা দিয়েছিলাম তাদেরকে সারা জাহানের উপর।
২০. এ কুরআন জ্ঞান-বর্তিকা মানুষের জন্য এবং হিদায়েত ও রহমত তাদের জন্য, যারা ইয়াকীন রাখে।

সূরা আহকাফ, ৪৬ : ১, ২, ১০, ১২, ২৯, ৩০

১. হা-মীম।
২. এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে পরাক্রম-শালী, হিক্মতওয়ালা আল্লাহর तरফ থেকে।
১০. বলুন : তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি এ কুরআন আল্লাহর तरফ থেকে এসে থাকে, আর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর; অথচ সাক্ষ্য দেয় একজন সাক্ষী বনু

৩- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ

○ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ

৫৮- فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○

○ ১- حَمْ

২- تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

১১- هَذَا هُدًى

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزٍ أَلِيمٍ ○

১৬- وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

২০- هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى

وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ○

○ ১- حَمْ

২- تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ

الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ○

১০- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

وَكُفْرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ

ইসরাঈল থেকে এর অনুরূপ কিতাব সম্পর্কে এবং এতে ঈমান রাখে ; আর তোমরা অহংকারবশে মুখ ফিরিয়ে নাও ? নিশ্চয় আল্লাহ হিদায়েত দান করেন না যালিম লোকদের ।

১২. আর এর পূর্বে মূসার কিতাব ছিল আদর্শ ও রহমত স্বরূপ, আর এ কিতাব তার সমর্থক, যা আরবী ভাষায়; যাতে সতর্ক করতে পারে যালিমদের এবং তা সুসংবাদ নেককারদের জন্য ।

২৯. আর স্মরণ করুন, আমি আকৃষ্ট করেছিলাম আপনার প্রতি একদল জিন্কে, যারা নিবিষ্টভাবে শুনছিল কুরআন তিলাওয়াত; যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হলো, তখন তারা বললো : চুপ করে শোন । তারপর যখন কুরআন তিলাওয়াত শেষ হয়ে গেল, তখন তারা ফিরে গেল তাদের কাওমের কাছে সতর্ককারীরূপে-

৩০. তারা বললো : হে আমাদের কাওম! আমরা তো শুনেছি এমন এক কিতাবের আবৃত্তি, যা নাযিল হয়েছে মূসার পরে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক, যা হিদায়েত দেয় সত্য ও সরল-সঠিক পথের দিকে ।

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ : ২৪

২৪. তবে কি তারা মনোযোগ সহকারে কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না, না তাদের অন্তরের উপরে রয়েছে তালা ?

সূরা কাফ , ৫০ : ১, ২, ৪৫

১. কাফ, কসম সম্মানিত কুরআনের,
২. বরং তারা আশ্চর্যবোধ করে এজন্য যে, তাদের কাছে এসেছে তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী । আর

مَنْ بَنَىٰ إِسْرَاءَ يَلْ عَلَىٰ مِثْلِهِ
فَأَمَّنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۚ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

১২- وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ
إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ
لِّسَانِ عَرَبِيٍّ لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ
وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ○

২৯- وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا

مِنَ الْجِنِّ يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ

فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا

فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ

إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ○

৩০- قَالُوا يَقَوْمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا

كِتَابًا أَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي

إِلَى الْحَقِّ وَالْإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ○

২৪- أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ

أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ○

১- قَدْ شَاءَ الْقُرْآنَ الْمَجِيدَ ○

২- بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ

مُنْذِرٌ مِنْهُمْ

কাফিররা বলে : এতো এক বিশ্বয়কর জিনিস!

৪৫. আমি তো সবিশেষ অবহিত যা তারা বলে, আর আপনি তো তাদের উপর বলপ্রয়োগকারী নন; সুতরাং আপনি উপদেশ দিন কুরআন দিয়ে তাকে, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে।

সূরা কামার, ৫৪ : ১৭

১৭. আর আমি তো সহজ কর দিয়েছি কুরআন উপদেশ গ্রহণের জনছ, সুতরাং আছে কি কেউ, উপদেশ গ্রহণ করার ?
(আরও দেখুন, ৫৪ : ২২, ৩২)

সূরা রাহমান, ৫৫ : ১, ২

১. পরম দয়ালু আল্লাহ,
২. তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১

৭৭. নিশ্চয়ই ইহা তো সম্মানিত কুরআন,
৭৮. রয়েছে লাওহে মাহফুযে সুরক্ষিত,
৭৯. কেউ স্পর্শ করে না তা-তারা ছাড়া, যারা পূত-পবিত্র,
৮০. নাযিল করা হয়েছে রাক্বুল আলামীনের তরফ থেকে।
৮১. তবুও কি তোমরা এ কুরআনকে হেয় জ্ঞান করবে ?

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৫, ২৬, ২৭

২৫. আমি তো প্রেরণ করেছি আমার রাসূলদের স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ

٤٥ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ
وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ○

١٧-وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ○

١-الرَّحْمَنُ ○

٢-عَلَّمَ الْقُرْآنَ ○

٧٧-إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ○

٧٨-فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ○

٧٩-لَا يَمَسُّهُ إِلَّا السُّطَّهَرُونَ ○

٨٠-تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

٨١-أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ○

٢٥-لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ○

২৬. আর আমি রাসূলরূপে পাঠিয়েছিলাম নূহ ও ইব্রাহীমকে এবং দিয়েছিলাম তাদের বংশদরদের নবুওয়াত ও কিতাব; কিন্তু তাদের অল্প সংখ্যক হিদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং অধিকাংশই ছিল ফাসিক।

২৭. তারপর আমি তাদের পেছনে অনুগামী করেছিলাম আমার রাসূলদের এবং অনুগামী করেছিলাম ঈসা ইবন মারইয়ামকে এবং তাকে দিয়েছিলাম ইনজীল এবং যারা তার অনুসরণ করেছিল, দিয়েছিলাম তাদের অন্তরে মমত্ববোধ ও রহমত অনুকম্পা.....।

সূরা হাশ্বা, ৫৯ : ২১

২১. যদি আমি নাযিল করতাম এ কুরআন পাহাড়ের উপর, তাহলে অবশ্যই তুমি তা দেখতে বিনীত ও বিদীর্ণ আল্লাহর ভয়ে। আর এ দৃষ্টান্তসমূহ আমি বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাতে তারা চিন্তা করে।

সূরা জুযু'আ, ৬২ : ২

২. তিনিই পাঠিয়েছেন উম্মীদের মাঝে একজন রাসূল, তাদেরই মধ্য থেকে, যিনি তাদের তিলাওয়াত করে শোনান তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হিক্মত, যদিও তারা ছিল এর আগে ঘোরতর গুমরাহীতে।

সূরা তালাক, ৬৫ : ১০, ১১

১০. ... তোমরা ভয় কর আল্লাহকে, যে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, যারা ঈমান এনেছে। নিশ্চয় আল্লাহ নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি উপদেশ-কুরআন।

২৬- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ۝

২৭- ثُمَّ تَقَيَّنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَقَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ ۖ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۖ

২১- لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

২- هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

১০- فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝

১১. প্রেরণ করেছেন একজন রাসূল, যিনি তিলাওয়াত করেন তোমাদের কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, যাতে তিনি বের করে নিয়ে আসেন, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের আঁধার থেকে আলোতে। যে কেউ ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি এবং নেক আমল করবে তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত যার পাদদেশে নহরসমূহ, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাঁকে উত্তম রিযিক দিবেন।

সূরা হাক্কা, ৬৯ : ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭

৩৮. আমি কসম করছি তার যা তোমরা দেখতে পাও,

৩৯. এবং যা তোমরা দেখতে পাও না,

৪০. নিশ্চয় এ কুরআন তো সম্মানিত ফিরিশ্তা জিবরাঈলের বাহিত বাণী।

৪১. আর এ কুরআন তো কোন কবির কথা নয়, তোমরা খুব কমই ঈমান রাখ।

৪২. আর ইহা কোন গণকেরও কথা নয়, তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।

৪৩. এই কুরআন নাযিল করা হয়েছে রাক্বুল আলামীনের তরফ থেকে,

৪৪. আর যদি মুহাম্মদ আমার নামে কোন কথা রচনা করে চালাতে চাইতো,

৪৫. তা হলে, অবশ্যই আমি ধরে ফেলতাম তার ডান হাত,

৪৭. তখন তোমরা কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না,

১১- رَّسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيَّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا

৩৮- فَلَا أَقْسَمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ○

৩৯- وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ○

৪০- إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ○

৪১- وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ○

قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ○

৪২- وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ ○

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ○

৪৩- تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

৪৪- وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ○

৪৫- لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ○

৪৬- فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ○

عَنْهُ حَاجِزِينَ ○

- ৬৮- وَإِنَّهُ لَتَذْكُرُهُ لِّلْمُتَّقِينَ ○
৬৯- وَإِنَّا لَنَعْلَمُ
○ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ○
৭০- وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ○
৭১- وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ○

- ১- قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ
أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا
إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ○
২- يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ
وَلَكُن نُّشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا ○

- ১- يَا أَيُّهَا الْمَرْمُلُ ○
২- قُمْ الْيَلِ إِلَّا قَلِيلًا ○
৩- نِصْفَةٌ أَوْ انْقُصُ مِنْهُ قَلِيلًا ○
৬- أَوْزِدْ عَلَيْهِ
○ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ○

- ৫- إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ○
২০- إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ
مِّنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ
وَأَثْلَثَهُ ۖ طَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ

আছে আপনার সাথে তারাও। আর আল্লাহ্‌ই পরিমাণ নির্ধারণ করেন রাতের ও দিনের। তিনি জানেন যে, তোমরা কখনো তা পুরোপুরি হিসাব রাখতে পারবে না। তাই তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হয়েছেন। সুতরাং তোমরা পাঠ কর যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু কুরআন থেকে। তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ দেশ ভ্রমণ করবে আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে এবং কেউ যুদ্ধ করবে আল্লাহ্র পথে। অতএব তোমরা পাঠ কর যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ কুরআন থেকে। অতএব তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে ঋণ দাও, উত্তম ধন। আর তোমরা তোমাদের মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে, তা তোমরা পাবে আল্লাহ্র কাছে। তা উত্তম এবং পুরস্কার হিসাবে শ্রেয়। আর তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪ : ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫

৫২. বস্তুত তাদের প্রত্যেকেই চায় যে, তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হোক,
৫৩. না, তা হবার নয়। বরং তারা তো অখিরাতের ভয় পোষণ করে না।
৫৪. না, এরূপ হবার নয়। এ কুরআনই সবার জন্য উপদেশ।
৫৫. অতএব যে চায়, সে এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক।

সূরা কিয়ামা, ৭৫ : ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

১৬. হে রাসূল! আপনি আপনার জিহ্বা সঞ্চালিত করবেন না কুরআনের

وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ
عَلِمَ أَنَّ كُنْ تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
فَاَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ
عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ
وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ
وَآخَرُونَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ
فَاَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
وَمَا تَقْدِرُوا مَوْلَا إِلَّا نَفْسَكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ
وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

- ৫২- بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ
أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُنشَرَّةً ۝
৫৩- كَلَّا ۚ بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۝
৫৪- كَلَّا ۚ إِنَّهُ تَذَكَّرٌ ۝
৫৫- فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۝

১৬- لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۝

ব্যাপারে, তা তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করার জন্য।

১৭. নিশ্চয় আমারই উপর দায়িত্ব এর একত্র করণের ও পাঠ করানোর।

১৮. অতএব যখন আমি তা পাঠ করি, তখন আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন।

১৯. তারপর আমারই দায়িত্ব এ কুরআনের বিশদ ব্যাখ্যার।

সূরা দাহর, ৭৬ : ২৩, ২৪

২৩. নিশ্চয় আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কুরআন ক্রমেক্রমে,

২৪. সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন আপনার রবের তরফ থেকে নির্দেশের জন্য, আর অনুসরণ করবেন না তাদের মধ্যে যে পাপী অথবা কাফির তার।

সূরা মুরসালাত, ৭৭ : ৫০

৫০. কুরআনের পরিবর্তে তারা আর কোন কথায় ঈমান আনবে!

সূরা আবাসা, ৮০ : ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

১১. না, তারা যা বলে, তা নয়, এ কুরআন তো উপদেশবাণী,

১২. অতএব যে চায়, সে তা স্বরণে রাখুক,

১৩. তা রয়েছে সম্মানিত গ্রন্থে,

১৪. যা সমুন্নত, পবিত্র;

১৫, ১৬. যা লিপিবদ্ধ মহান, পূত-পবিত্র লেখকদের হাতে।

সূরা তাক্বীর, ৮১ : ১৯, ২৫, ২৭, ২৮

১৯. নিশ্চয় এ কুরআন তো সম্মানিত ফিরিশ্তা জিব্রাঈলের আনিত বাণী।

১৭- إِنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ○

১৮- فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ○

১৯- ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ○

২৩- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
تَنْزِيلًا ○

২৪- فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ○

৫০- فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ○

১১- كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ○

১২- فَبَيْنَ شَأْنٍ ذِكْرُهُ ○

১৩- فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ○

১৪- مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ○

১৫- بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ○ ১৬- كِرَامٍ بَرَرَةٍ ○

১৯- إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ○

২৫. আর এ কুরআন বিতাড়িত, অভিশপ্ত শয়তানের কথা নয়;
২৭. এ কুরআন তো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য শুধু উপদেশ;
২৮. তোমাদের মাঝে যে সরল-সঠিক পথে চলতে চায়, তার জন্য।

সূরা বুরাজ, ৮৫ : ২১, ২২

২১. বস্তৃত এ হলো সম্মানিত কুরআন,
২২. লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত।

সূরা তারিক, ৮৬ : ১৩, ১৪

১৩. নিশ্চয় এ কুরআন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রদানকারী বাণী।
১৪. এবং এ কুরআন নিরর্থক নয়।

সূরা আলাক, ৯৬ : ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. আপনি পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন-
২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে,
৩. পাঠ করুন, আর আপনার রব তো মহিমান্বিত,
৪. যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে-
৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।

সূরা কাদর, ৯৭ : ১

১. নিশ্চয় আমি ন্যাযিল করেছি আল-কুরআন লায়লাতুল কাদর-মহিমান্বিত রজনীতে;

২৫- وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ○

২৭- إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ○

২৮- لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ○

২১- بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ○

২২- فِي نَوْجٍ مَحْفُوظٍ ○

১৩- إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ○

১৪- وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ○

১- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ○

২- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○

৩- اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ○

৪- الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ○

৫- عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ○

১- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ○

୧- اَلَمْ ۝

୨- ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۤ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

୩- الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

୪- وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِمَّا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ۝
୫- اُولٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

୨୩- وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۚ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

୨୪- اِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۙ اُعِدَّتْ

জালানী মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য।

لِلْكَافِرِينَ ○

৮৭. আর আমি তো দিয়েছি মূসাকে কিতাব এবং পরে পর্যাক্রমে পাঠিয়েছি রাসূলদের; আমি দিয়েছি ঈসা ইবন মারইয়ামকে স্পষ্ট প্রমাণ এবং সাহায্য করেছি তাকে রুহুল-কুদুস-জিবরাঈল ফিরিশ্তাকে দিয়ে.....।

৮৭- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ; وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ

৯৮. যে কেউ শত্রু হয় আল্লাহর, তাঁর ফিরিশ্তাদের এবং তাঁর রাসূলদের এবং জিবরাঈল ও মীকাঈলের সে জেনে রাখুক, আল্লাহ তো শত্রু কাফিরদের।

৯৮- مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ○

১১৯. আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না জাহান্নামীদের সম্পর্কে।

১১৯- إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ○

১২৯. হে আমাদের রব! আপনি পাঠান তাদের কাছে একজন রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে; যিনি তিলাওয়াত করবেন, তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ, শিক্ষা দিবেন তাদের কিতাব ও হিক্মত এবং পরিশুদ্ধ করবেন তাদের। আপনি তো পরাক্রমশালী হিক্মতওয়ালা।

১২৯- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

১৪৩. আর এ এভাবেই আমি প্রতিষ্ঠিত করেছি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে, যাতে তোমরা সাক্ষী হও মানব জাতির জন্য এবং রাসূলও সাক্ষী হন তোমাদের জন্য.....।

১৪৩- وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ

১৫১. যেমন আমি পাঠিয়েছি রাসূল তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে, যিনি তিলাওয়াত করেন তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ, পরিশুদ্ধ করেন তোমাদের, শিক্ষা দেন তোমাদের কিতাব ও হিক্মত আর তোমরা যা

১৫১- كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

জানতে না, তাও তিনি তোমাদের শিক্ষা দেন।

২১৩. মানুষ ছিল এক উম্মাত। তারপর আল্লাহ প্রেরণ করেন নবীদের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং নাযিল করেন তাদের সাথে কিতাব সত্যসহ; লোকদের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য সে বিষয়, যাতে তারা মতভেদ করতো.....

২৫২. এ সব আল্লাহর আয়াত, আমি তা পাঠ করে শোনাচ্ছি আপনাকে যথাযথভাবে; আপনি তো রাসূলদের একজন।

২৫৩. এ রাসূলগণের মধ্যে কতককে আমি কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কারো সাথে কথা বলেছেন আল্লাহ, আবার কাউকে উন্নীত করেছেন মর্যাদায়। আমি দিয়েছি ঈসা ইবন মারইয়ামকে স্পষ্ট নির্দেশন এবং সাহায্য করেছি তাকে জিব্রাঈল ফিরিশ্তাকে দিয়ে.....

২৮৫. ঈমান এনেছেন রাসূল, যা তার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তার রবের তরফ থেকে তাতে এবং মু'মিনগণও। সকলেই ঈমান এনেছেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্তাদের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। তাঁরা বলেন : আমরা কোন তারতম্য করি না তাঁর রাসূলগণের মধ্যে। আর আমরা শুনেছি এবং আনুগত্য করেছি। হে আমাদের রব! আমরা আপনার ক্ষমা চাই, আর আপনারই কাছে প্রত্যাবর্তন।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩২, ৮১, ৮৬, ১৩২, ১৪৪, ১৬১, ১৬৪, ১৮৪

৩২. বলুন : অনুগত্য কর আল্লাহর এবং রাসূলের। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়,

وَيَعْلَمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ○

২১৩- كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ○ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ○.....

২৫২- تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ○ وَإِنَّكَ لَمِنَ الرُّسُلِينَ ○

২৫৩- تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ ○ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ○ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ ○ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ○.....

২৮৫- آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ○ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ○ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ○ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ○ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ○

৩২- قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ○ فَإِنْ تَوَلَّوْا

তবে আল্লাহ্ তো ভালবাসেন না কান্দিদের ।

৮১. আর যখন অঙ্গীকার নিলেন আল্লাহ্ নবীদের যে, যা কিছু আমি তোমাদের দিয়েছি কিতাব ও হিকমত থেকে, তারপর আসবে তোমাদের থেকে একজন রাসূল, তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে; তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। আল্লাহ্ বলবেন : তোমরা কি স্বীকার করলে ? এবং এ ব্যাপারে আমার অঙ্গীকার গ্রহণ করলে ? তারা উত্তরে বললো : আমরা স্বীকার করলাম। আল্লাহ্ বললেন : তা হলে তোমরা সাক্ষী থেকে এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম।

৮৬. কিরূপে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করবেন সে লোকদের, যারা কুফরী করে ঈমান আনার পরে, রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদানের পরে এবং তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরে ? আল্লাহ্ যালিম লোকদের হিদায়েত দেন না।

১৩২. আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং রাসূলের যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়।

১৪৪. আর মুহাম্মদ তো নন রাসূল ছাড়া কিছুই; অবশ্য গত হয়েছে তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল। সুতরাং যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পিঠ ফিরিয়ে চলে যাবে ? আর কেউ পিঠ ফিরিয়ে চলে গেলে সে কখনো ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহর বরং আল্লাহ্ পুরস্কৃত করবেন কৃতজ্ঞদের।

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ○

৮১- وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۖ
قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۖ
قَالَ فَاشْهَدُوا
وَإِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ○

৮৬- كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

১৩২- وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

১৪৪- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَأَمِنَ مَن مَّا أُوتِيَ انْقِلَابًا عَلَىٰ آعْقَابِهِمْ ۚ
وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنُيَصِّرَنَّ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ○

১৬১. আর কোন নবীর জন্য শোভন নয় যে, তিনি খিয়ানত করেন। যদি কেউ খিয়ানত করে তবে সে নিয়ে আসবে, যা সে খিয়ানত করেছে তা কিয়ামতের দিন। তারপর প্রত্যেককে দেওয়া হবে পুরোপুরি, যা সে অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।

১৬৪. অবশ্যই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন নবীদের প্রতি যে, তিনি পাঠিয়েছেন তাদের কাছে একজন রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে, যিনি তিলাওয়াত করেন তাঁদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ, পরিশুদ্ধ করেন তাঁদের এবং শিক্ষা দেন তাদের কিতাব ও হিকমত। বস্তৃত তারা ছিল এর আগে স্পষ্ট গুমরাহীতে।

১৮৪. আর তারা যদি আপনাকে অস্বীকার করে, তবে তো অস্বীকার করা হয়েছিল রাসূলদের আপনার আগে, যারা এসেছিল স্পষ্ট নির্দেশন, আসমানী সহীফা ও উজ্জ্বল কিতাব নিয়ে।

সূরা নিসা, ৪ : ১৩, ১৪, ৫৯, ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৭৯, ৮০, ১১৫, ১৩৬, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৭০, ১৭১

১৩. আর কেউ আনুগত্য করলে আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, তারা সেখানে স্থায়ী হবে; আর এ হলো মহাসাফল্য।

১৪. আর কেউ অবাধ্য হলে আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের এবং লংঘন করলে তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন দোযখে; সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।

১৬১- وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ
وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
ثُمَّ تَوَفَّىٰ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

১৬৪- لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

১৮৪- فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولُ
مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ
وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝

১৩- وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يَدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

১৪- وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ
يَدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا

৫৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদেরও যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। আর যদি তোমরা মতভেদ কর কোন বিষয়ে তবে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের কাছে, যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি। ইহাই উত্তম এবং এর পরিণামও সুন্দর।

৬৪. আর আমি পাঠাইনি কোন রাসূল এ উদ্দেশ্য ছাড়া যে, তাঁর আনুগত্য করা হবে আল্লাহর নির্দেশে। আর যদি তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে, আপনার কাছে আসত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন। তাহলে তারা অবশ্যই পেত আল্লাহকে পরম তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

৬৫. অবশ্যই কসম আপনার রবের! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আপনার উপর বিচারের ভার ন্যস্ত করে নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের ব্যাপারে। তারপর তারা আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিজেদের মনে কোন দ্বিধা-সংকোচ না রাখে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।

৬৯. আর কেউ আনুগত্য করলে আল্লাহ এবং রাসূলের, তারা হবে তাদের সংগী, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন-নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেক্কারদের থেকে। আর তারা কত উত্তম সংগী।

৭৯. হে মানুষ! যা কিছু কল্যাণ তোমার হয়, তা আল্লাহরই তরফ থেকে হয় এবং যা কিছু অকল্যাণ তোমার উপর আপতিত হয়, তা তোমারই কারণে। আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে মানুষের জন্য

৫৯-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ○

৬৪- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ○

৬৫- فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُونَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○

৬৯- وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ○

৭৯- مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ○

রাসূলরূপে এবং আল্লাহুই যথেষ্ট সাক্ষী হিসাবে।

৮০. যে কেউ আনুগত্য করে রাসূলের, সে তো আনুগত্য করলো আল্লাহর। আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে, আমি তো পাঠাইনি আপনাকে তাদের উপর নিগাহবান-তত্ত্ববধায়ক হিসাবে।

১১৫. আর যে বিরুদ্ধাচরণ করবে রাসূলের তার কাছে সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং অনুসরণ করবে মু'মিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ; আমি ফিরিয়ে দেব তাকে, যে দিকে সে ফিরে যায় এবং দণ্ড করবো তাকে জাহান্নামে; আর কত মন্দ সে আবাস!

১৩৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং তিনি যে কিতাব (আল-কুরআন) তাঁর রাসূলের প্রতি নাখিল করেছেন তাতে এবং তিনি যে কিতাব এর পূর্বে নাখিল করেছেন তাতেও আর যে অস্বীকার করে আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল এবং আখিরাত সে তো গুমরাহ-পথহারা হয় চরমভাবে।

১৬৩. আমি তো ওহী প্রেরণ করেছি আপনার কাছে, যেমন আমি ওহী প্রেরণ করেছিলাম নূহের কাছে এবং তাঁর পরবর্তী নবীদের কাছে। আর আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধর ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন এবং সুলায়মানের কাছে এবং দিয়েছিলাম দাউদকে যাবুর।

১৬৪. আর অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি, আমি তো তাদের কথা বর্ণনা করেছি এর পূর্বে

وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

৮০- مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ
وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۝

১১৫- وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

১৩৬- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

১৬৩- إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَآيُوبَ ۚ وَابْتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝

১৬৪- وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ

আপনার কাছে এবং অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম, যাদের কথা আপনাকে বলিনি। আর কথা বলেছিলেন আল্লাহ্ মূসার সাথে বিশেষভাবে।

تَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۖ
وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۝

১৬৫. পাঠিয়েছি অনেক রাসূল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে মানুষের জন্য আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকে রাসূল আসার পরে। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, হিক্মত-ওয়ালা।

١٦٥-رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا
يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ

بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

১৭০. হে মানুষ! তোমাদের কাছে তো এসেছেন রাসূল সত্য নিয়ে তোমাদের রবের তরফ থেকে; অতএব তোমরা ঈমান আনো; ইহা কল্যাণকর তোমাদের জন্য। আর যদি তোমরা কুফরী কর, তবে আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তা তো আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্মত-ওয়ালা।

١٧٠-يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ

بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ۚ

وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

১৭১. হে আহ্লে কিতাব! তোমরা বাড়াবাড়ি করো না তোমাদের দীনের ব্যাপারে এবং বলো না, আল্লাহ্র ব্যাপারে সত্য ছাড়া আর কিছু, মারইয়ামের পুত্র ঈসা মসীহ্ তো আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি পৌছিয়েছেন মারইয়ামের কাছে এবং এক রুহ আল্লাহ্র তরফ থেকে। সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি, আর বলো না, 'তিন'। নিবৃত্ত হও, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ্ তো এক ইলাহ্, তিনি পবিত্র মহান এ থেকে যে, তাঁর সন্তান হবে। তাঁরই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর কার্য সম্পাদনকারী হিসাবে। আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

١٧١-يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ

وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمَتْهُ ۚ

أَنفُسَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ۚ

فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ

إِنَّهُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ

سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ

وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

সূরা মায়িদা, ৫ : ১৫, ১৬, ১৯, ৩৩, ৪১,
৪২, ৫৫, ৫৬, ৬৭, ৯২, ৯৯

১৫. হে আহলে কিতাব! এসেছে তো তোমাদের কাছে আমার রাসূল, তিনি প্রকাশ করেন তোমাদের কাছে অনেক কিছু, যা তোমরা গোপন করতে কিতাবের এবং তিনি উপক্ষা করেন অনেক কিছু। তোমাদের কাছে তো এসেছে আল্লাহর নূর এবং স্পষ্ট কিতাব।

১৬. আল্লাহ এ দিয়ে হিদায়েত দান করেন, শান্তির পথে তাকে, যে সন্তুষ্টি কামনা করে তাঁর এবং বের করে আনেন তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে স্বীয় নির্দেশে, আর পরিচালিত করেন তাদের সরল-সঠিক পথে।

১৯. হে আহলে কিতাব! এসেছে তো তোমাদের কাছে আমার রাসূল, রাসূল আগমনের বিরতির পরে; তিনি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের কাছে, পাছে তোমরা বল যে, আমাদের কাছে আসেনি কোন সুসংবাদদাতা, আর না কোন সতর্ককারী। এখন তো এসেছে তোমাদের কাছে একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। আর আল্লাহ হলেন সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩৩. যারা যুদ্ধ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায় দুনিয়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলবিদ্ধ করা হবে অথবা কেটে ফেলা হবে তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে অথবা নির্বাসিত করা হবে তাদের দেশ থেকে। এটাই তাদের জন্য লাঞ্ছনা দুনিয়ায় এবং

১৫-يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ○

১৬-يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

১৯-يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ○ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

৩৩-إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا

আখিরাতে রয়েছে তাদের জন্য
মহাশাস্তি।

৪১. হে রাসূল! আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় তারা, যারা দ্রুত ধাবিত হয় কুফরীর দিকে; যারা মুখে বলে : আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনেনি এবং ইয়াহুদীদের মধ্যে যারা মিথ্যা শোনায়ে তৎপর, যারা কান পেতে থাকে এমন একদল লোকের প্রতি, যারা আপনার কাছে আসেনি। তারা বিকৃত করে বাক্যকে, তা যথাযথভাবে সুবিন্যস্ত থাকার পরেও। তারা বলে : তোমাদের এরূপ বিধান দিলে তা গ্রহণ করবে, আর যদি তা না দেওয়া হয়, তবে বর্জন করবে। আর আল্লাহ্ যার জন্য গুমরাহী চান; তার জন্য আল্লাহর কাছে আপনার কিছুই করার নেই। এরা এমন যাদের হৃদয় আল্লাহ পবিত্র করতে চান না, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।
৪২. তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত তৎপর এবং হারাম ভক্ষণে অতীব আসক্ত। তবে তারা যদি আপনার কাছে আসে, তাহলে আপনি তাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি করে দেবেন অথবা তাদের উপেক্ষা করবেন। আর যদি আপনি তাদের উপেক্ষা করেন, তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার-নিষ্পত্তি করেন, তবে তাদের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন ন্যায়পরায়ণদের।
৫৫. তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনগণ, যারা সালাত কায়েম

করে এবং যাকাত দেয়, আর তারা বিনয়ী।

৫৬. আর যে কেউ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে আল্লাহকে, তাঁর রাসূলকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাঁদের, বস্তৃত আল্লাহর দল তো বিজয়ী।

৬৭. হে রাসূল! আপনি প্রচার করুন, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে আপনার রবের তরফ থেকে তা। আর যদি না করেন, তবে তো আপনি প্রচার করলেন না তাঁর বাণী। আর আল্লাহ রক্ষা করবেন আপনাকে মানুষদের থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ হিদায়েত দেন না কাফির লোকদের।

৯২. আর তোমারা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং সতর্ক থাক। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে জেনে রাখ যে, আমার রাসূলের কর্তব্য তো কেবল স্পষ্ট প্রচার করা।

৯৯. রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল প্রচার করা। আর আল্লাহ জানেন, যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন রাখ।

সূরা আন'আম, ৬ : ৮, ৯, ১০, ৩৪, ৩৫, ৪২, ৪৮, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯১, ১১২

৮. আর তারা বলে : কেন নাযিল করা হয় না তার কাছে কোন ফিরিশ্তা? যদি আমি নাযিল করতাম কোন ফিরিশ্তা, তবে তো চূড়ান্ত ফয়সালাই হয়ে যেত, তারপর তাদের কোন অবকাশ দেওয়া হতো না।

○ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ○

৫৬- وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ○

৬৭- يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ○

৯২- وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَوُكُمْ ○ أَتَمَّا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلِّغُ الْمُبِينُ ○

৯৯- مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلِّغُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ○

৮- وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۚ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَامَّا لَفَضَّلْنَا الْأَمْرَ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ ○

৯. আর যদি আমি করতাম তাঁকে ফিরিশতা তাহলে অবশ্য তাঁকে পাঠাতাম পুরুষ মানুষের আকৃতিতে, আর তাদের আমি বিভ্রান্তে ফেলতাম, যে রূপ তারা রয়ছে বিভ্রমে।

১০. আর অবশ্যই উপহাস করা হয়েছে অনেক রাসূলকে আপনার আগে, ফলে যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল, তা তাদের (বিদ্রূপকারীদের) পরিবেষ্টন করেছে।

৩৪. আর অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল রাসূলদের আপনার পূর্বেও, কিন্তু তারা ধৈর্যধারণ করেছিলেন, তাদের যে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে এবং কষ্ট দেওয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও, যে পর্যন্ত না এসেছে তাদের কাছে আমার সাহায্য। আর কেউ বদলাবার নেই আল্লাহর কথা। আপনার কাছে তো এসেছে রাসূলদের কিছু সংবাদ।

৩৫. আর যদি দুর্বিসহ হয় আপনার কাছে তাদের উপেক্ষা, তাহলে পারলে অব্বেষণ করুন সুড়ংগ যমীনে অথবা সিঁড়ি আসমানে, তারপর নিয়ে আসেন তাদের কাছে কোন মুজিবা। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই তাদের একত্র করতেন হিদায়েতের উপর। সুতরাং আপনি জাহিলদের শামিল হবেন না।

৪২. আর অবশ্যই আমি রাসূল প্রেরণ করেছিলাম বহু জাতির কাছে আপনার পূর্বে, তারপর তাদের পাকড়াও করেছিলাম অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে, যাতে তারা বিনীত হয়।

৪৮. আমি তো প্রেরণ করি রাসূলগণকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী-

১- وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا
وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ○

১- وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ
فَخَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ
○ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ○

২- وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ
فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا
وَإِذْ وَآ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا
وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ
○ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَايَ الْمُرْسَلِينَ ○

৩- وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ
فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي
الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ○

৪- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ
فَاَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ○

৫- وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ

রূপে; সুতরাং কেউ ঈমান আনলে ও সংশোধিত হলে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

৮৪. আর আমি ইব্রাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং এদের প্রত্যেককে হিদায়েত দিয়েছিলাম; পূর্বে নূহকেও হিদায়েত দিয়েছিলাম এবং তার বংশধর থেকে দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকেও। আর এভাবেই আমি বিনিমিয় দেই নেককারদের;

৮৫. এবং যাকারিয়া, ইয়াহুইয়া, ঈসা এবং ইল্‌ইয়াসকেও; তারা সকলেই ছিলেন, সম্মানুষ।

৮৬. আরও সংপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাইল, আল-ইয়াসা, ইউনুস ও লুতকে, এবং আমি তাদের প্রত্যেককে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম সারা জাহানের উপর-

৮৭. এবং এদের পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভাইদের থেকেও; আমি তাদের মনোনীত করেছিলাম এবং হিদায়েত দিয়াছিলাম সিরাতুল মুস্তাকীমের।

৮৮. এ আল্লাহর হিদায়েত; তিনি তাঁর বান্দাদের থেকে যাকে চান এর দ্বারা হিদায়েত দেন; আর যদি তারা শিরক করতো, তবে অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যেতো তাদের সমস্ত কৃতকর্ম।

৯১. আর তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি, যখন তারা বলে : আল্লাহ মানুষের নিকট কিছুই নাযিল করেননি। আপনি বলুন : কে নাযিল করেছেন মূসার আনীত কিতাব, যা মানুষের জন্য নূরও হিদায়েত, তা

وَمُنْذِرِينَ ۖ فَسَنُأْمِنُ وَأَصْلَحَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

৮৪- وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
كُلًّا هَدَيْنَا ۖ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ
وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ۖ
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○

৮৫- وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ
كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ○

৮৬- وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُونُسَ وَلُوطًا
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ○

৮৭- وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

৮৮- ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

৯১- وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا
مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ ۚ قُلْ مَنْ
أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى

তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিখে কিছু প্রকাশ কর এবং অনেক গোপন রাখ। আর তোমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তা, যা জানতে না তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরাও। আপনি বলুন : আল্লাহুই। এরপর তাদেরকে মগ্ন থাকতে দিন তাদের নিরর্থক আলোচনার খেলায়।

১১২. আর এভাবেই আমি করেছি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু মানুষ ও জিনের মধ্যে শয়তানদেরকে, তাদের একে অন্যকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে চমকপ্রদ কথা দ্বারা প্ররোচিত করে। যদি আপনার রব ইচ্ছা করতেন, তবে তারা তা করতো না। সুতরাং আপনি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা রচনাকে বর্জন করুন।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ৬, ৩৫, ৫৯, ৭৩, ৮৫, ৯৪, ১৪৪, ১৪৫, ১৫৭, ১৫৮, ১৮৮, ২০৩

৬. এরপর আমি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবো তাদের, যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল এবং অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবো রাসূলগণকেও।

৩৫. হে বনু আদম! যদি তোমাদের কাছে আসে রাসূলগণ তোমাদের মধ্য থেকে, যারা বিবৃত করে তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ; তখন যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

৫৯. আমি তো পাঠিয়েছিলাম নূহকে তার কাওমের কাছে এবং সে বলেছিল : হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, নেই তোমাদের জন্য কোন ইলাহু তিনি ব্যতীত। আমি আশংকা

نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ
تَبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعِلَّمْتُمْ مَا لَمْ
تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ
ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ○

১১২- وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ
عَدُوًّا وَاشَّيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ
إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ
فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ○

৬- فَكَلَّمْنَا الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ
وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ○

৩৫- يٰبَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ
يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ۖ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

৫৯- لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ

করি তোমাদের জন্য কঠিন দিনের শাস্তির।

৭৩. আর আমি পাঠিয়েছিলাম সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালিহকে। তিনি বলেছিলেন : হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, নেই তোমাদের জন্য কোন ইলাহ তিনি ছাড়া। তোমাদের কাছে তো এসেছে স্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের রবের তরফ থেকে, আল্লাহর এ উল্লী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। অতএব একে চরে খেতে দাও আল্লাহর যমীনে, আর একে কোন ক্রেশ দিও না; দিলে তোমাদের পাকড়াও করবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

৮৫. আর আমি পাঠিয়েছিলাম মাদইয়ান-বাসীদের কাছে তাদের ভাই শু'আইবকে। তিনি বলেছিলেন : হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর। নেই তোমাদের জন্য কোন ইলাহ তিনি ছাড়া। তোমাদের কাছে তো এসেছে স্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের রবের তরফ থেকে। অতএব তোমরা পরিপূর্ণভাবে দিবে মাপে ও ওয়নে এবং কম দিবে না লোকদের তাদের প্রাপ্য। বস্তুত আর ফাসাদ সৃষ্টি করবে না দুনিয়ায় সেথায় শান্তি প্রতিষ্ঠার পরে। এটাই কল্যাণকর তোমাদের জন্য, যদি তোমরা মু'মিন হও।

৯৪. আর আমি পাঠাইনি কোন জনপদে কোন নবী, কিন্তু পাকাড়াও করেছি তার অধিবাসীদের অর্থ-কষ্ট ও দুঃখ-ক্লেশ দিয়ে, যাতে তারা বিনীত হয়।

১৪৪. আল্লাহ বললেন : হে মূসা! আমি তো তোমাকে মনোনীত করেছি লোকদের উপর আমার রিসালাত ও আমার বাক্যলাপ দিয়ে। অতএব

عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○

৭৩- وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا

قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ قَدْ جَاءَتْكُمْ

بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۚ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ

لَكُمْ آيَةٌ ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ

وَلَا تَمْسُوهَا بِسَوْءٍ

فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ آيَتِهِ ○

৮৫- وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ

قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا

فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ○

৯৩- فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ

رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ أَسَى

عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ○

১৪৪- قَالَ يٰمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ

عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي ۚ

তুমি গ্রহণ কর তা, যা আমি তোমাকে দিয়েছি এবং হও শোকরগুযারদের শামিল।

○ وَخُذْ مَا آتَيْتَكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ

১৪৫. আর আমি লিখে দিয়েছিলাম তার জন্য ফলকে সব বিষয়ের উপদেশ এবং সব কিছুর ব্যাখ্যা। অতএব তুমি শক্তভাবে ধারণ কর এগুলো এবং নির্দেশ দাও তোমার কাওমকে এর যা উত্তম তা গ্রহণ করতে। অচিরেই আমি তোমাদের দেখাব ফাসিকদের আবাসস্থল।

১৪৫- وَكُتِبْنَا لَهُ فِي الْأَنْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ۖ وَخُذْ مَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۖ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ○

১৪৭. যারা অনুসরণ করে রাসূলের, যিনি উম্মী নবী, যার উল্লেখ লিপিবদ্ধ পায় তারা, তাদের কাছে যে তাওরাত ও ইনজীল আছে তাতে, যিনি তাদের নির্দেশ দেন ভাল কাজের এবং তাদের নিষেধ করেন মন্দ কাজ থেকে, যিনি হালাল করেন তাদের জন্য পবিত্র বস্তু এবং হারাম করেন তাদের উপর অপবিত্র বস্তু; আর বিদূরিত করেন তাদের থেকে তাদের গুরুভার এবং শৃঙ্খল-যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা ঈমান আনে তাঁর প্রতি, সম্মান করে তাঁকে, সাহায্য করে তাঁকে এবং অনুসরণ করে সে নূর, যা তাঁর সাথে নাযিল করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।

১৪৭- الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

১৪৮. আপনি বলুন : হে মানুষ! আমি তো তোমাদের সকলের জন্য রাসূল আল্লাহর, যিনি আসমান ও যমীনের মালিক। নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া; তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, যিনি উম্মী নবী; যিনি ঈমান আনেন আল্লাহতে এবং তাঁর বাণীতে এবং তোমরা অনুসরণ কর তাঁর, যাতে তোমরা হিদায়েত প্রাপ্ত হও।

১৪৮- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

১৮৮. আপনি বলুন : আমি কোন ক্ষমতা রাখি না আমার নিজের লাভ-লোকসানের, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া। আর আমি যদি গায়েব জানতাম তবে অবশ্যই অনেক কল্যাণ সঞ্চয় করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না। আমি তো কেবল সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা সে লোকদের জন্য, যারা ঈমান আনে।

২০৩. আর যখন আপনি তাদের কাছে কোন নিদর্শন উপস্থিত না করেন, তখন তারা বলে : আপনি নিজেই কেন একটি নিদর্শন বেছে নেন না? আপনি বলুন : আমি তো অনুসরণ করি কেবল তাঁরই, যা ওহী করা হয় আমার প্রতি আমার রবের তরফ থেকে। এ কুরআন তোমাদের রবের তরফ থেকে এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়েত ও রহমত।

সূরা আনফাল, ৮ : ২০, ২১, ২৪, ২৭, ৪৬, ৬৪, ৬৫

২০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, আর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিও না তাঁর থেকে, যখন তার কথা শোন;

২১. আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বলে : আমরা শোনলাম, আসলে তারা শোনে না।

২৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাড়া দেবে আল্লাহ্ ও রাসূলের আহবানে, যখন তিনি আহবান করবেন তোমাদের এমন কিছুর দিকে, যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে এবং জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো মানুষের ও তার অন্তরের মাঝে থাকেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

১৮৮- قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكْنَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

২০৩- وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَاصٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

২০- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ○

২১- وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ○

২৪- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○

২৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বিশ্বাস ভংগ করবে না আল্লাহ ও রাসূলের সংগে এবং খিয়ানত করবে না তোমাদের আমানতের ব্যাপারে-জেনেগুনো।

৪৬. আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের ও পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ করবে না; করলে, সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ আছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।

৬৪. হে নবী! আল্লাহ্-ই যথেষ্ট আপনার জন্য এবং যারা আপনাকে অনুসরণ করে মু'মিনদের থেকে তাদের জন্য।

৬৫. হে নবী! আপনি উদ্বুদ্ধ করুন মু'মিনদের যুদ্ধের জন্য; যদি তোমাদের মাঝে কুড়ি জন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা বিজয়ী হবে দু'শ জনের উপর। আর তোমাদের মাঝে একশ' জন থাকলে, তারা বিজয়ী হবে এক হাজার কাফিরের উপর। কেননা, তারা এমন লোক, যারা বোঝে না।

সূরা তাওবা, ৯ : ২৪, ৩৩, ৬৩, ৭০, ১৩৩, ১২৮, ১২৯

২৪. আপনি বলুন : যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সম্ভান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যা তোমরা ভালবাস, অধিক প্রিয় হয় তোমাদের কাছে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চাইতে, তবে অপক্ষো কর আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত। আর

২৭-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ
وَالرَّسُولَ وَ
تَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

৪৬-وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا
وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ○

৬৪-يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ
وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

৬৫-يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ
الْقِتَالَ ۚ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ
صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ
مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ○

২৪-قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ
كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ
إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي
سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ

আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না ফাসিক লোকদের।

৩৩. তিনিই প্রেরণ করেছেন তাঁর রাসূলকে হিদায়েত ও সত্যদীনসহ, তা জয়যুক্ত করার জন্য সমস্ত দীনের উপর, যদিও মুশরিকরা অপসন্দ করে।

৬৩. তারা কি জানেনা যে, যে কেউ বিরোধিতা করবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, তার জন্য তো রয়েছে জাহান্নামের আগুন, যেখানে সে চিরকাল থাকবে? এটা হলো চরম লাঞ্ছনা।

৭০. আসেনি কি তাদের কাছে তাদের পূর্ববর্তী নূহ, আদ ও সামূদের কাওম, ইব্রাহীমের কাওম এবং মাদইয়ান ও বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসিদের সংবাদ? এসেছিল তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে। আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি তাদের উপর যুলুম করেন; কিন্তু তারাই নিজেরা নিজেদের উপর যুলুম করেছিল।

১১৩. নবী এবং মু'মিনদের পক্ষে সংগত নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে মুশরিকদের জন্য, যদিও তারা হয় তাদের নিকট-আত্মীয়, এ কথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা তো দোষখের অধিবাসী।

১২৮. এসেছেন তো তোমাদের কাছে একজন রাসূল* তোমাদেরই মধ্য থেকে, দুর্বিসহ তাঁর জন্য তা, যা তোমাদের কষ্ট দেয়। তিনি তোমাদের মংগলকামী, মু'মিনদের প্রতি মমতাময়, পরম দয়ালু।

১২৯. তবে তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা হলে আপনি বলুন : আমার জন্য

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○

৩৩- هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ○

৬৩- أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ يُحَادِدِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۖ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ○

৭০- أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۖ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ ۖ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○

১১৩- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○

১২৮- لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ○

১২৯- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ

* হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আল্লাহ্-ই যথেষ্ট, নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি, আর তিনি তো রব মহা-আরশের।

সূরা ইউনুস, ১০ : ২, ১৩, ৪৭, ৯৪, ৯৫, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯

২. এটা কি মানুষের জন্য আশ্চর্যের ব্যাপার যে, আমি ওহী প্রেরণ করেছি তাদেরই এক জনের কাছে এ মর্মে যে, আপনি সতর্ক করুন মানুষদের এবং সুসংবাদ দিন তাদের যারা ঈমান এনেছে যে, তাদের জন্য রয়েছে উচ্চমর্যাদা তাদের রবের কাছে! কাফিররা বলে : নিশ্চয় এ ব্যক্তি তো এক স্পষ্ট যাদুকর!

১৩. আর আমি তো ধ্বংস করেছি বহু জন-গোষ্ঠিকে তোমাদের আগে, যখন তারা যুলুম করেছিল। আর এসেছিল তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, কিন্তু তারা ঈমান আনার ছিল না, এভাবেই আমি শাস্তি দেই অপরাধী লোকদের।

৪৭. আর প্রত্যেক জন-গোষ্ঠির জন্য ছিল একজন রাসূল এবং যখন এসেছে তাদের রাসূল, তখন ফয়সালা করা হয়েছে তাদের মাঝে ন্যায়ের সাথে, আর তাদের প্রতি যুলুম করা হয়নি।

৯৪. যদি আপনি সন্দেহে থাকেন, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি তাতে; তবে জিজ্ঞেস করুন তাদের, যারা পাঠ করে আপনার পূর্বের কিতাব। এসেছে তো আপনার কাছে সত্য আপনার রবের তরফ থেকে। অতএব আপনি হবেন না কখনও সন্দেহকারীদের শামিল।

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○

۲- أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ
مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا
أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ
قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ الْمُبِينُ ○

۱۳- وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَمَّا ظَلَمُوا ۚ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
وَمَا كَانُوا لَإِيَّائِهِمْ مَّنُونًا
كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ○

۴۷- وَإِكُلِ أُمَّةٍ رَسُولٌ ۚ
فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

۹۴- فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ
مِنَ الْمُنْتَرِينَ ○

৯৫- وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

১০৬- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ
فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ ۥ
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○
১০৭- وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

১০৮- وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۥ
فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا
مِنَ الظَّالِمِينَ ○

১০৯- وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ
لَهُ إِلَّا هُوَ ۥ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ
فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۥ
يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۥ
وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

১১০- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّكُمْ ۥ فَمَنِ اهْتَدَى
فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۥ

চলবে। আর যে কেউ গুমরাহ্ হবে, সে তো গুমরাহ্ হবে নিজেরই অকল্যাণের জন্য; আর আমি নই তোমাদের কর্ম-সম্পাদনকারী।

১০৯. আর আপনি অনুসরণ করুন যে ওহী আপনার প্রতি করা হয় তার এবং সবার করুন, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ ফয়সালা করেন আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

সূরা হূদ, ১১ : ১২, ১৩, ২৫, ২৬, ৩৬, ৯৬, ৯৭, ১২০

১২. তবে কি আপনি বর্জন করবেন, আপনার প্রতি যে ওহী করা হয় তার কিছু, আর সংকুচিত হয় আপনার মন এতে-এজন্য যে, তারা বলে : কেন পাঠানো হয়নি তাঁর কাছে ধন-ভাগ্য, অথবা কেন আসিনি তাঁর সাথে কোন ফিরিশ্তা? আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয় কর্ম নিয়ন্ত্রক।

১৩. অথবা তারা কি বলে : সে (মুহাম্মদ) এ কুরআন নিজে রচনা করে নিয়েছে! আপনি বলুন : তাহলে তোমরা নিয়ে এসো দশটি সূরা এর অনুরূপ-তোমাদের রচিত এবং ডাকো যদি পার আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

২৫. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে। সে বলেছিল : নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী,

২৬. যেন তোমরা ইবাদত না করো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর; আমি তো ভয় করছি তোমাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের।

وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ○

১০৯- وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ
وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخُصِمَ اللَّهُ ۖ
وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ○

১২- فَالْعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ
إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ
أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ
مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ○

১৩- أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ
سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَةٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

২৫- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○

২৬- أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْاِيمِ ○

৩৬- وَ أَوْحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ
مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ
فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ○

৯৬- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا
وَسُلْطَنٍ مُبِينٍ ○

৯৭- إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوهُ
أَمْرُ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ
১২০- وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ
مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ
وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ○

৩- نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ
بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ۖ
وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ ○

১০২- ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ
نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَنْكُرُونَ ○

১০৪- قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ
عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ
وَسُبْحَانَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

০৯. আর আমি পাঠাইনি কোন রাসূল আপনার আগে পুরুষদের ছাড়া, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠিয়েছি জনপদ-বাসীদের মধ্য থেকে। তারা কি ভ্রমণ করেনি পৃথিবীতে, আর দেখিনি, কি পরিণতি হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীদের? অবশ্যই আখিরাতের আবাস শ্রেয় মুত্তাকীদের জন্য। তবুও কি তোমরা বোঝ না?
১০. অবশেষে যখন নিরাশ হলো রাসূলগণ এবং লোকেরা ভাবলো যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে; তখন তাদের কাছে এলো আমার সাহায্য। এভাবেই আমি রক্ষা করি যাকে চাই। আর রদ করা যায় না আমার শাস্তি অপরাধী লোকদের থেকে।

ব্রা'দ, ১৩ : ৩০, ৩৭, ৩৮

১০. এ ভাবেই আমি আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছি এক জনগোষ্ঠীর কাছে, গত হয়েছে যার আগে অনেক জনগোষ্ঠী, তাদের কাছে তিলাওয়াত করার জন্য, যা আমি ওহী করেছি আপনার কাছে তা, আর তারা তো কুফরী করে দয়াময় আল্লাহ্র সংগে। আপনি বলুন : তিনিই আমার রব, নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া, তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।
১৭. এভাবেই আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি কুরআন বিধানরূপে আরবী ভাষায়। আর যদি আপনি অনুসরণ করেন তাদের খেয়াল-খুশীর, আপনার কাছে জ্ঞান আমার পর, তবে থাকবে না আল্লাহ্র বিরুদ্ধে আপনার জন্য কোন অভিভাবক, আর না কোন রক্ষক।

৩৮- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ
وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ
وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ○

৪- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ
إِلَّا بِلسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۚ فَيُضِلَّ اللَّهُ
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

৫- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَتِنَا أَنْ أَخْرِجْ
قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ
وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ○

৬- وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ
عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ○

৭- لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○

৮- مَا نُنْزِلُ الْمَلَكَةَ
إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ○

৯- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
رِإْنَا لَهُ لَحَافُظُونَ ○

১০. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম আপনার আগে রাসূল পূর্বকার জনগোষ্ঠীর মাঝে।

১১. আর আসেনি তাদের কাছে এমন কোন রাসূল, যাকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো না।

সূরা নাহল, ১৬ : ২, ৩৬, ৪৩, ৪৪, ৬৩, ৬৪, ১১৩

২. তিনি নাযিল করেন ফিরিশ্বাদের ওহীসহ স্বীয় নির্দেশে, নিজ বান্দাদের থেকে যাকে চান তার প্রতি এই বলে : সতর্ক কর যে, নেই কোন ইলাহ আমি ছাড়া। অতএব আমাকেই ভয় কর।

৩৬. আমি তো পাঠিয়েছি রাসূল প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর কাছে, এ জন্য যে, তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর এবং বর্জন কর তাগুতকে। তারপর তাদের কতককে আল্লাহ হিদায়েত দান করেন এবং তাদের কতকের উপর গুমরাহী সাব্যস্ত করেন। অতএব তোমরা ভ্রমণ কর পৃথিবীতে, আর দেখ, কেমন হয়েছিল পরিণতি সত্য অস্বীকারকারীদের ?

৪৩. আমি তো প্রেরণ করিনি আপনার আগে কোন রাসূল পুরুষ মানুষ ছাড়া, যাদের কাছে আমি ওহী করেছিলাম। অতএব তোমরা জিজ্ঞেস কর জ্ঞানীদের যদি তোমরা না জান। (আরও দেখুন-২১ : ৭, ২৫)

৪৪. প্রেরণ করেছিলাম রাসূল স্পষ্ট প্রমাণ ও গ্রন্থ দিয়ে এবং নাযিল করেছি আপনার প্রতি আল-কুরআন, যাতে আপনি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন লোকদের কাছে, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে।

১- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ ○

১১- وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِءُونَ ○

২- يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ

عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَةٍ

أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّكَ لَا إِلَهَ

إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ○

৩৬- وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ

فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ

وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ۖ

فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ○

৪৩- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا

أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○

৪৪- بِالْبَيِّنَاتِ وَالزَّبُورِ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ

مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ○

৬৩. আল্লাহর কসম! আমি তো প্রেরণ করেছি রাসূল বহু জন-গোষ্ঠীর কাছে আপনার আগে, কিন্তু শয়তান শোভা করেছিল তাদের জন্য, তাদের ক্রিয়া কলাপ। অতএব শয়তান-ই তাদের অভিভাবক আজ এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

৬৪. আর আমি তো নাযিল করিনি আপনার প্রতি কিতাব এ উদ্দেশ্য ছাড়া যে, আপনি বিশদভাবে বর্ণনা করবেন তাদের কাছে, যে বিষয় তারা মতভেদ করতো তা এবং হিদায়েত ও রহমত স্বরূপ মু'মিন লোকদের জন্য।

১১৩. আর এসেছিল তো তাদের কাছে এক রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে, কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করেছিল, ফলে পাকড়াও করেছিল তাদের আযাব, এমতবাস্তায় যে, তারা ছিল যালিম।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ১৫, ৯৪, ৯৫, ১০৫, ১০৬

১৫. আর আমি কাউকে আযাব দেই না, রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত।

৯৪. আর কোন কিছুই বিরত রাখে না লোকদের ঈমান আনা থেকে, তাদের কাছে যখন হিদায়েত আসে তারপর, তাদের এ কথা ছাড়া যে, তারা বলে : আল্লাহ কি পাঠিয়েছেন কোন মানুষকে রাসূল করে ?

৯৫. বলুন : যদি ফিরিশ্তারা যমীনে বিচরণ করতো নিশ্চিন্তে, তাহলে অবশ্যই আমি পাঠাতাম তাদের কাছে আসমান থেকে ফিরিশ্তা রাসূলরূপে।

১০৫. আর আমি তো নাযিল করেছি কুরআন সত্যসহ এবং তা সত্যসহই নাযিল

৬৩- تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمٰلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৬৪- وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اٰخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۚ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ○

১১৩- وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

১৫- وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ○

৯৪- وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوْا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدٰى اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَبْعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ○

৯৫- قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مُلْكٌ لِّمَنْ يَّمْشُوْنَ مَطْمَئِدِيْنَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ○

১০৫- وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۙ

হয়েছে। আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।

১০৬. আর আমি নাযিল করেছি কুরআন খণ্ড-খণ্ডভাবে, যাতে আপনি তা পাঠ করতে পারেন লোকদের কাছে ধীরেধীরে এবং আমি নাযিল করেছি তা ক্রমেক্রমে।

সূরা কাহফ, ১৮ : ৫৬, ১১০

৫৬. আমি তো পাঠাই রাসূলদের কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, কিন্তু কাফিররা ঝগড়া করে বাতিল নিয়ে হককে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য এবং তারা গ্রহণ করে আমার নিদর্শনাবলী এবং যা দিয়ে তাদের সতর্ক করা হয়-তা, উপহাসের বিষয়রূপে।

১১০. বলুন : আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ তো এক ইলাহ। অতএব যে কেউ তার রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন ভাল কাজ করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৪১, ৫১, ৫৪, ৫৬

৪১. আর স্মরণ করুন এ কিতাবে বর্ণিত ইব্রাহীমের কথা, সে ছিল সত্যনিষ্ঠ, নবী।
৫১. আর স্মরণ করুন এ কিতাবে মূসার কথা, সে ছিল বিশেষভাবে মনোনীত বান্দা এবং রাসূল-নবী।
৫৪. আর স্মরণ করুন এ কিতাবে বর্ণিত ইসমাঈলের কথা, সে ছিল ওয়াদা পালনে সত্যবাদী এবং রাসূল-নবী।
৫৬. আর স্মরণ করুন এ কিতাবে বর্ণিত ইদরীসের কথা, আর সে ছিল সত্যনিষ্ঠ-নবী।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

১০৬- وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

৫৬- وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيَجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا

১১০- قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِقًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

৪১- وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا

৫১- وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ

إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا

৫৪- وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ

إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا

৫৬- وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ

إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا

সূরা তোহা, ২০ : ৭৭

৭৭. আর আমি ওহী করেছিলাম মূসার প্রতি এই মর্মে যে, বের হও রাতের বেলায় আমার বান্দাদের নিয়ে এবং বানিয়ে নেও তাদের জন্য সমুদ্রের মাঝে এক শুকনো পথ এবং ভয় করো না যে, তোমাকে ধরে ফেলা হবে পেছন দিক থেকে এবং শংকিতও হয়ো না।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৭৩, ১০৭, ১০৮

৭৩. আর আমি তাদের বানিয়েছিলাম নেতা, তারা পথ প্রদর্শন করতো আমার নির্দেশ অনুসারে; আমি তাদের প্রতি ওহী করেছিলাম ভাল কাজ করতে, স্নালাত কায়েম করতে এবং যাকাত দিতে; আর তারা তো আমারই ইবাদত করতো।

১০৭. আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে বিশ্ব-জগতের জন্য রহমত স্বরূপ।

১০৮. বলুন : আমার প্রতি তো ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ; সুতরাং তোমরা কি তাঁর প্রতি আত্মসমর্পনকারী হবে ?

সূরা হায্জ, ২২ : ৫২, ৫৩, ৫৪, ৭৫

৫২. আর আমি পাঠাইনি আপনার আগে কোন রাসূল, আর না কোন নবী, কিন্তু তাদের কেউ যখনই কিছু পাঠ করেছে, তখনই শয়তান তার পাঠে কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। তবে আল্লাহ বিদূরিত করেন, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তা। তারপর আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর আয়াতসমূহ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।

৫৩. এ জন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ তা পরীক্ষাস্বরূপ করেন তাদের

৭৭-وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ۙ

أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا
فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۚ لَا تَخَفُ
دَرْكًا وَلَا تَخْشَى ۝

৭৩-وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلِ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۚ
وَكَانُوا لَنَا عِبِيدِينَ ۝

১০৭-وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

১০৮-قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا
إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ۝

৫২-وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ
وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ

أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ۚ
فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ
ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ أَيْتِهِ ۚ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

৫৩-لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي
الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

জন্য; যাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি এবং যারা পাষণ্ড হৃদয়, নিশ্চয় যালিমরা রয়েছে চরম মতবিরোধে।

৫৪. আর এজন্য যে, যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা যেন জানতে পারে যে, ইহা সত্য আপনার রবের তরফ থেকে। তারপর তারা যেন তাতে ঈমান আনে এবং এর প্রতি তাদের অন্তর বিণয় হয়। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তো সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন তাদের, যারা ঈমান এনেছে।

৭৫. আল্লাহ্ মনোনীত করেন ফিরিশ্বাদের মধ্য থেকে রাসূল এবং মানুষের মধ্য থেকেও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৪৪, ৪৫, ৪৬

৪৪. তারপর আমি পাঠিয়েছি আমার রাসূলদের একের পর এক। যখনই এসেছে কোন জন-গোষ্ঠীর কাছে তাদের রাসূল, তখনই তারা তাকে অস্বীকার করেছে। এরপর আমি ধ্বংস করি তাদের একের পর এক এবং করে দেই তাদের কাহিনীর বিষয়। সুতরাং ধ্বংস হোক তারা, যারা ঈমান আনে না।

৪৫. তারপর আমি পাঠালাম মূসা ও তার ভাই হারুনকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ,

৪৬. ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে। কিন্তু তারা অহংকার করলো, আর তারা তো ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়।

সূরা নূর, ২৪ : ৫৪

৫৪. বলুন : তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর

مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۖ
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝
٥٤- وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۖ
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُدَالِ الَّذِينَ أُمِنُوا
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
٧٥- اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ
رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۖ
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝

٤٤- ثُمَّ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا تَتْرَاءُ
كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ
فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا
وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۖ
فَبَعْدَ الْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

٤٥- ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ
بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝

٤٦- إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا
وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ۝

٥٤- قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ

রাসূলের। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে রাসূলের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য কেবল রাসূলই দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। অতএব যদি তোমরা তার (রাসূলের) আনুগত্য কর, তবে হিদায়েত লাভ করবে। আর রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌছে দেওয়া।

সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭, ৮, ২০, ৪১, ৪২, ৫৬, ৫৭, ৫৮

৭. কাফিররা বলে, এ কেমন রাসূল, যে খানা খায় এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে, কেন নাযিল করা হয় না তার কাছে কোন ফিরিশ্তা, যাতে সে তাঁর সংগে সতর্ককারীরূপে থাকতো ?

৮. অথবা তাকে কেন কোন ধন-ভাণ্ডার দেওয়া হয় না, অথবা কোন বাগান, যা থেকে সে আহাৰ্য সংগ্রহ করতে পারে ? আর যালিমরা আরো বলে, তোমরা তো কেবল অনুসরণ করছো এক যাদুগ্রন্থ ব্যক্তির।

২০. আর আমি পাঠাইনি আপনার পূর্বে কোন রাসূল, কিন্তু তারা খেতেন এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন। আর আমি করেছি তোমাদের কতককে কতকের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। তোমরা কি সবর করবে ? তোমাদের রব তো সর্বদৃষ্ট।

৪১. আর যখন তারা আপনাকে দেখে, তখন তারা আপনাকে গণ্য করে কেবল ঠাট্টা - বিদ্রূপের পাত্ররূপে এবং বলে : এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন ?

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ
وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ
وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا
وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○

৭- وَقَالُوا مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ
الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ
لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ
فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ○

৮- أَوْ يُنَزِّلُ إِلَيْهِ كُزًّا أَوْ تَكُونُ
لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا
وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ
إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ○

২০- وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ
مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنْهَامُ
لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُوا
فِي الْأَسْوَاقِ ۖ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ
فِتْنَةً ۖ أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ○

৪১- وَإِذَا رَأَوْكَ إِذَا يَتَّخِذُونَكَ
إِلَّا هُزُوًا ۚ أَهَذَا الَّذِي
بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ○

৪২. সে তো আমাদের পথভ্রষ্ট করেই দিত আমাদের দেব-দেবীদের ব্যাপারে। যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় থাকতাম। আর অচিরেই তারা জানবে যখন তারা প্রত্যক্ষ করবে আযাব কে অধিক পথভ্রষ্ট।

৫৬. আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী-রূপে।

৫৭. আপনি বলুন : আমি চাই না তোমাদের কাছে এর জন্য কোন বিনিময়; কিন্তু যে ইচ্ছা করে, সে যেন তার রবের দিকে পথ অবলম্বন করে।

৫৮. আর আপনি নির্ভর করুন সেই চিরঞ্জীবের উপর, যিনি মরবেন না এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন; আর তিনি যথেষ্ট তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ব্যাপারে।

সূরা নামল, ২৭ : ৪৫

৪৫. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালিহকে, এ নির্দেশসহ, তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর; কিন্তু তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে ঝগড়া করতে লাগলো।

সূরা কাসাস, ২৮ : ৪৩, ৫৯

৪৩. আর আমি তো দিয়েছিলাম মুসাকে কিতাব পূর্ববর্তী বহু মানব-গোষ্ঠীকে ধ্বংস করার পর, মানুষের জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, হিদায়েত ও রহমত-স্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

৫৯. আর আপনার রব ধ্বংস করেন না জনপদসমূহ। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি

৫২- إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الصَّيْتِ
لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا
وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ
مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ○

৫৬- وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ○

৫৭- قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ○

৫৮- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي
لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ
وَكَفَىٰ بِهِ بُدْءُ عِبَادٍ ذِي خَيْرٍ ○

৪৫- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ
صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ
فَإِذَا هُمْ فَرِيقَيْنِ يَخْتَصِمُونَ ○

৪৩- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ
مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ
الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○
৫৯- وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى

প্রেরণ করেন তার কেন্দ্রস্থলে রাসূল, যিনি তিলাওয়াত করে শোনান তার অধিবাসীদের আমার আয়াতসমূহ। আর আমি ধ্বংস করি না জনপদসমূহ, কিন্তু যখন এর বাসিন্দারা যুলুম করে।

সূরা আনকাবূত, ২৯ : ১৪

১৪. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম নূহকে তার কাওমের কাছে। সে অবস্থান করেছিল তাদের মাঝে নয় শ' পঞ্চাশ বছর। তারপর তাদের পাকড়াও করেছিল মহাপ্লাবন; কেননা তারা ছিল যালিম।

সূরা রুম, ৩০ : ৪৭

৪৭. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম আপনার পূর্বে রাসূলদের তাদের কাওমের কাছে। তাঁরা নিয়ে এসেছিল তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন; তারপর আমি শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের, যারা অপরাধ করেছিল। আর আমার দায়িত্ব মু'মিনদের সাহায্য করা।

সূরা আহযাব, ৩৩ : ১, ২, ৩, ২১, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮;

১. হে নবী! আপনি ভয় করুন আল্লাহকে এবং আনুগত্য করবেন না কাফির ও মুনাফিকদের। নিশ্চয় আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা।

২. আর আপনি অনুসরণ করুন, আপনার রবের তরফ থেকে আপনার কাছে যে ওহী করা হয়, তার। নিশ্চয় আল্লাহ সম্যক অবহিত, তোমরা যা কর, সে বিষয়ে।

৩. আর আপনি ভরসা করুন আল্লাহর উপর এবং আল্লাহ-ই যথেষ্ট কর্ম-সম্পাদনে।

حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمَهَا رَسُولًا يَقُولُ لَهُمْ
أَيُّنَا ۖ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى
إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ○

۱۴- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ
فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا
فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ
وَهُمْ ظَالِمُونَ ○

۴۷- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ
فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا
مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ○

۱- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ
وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ○

۲- وَأَتِمِّعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ○

۳- وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ○

২১. তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও আখিরাতের আশা রাখে তার জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ.....।

৩৬. আর যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয় ফয়সালা দেন, তখন কোন মু'মিন পুরুষ বা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের কোন ইখতিয়ার থাকবে না। তবে কেউ অমান্য করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে, সে তো গুমরাহ হবে চরমভাবে।

৩৮. নবীর জন্য কোন বাধা নেই সে ব্যাপারে, যা নির্ধারিত করে দিয়েছেন আল্লাহ তার জন্য। এটাই ছিল আল্লাহর রীতি, যারা গত হয়েছে পূর্বে, তাদের বেলায়ও। আর আল্লাহর নির্দেশ তো সুনির্ধারিত।

৩৯. তারা প্রচার করতো আল্লাহর বাণী এবং ভয় করতো তাঁকে; আর ভয় করতো না কাউকে আল্লাহ ছাড়া, এবং আল্লাহ-ই যথেষ্ট হিসাব গ্রহণে।

৪০. মুহাম্মদ পিতা নন তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ হলেন সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৪৫. হে নবী! আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতারূপে এবং সতর্ককারীরূপে,

৪৬. আর আহবানীকারীরূপে আল্লাহর দিকে তাঁর হুকুমে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।

৪৭. আর আপনি সুসংবাদ দিন মু'মিনদের যে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর তরফ থেকে মহা-অনুগ্রহ।

৪৮. আর আপনি অনুসরণ করবেন না কাফির ও মুনাফিকদের এবং উপেক্ষা করুন

২১- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ.....

২৬- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا ○

২৮- مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۖ

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ○

৩৯- الَّذِينَ يَبْلُغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ○

৪০- مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ○

৪৫- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ○

৪৬- وَادْعِ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ

وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ○

৪৭- وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ○

৪৮- وَلَا تَطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

তাদের নির্যাতন এবং ভরসা করুন
আল্লাহর উপর; আর আল্লাহই যথেষ্ট
কর্ম সম্পাদনকারীরূপে।

وَدَعَا أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ○

সূরা সাবা, ৩৪ : ২৮, ৩৪, ৩৫

২৮. আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে
সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও
সতর্ককারীরূপে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ
জানে না।

۲۸- وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً

لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

৩৪. আর আমি তো পাঠাইনি কোন জনপদে
কোন সতর্ককারী, কিন্তু তার বিত্তবান
অধিবাসীরা বলেছে, তোমরা যা নিয়ে
প্রেরিত হয়েছে, আমরা তো তা
প্রত্যাখ্যান করি।

۳۴- وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ

إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهُمْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كِفْرُونَ ○

৩৫. আর তারা আরো বলেছে, আমরা
অধিক সমৃদ্ধশালী সম্পদে ও জনবলে।
অতএব আমাদের শাস্তি দেওয়া হবে
না।

۳۵- وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ○

সূরা ফাতির, ৩৫ : ২৪, ২৫

২৪. আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সত্যসহ
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর
এমন কোন জনগোষ্ঠী নেই, যাদের
মধ্যে গত হয়নি কোন সতর্ককারী।

۲۴- إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ

بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ

إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ○

২৫. আর তারা যদি আপনাকে অস্বীকার
করে, তবে তো অস্বীকার করেছিল
তাদের পূর্ববর্তীরাও; এসেছিল তাদের
কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন,
সহীফা ও উজ্জ্বল কিতাব নিয়ে।

۲۵- وَإِنْ يَكْذِبُوكَ

فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ

رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ○

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৩০

১. ইয়া-সীন,

২. কসম কুরআনে হাকীমের,

৩. নিশ্চয় আপনি তো রাসূলদের শামিল,

৪. আপনি আছেন সরল-সঠিক পথে।

۱- يٰسَ ○

۲- وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ○

۳- إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ○

۴- عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

৫. এ কুরআন নাযিলকৃত পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্র তরফ থেকে।
৬. যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন এমন লোকদের, যাদের পিতৃ-পুরুষদের সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা রয়েছে গাফিল।
৩০. হায়, আফসোস বান্দাদের জন্য! আসিনি তাদের কাছে কোন রাসূল, যার সাথে তারা ঠাট্টা-বদ্বিপ করেনি।

সূরা সাফফাত, ৩৭ : ১৭১, ১৭২, ১৮১

১৭১. আর অবশ্যই আমার একথা পূর্বেই স্থির হয়েছে আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে যে,
১৭২. অবশ্যই তারা হবে সাহায্যপ্রাপ্ত।
১৮১. আর সালাম রাসূলদের প্রতি।

সূরা ছোয়াদ, ৩৮ : ৭০

৭০. আমার কাছে তো ওহী এসেছে যে, আমি কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

সূরা মু'মিন, ৫০ : ৫১, ৭৮

৫১. নিশ্চয় আমি সাহায্য করবো আমার রাসূলদের এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের পার্থিব জীবনে, আর যে দিন দাঁড়াবে সাক্ষীগণ।
৭৮. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম অনেক রাসূল আপনার আগে, যাদের কতকের কথা বিবৃত করেছি আপনার কাছে এবং কতকের কথা বিবৃত করিনি আপনার কাছে। কোন রাসূলের সাধ্য নেই যে, সে উপস্থাপিত করবে কোন নিদর্শন আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া। যখন এসে যাবে আল্লাহ্র নির্দেশ তখন ফয়সালা হয়ে যাবে যথাযথভাবে; আর তখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে বাতিলপন্থীরা।

৫- تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

৬- لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ هُمْ غَفْلُونَ

২০- يَحْسِرَةُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

১৭১- وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا

لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ

১৭২- إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ

১৮১- وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

৭০- إِنْ يُؤَخَّرِ إِلَى الْآخِرَةِ إِنَّمَا أَنَا

نَذِيرٌ مُبِينٌ

৫১- إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالدِّينَ

أَمْثَوَانِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَيَوْمَ يَقُومُ الشَّاهَدُونَ

৭৮- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ

مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ

وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ

قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ

সূরা হা-মীম আস্ সাজদা, ৪১ : ৪৩

৪৩. আপনার সম্বন্ধে তো শুধু তা-ই বলা হয়, যা বলা হতো আপনার পূর্ববর্তী রাসূলদের সম্পর্কে। নিশ্চয় আপনার বর তো ক্ষমাশীল এবং কঠোর শাস্তিদাতা।

সূরা শূরা, ৪২ : ৩, ৭, ৫১, ৫২

৩. এভাবেই ওহী করেন আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি আল্লাহ-যিনি পরাক্রমশালী, হিক্মত-ওয়ালা।

৭. আর এভাবেই আমি ওহী করেছি আপনার প্রতি কুরআন আরবী ভাষায়, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন উম্মুল কুরা-নগরসমূহের মাতা মক্কা ও এর চার পাশের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পারেন কিয়ামতের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল যাবে জান্নাতে এবং আরেক দল জাহান্নামে।

৫১. আর মানুষের অবস্থা এমন নয় যে, আল্লাহ্ কথা বলবেন, তার সাথে ওহী ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার আড়াল ব্যতিরেকে, অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যে দূত আল্লাহর অনুমতি-ক্রমে তিনি যা চান তা পৌঁছিয়ে দেবে। আল্লাহ্ সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।

৫২. আর এভাবেই আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি কুরআন আমার নির্দেশে, আপনি তো জানতেন না কিতাব কি এবং ঈমান কি! কিন্তু আমি করেছি এ কুরআনকে আলোকবর্তিকা, হিদায়েত দেই এর সাহায্যে যাকে চাই আমার বান্দাদের থেকে; আর আপনি তো দেখান সরল-সঠিক পথ।

٤٣- مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ

٣- كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

٧- وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

٥١- وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ

٥٢- وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ مَنِ نَشَاءُ ۚ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ২৩, ২৪, ৪৩, ৪৪, ৪৫

২৩. আর এভাবেই আমি যখনই পাঠিয়েছি আপনার আগে কোন জনপদে কোন সতর্ককারী, তখনই বলেছে এর বিত্তবান ব্যক্তির : আমরা তো পেয়েছি আমাদের পূর্ব-পুরুষদের এক মতাদর্শের উপর এবং আমরা তো তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি।

২৪. সতর্ককারী বলতো : আমি যদি তোমাদের কাছে নিয়ে আসি উত্তম পথ নির্দেশ তার চাইতে, যার উপর তোমরা পেয়েছ তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের, তবুও কি তোমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করবে? তারা বলতো : আমরা তো প্রত্যাখ্যান করি, তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ, তা।

৪৩. সুতরাং আপনি দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন আপনার প্রতি যা ওহী করা হয় তা। আপনি তো আছেন সরল-সঠিক পথে।

৪৪. আর নিশ্চয়ই এ কুরআন আপনার ও আপনার কাওমের জন্য সম্মানের বস্তু। অবশ্যই এ বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে।

৪৫. আপনি জিজ্ঞেস করুন আপনার পূর্বে যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদের, আমি কি স্থির করেছিলাম দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোন ইলাহ যার ইবাদত করা যায়?

সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৭, ৮, ৯

৭. আর যখন তিলাওয়াত করা হয় তাদের কাছে আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ, তখন কাফিররা সত্য সম্বন্ধে বলে, যখন তা তাদের কাছে উপস্থিত হয়, এতো সুস্পষ্ট যাদু।

২৩- وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ○

২৪- قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ○

৪৩- فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

৪৪- وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ○

৪৫- وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ○

৭- وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَنَا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ○

৮. অথবা তারা কি বলে, মুহাম্মদ কি এ কুরআন নিজে রচনা করে নিয়েছে? আপনি বলুন : যদি আমি ইহা নিজে রচনা করে থাকি, তবে তোমরা কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না আমাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে। আল্লাহ্ সর্বিশেষ অবহিত সে বিষয় যাতে তোমরা আলোচনায় লিপ্ত আছ। তিনিই যথেষ্ট সাক্ষী হিসেবে আমার ও তোমাদের মধ্যে। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯. বলুন : আমি কোন অভিনব রাসূল নই। আর আমি জানি না, কী করা হবে আমার ও তোমাদের ব্যাপারে? আমি তো অনুসরণ করি কেবল তারই, যা ওহী করা হয় আমার প্রতি। আর আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ : ৩২, ৩৩

৩২. নিশ্চই যারা কুফরী করে আর আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং রাসূলের বিরোধিতা করে তাদের কাছে হিদায়েত সুস্পষ্ট হওয়ার পর, তারা কোনই ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহর। আর তিনি অবশ্যই ব্যর্থ করে দেবেন তাদের কর্ম।

৩৩. হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের আর বিনষ্ট করো না নিজেদের কর্ম।

সূরা ফাতহ, ৪৮ : ৮, ৯, ১৩, ১৭, ২৭, ২৯

৮. আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতারূপে এবং সতর্ককারীরূপে,

৯. যাতে তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং

৮- أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ
قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ
كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ
وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

৯- قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ
وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۚ
إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ
إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

৩২- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۖ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَسَيُحِطُّ أَعْمَالَهُمْ ۝

৩৩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝

৮- إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

৯- لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

রাসূলকে শক্তি যোগাও আর তাঁকে সন্মান কর। আর তোমরা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর আল্লাহর সকালে ও সন্ধ্যায়।

وَتَعَزَّوْهُ وَتُوقِّرُوهُ ۖ
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

১৩. আর যে ঈমান আনে না আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আমি তো তৈরী করে রেখেছি সে সব কাফিরদের জন্য জাহান্নামের আগুন।

۱۳- وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۝

১৭. . . . আর যে কেউ আনুগত্য করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে। প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। কিন্তু যে কেউ মুখ ফিরিয়ে নেবে, তিনি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।

۱۷- . . . وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

২৭. নিশ্চয় আল্লাহ বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে। অবশ্যই তোমরা আল্লাহর ইচ্ছায় প্রবেশ করবে মসজিদে-হারামে নিরাপদে, তোমাদের কেউ মাথা মুড়াবে এবং কেউ চুল ছোট করবে; তোমরা ভয় করবে না। আর আল্লাহ জানেন, যা তোমরা জান না এবং তিনি এ ছাড়াও তোমাদের দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়।

۲۷- لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ
لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
أَمِنِينَ ۚ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ۚ
لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَكُمْ تَعْتَمُونَ
فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ۝

২৯. মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; আর তাঁর সাহাবীগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানু ভূতিশীল; তুমি তাদের দেখতে পাবে রুকু' ও সিজ্দায় অবনত, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায়। তাদের লক্ষণ তাদের চেহারা ফুটে উঠবে সিজ্দার প্রভাবে, এরূপই তাদের গুণাবলী বর্ণিত রয়েছে তাওরাত এবং ইনযীলেও। তাদের উদাহরণ একটি শস্য বীজ, যা নির্গত করে তার অংকুর, তারপর তাকে শক্ত ও পুষ্ট করে

۲۹- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ
وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِمَّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ
وَذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۖ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ۖ
كَزَّرَعٍ أُخْرِجَ شُطْرُهُ فَازْرَعَهُ

এবং পরে স্বীয় কাণের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, যা আনন্দিত করে চাষীকে। ফলে, তাদের কারণে কাফিরদের অন্তরজ্বালা সৃষ্টি করেন, আল্লাহ্ ওয়াদা দিয়েছেন তাদের, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে ক্ষমা ও মহা-পুরস্কারের।

সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ৭, ১৪, ১৫

৭. আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মাঝে তো আছেন আল্লাহর রাসূল, তিনি যদি মেনে চলেন তোমাদের কথা অনেক বিষয়ে, তা হলে অবশ্যই তোমরা কষ্ট পাবে। কিন্তু আল্লাহ প্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে ঈমানকে এবং শোভনীয় করেছেন তা তোমাদের অন্তরে, আর অপ্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে, এরাই আছেন সঠিক পথে।

১৪. আর যদি তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের তবে লাঘব করা হবে না তোমাদের কর্মফল থেকে কিছুই। নিশ্চয় আল্লাহর পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

১৫. মু'মিন তো তারা, যারা ঈমান আনে আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, তারপর সন্দেহ পোষণ করে না, আর জিহাদ করে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে, তারাই প্রকৃত সত্যবাদী।

সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫২.

৫২. এভাবেই, যখন তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে কোন রাসূল এসেছে, তখনই তারা তাকে বলেছে : এতো এক যাদুকার, অথবা এক পাগল।

فَاسْتَغْلَظْ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ
يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ○

৭- وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ
لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ
وَزَيَّنَّاهُ فِي قُلُوبِكُمْ
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّشِدُونَ ○

১৪- وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১৫- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ○

৫২- كَذَٰلِكَ مَا آتَىٰ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا
سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ○

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ৭, ৮, ১৯, ২৫, ২৬, ২৭

৭. তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং ব্যয় কর তা থেকে, যার উত্তরাধিকারী আল্লাহ তোমাদের করেছেন। আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনে এবং ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

৮. আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা ঈমান আনছো না আল্লাহর প্রতি অথচ রাসূল আহ্বান করছেন তোমাদের ঈমান আনতে তোমাদের রবের প্রতি। আর আল্লাহ তো অংগীকার গ্রহণ করেছেন তোমাদের থেকে যদি তোমরা মু'মিন হও।

১৯. আর যারা ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, তারাই সিদ্দীক ও শহীদ তাদের রবের কাছে। তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার এবং তাদের নূর। আর যারা কুফরী করেছে এবং অস্বীকার করেছে আমার আয়াতসমূহ, তারাই দোষখের অধিকারী।

২৫. নিশ্চয়ই আমি পাঠিয়েছি আমার রাসূলদের স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং নাখিল করেছি তাদের সাথে কিতাব ও ন্যায়-নীতি; যাতে মানুষ কায়ম করতে পারে ইনসাফ। আর আমি দিয়েছি লোহাও, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং প্রভূত কল্যাণ মানুষের জন্য। আর এ জন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন, কে সাহায্য করে তাকে না দেখেও এবং তাঁর রাসূলকে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

২৬. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম নূহ ও ইব্রাহীমকে এবং দিয়েছিলাম তাদের

৭- اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ
فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ اَنْفَقُوْا
لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

৮- وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا
بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১৯- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝ وَالشّٰهَدَآءُ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَ نُوْرُهُمْ ۚ
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

২৫- لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ
وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْمِيْزَانَ
لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ
وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاسٌ شَدِيْدٌ
وَ مَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ
مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رَسُوْلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ
اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

২৬- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَ اِبْرٰهِيْمَ
وَ جَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النّبُوَّةَ وَ الْكِتٰبَ

বংশধরদের নবুওয়াত ও কিতাব, কিন্তু তাদের কতক হিদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছিল, আর অধিকাংশই ছিল ফাসিক।

২৭. তারপর আমি তাদের পেছনে অনুগামী করেছিলাম আমার অনেক রাসূলকে এবং অনুগামী করেছিলাম ঈসা ইবন মারইয়ামকে, আর তাকে দিয়েছিলাম ইনজীল এবং দিয়েছিলাম তাদের অন্তরে, যারা তার অনুসরণ করেছিল, সাহমর্মিতা ও দয়া। কিন্তু সল্যাসবাদ তা তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছিল, আমি তা তাদের জন্য বিধান দেইনি, কিন্তু তা করেছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য, অথচ তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি। সুতরাং আমি দিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদের পুরস্কার, আর তাদের অধিকাংশই ছিল ফাসিক।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ৫, ১২, ২০, ২১

৫. নিশ্চয় যারা বিরোধিতা করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, তাদের লাঞ্চিত করা হতে, যেমন লাঞ্চিত করা হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীদের। আর আমি তো নাযিল করেছি স্পষ্ট আয়াত কাফিরদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।
১২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন চুপেচুপে কথা বলতে চাইবে রাসূলের সংগে, তখন তার আগে সাদাকা প্রদান করবে। এটা তোমাদের জন্য শ্রেয় এবং পবিত্র থাকার উত্তম উপায়। তবে যদি তোমরা তা না পার, তবে আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
২০. নিশ্চয় যারা বিরোধিতা করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, তারা তো চরম লাঞ্চিতদের শামিল।

فِيَهُمْ مُّهْتَدٍ ۖ
وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ۝

۲۷- ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا
وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ ۖ
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ
رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا
مَا كَتَبْنَا عَلَيْهَا إِلَّا ابْتِغَاءَ
رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ
فَاتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ
وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ۝

۵- إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
كَبُتُوا كَمَا كَبَتِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

۱۲- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا تَاَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا
بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ۚ
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

۲۰- إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۝

২১. আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করেছেন অবশ্যই বিজয়ী হবো আমি এবং আমার রাসূলগণ; নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশীল।

সূরা হাশ্ব, ৫৯ : ৪, ৭

৪. ইহা এজন্য যে, তারা বিরুদ্ধাচরণ করেছিল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। আর কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্, আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর।
৭. যা কিছু আল্লাহ্ সহজে দিয়েছেন (বিনা যুদ্ধে) তাঁর রাসূলকে জনপদবাসীদের থেকে, যা আল্লাহ্ রাসূলের, তাঁর নিকট আত্মীয়দের, ইয়াতীমদের, মিস্কীনদের ও পথের সন্তানদের। যাতে তোমাদের মাঝে যারা বিত্তবান, কেবল তাদেরই মাঝে সম্পদ আবর্তিত না হয়। আর রাসূল যা তোমাদের দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং তিনি যা থেকে তোমাদের বারণ করেন তা থেকে বিরত থাক। তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

সূরা সাফ্ফ, ৬১ : ৯

৯. তিনিই প্রেরণ করেছেন তাঁর রাসূলকে হিদায়েত ও দীনে হক দিয়ে বিজয়ী করার জন্য এ দীনকে সব দীনের উপর, যদিও অপসন্দ করে মুশরিকরা।

সূরা জুমু'আ, ৬২ : ২

২. তিনিই পাঠিয়েছেন উম্মীদের মাঝে একজন রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে, যিনি আবৃত্তি করে শোনান তাদের তাঁর আয়াতসমূহ, পরিশুদ্ধ করেন তাদের এবং শিক্ষা দেন তাদের কিতাব ও হিক্মত, আর তারা তো ছিল এর আগে স্পষ্ট গুমরাহীতে লিপ্ত।

۲۱- كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَ أَنَا وَرُسُلِي
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

۴- ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ
فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

۷- مَا آتَاكَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ
فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَعْيَانِ مِنْكُمْ
وَمَا اتَّكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۚ
وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

۹- هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِأَهْدَىٰ
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝

۲- هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ৫, ৬, ১২

৫. আসেনি কি তোমাদের কাছে পূর্ববর্তী কাফিরদের খবর ? আর তারা তো আত্মদান করেছিল তাদের কর্মের প্রতিফল এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

৬. ইহা এ কারণে যে, তাদের কাছে আসতো তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, তখন তারা বলতো : মানুষই কি আমাদের পথের দিশা দেবে? তারপর তারা কুফরী করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিল, কিন্তু আল্লাহ পরওয়া করেননি। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

১২. আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের, কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

সূরা তালাক, ৬৫ : ৮

৮. অনেক জনপদবাসী ছিল, যারা অবাধ্যতা করেছিল তাদের রবের নির্দেশের এবং তাঁর রাসূলদেরও ; ফলে আমি তাদের থেকে হিসাব নিয়েছিলাম কঠোর হিসাব এবং দিয়েছিলাম তাদের কঠিন শাস্তি।

সূরা হাক্কা, ৬৯ : ১০

১০. আর তারা অমান্য করেছিল তাদের রবের রাসূলকে, ফলে তিনি পাকড়াও করেন তাদের কঠোর আযাবে।

সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ : ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. হে বস্ত্রাবৃত !

২. আপনি রাত্রি জাগরণ করুন, এর কিছু অংশ ছাড়া,

৫- اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ
فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৬- ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَ تَاتِيهِمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْا اَبَشِّرْ يَهُدُوْنَآ
فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنٰى اللّٰهُ
وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝

১২- ۝ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ ؕ
فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

৮- ۝ وَكَانَ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ
عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهَا
فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۝
وَعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا مُّكَرًّا ۝

১০- ۝ فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ
فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَةً رَّابِیَّةً ۝

১- ۝ يٰۤاَيُّهَا الْمُرْمِلُ ۝
ۨ- قُمْ اَلَيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

৩. অর্ধেক রাত অথবা তার চাইতে কিছু কম,
৪. অথবা তার চাইতে কিছু বেশী। আর তিলাওয়াত করুন স্পষ্টভাবে কুরআন ধীরেধীরে,
৫. নিশ্চয় আমি অচিরেই নাযিল করছি আপনার উপর গুরুভার বাণী।

সূরা কিয়ামা, ৭৫ : ১৬, ১৭, ১৮

১৬. আপনি সঞ্চালিত করবেন না ওহীর সাথে আপনার জিহ্বা তা দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য।
১৭. নিশ্চয় আমার দায়িত্ব হলো এর সংরক্ষণ এবং এর পাঠ করিয়ে দেওয়া।
১৮. সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি, তখন আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন।
১৯. তারপর আমারই দায়িত্ব এর বিশদ ব্যাখ্যার।

সূরা আলাক, ৯৬ : ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. আপনি পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন,
২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে।
৩. আপনি পাঠ করুন, আর আপনার প্রতিপালক তো মহিমান্বিত।
৪. যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্য,
৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।

৩-تَصْفَةً أَوْ انْقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا

৪-أَوْ زِدْ عَلَيْهِ

وَمَرَاتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

৫-إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

১৬-لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ

১৭-إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

১৮-فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

১৯-ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

১-اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

২-خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

৩-اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

৪-الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

৫-عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

* রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হিরা গুহায় এ পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম নাযিলকৃত ওহী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কিয়ামত ও আখিরাত

কিয়ামত - قِيَامَت

সূরা ফাতিহা, ১ : ১, ২, ৩

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি রব সারা জাহানের ;
২. যিনি পরম দয়ালু, পরম করুণাময় ;
৩. যিনি বিচার দিনের মালিক ।

সূরা বাকারা, ২ : ৪৮, ৮৫, ১২৩

৪৮. আর তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, কারো থেকে কোন সুপারিশ কবুল করা হবে না এবং কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না ; আর তারা কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্তও হবে না ।

৮৫. তবে কি তোমরা ঈমান আনো কিতাবের কিছু অংশে এবং প্রত্যাখ্যান কর এর কিছু অংশ? সুতরাং তোমাদের মাঝে যারা এরূপ করে, তাদের একমাত্র শাস্তি এ দুনিয়ার জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা নিষ্কিণ হবে কঠোর শাস্তিতে । আর আল্লাহ অনবহিত নন তারা যা করে সে সম্বন্ধে ।

১২৩. আর তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যেদিন কেউ কারো কোন উপকারে আসবে না এবং কবুল করা হবে না কারো থেকে কোন বিনিময়, আর কাজে আসবে না কারো কোন সুপারিশ এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না ।

১- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

২- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৩- مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

৪৮- وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ

نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ

وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ○

৮৫- ... أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ

بِبَعْضٍ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ

مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

১২৩- وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ

عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ

وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ

يُنصَرُونَ ○

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২৫, ৫৫, ১০৬,
১০৭, ১৮০, ১৮৫

২৫. কী অবস্থা হবে তাদের যখন আমি তাদের একত্র করবো এমন একদিনে যাতে কোন সন্দেহ নেই? আর দেয়া হবে প্রত্যেককে পূর্ণভাবে তার অর্জিত কর্মফল ; তার প্রতি কোন যুলুমও করা হবে না।

৫৫. স্মরণ কর, আল্লাহ বললেন : হে ঈসা! আমি তো তোমাকে মৃত্যু দেব, তবে এখন তোমাকে তুলে নেব আমার কাছে, আর পবিত্র করবো তোমাকে তাদের থেকে যারা কুফরী করেছে। আর যারা প্রকৃতভাবে তোমার অনুসরণ করবে, আমি তাদের প্রাধান্য দেব কাফিরদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত। তারপর আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অবশেষে আমি ফয়সালা করে দেব তোমাদের মাঝে সে বিষয়ে, যাতে তোমরা মতভেদ করতে।

১০৬. কিয়ামতের দিন অনেক মুখ উজ্জ্বল হবে এবং অনেক মুখ কাল হবে, যাদের মুখ কাল হবে তাদের বলা হবে, তোমরা কি কুফরী করেছিলে ঈমান আনার পরে? অতএব তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যে কুফরী করতে সে কারণে।

১০৭. আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে আল্লাহর রহমতের মধ্যে ; সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

১৮০. আর যারা কৃপণতা করে, আল্লাহ তাদের যা দিয়েছেন নিজ অনুগ্রহে তাতে, তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য মঙ্গলকর, বরং তা তাদের জন্য অমঙ্গলকর। যাতে তারা কৃপণতা করবে, তা কিয়ামতের দিন তাদের গলায় অবশ্যই পরিয়ে দেয়া হবে।

২৫- فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ

لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ۝

৫৫- إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ

وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ

مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ

الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ

ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ

فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ

فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

১০৬- يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ

فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ۖ

أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا

الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

১০৭- وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ

فَإِنَّهُمْ رَحِمَةُ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

১৮০- وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ

يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ

بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ

مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ

আসমান ও যমীনের মীরাস আল্লাহরই।
আর আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত, তোমরা
যা কর, সে বিষয়ে।

১৮৫. জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।
আর অবশ্যই তোমাদের পূর্ণমাত্রায় দেয়া
হবে তোমাদের কর্মফল কিয়ামতের
দিন। আর যাকে দূরে রাখা হবে
জাহান্নাম থেকে এবং দাখিল করা হবে
জান্নাতে, সে-ই সফলকাম। আর
দুনিয়ার জিন্দেগী ছলনাময় ক্ষণিকের
ভোগ ছাড়া আর কিছু নয়।

সূরা নিসা, ৪ : ৮৭, ১৫৯

৮৭. আল্লাহ, তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ।
অবশ্যই তিনি তোমাদের একত্র করবেন
কিয়ামতের দিন, নেই কোন সন্দেহ
এতে। আর কে অধিক সত্যবাদী
আল্লাহর চাইতে কথায় ?
১৫৯. আহলে কিতাবের মধ্যে কেউ থাকবে
না, যে ঈমান আনবে না তার-ঈসার
প্রতি, তার মৃত্যুর পূর্বে এবং সে
কিয়ামতের দিন সাক্ষী হবে তাদের
বিরুদ্ধে।

সূরা আনফাল, ৬ : ১২, ১৫, ১৬, ৩১, ৭৩

১২. আপনি বলুন : আসমান ও যমীনে যা
কিছু আছে তা কার? বলে দিন : তা
আল্লাহর। তিনি রহম করা নিজের
কর্তব্য বলে স্থির করে নিয়েছেন।
অবশ্যই তিনি তোমাদের একত্র
করবেন কিয়ামতের দিন, তাতে
কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেরাই
নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা ঈমান
আনবে না।
১৫. আপনি বলুন : আমি তো ভয় করি মহা-
দিবসের শাস্তির, যদি আমি নাফরমানী
করি আমার রবের।

وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

১৮৫- كُلُّ نَفْسٍ ذٰٓئِقَةُ الْمَوْتِ ۝
وَاِنَّمَا تُوفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۝
فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ ۝
وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاٰهٌ ۝
وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُوْرُ ۝

৮৭- اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ
اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۝
وَمَنْ اٰصَدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ۝

১৫৯- وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۝
وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا ۝

১২- قُلْ لِّمَنْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۝ قُلْ لِلّٰهِ ۝ كَتَبَ
عَلٰى نَفْسِهٖ الرَّحْمَةَ ۝
لِيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ
فِيْهِ ۝ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

১৫- قُلْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ
رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

১৬. যাকে রক্ষা করা হবে সেদিন এ আযাব থেকে, তার প্রতি তো তিনি রহম করবেন, আর এটাই স্পষ্ট সাফল্য।

৩১. অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা, যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে; এমনকি যখন হঠাৎ তাদের কাছে উপস্থিত হবে কিয়ামত, তখন তারা বলবে : হায়, আফসোস! আমরা যে একে অবহেলা করেছিলাম তার জন্য, তারা বহণ করবে নিজেদের পিঠে পাপের বোঝা। কতনা নিকৃষ্ট যা তারা বহন করবে!

৭৩. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। আর যেদিন তিনি বলবেন : হয়ে যাও, তখনই তা হয়ে যাবে। তাঁর কথাই সত্য। সেদিনের কর্তৃত্ব তাঁরই, যেদিন ফুঁ দেয়া হবে শিংগায়। তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে, তিনি হিকমতওয়ালা এবং সব খবর রাখেন।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩২, ১৮৭

৩২. আপনি বলুন : কে হারাম করেছে, আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য যে সব শোভার বস্তু ও হালাল রিয়ক সৃষ্টি করেছেন তা? বলুন : এসব রয়েছে মু'মিনদের জন্য দুনিয়ার যিন্দেগীতে এবং বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে। এভাবেই আমি বিশদভাবে বিবৃত করি আয়াতসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য।

১৮৭. তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে : কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? আপনি বলুন : এর জ্ঞান কেবল আমার রবের কাছে। কেবল তিনিই তা যথাসময় প্রকাশ করবেন। তা হবে এক ভয়ংকর ঘটনা আসমান ও যমীনে। তা

۱۶- مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ○

۳۱- قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرْتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا ۖ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۖ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ○

۷۳- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ۚ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ○

۳۲- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ○

۱۸۷- يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسُهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۚ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي

তোমাদের উপর অকস্মাৎ আসবে।
তারা আপনাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে এ
মনে করে যে, আপনি এ সম্পর্কে
সবিশেষ অবহিত। আপনি বলুন : এর
জ্ঞান তো কেবল আল্লাহর কাছে, কিন্তু
অধিকাংশ লোক জানে না।

সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০৭

১০৭. তবে কি তারা নিজেদের নিরাপদ মনে
করে আল্লাহর সর্বগ্রাসী আযাব তাদের
কাছে আসা থেকে, অথবা তাদের কাছে
হঠাৎ কিয়ামতের উপস্থিতি থেকে, তারা
জানবেও না?

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৪৮, ৪৯, ৫০

৪৮.. যেদিন পরিবর্তিত হবে এ পৃথিবী অন্য
পৃথিবীতের এবং আসমানও, আর তারা
উপস্থিত হবে আল্লাহর কাছে, যিনি এক,
পরাক্রমশালী।

৪৯. আর তুমি দেখবে অপরাধীদের সেদিন
শৃংখলিত অবস্থায়,

৫০. আর তাদের পোশাক হবে
আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে
আচ্ছন্ন করবে আগুন।

সূরা হিজর, ১৫ : ৮৫

৮৫. আর আমি সৃষ্টি করিনি আসমান ও যমীন
এবং এ দু'য়ের মাঝের কোন কিছুই
অযথা। আর অবশ্যই কিয়ামত তো
সংঘটিত হবেই। অতএব আপনি
তাদের ক্ষমা করুন পরম সৌজন্যের
সাথে।

সূরা নাহল, ১৬ : ২৭, ২৮, ২৯, ৭৭

২৭. তারপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ
অপমানিত করবেন তাদের এবং
বলবেন : কোথায় আমার সে সব শরীক

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَا تَأْتِيَكُمْ إِلَّا بَغْتَةً،
يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا،
قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

১০৭- أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ
مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

৪৮- يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ
وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

৪৯- وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ
مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ

৫০- سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطَرٍ
وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ

৮৫- وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، وَإِنَّ السَّاعَةَ
لَأَتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

৭৭- ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ
وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ
كُنْتُمْ تَشَاقُّونَ فِيهِمْ

যাদের সম্পর্কে তোমরা তর্ক-বিতর্ক করতে? যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলবে, আজ আপমান ও অমঙ্গল কাফিরদের জন্য।

২৮. যাদের মৃত্যু ঘটায় ফিরিশ্তারা, তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করতে থাকা অবস্থায়। তারপর তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে : আমরা তো করতাম না কোন মন্দকাজ। হাঁ, অবশ্যই আল্লাহ সবিশেষ অবহিত সে সম্পর্কে যা তোমরা করতে।

২৯. অতএব তোমরা প্রবেশ কর দরজা দিয়ে জাহান্নামে, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। আর কতই না নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল।

৭৭. আর আল্লাহরই রয়েছে আসমান ও যমীনদের গায়েবের জ্ঞান। আর কিয়ামতের ব্যাপার তো কেবল চোখের পলকের মত, বরং তার চাইতেও দ্রুততর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয় শক্তিমান।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ১৩, ১৪, ৯৭

১৩. আর প্রত্যেক মানুষের কাজকে আমি তার গ্রীবাগ্ন করেছি এবং আমি বের করবো তার জন্য কিয়ামতের দিন এক কিতাব, তা সে পাবে খোলা অবস্থায়।

১৪. বলা হবে : তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট।

৯৭. আর যাকে হিদায়েত দান করেন আল্লাহ, সে-ই হিদায়েতপ্রাপ্ত; আর যাকে তিনি গুমরাহ করেন, তুমি পাবে না তার জন্য কোন অভিভাবক তিনি ছাড়া। আমি তাদের একত্র করবো কিয়ামতের দিন

قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ
الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ○

২৮- الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ
ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا
نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ط
بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

২৯- فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا ط

فَلْيَسَسْ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ○

৭৭- وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط
وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ
أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ط إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ○

১৩- وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ
فِي عُنُقِهِ ط وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا
يَلْقَاهُ مَنشُورًا ○

১৪- اقْرَأْ كِتَابَكَ ط كَفَىٰ بِنَفْسِكَ
الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ○

৯৭- وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ط
وَمَنْ يَضِلَّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ
مِنْ دُونِهِ ط

মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ, বোবা ও বধির করে। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তা নিভে আসবে তখনই আমি তাদের জন্য বৃদ্ধি করে দেব আগুনের শিখা।

সূরা কাহফ, ১৮ : ৯৯, ১০০, ১০৫, ১০৬

৯৯. আর আমি ছেড়ে দেব তাদের সেদিন এ অবস্থায় যে, তাদের কতক কতকের উপর তরঙ্গের মত পতিত হবে এবং সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে। তারপর আমি তাদের একত্র করবো সবাইকে।
১০০. আর আমি প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করবো জাহান্নামকে সেদিন কাফিরদের জন্য।
১০৫. ওরা তো তারা, যারা প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের রবের নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাক্ষাতকে ; ফলে ব্যর্থ হয়ে গেছে তাদের কাজ। অতএব আমি স্থাপন করব না তাদের জন্য কিয়ামতের দিন কোন ওয়ন।
১০৬. এটাই তাদের প্রতিফল জাহান্নাম, তারা যে কুফরী করেছিল এবং আমার নিদর্শনাবলী ও আমার রাসূলদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছিল সেজন্য।

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৯৩, ৯৪, ৯৫

৯৩. আসমান ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে উপস্থিত হবে না দয়াময় আল্লাহর কাছে বান্দারূপে।
৯৪. অবশ্যই তিনি পরিবেষ্টন করে রেখেছেন তাদের এবং তাদের গণনা করেও রেখেছেন।
৯৫. আর তারা সবাই আসবে তাঁর কাছে কিয়ামতের দিন একা-একা।

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ
عُيُيًّا وَبُكْمًا وَصُفَاءً مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ
كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ○

১১- وَتَرْكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ
يَمُوجٌ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ○

১০০- وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ
عَرَضًا ○

১০৫- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فَلَا تُنْقِمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ زُرْنًا ○

১০৬- ذَلِكَ جَزَاءُ وَهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا
كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا الْآيَتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ○

১২- وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَذَكْوَةً
وَكَانَ تَقِيًّا ○

৯৪- لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَاهُمْ عَدًّا ○

৯৫- وَكُلُّهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ○

সূরা তো-হা, ২০ : ১৫, ১৬, ১০০, ১০১,
১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭,
১০৮, ১০৯, ১২৪, ১২৫, ১২৬,

১৫. নিশ্চয় কিয়ামত তো সংঘটিত হবেই,
আমি তা গোপন রাখতে চাই, যাতে
প্রত্যেকেই প্রতিফল লাভ করতে পারে
নিজনিজ কর্ম অনুযায়ী।

১৬. অতএব সে যেন তোমাকে ফিরিয়ে না
রাখে কিয়ামতে বিশ্বাস করা থেকে, যে
তাতে ঈমান রাখে না এবং অনুসরণ
করে স্বীয় প্রবৃত্তির। এমনটি হলে, তুমি
ধ্বংস হয়ে যাবে।

১০০. যে কেউ বিমুখ হবে কুরআন থেকে,
সে তো বহন করবে কিয়ামতের দিন
ভারি বোঝা।

১০১. তাতে তারা স্থায়ী হবে। আর কত নিকৃষ্ট
হবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন -এ
বোঝা!

১০২. সেদিন শিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং
আমি একত্র করবো অপরাধীদের সেদিন
ভয়ে চোখ ঘোলাটে হয়ে যাওয়া
অবস্থায়।

১০৩. সেদিন তারা নিজেদের মাঝে চুপেচুপে
বলবে : তোমরা তো অবস্থান করেছিলে
দুনিয়াতে মাত্র দশদিন।

১০৪. আমি ভাল জানি, তারা কি বলে তা;
তাদের মাঝে যে অপেক্ষাকৃত
বুদ্ধিমান ছিল, সে বলবে : তোমরা তো
অবস্থান করেছিলে সেখানে মাত্র
একদিন।

১০৫. আর তারা আপনাকে প্রশ্ন করে
পর্বতমালা সম্পর্কে। আপনি বলুন :
আমার রব সে সব সমূলে উৎপাটন
করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন।

১৫- إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ
أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۝

১৬- فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ۝

১০০- مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ
يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۝

১০১- خُلِدِينَ فِيهِ
وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۝

১০২- يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ
وَنُحْشِرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝

১০৩- يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ
إِلَّا عَشْرًا ۝

১০৪- نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ
أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۝

১০৫- وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ
يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝

১০৬-يَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ○

১০৭-لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ○

১০৮-يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ
لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ
لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ○

১০৯-يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ
إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ
وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ○

১২৫-وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فَأَنّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ○

১২৫-قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي
أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ○

১২৬-قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا
فَنَسِيْتَهَا ۖ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ○

৯৮-إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
حَصَبُ جَهَنَّمَ ۚ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ○

৯৯-لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا
وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ○

১০০. তাদের জন্য সেখানে থাকবে আত্নাদ, আর তারা সেখানে কিছুই শুনতে পাবে না।

১০১. নিশ্চয়ই যাদের জন্য পূর্ব থেকেই আমার কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে, তাদের জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে।

১০২. তারা শুনবে না জাহান্নামের ক্ষীণতম শব্দও এবং তাদের মন যা চায়, তা তারা চিরদিন ভোগ করতে থাকবে।

১০৩. তাদের বিষাদক্লিষ্ট করবে না মহাভীতি এবং ফিরিশ্তারা তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বলবে : এ তোমাদের সেদিন, যার ওয়াদা তোমাদের দেয়া হয়েছিল।

১০৪. সেদিন আমি গুটিয়ে ফেলব আসমান, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর; যেভাবে আমি শুরু করেলাম প্রথম সৃষ্টি, সেভাবেই আমি তা পুনরাবৃত্তি করবো। এ আমার পালনীয় ওয়াদা; আমি অবশ্যই তা পালন করবো।

সূরা হায্জ, ২২ : ১, ২, ১৭, ৫৫, ৫৬, ৫৯

১. হে মানুষ ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে। নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার।

২. যেদিন তোমরা দেখবে, সেদিন ভুলে যাবে প্রত্যেক স্তন্যদানকারী মা তার দুধপানকারী শিশুকে এবং গর্ভপাত করে ফেলবে প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভ, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তৃত আল্লাহর আযাব অতিশয় কঠিন।

১৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী হয়েছে, আর যারা সাবিয়ী, নাসারা ও অগ্নি-উপাসক এবং যারা মুশরিক হয়েছে, অবশ্যই আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

১০০. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ○

১০১. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ ۖ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ○

১০২. لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خُلْدُونَ ○
১০৩. لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ۖ

هَٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ○

১০৪. يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكِتَابِ ۖ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۖ وَعَدًا عَلَيْنَا ۖ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ○

১- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ

إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ○

২- يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ○

১৭- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِّينَ وَالنَّصْرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ○

৫৫. আর যারা কুফরী করেছে, তারা সন্দেহ পোষণ করতে থাকবে এতে, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আসবে কিয়ামত হঠাৎ, অথবা আসবে তাদের কাছে সন্ধ্যা দিনের আয়াব।

৫৬. সেদিনের অধিপত্য কেবল আল্লাহরই। সেদিন তিনি তাদের মাঝে বিচার করবেন। অতএব যারা ঈমান আনে ও নেক-আমল করে, তারা থাকবে জান্নাতুন নাদিম-এ।

৫৯. আল্লাহ বিচার মীমাংসা করে দেবেন তোমাদের মাঝে কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে।

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ১০১

১০১. আর যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, সেদিন থাকবে না তাদের মাঝে আত্মীয়তার বন্ধন এবং তারা একে অপরের খোঁজ খবরও নেবে না।

সূরা নাম্বল, ২৭ : ৮২, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০

৮২. আর যখন উপক্রম হবে তাদের প্রতি ওয়াদা পূরণের কথা, তখন আমি বের করবো তাদের জন্য এক জন্তু যমীন থেকে, যে তাদের সাথে কথা বলবে; কেননা মানুষ তো আমার নিদর্শনে অবিশ্বাস করতো।

৮৭. আর যেদিন ফুঁ দেয়া হবে শিংগায়, সেদিন ভীত বিহবল হয়ে পড়বে যারা আছে আসমানে ও যমীনে, তবে আল্লাহ যাদের চাইবেন তারা ছাড়া। আর আসবে সবাই তাঁর কাছে বিনত অবস্থায়।

৮৮. আর তুমি দেখছো পর্বতমালাকে, মনে করছো তা নিশ্চল, অথচ তা হবে সেদিন

৫৫- وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ○

৫৬- أَلَيْسَ لَكَ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ قَالُوا بَلَىٰ ۖ وَكَلَّا لَئِنْ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ○

৫৯- لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ○

১০১- فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ○

৮২- وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ○

৮৭- وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَنُقِرُّ مَنَ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ۚ وَكُلُّ أَتَوَّهٍ دُخْرَيْنَ ○

৮৮- وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً ۚ

চলমান মেঘের মত। এ হলো আল্লাহর সৃষ্টি-নৈপুণ্য, তিনি সব কিছুকে করেছেন সুষম। নিশ্চয় তিনি সম্যক অবহিত সে সম্বন্ধে যা তোমরা কর।

৮৯. যে কেউ আসবে নেক-আমল নিয়ে, সে-তা থেকে পাবে তার চাইতে উত্তম বিনিময়, আর তারা হবে সেদিন শঙ্কামুক্ত।

৯০. আর যে কেউ আসবে সেদিন বদ-আমল নিয়ে, তাদের অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে; তাদের বলা হবে; তোমাদের তো কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে, যা তোমরা করতে।

সূরা কাসাস, ২৮ : ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭৪, ৭৫

৬১. যাকে আমি ওয়াদা দিয়েছি উত্তম পুরস্কারের, আর যা সে অবশ্যই পাবে, সে কি তার মত যাকে আমি ক্ষণিকের ভোগ বিলাস দিয়েছি দুনিয়ার জীবনে; তারপর তাকে কিয়ামতের দিন হাযির করা হবে অপরাধীরূপে?

৬২. আর সেদিন তিনি তাদের ডেকে বলবেন, কোথায় আমার সে সব শরীকরা, যাদের তোমরা আমার সমান মনের করতে?

৬৩. যাদের উপর শাস্তি অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে : হে আমাদের রব! এদের আমরা বিপথগামী করেছিলাম। যেমন আমরা বিপথগামী হয়েছিলাম, আমরা অব্যাহতি চাচ্ছি আপনার কাছে; এরা তো আমাদের পূজা করতো না!

৬৪. আর তাদের বলা হবে : তোমরা ডাক তোমাদের দেব-দেবীদের। তখন তারা

وَهِيَ تَسْرُورُ السَّحَابِ ۖ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ
كُلَّ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ○

৮৯- مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۖ
وَهُمْ مِنْ فَرْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ○

৯০- وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ
فِي النَّارِ ۖ هَلْ تَجْزُونَ
إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

৬১- أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا
فَهُوَ لَدَيْهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ
مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ○

৬২- وَيَوْمَئِذٍ نَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ
الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ○

৬৩- قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ
رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا ۖ
أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۖ
تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ○

৬৪- وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ۚ
لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ○

৬৫- وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ
مَا ذَا آجِبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ○

৬৬- فَعَيَّيْتُ عَلَيْهِمُ الْآتِبَاءَ يَوْمَئِذٍ
فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ○

৬৭- فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ○

৭৫- وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءُ
الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ○

৭৬- وَتَزْعُمَانَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا
فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

১৩- وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ
وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ۚ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

৫২- وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۖ
وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ۖ

অবশ্যই আসবে তাদের উপর আযাব
হঠাৎ এবং তারা তা জানবেও না।

৫৪. তারা আপনাকে জলদি আনতে বলে
আযাব। আর জাহান্নাম তো কফিরদের
পরিবেষ্টন করবেই।

৫৫. সেদিন তাদের ঢেকে ফেলবে আযাব
তাদের উপর থেকে এবং তাদের নিচ
থেকে। আর আল্লাহ্ বলবেন : তোমার
আস্বাদন কর যা তোমরা করতে তা।

সূরা রুম, ৩০ : ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ৫৫

১২. আর যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে,
সেদিন হতাশ হয়ে পড়বে অপরাধীরা।

১৩. আর তাদের দেব-দেবীরা তাদের জন্য
সুপারিশকারী হবে না এবং তারাও
তাদের দেব-দেবীদের প্রত্যাখ্যান
করবে।

১৪. আর যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে,
সেদিন তারা দলেদলে বিভক্ত হয়ে
পড়বে।

১৫. অতএব যারা ঈমান এনেছিল এবং
নেক-আমল করেছিল, তারা থাকবে
সুখদ-কাননে উল্লসিত।

১৬. আর যারা কুফরী করেছিল এবং
অস্বীকার করেছিল আমার নির্দশনাবলী ও
আখিরাতের সাক্ষাতকে, তারাই আযাব
ভোগ করতে থাকবে।

৫৫. আর যেদিন কায়েম হবে কিয়ামত,
সেদিন কসম করে বলবে অপরাধীরা
যে, তারা অবস্থান করেনি পৃথিবীতে
এক মূহূর্তের বেশী। এভাবেই তারা
বিভান্ত হতো।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ৩৩, ৩৪

৩৩. হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের
রবকে এবং ভয় কর সেদিনকে, যেদিন

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম খণ্ড)—৪৬

وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

৫৫-يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ○

৫৫-يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ

مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ

وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○

১২-وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ

يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ○

১৩-وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاؤُا

وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ○

১৪-وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ

يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ○

১৫-فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ○

১৬-وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

وَلِقَائِي الْأَخِرَةِ

فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ○

৫৫-وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ

الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ

كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْكَفُونَ ○

৩৩-يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاحْشَوْا

يَوْمًا لَا يَجْزِيهِ الْوَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ

কোন কাজে আসবে না পিতা তার সন্তানের, আর না কোন সন্তান উপকারে আসবে তার পিতার। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব তোমাদের যেন কিছুতেই ধোঁকা না দেয় দুনিয়ার জীবন, আর কিছুতেই যেন তোমাদের ধোঁকা না দেয় আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চক শয়তান।

৩৪. নিশ্চয় আল্লাহরই কাছে আছে কিয়ামতের জ্ঞান। তিনিই বর্ষণ করেন বৃষ্টি এবং তিনিই জানেন যা কিছু আছে জুরায়ুতে। আর কেউ জানে না সে কি উপার্জন করবে আগামীকাল এবং কেউ জানে না কোন যমীনে কার মৃত্যু হবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।

সূরা সাজ্জাদা, ৩২ : ৫, ২৫, ২৮, ২৯

৫. আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করেন সব বিষয় আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত, এরপর তা উপস্থিত হবে তাঁর কাছে এমন একদিনে যার পরিমাপ এক হাজার বছর তোমাদের হিসাব মত।
২৫. নিশ্চয় আপনার রবই ফয়সালা করে দেবেন তাদের মাঝে কিয়ামতের দিন, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো তার।
২৮. আর তারা জিজ্ঞাসা করে : কখন হবে এ ফয়সালা, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?
২৯. আপনি বলুন : ফয়সালার দিনে কোন কাজে আসবে না কাফিরদের ঈমান আনা এবং তাদের অবকাশও দেওয়া হবে না।

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬৩

৬৩. আপনাকে জিজ্ঞেস করে লোকেরা কিয়ামত সম্পর্কে। বলুন : এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহর কাছে। আর কিসে

وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ
إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
فَلَا تَغُرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ
وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝

৩৫- إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۚ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۚ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

৫- يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ
إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ
كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ
مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝

২৫- إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

২৮- وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

২৯- قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝

৬৩- يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۚ
قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ

আপনাকে জানাবে সে সম্পর্কে? হয়তো কিয়ামত জলদি সংঘটিত হয়ে যেতে পারে।

সূরা সাবা, ৩৪ : ৩

৩. আর যারা কুফরী করেছে, তারা বলে : আসবে না আমাদের কাছে কিয়ামত। আপনি বলুন : হাঁ, আসবেই ; কসম আমার রবের! অবশ্যই তা তোমাদের কাছে আসবে। তিনি গায়েব সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, তাঁর অগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু আসমানে, আর না যমীনে; অথবা তার চাইতে ছোট বড় কিছু ; বরং তাতো আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭

৫১. আর যখনই শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের রবের দিকে ছুটে আসবে।

৫২. তারা বলবে : হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদের জাগালো আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে? এ ওয়াদাই তো দিয়েছিলেন দয়াময় আল্লাহ, আর সত্য বলেছিলেন রাসূলগণ।

৫৩. এতো এক মহানাদ মাত্র, ফলে তখনই তাদের সকলকে আমার সামনে হাযির করা হবে।

৫৪. এদিন কারো প্রতি কোন যুলুম করা হবে না, আর তোমাদের বিনিময় দেয়া হবে কেবল তার, যা তোমরা করতে।

৫৯. আর পৃথক হয়ে যাও আজ তোমরা, হে অপরাধিরা।

৬০. আমি কি নির্দেশ দেইনি তোমাদের. হে বনী আদম! তোমরা দাসত্ব করো না

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۝

۳- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۖ عِلْمُ الْغَيْبِ ۖ لَا يُعْزِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝

৫১- وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۝

৫২- قَالُوا يَوْمَئِذٍ لَّكَ بَعْثُنَا مِنْ مَّרْقَدِنَا ۚ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۝

৫৩- إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۝

৫৪- هَٰذَا يَوْمَ لَا تَنْفَعُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

৫৯- وَامْتَأَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ۝

৬০- أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَئِ آدَمَ

শয়তানের কারণ, সে তো তোমাদের
প্রকাশ্য দূশমন ?

৬১. আর ইবাদত করো কেবল আমারই,
এটাই সরল সঠিক পথ।

৬২. আর শয়তান তো গুমরাহ করেছিল
তোমাদের বহু লোককে, তবুও কি
তোমরা বুঝনি?

৬৩. এ সেই জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদের
দেয়া হয়েছিল।

৬৪. এতে তোমরা প্রবেশ কর আজ,
তোমরা যে কুফরী করতে তার
জন্য।

৬৫. আজ আমি মোহর মেরে দেব এদের
মুখের উপরও, কথা বলবে আমার
সাথে এদের হাত এবং সাক্ষ্য দেবে
তাদের পা তারা যা করতো সে
সম্পর্কে।

৬৬. আর আমি ইচ্ছা করলে, অবশ্যই
বিলোপ করে দিতাম তাদের চোখগুলো,
তখন তারা পথ চলতে চাইলে, কেমন
করে দেখতে পেত!

৬৭. আর আমি ইচ্ছা করলে, অবশ্যই
তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দিতাম
স্ব-স্ব স্থানে; ফলে তারা চলতে
পারত না এবং ফিরেও আসতে
পারত না।

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ : ১৯, ২০, ২১

১৯. আর কিয়ামত তো একটা প্রচণ্ড শব্দ
মাত্র, আর তখনই তারা দেখবে।

২০. আর তারা বলবে : দুর্ভোগ আমাদের !
এটাই তো কর্মফল দিবস!

২১. আল্লাহ বলেন : সে ফয়সালার দিন, যা
তোমরা অস্বীকার করত।

أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

৬১- وَإِنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

৬২- وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا
أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ

৬৩- هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

৬৪- اصْلَوْهَا الْيَوْمَ

بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

৬৫- الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ

وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

৬৬- وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ

فَأَسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ

৬৭- وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ

فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا

وَلَا يَرْجِعُونَ

১৯- فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ

২০- وَقَالُوا يَوْمَئِذٍ هَذَا يَوْمُ الدِّينِ

২১- هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ

الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ

সূরা যুমার, ৩৯ : ৩০, ৩১, ৩২, ৪৭, ৪৮, ৬০, ৬৭, ৬৮, ৬৯

৩০. আপনি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।

৩১. তারপর তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের রবের সামনে অবশ্যই বাক-বিতণ্ডা করবে।

৩২. আর তার চাইতে অধিক যালিমকে, যে মিথ্যা বলে আল্লাহ সশ্বক্কে এবং অস্বীকার করে সত্যকে, তা আসার পরে? জাহান্নাম কি আবাসস্থল নয় কাফিরদের জন্য?

৪৭. আর যারা যুলুম করেছে, যদি তাদের যাকে দুনিয়ায় যা আছে, তার সবই এবং এর অনুরূপ আরো, তবে তারা তা দিয়ে মুক্তি পেতে চাইবে কঠিন আযাব থেকে কিয়ামতের দিন। আর তাদের কাছে প্রকাশিত হবে আল্লাহর তরফ থেকে এমন কিছুর, যা তারা কল্পনাও করেনি।

৪৮. আর তাদের কাছে প্রকাশিত হবে তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল এবং তাদের পরিবেষ্টন করবে তা, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

৬০. যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে, কিয়ামতের দিন তুমি তাদের চেহারা দেখবে কালো। জাহান্নাম কি আবাসস্থল নয় অহংকারীদের জন্য?

৬৭. আর তারা আল্লাহর যথাযথ মূল্যায়ন করেনি এবং সমস্ত যমীন কিয়ামতের দিন থাকবে তাঁর মুঠোতে ও আসমান থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে, তিনি পবিত্র মহান এবং তিনি অনেক উর্ধ্বে তা থেকে যা তারা শরীক করে।

৩০- إِيَّاكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ○

৩১- ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ○

৩২- فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۖ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ○

৪৭- وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ○

৪৮- وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ○

৬০- وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ۖ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ○

৬৭- وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ ۖ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

৬৮. আর ফুঁ দেয়া হবে শিঙ্গায়, ফলে বেহুশ হয়ে পড়বে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই, তবে তারা ছাড়া যাদের আল্লাহ ইচ্ছা করেন। তারপর আবার ফুঁ দেয়া হবে শিঙ্গায়, তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।

৬৯. আর যমীন উদ্ভাসিত হবে স্বীয় রবের জ্যোতিতে এবং পেশ করা হবে আমলনামা, উপস্থিত করা হবে নবীগণ ও সাক্ষীদের; আর ন্যায়বিচার করা হবে তাদের সবার মাঝে এবং তাদের প্রতিফল দেয়া হবে তার কৃত কর্মের এবং আল্লাহ সবিশেষ অবহিত সে সম্বন্ধে, যা তারা করে।

সূরা মু'মিন, ৪০ : ১৬, ১৭, ৫১, ৫২, ৫৯, ৬০

১৬. যেদিন মানুষ কবর থেকে বেরিয়ে পড়বে, সেদিন আল্লাহর কাছে তাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না, আজ কর্তৃত্ব কার? আল্লাহরই যিনি এক, পরাক্রমশালী।

১৭. আজ প্রতিফল দেয়া হবে প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের কোন যুলুম করা হবে না আজ। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

৫১. নিশ্চয় আমি সাহায্য করবো আমার রাসূলদের এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের, দুনিয়ার জীবনে এবং যেদিন দাঁড়াবে সাক্ষীরা সেদিন।

৫২. সেদিন কোন উপকারে আসবে না যালিমদের তাদের ওয়র আপত্তি; আর তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস।

৫৯. নিশ্চয় কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, নেই কোন সন্দেহ এতে; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করে না।

৬৮- وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى
فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ○

৬৯- وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا
وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

১৬- يَوْمَ هُمْ بَرْزُورُونَ ۚ لَا يَخْفَى
عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ
لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○

১৭- الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ
لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○
৫১- إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالدِّينَ
أَمْنًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ يَقُومُ الرُّشْدَادُ ○

৫২- يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ
وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ○

৫৯- إِنَّ السَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ ۖ لَا رَيْبَ فِيهَا
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ○

৬০. আর তোমাদের রব বলেন : তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকার করে আমার ইবাদত করা থেকে, অবশ্যই তারা প্রবেশ করবে জাহান্নামে লাঞ্চিত হয়ে।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৬১, ৮৫

৬১. আর ঈসা হলো, কিয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন। অতএব তোমরা সন্দেহ করো না কিয়ামত সম্বন্ধে, আর আমার কথা মেনে চল। এ হলো সরল সঠিক পথ।

৮৫. আর মহান তিনি, যার সর্বময় আধিপত্য আসমান ও যমীন এবং এদু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর। কেবল তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

২৬. আপনি বলুন : আল্লাহ্‌ই জীবন দান করেন তোমাদের, তারপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটনা। পরে তিনি তোমাদের একত্র করবেন কিয়ামতের দিন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।

২৭. আর আল্লাহরই আধিপত্য আসমান ও যমীনে। যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাতিল পন্থীরা।

২৮. আর আপনি দেখবেন প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ভয়ে নতজানু, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে আহ্বান করা হবে তার আমলনামার প্রতি। আজ তোমাদের প্রতিফল দেয়া হবে তার, যা তোমরা করতে।

৬০- وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي

أَسْتَجِبْ لَكُمْ

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذُخْرِينَ

৬১- وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ

فَلَا تَمْتَرُنْ بِهَا وَاتَّبِعُونِ

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

৮৫- وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ

২৬- قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ

ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

২৭- وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ

يَوْمَئِذٍ يَخْسِرُ الْمُبْطِلُونَ

২৮- وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً

كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا

الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

২৯. এ আমার কাছে রক্ষিত আমলনামা, কথা বলবে তোমাদের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে। আমি তো লিপিবদ্ধ করিয়েছিলাম, তোমরা যা করতে তা।

৩০. তবে যারা ঈমান আনে ও নেক-আমল করে, তাদের রব তাদের দাখিল করবেন তাঁর রহমতের মাঝে। এ হলো সুস্পষ্ট সফলতা।

৩১. আর যারা কুফরী করে, তাদের বলা হবে : তোমাদের কি পাঠ করে শুনান হয়নি আমার আয়াতসমূহ? কিন্তু তোমরা অহঙ্কার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী কাণ্ড।

৩২. আর যখন বলা হয় : অবশ্যই আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত, নেই এতে কোন সন্দেহ। তখন তোমরা বলে থাক : আমরা জানি না, কিয়ামত কী? আমরা তো মনে করি, এটা একটা ধারণা মাত্র, তবে আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই।

৩৩. আর প্রকাশ হয়ে পড়বে তাদের সমানে, তারা যে খারাপ কাজ করতো তা এবং তাদের পরিবেষ্টন করবে তা যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

৩৪. আর বলা হবে, আজ আমি তোমাদের ভুলে যাব, যেমন তোমরা ভুলে গিয়ে ছিলে আজকের দিনের সাক্ষাতকে। আর তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং নেই তোমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী।

৩৫. ইহা এ জন্য যে, তোমরা গ্রহণ করেছিলে আল্লাহর আয়াতকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে এবং তোমাদের প্রতারণা করেছিল দুনিয়ার জীবন। সুতরাং আজ তাদের বের করা হবে না

২৯- هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

৩০- فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ؕ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ○

৩১- وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ○

৩২- وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ ۖ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ ○

৩৩- وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ○

৩৪- وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِفُكُمْ كَمَا نَسِيفْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُم النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّصِيرِينَ

৩৫- ذُكِّرْكُمْ بِآيَاتِكُمْ أَلَيْسَ اللَّهُ هَٰذَا هُزُؤًا ۖ وَغَرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ؕ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ○

২০- وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا
عَلَى النَّارِ أَدْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ
فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا
فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ
بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ○

২১- وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا
عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ
قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا
قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ○

২২- فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزِّ
مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ
كَانَ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوْعَدُونَ
لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ
بَلَاءٌ ۚ فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ

১৮- فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ
أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً
فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا

গেলে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে
কেমন করে?

সূরা কাফ্, ৫০ : ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪,
২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১,
৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫ ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

২০. আর যুঁ দেয়া হবে শিক্ষায়, যে দিন
সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল এ
সেইদিন।
২১. আর উপস্থিত হবে সে দিন প্রত্যেককে
তার সঙ্গে থাকবে চালক ও সাক্ষী।
২২. তুমি তো ছিলে গাফিল এদিন সম্পর্কে।
এখন আমি উন্মোচিত করেছি তোমার
থেকে পর্দা, ফলে তোমার দৃষ্টি হয়েছে
আজ প্রখর।
২৩. আর বলবে তার সঙ্গী ফিরিশ্তা, এই
তো আমার কাজ আমলনামা প্রস্তুত।
২৪. বলা হবে, তোমরা উভয়ে জাহান্নামে
নিষ্ক্ষেপ কর প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে—
২৫. যে প্রবল বাধাদানকারী কল্যাণের
কাজে, সীমালঙ্ঘনকারী এবং সন্দেহ
পোষণকারী;
২৬. সে স্থির করতো আল্লাহর সাথে অন্য
ইলাহ, তাকে নিষ্ক্ষেপ কর কঠোর
শাস্তিতে।
২৭. তার সঙ্গী শয়তান বলবে : হে আমাদের
রব! আমি তাকে বিপথগামী করিনি,
বরং সেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত।
২৮. আল্লাহ্ বলবেন : তোমরা তর্কবিতর্ক
করো না আমার সামনে, আমি তো
তোমাদের পূর্বেই সতর্ক করেছিলাম।
২৯. কোন রদবদল হয় না আমার কথার
এবং আমি নই যালিম আমার বান্দাদের
প্রতি।

৩. - يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ

وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ○

৩১- وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ

لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ○

৩২- هَذَا مَا تُوْعَدُونَ

يَكُلُ أَوَابٍ حَفِيفٍ ○

৩৩- مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ

وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ○

৩৪- ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ

৩৫- لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

৬১- وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ

مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ○

৬২- يَوْمَ يَسْعَوْنَ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ ۚ

ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ○

৬৩- إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ

وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ○

৬৪- يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا

ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ○

৬৫- إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ ○

৬৬- وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ○

১২. তারা জিজ্ঞেস করে কবে, সে বিচারের দিন ?
১৩. যেদিন তাদের জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেয়া হবে।
১৪. তোমরা আশ্বাদন কর তোমাদের শাস্তি। এতো সেই শাস্তি, যা তোমরা জলদি চাচ্ছিলে।

সূরা ত্বুর, ৫২ : ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

৯. যেদিন প্রবলভাবে আন্দোলিত হবে আকাশ,
১০. এবং দ্রুত চলবে পর্বতমালা,
১১. সেদিন দুর্ভোগ সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য,
১২. যারা অসার কাজ-কর্মে খেল-তামাশা করতো।
১৩. যেদিন তাদের ধাক্কা দিয়ে নেয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে,
১৪. এতো সেই আগুন, যা তোমরা অস্বীকার করতে।
১৫. একি যাদু? না তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?
১৬. তোমরা এতে প্রবেশ কর, এরপর তোমরা সব্র কর বা সব্র না-ই কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমাদের তো কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে, যা তোমরা করতে।

সূরা নাজ্ম, ৫৩ : ৫৭, ৫৮

৫৭. কিয়ামত আসন্ন,
৫৮. আল্লাহ ছাড়া তা কেউ ব্যক্ত করার নেই।

১২-يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ

১৩-يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ

১৪-ذُوقُوا فَتَنَتَكُمْ هَذَا

الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ

৯-يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا

১০-وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا

১১-فَوَيْلٌ لِلْيَكْدِبِينَ

১২-الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ

১৩-يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا

১৪-هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ

১৫-أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تَبْصِرُونَ

১৬-إِصْلَوْهَا

فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ

إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

৫৭-أَزْفَتِ الْاَزْفَةُ

৫৮-لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ

১- إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنَّسْفُ الْقَمَرُ ○

২৬- بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ
وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمَرُ ○

২৭- إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ○

২৮- يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ
ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ○

২৭- فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ

○ فَكَانَتْ مُرَادَّةً كَالذِّهَانِ ○

২৮- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ○

২৯- فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ

إِنْسٌ وَلَا جَانٌ ○

৩০- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ○

৩১- يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بَسْمِهِمْ

○ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ○

১- إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○

২- لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ○

৩. এ কিয়ামত কাউকে নীচ করবে,
কাউকে সমুন্নত করবে।
৪. যখন যমীন প্রকম্পিত হবে প্রবলভাবে,
৫. এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে পাহাড়-পর্বত,
৬. ফলে, তা পর্যবশিত হবে উৎক্ষিপ্ত
ধূলিকণায়,
৭. আর তোমরা বিভক্ত হবে তিন দলে :
৮. এক দল হবে ডান দিকের, কত
ভাগ্যবান ডান দিকের দল।
৯. আর এক দল হবে বাম দিকের, কত
হতভাগ্য বাম দিকের দল!
১০. আর একদল হবে অগ্রবর্তী, তারাই তো
অগ্রবর্তী
১১. তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ৭

৭. আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আল্লাহ
তো জানেন, যা কিছু আছে আসমায়ে
এবং যা কিছু আছে যমীনে তা। এমন
কোন গোপন পরামর্শ হয় না তিন
ব্যক্তির মধ্যে, যেখানে তিনি চতুর্থ জন
হিসাবে উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ
ব্যক্তি মধ্যেও হয় না যেখানে তিনি
ষষ্ঠজন হিসাবে উপস্থিত থাকেন না।
আর তারা এর চাইতে কম হোক বা
বেশী হোক, তিনি তো তাদেরই সঙ্গে
আছেন, যেখানেই তারা থাক না কেন।
এরপর তিনি তাদের জানিয়ে দেবেন,
তারা যা করেছে কিয়ামতের দিন।
নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয় সম্যক অবগত।

মুমতাহিনা, ৬০ : ৩

৩. কোন উপকারে আসবে না তোমাদের
আত্মীয়-স্বজন, আর না তোমাদের

সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন ; সেদিন আল্লাহ্ ফয়সালা করে দেবেন তোমাদের মাঝে । আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন ।

يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

সূরা কালাম, ৬৮ : ৩৩, ৪২, ৪৩

৩৩. এরূপই হয়ে থাকে আযাব ; আর আখিরাতের আযাব তো গুরুতর । যদি তারা জানতো ।
৪২. স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন উন্মোচিত করা হবে পায়ের গোছা এবং তাদের ডাকা হবে সিজ্জা করার জন্য, কিন্তু তারা সিজ্জা করতে পারবে না ।
৪৩. তাদের দৃষ্টি হবে অবনত, তাদের আঙ্গুল করবে হীনতা । অথচ তাদের ডাকা হয়েছিল সিজ্জা করার জন্য যখন তারা ছিল নিরাপদ ।

۲۳- كَذَلِكَ الْعَذَابُ ۝ وَلَعَذَابُ
الْآخِرَةِ أَكْبَرُ مَلَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

۴۲- يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ
إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۝

۴۳- خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذُلُّهُمْ
وَقَدْ كَانُوا يَدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ
وَهُمْ سَالِمُونَ ۝

সূরা হাক্কা, ৬৯ : ১, ২, ৩, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

১. অবশ্যজ্ঞাবী ঘটনা,
২. কী সে অবশ্যজ্ঞাবী ঘটনা?
৩. আর কি সে জানাবে আপনাকে, সে অবশ্যজ্ঞাবী ঘটনাটি কী?
১৩. যখন ফুঁ দেয়া হবে শিংগায়, মাত্র একটা ফুঁ ;
১৪. এবং উৎক্ষিপ্ত হবে যমীন ও পর্বতমালা, আর উভয়ই চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে এক ধাক্কায়,
১৫. সেদিন সংঘটিত হতে মহাপ্রলয়,
১৬. এবং বিদীর্ণ হয়ে যাবে আসমান, আর সেদিন তা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে ।
১৭. আর ফিরিশ্তারা থাকবে এর প্রান্তদেশে এবং সেদিন বহন করবে আপনার

۱- الْحَاقَّةُ ۝

۲- مَا الْحَاقَّةُ ۝

۳- وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝

۱۳- فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ
نُفْحَةً وَاحِدَةً ۝

۱۴- وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ
فَدَكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۝

۱৫- فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝

۱৬- وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۝

১৭- وَالْمَلَائِكَةُ عَلَى أَرْجَائِهِنَّ وَيَحْمِلُ عَرْشُ

رَبِّكَ فَوَقَّعَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثِينَ ۝

১৮- يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ

لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝

১৯- فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۝

فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ مَاقَرَأُوا كِتَابِي ۝

৮- يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ ۝

لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بَيْنِيهِ ۝

৯- وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝

১০- وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۝

১১- يُبْصَرُ وَنُهُم ۝ يَوْمَ الْمُجْرِمِ

১২- وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۝

১৩- وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُتَوِيهِ ۝

১৪- وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ

১৫- كَلَّا ۝ إِنَّهَا لَنظَى ۝

১৬- نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى ۝

১৭- فَذَرَهُمْ يَخْضِبُونَ وَيُلْعَبُونَ

حَتَّىٰ يُلَاقُوا

يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۝

৪৩. সেদিন তারা বের হবে কবর থেকে দ্রুত বেগে, মনে হবে তারা যেন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে—

৪৪. বিনত নয়নে, আচ্ছন্ন করবে তাদের হীনতা। এতো সেদিন, যেদিন সম্পর্কে তাদের সতর্ক করা হয়েছে।

সূরা মুযাশ্বিল, ৭৩ : ১৪, ১৭, ১৮

১৪. স্বরণ কর সেদিনকে, যেদিন প্রকম্পিত হবে যমীন ও পর্বতমালা এবং পর্বতমালা পরিণত হবে উড়ন্ত বালুরাশিতে।

১৭. অতএব তোমরা যদি কুফরী কর, তবে কি করে নিজেদের রক্ষা করবে সেদিন, যেদিন বাচ্চাদের পরিণত করবে বৃদ্ধে।

১৮. সেদিন আসমান বিদীর্ণ হবে। তাঁর ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

সূরা মুদাদসির, ৭৪ : ৮, ৯, ১০

৮. আর যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে,

৯. সেদিন হবে মহাসংকটের দিন,

১০. কাফিরদের জন্য তা সহজ হবে না।

সূরা কিয়ামা, ৭৫ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

১. অবশ্যই আমি শপথ করছি কিয়ামতের দিনের,

২. আরো শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার।

৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমি কখনো একত্র করতে পারবো না তার অস্থিসমূহ?

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম খণ্ড)

৪. হাঁ, অবশ্যই আমি সক্ষম পুনঃবিন্যস্ত করতে তার আংগুলের অগ্রভাগও।
৫. তবুও মানুষ ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে চায়,
৬. সে প্রশ্ন করে : কখন আসবে কিয়ামতের দিন?
৭. যখন স্থির হবে চোখ,
৮. এবং যখন জ্যোতিহীন হবে চাঁদ,
৯. আর একত্র করা হবে চাঁদ ও সুরজকে,
১০. সেদিন মানুষ বলবে : আজ পালাবার স্থান কোথায়?
১১. না, কোন আশ্রয়স্থল নেই।
১২. সেদিন তোমার রবেরই কাছে কেবল ঠাই।
১৩. অবহিত করা হবে মানুষকে সেদিন, সে যা আগে পঠিয়েছে এবং পেছনে রেখে গেছে সে সম্বন্ধে।
১৪. বস্তৃত মানুষ তার নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত,
১৫. যদিও সে পেশ করে নানা অজুহাত।
২২. আর সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল,
২৩. তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।
২৪. আর কোন কোন মুখমণ্ডল হবে সেদিন বিবর্ণ,
২৫. আশংকা করবে যে, আপতিত হবে তাদের উপর এক ভয়ংকর বিপর্যয়।

সূরা মুরসালাত, ৭৭ : ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

- ৬- بَلَىٰ قَدَرَيْنَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَانَهُ ۝
- ৭- بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۝
- ৮- يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ۝
- ৯- فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝
- ১০- وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝
- ১১- وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝
- ১২- يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ۝
- ১৩- كَلَّا لَا وَزَرَ ۝
- ১৪- إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝
- ১৫- يَنْبَئُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۝
- ১৬- بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝
- ১৭- وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۝
- ১৮- وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝
- ১৯- إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝
- ২০- وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۝
- ২১- تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝

৭. তোমাদের যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।
৮. যখন তারকারাজী আলোহীন হয়ে পড়বে,
৯. আর যখন আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে,
১০. এবং যখন পর্বতমালাকে উড়িয়ে দেয়া হবে,
১১. আর রাসূলদের যথাসময় উপস্থিত করা হবে,
১২. এসব কোন দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে?
১৩. বিচারের দিনের জন্য।
১৪. আর কিসে জানাবে তোমাকে বিচারের দিন কী?
১৫. সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।
২৯. সেদিন তাদের বলা হবে : তোমরা চল সে আষাবের দিকে, যা তোমরা অস্বীকার করত।
৩০. তোমরা চল এমন ছায়ার দিকে, যা তিন শাখা বিশিষ্ট,
৩১. যে ছায়া ঠাণ্ডাও নয় এবং যা রক্ষা করে না আগুনের লেলিহান শিখা থেকে,
৩২. যা নিক্ষেপ করবে অট্টালিকাতুল্য বড় বড় স্কুলিং,
৩৩. যা হবে পীতবর্ণ উটের ন্যায়,
৩৪. সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।
৩৫. এ এমন এক দিন, যেদিন তারা কথা বলতে পারবে না,
৩৬. আর তাদের সেদিন অনুমতি দেয়া হবে না, যে তারা ওয়র পেশ করবে।

৭- إِنَّمَا تَوَعَدُونَ لَوَاقِعٌ ○

৮- فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ○

৯- وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ○

১০- وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ ○

১১- وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتْ ○

১২- لَأَيَّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ○

১৩- لِيَوْمِ الْفَصْلِ ○

১৪- وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ○

১৫- وَيَلِيَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ○

২৯- انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ

سُكَّذِبُونَ ○

৩০- انْطَلِقُوا

إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ○

৩১- لَا ظِلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِ ○

৩২- إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرٍّ كَالْقَصْرِ ○

৩৩- كَأَنَّهُ جِمْلَتٌ صُفْرٌ ○

৩৪- وَيَلِيَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ○

৩৫- هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ○

৩৬- وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ○

৩৭. সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

৩৮. এ-ই হলো ফয়সালার দিন, একত্র করেছি আমি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের।

৩৯. যদি থাকে তোমাদের কোন কৌশল, তবে তা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে।

৪০. সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

সূরা নাবা, ৭৮ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ৩৮, ৩৯, ৪০

১. তারা কোন বিষয়ে একে অপরের কাছে প্রশ্ন করছে?

২. সে মহাসংবাদের বিষয়ে,

৩. যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে।

৪. না, এরূপ নয়, শিগ্গীরই তারা জনতে পারবে;

৫. অবশ্যই, কখনো এরূপ নয়, অচিরেই তারা জানতে পারবে।

১৭. নিশ্চয় বিচারের দিন আছে নির্ধারিত,

১৮. সেদিন ফুঁ দেয়া হতে শিক্ষা, তারপর তোমরা আসবে দলেদলে।

১৯. আর উন্মুক্ত করা হবে আসমান, ফলে তা হবে বহু দরজা বিশিষ্ট।

২০. আর চালিত করা হবে পর্বতমালাকে, ফলে তা হয়ে যাবে মরীচিকা সদৃশ।

৩৮. সেদিন দাঁড়াবে রুহ ও ফিরিশ্তারা সারিবদ্ধভাবে; যাকে দয়াময় আল্লাহ অনুমতি দিবেন, সে ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে বলবে যথার্থ কথা।

৩৭- وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ○

৩৮- هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۖ

○ جَمَعْنَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ○

৩৯- فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ○

৪০- وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ○

১- عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ○

২- عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ ○

৩- الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ○

৪- كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ○

৫- ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ○

১৭- إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ○

১৮- يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ

فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ○

১৯- وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ○

২০- وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ○

৩৮- يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ

صَفًّا ۚ لَا يَتَكَلَّمُونَ

إِلَّا مَنْ أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا

৭৯. সেদিন সুনিশ্চিত ; অতএব যে চায় সে গ্রহণ করবে তার রবের দিকে আশ্রয়স্থল।

৪০. আমি তো তোমাদের সতর্ক করছি আসন্ন আযাব সম্পর্কে। সেদিন মানুষ দেখবে তার কৃতকর্ম এবং কান্নাফির বলবে : হায়, আমি যদি মাটি হতাম!

সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬

৬. সেদিন প্রকম্পিত করবে প্রথম সিংগার ফুঁক,

৭. তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী সিংগার ফুঁক,

৮. আর সেদিন অনেক হৃদয় হবে ভীত-সন্ত্রস্ত,

৯. তাদের দৃষ্টি হবে ভয় বিনত।

১০. তারা বলবে : আমাদের কি ফিরিয়ে নেয়া হবে পূর্বাবস্থায়-

১১. যখন আমরা পরিণত হয়েছি গলিত অস্তিত্বে?

১২. তারা বলবে : তাই যদি হয়, তবে যে সে প্রত্যাবর্তন হবে সর্বনাশ।

১৩. এ ফু তো কেবল এ বিকট আওয়াজ,

১৪. তখনই তারা ময়দানে সমবেত হবে।

৩৪. তারপর যখন উপস্থিত হবে মহাসংকট,

৩৫. সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, যা সে করেছে তা,

৩৬. আর প্রকাশ করা হবে জাহান্নামকে দর্শকদের জন্য।

৩৭- ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۝

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَا ۝

۴- اِنَّا اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدُهٗ

وَيَقُوْلُ الْكَفْرِ

۝ يَلِيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَبًّا ۝

৬- يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝

৭- تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۝

৮- قُلُوْبٌ يُّوْمٍ يَّوْمٍ ۝ وَاجِفَةُ ۝

৯- اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝

১০- يَقُوْلُوْنَ اِنَّا

لَمُرْدُوْدُوْنَ فِي الْحَافِرَةِ ۝

১১- اِذَا كُنَّا عِظَامًا تَخْرُجُ ۝

১২- قَالُوْا تِلْكَ اِذَا كُنَّا خَاسِرَةً ۝

১৩- فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝

১৪- فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝

৩৪- فَاِذَا جَاۤءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرٰى ۝

৩৫- يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ۝

৩৬- وَبُرْزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ۝

৩৭. অতএব যে সীমালংঘন করেছিল
 ৩৮. এবং প্রাধান্য দিয়েছিল পার্থিব জীবনকে,
 ৩৯. অবশ্য জাহান্নামই হতে তার ঠিকানা।
 ৪০. আর যে ভয় করতো তার রবের সামনে
 উপস্থিত হতে এবং বিরত রাখতো
 নিজেকে কু-প্রবৃত্তি থেকে,
 ৪১. অবশ্য জান্নাত-ই হবে তার ঠিকানা।
 ৪২. তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত
 সম্পর্কে, কখন তা সংঘটিত হবে?
 ৪৩. কী সম্পর্ক আপনার এর আলোচনায়।
 ৪৪. আপনার রবের কাছেই আছে এর শেষ
 কথা।
 ৪৫. আপনি তো কেবল সতর্ককারী তার
 জন্য, যে কিয়ামতের ভয় রাখে।
 ৪৬. যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন তাদের
 মনে হবে, তারা যেন অবস্থান করেনি
 পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা অথবা এক
 সকালের বেশী।

সূরা আবাসা, ৮০ : ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭,
 ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২

৩৩. আর যখন আসবে কিয়ামত,
 ৩৪. সেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে,
 ৩৫. এবং পালাবে তার মা ও বাবা থেকে,
 ৩৬. আর তার জীবন সঙ্গিনী ও তার সন্তান
 হতে,
 ৩৭. তাদের প্রত্যেকেরই হবে সেদিন এমন
 গুরুতর অবস্থা, যা তাকে সম্পূর্ণরূপে
 ব্যস্ত রাখবে।
 ৩৮. সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল,
 ৩৯. সহাস্য ও প্রফুল্ল;

- ৩৭- فَأَمَّا مَنْ طَغَى
 ৩৮- وَاتَّخَذَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
 ৩৯- وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى
 ৪০- وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
 وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
 ৪১- فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
 ৪২- يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا
 ৪৩- فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا
 ৪৪- إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا
 ৪৫- إِنَّكَ أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنْ يُخْشَاهَا
 ৪৬- كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُرَوَّنَهَا
 لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
 ৩৩- فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ
 ৩৪- يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
 ৩৫- وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
 ৩৬- وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
 ৩৭- لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ
 يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ
 ৩৮- وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ
 ৩৯- ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ

৪০. আর সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে ধূলি -
ধূসর,
৪১. আচ্ছন্ন করে রাখবে তা কালিমা,
৪২. এরাই হলো কাফির, গুনাহগার।

সূরা তাক্বীর, ৮১ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭,
৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

১. যখন সূর্যকে নিষ্পত্ত করা হবে,
২. যখন তারকারাজী খসে পড়বে,
৩. যখন পর্বতমালাকে সঞ্চালিত করা হবে,
৪. যখন পূর্ণগর্ভা উটনী উপেক্ষিত হবে,
৫. যখন বন্যাপশুকে একত্র করা হবে,
৬. যখন সমুদ্রকে উদ্বেলিত করা হবে,
৭. যখন আত্মাসমূহ পুনঃসংযোজিত করা হবে,
৮. যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে,
৯. কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?
১০. আর যখন আমলনামা খুলে দেয়া হবে,
১১. যখন আসমান অপসারিত করা হবে,
১২. যখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে,
১৩. এবং জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে,
১৪. তখন প্রত্যেকে জানতে পারবে, সে কী নিয়ে এসেছে!

সূরা ইনফিতার, ৮২ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১৩,
১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

১. যখন আসমান বিদীর্ণ হবে,
২. যখন তারকারাজী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে,

- ৫০- وَجُوهٌ يُّؤْمِنُ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ
৫১- تَرَاهُهَا قَتَرَةٌ
৫২- أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ

- ১- إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
- ২- وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ
- ৩- وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
- ৪- وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
- ৫- وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
- ৬- وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
- ৭- وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
- ৮- وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّلَتْ
- ৯- بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
- ১০- وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
- ১১- وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
- ১২- وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ
- ১৩- وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
- ১৪- عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ

- ১- إِذَا السَّمَاءُ انْقَطَرَتْ
- ২- وَإِذَا النُّجُومُ انْتَثَرَتْ

৩. যখন সমুদ্রসমূহ একত্রে প্রবাহিত করা হবে
৪. এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত করা হবে
৫. তখন প্রত্যেকে জানতে পারবে, সে কী আগে পাঠিয়েছে এবং কী পেছনে রেখে এসেছে।
১৩. নিশ্চয় নেক্কারগণ থাকবে জান্নাতুন-নাদীমে।
১৪. এবং বদ-কাররা থাকবে জাহান্নামে ;
১৫. তারা তাতে প্রবেশ করবে বিচার দিনে।
১৬. আর তারা তা থেকে বের হতে পারবে না।
১৭. আর কিসে জানাবে তোমাকে, সে বিচারের দিন কী ?
১৮. আবার বলি : কি সে জানাবে তোমাকে, সে বিচারের দিন কী?
১৯. সেদিন ক্ষমতা রাখবে না কেউ, কারো জন্য কিছু করার ; আর সমস্ত কর্তৃত্ব হবে সেদিন আল্লাহর জন্য।

সূরা ইনশিকাক, ৮৪ : ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. যখন আসমান বিদীর্ণ হবে,
২. এবং সে তার রবের হুকুম পালন করবে, আর এটাই তার করণীয় ;
৩. আর যখন যমীনকে সম্প্রসারিত করা হবে,
৪. এবং সে তার ভিতরে যা আছে তা বাইরে নিষ্ক্ষেপ করবে এবং সে শূন্য গর্ভ হয়ে পড়বে,
৫. আর সে তার রবের হুকুম পালন করবে এবং এটাই তার করণীয়, তখনই কিয়ামত হবে।

৩- وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ

৪- وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ

৫- عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝

১৩- إِنَّ الْآبِرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

১৪- وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ

১৫- يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ

১৬- وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ

১৭- وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ

১৮- ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ

১৯- يَوْمَ لَا تَنفِكُ نَفْسٌ

لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝

১- إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

২- وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

৩- وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ

৪- وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ

৫- وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝

সূরা তারিক, ৮৬ : ৮, ৯, ১০

৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষকে ফিরিয়ে আনতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান।
৯. যেদিন পরীক্ষিত হবে গোপন বিষয়,
১০. সেদিন থাকবে না তার কোন শক্তি, আর না কোন সাহায্যকারী।

সূরা গাশিয়া, ৮৮ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

১. এসেছে কি আপনার কাছে কিয়ামতের বৃত্তান্ত?
২. সেদিন অনেক চেহারা হবে হেয়,
৩. কর্মক্লিষ্ট, ক্লান্ত,
৪. তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে,
৫. পান করানো হবে তাদের ফুটন্ত নহর থেকে ;
৬. থাকবে না তাদের জন্য কোন খাদ্য কন্টকময় লতাগুলু ছাড়া-
৭. যা তাদের মোটাও করবে না এবং ক্ষুধা নিবৃত্তও করবে না।
৮. আর অনেক চেহারা হবে সেদিন আনন্দোজ্জ্বল,
৯. তারা হবে তাদের কাজের কারণে সন্তুষ্ট,
১০. তারা থাকবে সমুন্নত জান্নাতে,
১১. সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার কথা।
১২. সেখানে রয়েছে প্রবাহমান স্রোতস্বিনী,
১৩. সেখানে রয়েছে সমুচ্চ পালং,
১৪. আরো আছে প্রস্তুত পান পাত্র,

৮- إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ○

৯- يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ○

১০- فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ○

১- هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ○

২- وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ○

৩- كَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ○

৪- تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ○

৫- تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ أَنِيَّةٍ ○

৬- لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ○

৭- لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ○

৮- وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ○

৯- تَسْعَىٰهَا رَاضِيَةٌ ○

১০- فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ○

১১- لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ○

১২- فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ○

১৩- فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ○

১৪- وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ○

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম খণ্ড)—৪৯

১৫. এবং সারিসারি বালিশ,

১৬. আর বিছানো গালিচা।

সূরা ফাজর, ৮৯ : ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

২১. তোমরা যা কর, তা তো ঠিক নয়।
যখন চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে পৃথিবীকে,

২২. এবং যখন উপস্থিত হবেন তোমার রব,
আর ফিরিশ্তাও দলে দলে,

২৩. এবং সেদিন উপস্থিত করা হবে
জাহান্নামকে, সেদিন মানুষ বুঝতে
পারবে ; কিন্তু তার কি কাজে আসবে এ
বুঝ?

২৪. সে বলবে : হায়! আমি যদি আগে কিছু
পাঠাতাম আমার এ জীবনের জন্য।

২৫. আর সেদিন কেউ শাস্তি দিতে পারবে না
তার শাস্তির মত,

২৬. আর কেউ বাঁধতে পারবে না, তার
বাঁধার মত।

সূরা যিল্‌যাল, ৯৯ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

১. যখন পৃথিবী প্রবলভাবে প্রকম্পিত
হবে,

২. এবং বের করে দেবে পৃথিবী তার
বোঝা,

৩. আর মানুষ বলবে : কি হলো এর ?

৪. সেদিন পৃথিবী বর্ণনা করবে তার
বৃত্তান্ত।

৫. কারণ, আপনার রব তাকে এ নির্দেশই
দিবেন।

৬. সেদিন বের হবে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে,
যাতে তাদের দেখানো যায় তাদের
কৃতকর্ম।

১৫- وَنَسَارِقٍ مَّصْفُوفَةٍ ۝

১৬- وَزَرَأِئِي مَبْنُوتَةٍ ۝

২১- كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝

২২- وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝

২৩- وَجِئَ يَوْمَئِذٍ يَوْمِئِذٍ بِجَهَنَّمَ

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ

وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ۝

২৪- يَقُولُ يَلِيَّتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۝

২৫- فَيَوْمَئِذٍ لَا يَعْذِبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۝

২৬- وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۝

১- إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝

২- وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝

৩- وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝

৪- يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝

৫- بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝

৬- يَوْمَئِذٍ يُصْدَرُ النَّاسُ شَتَاتًا

لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝

৭. কেউ অণু পরিমাণ নেক-কাজ করলে,
সে তা দেখবে,
৮. এবং অণু পরিমাণ বদ-কাজ করলে, সে
তাও সে দেখবে।

সূরা আদিয়াত, ১০০ : ৯, ১০, ১১

৯. তবে কি সে জানে না সে সম্পর্কে,
যখন উত্থিত করা হবে করবে যা আছে
তা,
১০. এবং প্রকাশ করা হবে যা আছে অন্তরে
তা?
১১. নিশ্চয় তাদের রব সবিশেষ অবহিত
সেদিন তাদের কি ঘটবে সে সম্বন্ধে।

সূরা কারি'আ, ১০১ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭,
৮, ৯, ১০, ১১

১. মহাপ্রলয়,
২. কী সে মহাপ্রলয়?
৩. আর কি সে জানাবে তোমাকে কী সে
মহাপ্রলয়?
৪. সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের
মত,
৫. এবং পর্বতমালা হবে ধূনিত পশমের
মত;
৬. তখন ভারী হবে যার পাল্লা,
৭. সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক
জীবন।
৮. কিন্তু হাল্কা হবে যার পাল্লা,
৯. তার ঠিকানা হবে 'হাবিয়া'।
১০. আর কীসে জানাবে তোমাকে সে
'হাবিয়া' কী?
১১. তা হলো অতি উত্তপ্ত আগুন।

۷-فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خَيْرًا يَرَهُ ۝

۸-وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ ۝

۹-أَفَلَا يَعْلَمُ

إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝

۱০-وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝

۱১-إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝

۱-الْقَارِعَةُ ۝

২-مَا الْقَارِعَةُ ۝

৩-وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝

৪-يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ

كَالْفَرَّاشِ الْمُبْتُوثِ ۝

৫-وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝

৬-فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝

৭-فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝

৮-وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝

৯-فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝

১০-وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۝

১১-نَارُ حَامِيَةٍ ۝

اخرة - আখিরাত

সূরা বাকারা, ২ : ৪, ৮, ৬২, ৮৬, ১১৪,
১২৬, ১৭৭, ২০০, ২০১, ২০২,
২১২, ২১৭

৪. আর যারা ঈমান রাখে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে এবং যা নাযিল করা হয়েছে আপনার পূর্বে তাতে; আর আখিরাতে প্রতি যারা ইয়াকীন রাখে তারাই মুত্তাকী।

৮. আর মানুষের মাঝে এমন লোকও আছে, যারা বলে : আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতে প্রতি, কিন্তু আসলে তারা মু'মিন নয়।

৬২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, আর যারা ইয়াহুদী হয়েছে এবং যারা নাসারা ও সাবিসীন এদের মধ্যে যারা ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি, আখিরাতে প্রতি এবং নেক-আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

৮৬. তারা যারা ক্রয় করে দুনিয়ার যিন্দেগীকে আখিরাতে বিনিময়ে, তাদের থেকে লাঘব করা হবে না আযাব, আর তাদের সাহায্যও করা হবে না।

১১৪. আর তার চাইতে অধিক যালিমকে, যে বাধা প্রদান করে আল্লাহর মসজিদ-সমূহে, তাঁর নাম স্মরণ করতে এবং চেষ্টা করে তা ধ্বংস করতে? অথচ তাদের জন্য সংগত ছিল না সেখানে প্রবেশ করা, ভীতবিস্ত্রল না হয়ে। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ার লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য রয়েছে আখিরাতে মহাশাস্তি।

৫- وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝

৮- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ

وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝

৬২- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّانَ مِنْ أَمَّنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

৮৬- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ ۝

১১৪- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

১২৬. আর যখন ইব্রাহীম বলেছিল : হে আমার রব! আপনি করুন এ মক্কা নগরীকে নিরাপদ শহর এবং রিযিক দান করুন ফলমূল দিয়ে তাদের, এর অধিবাসীদের মাঝে যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও আখিরাতে প্রতি; তখন আল্লাহ্ বললেন : যে কেউ কুফরী করবে, তাকেও আমি জীবন উপভোগ করতে দেব কিছু কালের জন্য, তারপর আমি তাকে বাধ্য করবো জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে। আর কত নিকৃষ্ট এ প্রত্যাবর্তন স্থল।

১৭৭. কোন পুণ্য নেই তোমাদের মুখ ফিরানোতে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে, কিন্তু পুণ্য আছে যে ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি, আখিরাতে, ফিরিশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি এবং অর্থ দান করে আল্লাহর প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিস্কীন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও ঋণ মুক্তির জন্য, আর সালাত কয়েম করে ও যাকাত দেয় এবং ওয়াদা করে তা পূরণ করে আর সবর করে অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে। এরাই তারা যারা সত্যবাদী; এরাই প্রকৃত মুত্তাকী।

২০০. আর মানুষের মাঝে যারা বলে : হে আমাদের রব! দিন আমাদের এ দুনিয়া। বস্তুত নেই কোন অংশ তার জন্য আখিরাতে।

২০১. আর তাদের মাঝে যারা বলে : হে আমাদের রব! দিন আমাদের এ দুনিয়াতে কল্যাণ এবং আখিরাতেও কল্যাণ এবং রক্ষা করুন আমাদের দোষখের আযাব থেকে।

১২৬-وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

১৭৭-لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ○

২০০-فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ○

২০১-وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

২০২. তাদের জন্য রয়েছে, তারা যা অর্জন করেছে, তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

২১২. সুশোভিত করা হয়েছে তাদের জন্য, যারা কুফরী করে, দুনিয়ার যিন্দেগীকে। তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের, যারা ঈমান আনে। আর যারা তাকওয়া করে, তারা ওদের উর্ধ্বে থাকবে কিয়ামতের দিন। আর আল্লাহ রিযিক দান করেন, যাকে চান বিনা হিসাবে।

২১৭. আর যে কেউ তোমাদের মধ্যে স্বীয় দীন থেকে মুরতাদ হয়ে যাবে এবং মারা যাবে কাফির অবস্থায়; তারা এমন যে, তাদের আমল নিষ্ফল হবে দুনিয়া ও আখিরাতে। আর তারাই দোষখের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২১, ২২, ৫৬, ৭৭, ৮৫

২১. নিশ্চয় যারা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর আয়াত, হত্যা করে নবীদের অন্যায়ভাবে এবং হত্যা করে তাদের, যারা নির্দেশ দেয় ন্যায়পরায়ণতার মানুষের মধ্য থেকে। আপনি তাদের সংবাদ দিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির।

২২. এরাই তারা যাদের কর্মফল ব্যর্থ হবে দুনিয়া ও আখিরাতে; আর তাদের জন্য থাকবে না কোন সাহায্যকারীও।

৫৬. আর যারা কুফরী করেছে, আমি তাদের কঠোর শাস্তি দিব দুনিয়া ও আখিরাতে এবং থাকবে না তাদের কোন সাহায্যকারী।

৭৭. নিশ্চয় যারা বিক্রি করে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজেদের কসমকে

২০২-أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○

২১২-زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

২১৭-وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فِمِيتَ وَهُوَ كَاْفِرٌ ۖ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

২১-إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۖ فَبِشْرِهِمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ○

২২-أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ○
৫৬-فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذَابُ اللَّهِمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ○

৭৭-إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

তুচ্ছ মূল্যে, তাদের জন্য কোন অংশ নেই আখিরাতে। আর তাদের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না, এবং তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৮৫. আর কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে, তা কখনো কবুল করা হবে না তার থেকে এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।

সূরা নিসা, ৪ : ৭৭, ১৩৬

৭৭. আপনি বলুন : দুনিয়ার ভোগ সামান্য এবং আখিরাতে উত্তম মুত্তাকীর জন্য। আর তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না।

১৩৬. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, তিনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তাঁর রাসূলের প্রতি তাতে এবং তিনি যে কিতাব নাযিল করেছেন এর আগে তাতে। আর যে কেউ কুফরী করবে আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের সাথে, সে তো গুমরাহ হবে ভীষণভাবে।

সূরা মায়িদা, ৫ : ৫, ৩৩

৫. আর যে কুফরী করবে ঈমান আনার পরে, তার কর্ম ব্যর্থ হবে এবং সে আখিরাতের ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল হবে।

৩৩. যারা যুদ্ধ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করে যমীনে, তাদের শাস্তি হলো : তাদের হত্যা করা হবে, অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, অথবা কাটা হবে তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে, অথবা তাদের নির্বাসিত করা হবে দেশ থেকে। এটাই তাদের জন্য

أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

৮৫- وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

৭৭- قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ وَالْآخِرَةُ
خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۖ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ○

১৩৬- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۚ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ○

৫- وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
৩৩- إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ
أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ

লাঞ্ছনা দুনিয়ায়, আর রয়েছে তাদের জন্য আখিরাতে মহাশাস্তি।

সূরা আন'আম, ৬ : ৩২

৩২. আর দুনিয়ার যিন্দেগী ক্রীড়া কৌতুক ছাড়া কিছুই নয় ; তবে আখিরাতের আবাস অবশ্যই শ্রেয় তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ; তবুও কি তোমরা বুঝ না ?

সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৪৭, ১৬৯

১৪৭. আর যারা অস্বীকার করে আমার নিদর্শনাবলী এবং আখিরাতের সাক্ষাতকে তাদের কর্ম নিষ্ফল। তাদের প্রতিফল দেয়া হবে কেবল তারাই, যা তারা করে।

১৬৯. আর আখিরাতের আবাসই শ্রেয় তাদের জন্য যারা মুত্তাকী। তবুও কি তোমরা অনুধাবন কর না ?

সূরা তাওবা, ৯ : ১৮, ১৯, ৩৮

১৮. আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ তো করবে কেবল তারাই, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও আখিরাতে, কয়েম করে সালাত, দেয় যাকাত এবং ভয় করে না আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে। বস্তৃত আশা করা যায়, এরাই হবে হিদায়াতপ্রাপ্তদের শামিল।

১৯. তোমরা কি হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ করা এবং মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তাদের কাজের সমান মনে কর ; যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও আখিরাতে এবং জিহাদ করে আল্লাহর পথে ? না, তারা সমান নয় আল্লাহর কাছে, আল্লাহ হিদায়েত দেন না যালিম লোকদের।

ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

৩২- وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ
وَلَلْآٰخِرَةُ خَيْرٌ
لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

১৪৭- وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ
الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ هَلْ يُجْزَوْنَ
إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

১৬৯- وَالَّذَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

১৮- إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ اللَّهِ مَنَٰ أَمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآقَامَ الصَّلٰوةَ
وَأَتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ
أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ○

১৯- أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَٰجِّ
وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجُهْدَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّٰلِمِينَ ○

৩৮. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কী হলো যে, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর পথে অভিযানে বেরিয়ে পড়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে যমীনে লুটিয়ে পড়? তোমরা কি পুরিতুষ্ট হয়েছে দুনিয়ার যিন্দেগীতে, আখিরাতের পরিবর্তে? অথচ দুনিয়ার যিন্দেগীর ভোগের উপকরণ তো অতি সামান্য, আখিরাতের তুলনায়।

সূরা হূদ, ১১ : ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮

১০৩. যে আখিরাতের আযাবকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে এতে নিশ্চিত নিদর্শন। এ হলো সেদিন, যেদিন সব মানুষকে একত্র করা হবে এবং এ হলো সেদিন, যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হবে।

১০৪. আর আমি তা বিলম্বিত করি কেবল তা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।

১০৫. যখন সেদিন আসবে, তখন কেউ কথা বলতে পারবে না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাদের মধ্যে কতক হবে দুর্ভাগা এবং কতক হবে সৌভাগ্যবান।

১০৬. তারপর যারা হবে দুর্ভাগা, তারা থাকবে জাহান্নামে, তাদের জন্য সেখানে থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ,

১০৭. তারা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বিদ্যমান থাকবে, যদি না আপনার রব অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। নিশ্চয় আপনার রব তা-ই করেন, যা তিনি চান।

১০৮. আর যারা সৌভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, যতদিন আকাশসমূহ ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, যদি না আপনার রব অন্য কিছু ইচ্ছা করেন। এ হলো এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

۳۸- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْۢ اِذَا قِيْلَ لَكُمْۢ اَنْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَنْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ۚ اَرْضَيْتُمْۢ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَّعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝

۱۰۳- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ۚ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لِّهٖ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ۝

۱۰৪- وَمَا نُوَخِّرُهُۥ اِلَّا لِاَجَلٍ مُّعَدُوْدٍ ۝

۱۰৫- يَوْمَ يٰٓاْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيْٓءٌ وَسَعِيْدٌ ۝

۱০৬- فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَاِنَّ النَّارَ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّسَّهِيْقٌ ۝

১০৭- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ اِنَّ رَبَّكَ فَعٰلٌ لِّمَا يَّرِيْدُ ۝

১০৮- وَاَمَّا الَّذِيْنَ سَعَدُوْا فَاِنَّ الْجَنَّةَ لَهٗمْ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ عَطَآءٌ غَيْرَ مُجْدُوْدٍ ۝

সূরা ইউসুফ, ১২ : ৫৭

৫৭. অবশ্যই আখিরাতের পুরস্কার শ্রেয় তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া করতে থাকে।

সূরা নাহল, ১৬ : ৪১, ৬০

৪১. আর যারা হিজরত করছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে অত্যাচারিত হওয়ার পর, আমি অবশ্যই তাদের উত্তম আবাস দেব এ দুনিয়ায়, আর আখিরাতের পুরস্কার তো শ্রেষ্ঠ যদি তারা তা জানতো।
৬০. যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না, তাদের অবস্থা নিকৃষ্টতর এবং আল্লাহর তো রয়েছে মহত্তম গুণাবলী। আর তিনি পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ১০, ১৯, ২০, ২১, ৪৫,

১০. নিশ্চয় যারা ঈমান রাখে না আখিরাতের প্রতি, আমি তৈরী করে রেখেছি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আয়াব।
১৯. আর যে আকাঙ্ক্ষা করে আখিরাতের এবং তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, আর সে মু'মিনও ; তারা এমন যাদের চেষ্টা পুরস্কৃত হবে।
২০. আমি সাহায্য করি, আপনার রবের দান দিয়ে, যারা আখিরাত কামনা করে এবং যারা দুনিয়া চায় এদের সবাইকে। আর আপনার রবের দান সীমাবদ্ধ নয়।
২১. লক্ষ্য করুন, কী ভাবে আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি তাদের কতককে কতকের উপর। আর আখিরাত তো মর্যাদায় মহত্তর এবং গুণে শ্রেষ্ঠতর।
৪৫. আর যখন আপনি কুরআন তিলাওয়াত করেন, তখন আমি রেখে দেই আপনার

৫৭- وَلَا جَزَاءُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ○

৪১- وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَا جَزَاءُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○

৬০- لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

১০- وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ○

১৯- وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ○

২০- كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۖ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ○

২১- أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ○

৪৫- وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

ও তাদের মাঝে, যারা আখিরাতে ঈমান
রাখে না, এক প্রচ্ছন্ন পর্দা।

সূরা তো-হা, ২০ : ১২৭,

১২৭. আর এ ভাবেই আমি প্রতিফল দেই
তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে এবং ঈমান
রাখে না তার রবের নিদর্শনাবলীতে।
আর আখিরাতে আযাব তো কঠোরতর
এবং অধিক স্থায়ী।

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৭৪, ৭৫

৭৪. নিশ্চয় যারা ঈমান রাখে না আখিরাতে
প্রতি, তারা তো সরল পথ থেকে দূরে
রয়েছে,

৭৫. যদি আমি তাদের প্রতি রহম করি এবং
বিদূরিত করি তাদের থেকে দুঃখ-দৈন্য,
তবুও তারা স্বীয় অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের
মত ঘুরতে থাকবে।

সূরা নামল, ২৭ : ৩, ৪, ৫

৩. তারা মু'মিন যারা কায়ম করে সালাত,
দেয় যাকাত এবং তারাই আখিরাতে
নিশ্চিত বিশ্বাসী।

৪. নিশ্চয় যারা ঈমান রাখে না আখিরাতে,
আমি শোভন করেছি তাদের জন্য
তাদের কাজ, ফলে তারা বিভ্রান্তিতে
ঘুড়ে বেড়ায় ;

৫. এদেরই রয়েছে কঠিন শাস্তি, আর
এরাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৬৪

৬৪. আর দুনিয়ার জীবন তো খেল-তামাশা
ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আখিরাতে
জীবনই প্রকৃত জীবন; যদি তা জানতো!

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৭, ৬৪, ৬৫, ৬৬,
৬৭, ৬৮

৫৭. নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় আল্লাহ ও তাঁর
রাসূলকে, আল্লাহ তাদের লা'নত করেন

حَجَابًا مَّسْتُورًا ۝

১২৭-وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ
وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۝
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ۝

৭৪-وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ ۝

৭৫-وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا
مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُونَ ۝

৩-الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝

৪-إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۝

৫-أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسِرُونَ ۝

৬৪-وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ
وَلَعِبٌ ۝ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ
لَهِیَ الْحَيَوَاتِ ۝ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

৫৭-إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

দুনিয়া ও আখিরাতে ; আর তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন তাদের জন্য লাঞ্ছনা-দায়ক আযাব।

৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ লানত করেছেন কাফিরদের এবং প্রস্তুত করে রেখেছেন তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন।

৬৫. তারা সেখানে স্থায়ীভাবে চিরকাল থাকবে ; পাবে না তারা কোন বন্ধু, আর না কোন সাহায্যকারী।

৬৬. যেদিন উলট-পালট করে দেয়া হবে তাদের চেহারা জাহান্নামের আগুনে, সেদিন তারা বলবে : হায়, আফসোস! যদি আমরা মেনে চলতাম আল্লাহকে এবং মেনে চলতাম রাসূলকে।

৬৭. তারা আরো বলবে : হে আমাদের রব! আমরা তো অনুসরণ করেছিলাম, আমাদের নেতাদের এবং আমাদের বড় লোকদের, আর তারা আমাদের ভ্রষ্ট করেছিল সঠিক পথ থেকে।

৬৮. হে আমাদের রব! দিন আপনি তাদের দ্বিগুণ শাস্তি এবং লানত করুন তাদের কঠিন লানত।

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২০

২০. তোমরা জেনে রাখ, দুনিয়ার জীবন তো খেল তামাশা, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব-গৌরব এবং ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতিতে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উদাহরণ বৃষ্টির মত, যার দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার চমৎকৃত করে কৃষকদের, তারপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে তা পরিণত হয় খড়-কুটায়। আর আখিরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর তরফ থেকে

لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَاعَدَ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

৬৪- إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَاعَدَ
لَهُمْ سَعِيرًا

৬৫- خُلِدُوا فِيهَا أَبَدًا
لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

৬৬- يَوْمَ تَقَلَّبَ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ
يَقُولُونَ يَلَيْسَ لَنَا أَطْعَمَنَا اللَّهُ
وَأَطْعَمَنَا الرَّسُولَ

৬৭- وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطْعَمْنَا سَادَتَنَا
وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا

৬৮- رَبَّنَا إِنَّهُمْ ضَعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ
وَالْعَنْتُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

২০- اَعْلَمُوا أَنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ
وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ
وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ
كَمَثَلٍ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ
ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتَرَاهُ مَصْفَرًّا
ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ

ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবন তো
প্রতারণার ক্ষণস্থায়ী সামগ্রী মাত্র।

সূরা মুমতাহিনা, ৬০ : ১৩

১৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ তোমরা বন্ধুত্ব
করবে না এমন লোকদের সাথে, যাদের
প্রতি আল্লাহ্ রুষ্ট ; তারা তো হতাশ
হয়েছে আখিরাত সম্পর্কে এমনভাবে ;
যেমন হতাশ হয়েছে কাফিররা
কবরবাসীদের সম্পর্কে।

সূরা আলা, ৮৭ : ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

১৪. অবশ্যই সফলতা লাভ করবে সে, যে
পরিশুদ্ধ হয়—
১৫. এবং স্মরণ করে তার রবের নাম ও
সালাত আদায় করে।
১৬. কিন্তু তোমরা প্রাধান্য দেও পার্থিব
জীবনকে—
১৭. অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী।
১৮. নিশ্চয় একথা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে
১৯. ইব্রাহীম ও মূসার গ্রন্থে।

وَرِضْوَانٍ ۚ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا
اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

۱۳- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تَتَوَكَّلُوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُوْا
مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَبْسُ الْكُفَّارُ
مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ۝

۱۴- قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكٰى ۝

۱۵- وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلٰى ۝

۱۶- بَلْ تُؤَثِّرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

۱۷- وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝

۱۸- اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُولٰٓى ۝

۱۹- صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۝

কবর — قبر

সূরা তাওবা, ৯ : ৮৪

৮৪. আর আপনি জানাযার নামায পড়বেন না,
তাদের মাঝে কেউ মারা গেলে তার
জন্য এবং দাঁড়াবেন না তার কবরের
পাশে, তারা তো কুফরী করেছিল
আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে এবং
মারা গিয়াছে ফাসিক অবস্থায়।

সূরা হাজ্জ, ২২ : ৭

৭. আর নিশ্চয় কিয়ামত সংঘটিত হবেই,
এতে কোন সন্দেহ নেই ; আর আল্লাহ্
অবশ্যই জীবিত করে উঠাবেন তাদের,
যারা রয়েছে কবরে।

۸۴- وَلَا تَصَلِّ عَلَىٰ اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَ
اَبَدًا ۚ وَلَا تَقُمْ عَلَيْهِ قَبْرِهٖ ۚ
اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

۷- وَاَنَّ السَّاعَةَ اَتَتْهُ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ
وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ۝

সূরা ফাতির, ৩৫ : ২২

২২. আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। নিশ্চয় আল্লাহ্ শুনান যাকে চান। কিন্তু আপনি শুনাতে পারেন না তাদের, যারা রয়েছে কবরে।

সূরা মুমতাহিনা, ৬০ : ১৩

১৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বন্ধুত্ব করো না সে লোকদের সাথে, যে লোকদের প্রতি রুষ্ট আল্লাহ, তারা তো হতাশ হয়েছে আখিরাত সম্বন্ধে, যেমন হতাশ হয়েছে কাফিররা কবরবাসীদের ব্যাপারে।

সূরা আবাসা, ৮০ : ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২

১৮. কোন বস্তু থেকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানুষ ?
 ১৯. শুক্রবিন্দু থেকে। তিনি তাকে সৃষ্টি করেন, পরে তাকে পরিমিত করেন।
 ২০. তারপর তার জন্য তার পথ সহজ করে দেন,
 ২১. অবশেষে তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে করবাসী করেন।
 ২২. এরপর যখন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন, তখন তিনি তাকে জীবিত করে উঠাবেন।

সূরা ইনশিতার, ৮২ : ৪, ৫

৪. আর যখন কবর খুলে দেয়া হবে,
 ৫. তখন প্রত্যেকে জানতে পারবে, সে কী আগে পাঠিয়েছে এবং কী পেছনে রেখে এসেছে।

সূরা আদিয়াত, ১০০ : ৯, ১০, ১১

৯. তবে কি সে জানে না সে সম্পর্কে, যখন উত্থিত করা হবে, কবরে যা আছে তা,

২২- وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يُشَاءُ ۚ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝

১৩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ۝

১৮- مِنْ أَى شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝

১৯- مِنْ نُطْفَةٍ ۚ

خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۝

২০- ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ ۝

২১- ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝

২২- ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۝

৪- أَلَا يَطْنُ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝

৫- لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

৯- أَفَلَا يَعْلَمُ

إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝

১০. এবং প্রকাশ করা হবে-যা আছে অন্তরে তা ?

১১. নিশ্চয় তাদের রব সবিশেষ অবহিত সেদিন তাদের কি ঘটবে, সে সম্বন্ধে ।

সূরা তাকাসুর, ১০২ : ১, ২

১. তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে-
প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা,

২. যে পর্যন্ত না তোমরা উপনীত হও
কবরে ।

১০- وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝

১১- إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝

১- اَلْهَكُمُ الشَّكَاوُۥرُ ۝

২- حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝

বারযাখ - برزخ

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৯৯, ১০০

৯৯. যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে যায়,
তখন সে বলে : হে আমার রব!
আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন,

১০০. যাতে আমি নেককাজ করতে পারি, যা
আমি আগে করিনি । না, কখনো নয়, এ
তো তার মুখের একটি উক্তিমাত্র । আর
তাদের সামনে রয়েছে বারযাখ-সেদিন
পর্যন্ত যেদিন তাদের জীবিত করে
উঠানো হবে ।

৯৯- حَتّٰی اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۝

১০০- لَعَلّٰی اَعْمَلُ صَالِحًا فِیْهَا تَرَكْتُ

كَلَامًا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۝

وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرَزَخٌ ۝

اِلٰی یَوْمٍ یُّبْعَثُوْنَ ۝

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৪৬

৪৬. বারযাখে তাদের সামনে উপস্থিত করা
হবে আগুন সকল ও সঙ্ক্যায় । আর
যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন
বলা হবে : প্রবেশ করাও ফির'আওন
সম্প্রদায়কে কঠিন আযাবে ।

৪৬- اَلَّذٰرِیُّعْرَضُوْنَ عَلَیْهَا

عَذٰوًا وَعَشِیًّا ۝

وِیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ۝

اَدْخِلُوْا اِلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ۝

ইল্লীন - عِلِّیْن

সূরা মুতাফ্ফিফীন, ৮৩ : ১৮, ১৯, ২০, ২১,
২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

১৮. অবশ্যই নেককারদের আমলনামা
রয়েছে তো ইল্লীনে,

১৮- كَلَّا اِنَّ كِتٰبَ

الْاَبْرَارِ لَفِیْ عِلِّیْنٍ ۝

১৯. আর কি সে তোমাকে জানাবে ইল্লীন কি ?
২০. তা হলো চিহ্নিত আমলনামা,
২১. তা দেখে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তরা ।
২২. নিশ্চয় নেক্কাররা তো থাকবে সুখ-স্বাচ্ছন্দে ।
২৩. তারা সুসজ্জিত আসনে বসে তাকাতে থাকবে ।
২৪. তুমি দেখতে পাবে তাদের চেহায়ায় সুখস্বাচ্ছন্দের দীপ্তি ।
২৫. তাদের পান করান হবে বিশুদ্ধ সীলমোহরকৃত পানীয় ।
২৬. তার সীলমোহর হবে মিশ্কের । এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করুক প্রতিযোগীরা ।
২৭. আর এ পানীয়ের মিশ্রন হবে তাসনীমের,
২৮. তা হলো একটি ঝরণা, যা থেকে পান করে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তরা ।

১৭- وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ○

২- كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ○

২১- يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ○

২২- إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ○

২৩- عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ○

২৪- تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ○

২৫- يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ○

২৬- خِتْمُهُ مِسْكَ ○

২৭- وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ○

২৭- وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ○

২৮- عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ○

সিজীন - সিঞ্জীন

সূরা মুতাক্বিফীন, ৮৩ : ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

৭. অবশ্যই, গুনাহগারদের আমালনামা তো থাকবে সিঞ্জীনে,
৮. আর কি সে জানাবে তোমাকে সিঞ্জীন কি ?
৯. তা হলো চিহ্নিত আমলনামা ।
১০. সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের জন্য,
১১. যারা অস্বীকার করে বিচারের দিনকে,

৭- كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ○

৮- وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ○

৯- كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ○

১০- وَيَلُوكَ يَوْمَئِذٍ اللَّامُكَذِّبِينَ ○

১১- الَّذِينَ يَكْذِبُونَ يَوْمَ الدِّينِ ○

১২. আর তা তো অস্বীকার করে প্রত্যেক সীমালংঘনকারী গুনাহগার ;
১৩. যখন পাঠ করে শুনানো হয় তাকে আমার আয়াতসমূহ, তখন সে বলে : এতো পূর্ববর্তীদের উপকথা ।
১৪. কখনো নয়, বরং মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে তাদের হৃদয়ে তাদের কৃতকর্ম ।
১৫. না, অবশ্যই তারা সেদিন তাদের রবের থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে ।
১৬. তারপর তারা তো প্রবেশ করবে জাহান্নামে ;
১৭. অবশেষে বলা হবে : এতো তা-ই, যা তোমরা অস্বীকার করতে ।

- ১২- وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
- ১৩- إِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا
- قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ○
- ১৪- كَلَّا بَلْ عَصَيْنَا
- رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○
- ১৫- كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ
- يَوْمَئِذٍ لَّخَجُولُونَ ○
- ১৬- ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ○
- ১৭- ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ○

সিদরাতুল মুনতাহা ও বায়তুল মামুর

সূরা তূর, ৫২ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

১. কসম তুরের,
২. কসম লিখিত কিতাবের
৩. যা রয়েছে উন্মুক্ত পত্রে ।
৪. কসম বায়তুল মামুরের*
৫. কসম সমুন্নত আসমানের,
৬. আর কসম উদ্বলিত সাগরের,
৭. নিশ্চয় আপনার রবের আযাব অবশ্যই সংঘটিত হবে ।

- ১- وَالطُّورِ ○
- ২- وَكِتَابٍ مُّسْتَوٍ ○
- ৩- فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ ○
- ৪- وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ○
- ৫- وَالسَّفِّ الْمَرْفُوعِ ○
- ৬- وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ○
- ৭- إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ○

সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ : ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

১৩. আর রাসূল তো দেখেন জিব্রাইলকে আরেকবার,
১৪. সিদরাতুল মুনতাহার কাছে ;
১৫. সেখানে অবস্থিত জান্নাতুল-মাওয়া ।

- ১৩- وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ○
- ১৪- عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ○
- ১৫- عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ○

* বায়তুল মামুরের শব্দগত অর্থ হলো যে গৃহে সর্বদাই জনসমাগম হয়। অবশ্য কোন কোন মুফাস্সির-এর মতে এর দ্বারা ফিরিশতাগণের ইবাদত করার স্থানকে বুঝায়।

১৬. যখন আচ্ছাদিত করল সিদ্দ্রাতুল
মুন্তাহাকে-যা আচ্ছাদিত করার,
১৭. তখন তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেনি এবং তা
লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি।

১৬- اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ۝

১৭- مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ۝

লাওহে মাহফূয

- সূরা বুরূজ, ৮৫ : ২১, ২২
২১. বস্তুত ইহা সম্মানিত কুরআন,
২২. যা রয়েছে লাওহে মাহফূযে।

২১- بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝

২২- فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝

কিরামান কাতেবীন

- সূরা ইনফিতার, ৮২ : ১০, ১১, ১২
১০. নিশ্চয় তোমাদের উপর নিয়োজিত আছে
হিফায়তকারীগণ
১১. সম্মানিত লেখকবৃন্দ ;
১২. তারা জানে-যা তোমরা কর।

১০- وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝

১১- كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝

১২- يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝

বা'স বা'দাল মাউত

- সূরা আন'আম, ৬ : ৩৬
৩৬. কেবল তারাই ডাকে সাড়া দেয়, যারা
আন্তরিকতার সাথে শ্রবণ করে ; আর
মৃতকে পুনর্জীবিত করবেন আল্লাহ;
তারপর তাঁরই দিকে তাদের ফিরিয়ে
নেয়া হবে।
সূরা বনী ইসরাঈল, ১৬ : ৮৪, ৮৫, ৮৬,
৮৭, ৮৮, ৮৯
৮৪. আর যেদিন আমি উপস্থিত করবো
প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে এক-একজন
সাক্ষী, সেদিন অনুমতি দেয়া হবে না
কোন কৈফিয়ত দেয়ার তাদের-যারা
কুফরী করেছিল এবং তাদের কোন
ওযর ও গ্রহণ করা হবে না।

৩৬- إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۝
وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ
ثُمَّ إِلَيْهِ يَرْجَعُونَ ۝

৮৪- وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ
لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ
يُسْتَعْتَبُونَ ۝

৮৫. আর যখন দেখবে যালিমরা আযাব তখন তা তাদের থেকে হালকা করুন হবে না এবং তাদের কোন অবকাশও দেয়া হবে না।

৮৬. আর যখন মুশরিকরা দেখবে, যাদের তারা শরীক স্থির করেছিল তাদের, তখন তারা বলবে : হে আমাদের রব! এরাই সে সব শরীক, যাদের আমরা তোমার পরিবর্তে ডাকতাম। তারপর সে সব শরীকরা তাদের বলবে : অবশ্যই তোমরা তো মিথ্যাবাদী।

৮৭. সেদিন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করবে এবং উবে যাবে তাদের থেকে, যা তারা মিথ্যা উদ্ভাবন করতো-তা!

৮৮. যারা কুফরী করতো এবং আল্লাহর পথে বাধার সৃষ্টি করতো, আমি বৃদ্ধি করবো তাদের জন্য আযাবের পর আযাব ; কেননা, তারা ফাসাদ সৃষ্টি করতো।

৮৯. সেদিন আমি উপস্থিত করবো প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য তাদেরই মধ্য থেকে এক-একজন সাক্ষী এবং আপনাকে নিয়ে আসবো সাক্ষীস্বরূপ তাদের সবার জন্য। আর আমি তো নাযিল করেছি আপনার প্রতি কিতাব প্রত্যেক বিষয় সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ স্বরূপ মুসলিমদের জন্য।

সূরা হাজ্জ, ২২ : ৫, ৬, ৭

৫. হে মানুষ! তোমরা যদি সন্দেহ পোষণ কর মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে উঠার ব্যাপারে, তবে লক্ষ্য কর আমি তো সৃষ্টি করেছি তোমাদের মাটি থেকে, তারপর শুক থেকে, এরপর 'আলাক' থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশত পিণ্ড থেকে ; তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য সৃষ্টি

৮৫-وَإِذْ أَرَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ

○ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ

৮৬-وَإِذْ أَرَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ

قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ

كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ،

○ فَالْقَوْلَ إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِن كُمْ لَكَذِبُونَ

৮৭-وَأَنقَضُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ

○ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

৮৮-الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ

اللَّهِ زِدْهُمْ عَذَابًا أَوْفَوْقَ

○ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ

৮৯-وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ عَلَى هَؤُلَاءِ

تَبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً

○ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

৫-يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ

مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

ثُمَّ مِّنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ

ثُمَّ مِّنْ مَّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ

وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّكُمْ

রহস্য, আর আমি স্থির রাখি মায়ের গর্ভে, যা আমি ইচ্ছা করি, এক নির্দিষ্টকালের জন্য। তারপর আমি বের করে আনি তোমাদের শিশুরূপে, যাতে তোমরা পরে উপনীত হও পরিণত বয়সে। তোমাদের মাঝে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মাঝে কতককে পৌছানো হয় হীনতম বয়সে, যার ফলে তারা যা কিছু জানত, সে সম্বন্ধে তারা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আর তুমি দেখবে যমীনকে শুকন, তারপর যখন আমি তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত হয় শস্য-শ্যামলা হয়ে এবং স্ফীত হয় ও উৎপন্ন করে সব ধরনের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।

৬. এসব এজন্য যে, আল্লাহ-ই সত্য এবং তিনিই জীবন দান করেন মৃতকে। আর তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
৭. আর কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং আল্লাহ অবশ্যই জীবিত করে উঠাবেন তাদের, যারা আছে কবরে।

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ১৫, ১৬

১৫. এরপর অবশ্যই তোমরা মারা যাবে,
১৬. আর কিয়ামতের দিন তোমাদের জীবিত করে উঠানো হবে।

সূরা শু'আরা, ২৬ : ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫

৮৭. আর আপনি লাঞ্চিত করবেন না আমাকে সেদিন, যেদিন মৃতদের জীবিত করে উঠানো হবে,
৮৮. যেদিন কোন উপকারে আসবে না ধন-সম্পদ আর না সন্তান-সন্ততি।

وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا
ثُمَّ لِنَبْلُوًا أَشَدَّكُمْ
وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ
إِلَىٰ أَزْوَاجِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ
مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا
وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً
فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ
وَرَبَّتْ وَانْتَبَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ
بِهَيْجٍ ○

۶- ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ
وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ
وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○
۷- وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا
وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ○

১৫- ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ○
১৬- ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ○

৮৭- وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ○

৮৮- يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ○

১৯- إِيَّا مَنْ آتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ○

১০- وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ○

১১- وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ ○

১২- وَقِيلَ لَهُمْ إِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ○

১৩- مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُوكُمْ
أَوْ يَنْتَصِرُونَ ○

১৪- فَكُتِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ○

১৫- وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ○

৫৬- وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ
لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ
فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ
وَلِكِنِّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○

৫৭- فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْدَرَتُهُمْ
وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ○

২৮- مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ
إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ○

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ : ১৬, ১৭, ১৮

১৬. কাফিররা বলে : আমরা যখন মরে যাব
এবং হাড়ও মাটিতে পরিণত হবো,
তখনো কি আমাদের জীবিত করে
উঠানো হবে?
১৭. আর আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও?
১৮. আপনি বলুন : হাঁ, তখন তোমরা হবে
লাঞ্ছিত ।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ৬

৬. স্বরণ কর সেদিনের কথা! যেদিন
আল্লাহ তাদের সবাইকে জীবিত করে
উঠাবেন এবং তিনি তাদের জানিয়ে
দিবেন, তারা যা করতো তা । আল্লাহ
তার হিসাব রেখেছেন, কিন্তু তারা তা
ভুলে গেছে! আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে
সম্যক দ্রষ্টা ।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ৭

৭. যারা কুফরী করেছে, তারা ধারণা করে
যে, তাদের কখনো মৃত্যুর পরে জীবিত
করে উঠানো হবে না । আপনি বলুন :
অবশ্যই, কসম আমার রবের! অবশ্যই
তোমাদের মৃত্যুর পরে জীবিত করে
উঠানো হবে । তারপর তোমাদের
অবহিত করা হবে সে সম্বন্ধে, যা
তোমরা করতে । আর এরূপ করা তো
আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ ।

সূরা মা'আরিজ, ৭০ : ৪৩, ৪৪

৪৩. সেদিন তারা বের হবে কবর থেকে দ্রুত
বেগে, মনে হবে যেন তারা কোন
লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে
৪৪. অবনত নেত্রে ; তাদের আচ্ছন্ন করবে
হীনতা । এ হলো সেদিন, যেদিন
সম্পর্কে তাদের ওয়াদা দেয়া হয়েছিল ।

হাশ্ব

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৯, ২৫

৯. হে আমাদের রব! অবশ্যই আপনি একত্র করবেন। লোকদের একদিন যাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ওয়াদা খিলাফ করেন না।
২৫. আর কি অবস্থা হবে সেদিন, যেদিন আমি তাদের একত্র করবো, যাতে নেই কোন সন্দেহ; আর প্রত্যেককে পুরোপুরি দেয়া হবে তার অর্জিত কর্মফল এবং তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।

সূরা আন'আম, ৬ : ২২, ৩৮, ১২৮

২২. স্মরণ কর, সেদিনের কথা, যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্র করবো, তারপর মুশরিকদের বলবো, কোথায় তোমাদের সে সব দেবতারা, যাদের তোমরা আমার শরীক মনে করত?
৩৮. পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই, আর না এমন কো পাখী আছে, যে নিজের ডানার সাহায্যে উড়ে; কিন্তু তারা তো তোমাদেরই মত এক উম্মাত। আমি বাদ দেইনি কোন কিছু কিতাবে, অবশেষে তাদের একত্র করা হবে তাদের রবের কাছে।
১২৮. আর স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন তিনি একত্র করবেন তাদের সবাইকে। তিনি বলবেন : হে জিন্ সম্প্রদায় ! তোমরা তো অনেক মানুষকে তোমাদের অনুগামী করেছ এবং মানব সমাজের মধ্য থেকে তাদের বন্ধুরা বলবে : হে আমাদের রব! আমাদের কতক কতকের দ্বারা লাভবান হয়েছে এবং আমরা উপনীত হয়েছি সে সময়ে,

۱- رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ

لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ؕ

۲- إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ

۳- فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ

لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ تَد

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ۝

۲২- وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ

أَشْرَكُوا آيُنَ شُرَكَاءُكُمْ الَّذِينَ

كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝

۳৮- وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ

وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ

أَمْثَلُكُمْ ؕ مَا قَرَرْنَا فِي الْكِتَابِ

مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۝

۱২৮- وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ؕ

يَسْعَى الْجِنُّ

قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ؕ

وَقَالَ أَوْلِيَؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ

رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ

وَوَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا

যা তুমি আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছিলে। আল্লাহ বলবেন : জাহান্নাম-ই তোমাদের আবাস, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে, যদি না আল্লাহ অন্য কিছু ইচ্ছা করেন। নিশ্চয় আপনার রব হিকমতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।

সূরা আনফাল, ৮ : ২৪

২৪. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাড়া দেবে আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে, যখন রাসূল তোমাদের ডাকবেন এমন কিছু দিকে, যা তোমাদের প্রাণবন্ত করবে। আর জোন রাখ, আল্লাহ তো রয়েছেন মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

সূরা ইউনুস, ১০ : ২৮, ৪৫

২৮. আর স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন আমি একত্র করবো তাদের সবাইকে ; তারপর মুশরিকদের বলবো : তোমরা অবস্থান কর স্ব-স্ব স্থানে এবং তোমাদের দেব-দেবীরাও। আর আমি পৃথক করে দেব তাদেরকে পরস্পর থেকে এবং তাদের দেব-দেবীরা বলবে : তোমরা তো কখনো আমাদের ইবাদত করতে না।

৪৫. আর স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন তিনি তাদের একত্র করবেন, সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা অবস্থান করেনি দিনের এক মুহূর্ত ছাড়া, তারা একে অপরকে চিনবে। অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা, যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহর সাক্ষাৎকে এবং তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত ও ছিল না।

সূরা কাহুফ, ১৮ : ৪৭, ৪৮, ৪৯

৪৭. আর স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন আমি সঞ্চালিত করবো পর্বতমালা ;

قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ○

২৫- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○

২৮- وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ
لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ
أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ
فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ
مَا كُنْتُمْ إِلَّا أَنْتَا تَعْبُدُونَ ○

৪৫- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا
إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ
يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ اللَّهِ
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ○

৪৭- وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ

আর আপনি দেখবেন পৃথিবীকে উন্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি একত্র করবো তাদের সবাইকে; আর আমি ছাড়াবো না তাদের কাউকে।

৪৮. আর উপস্থিত করা হবে তাদের সাবইকে আপনার রবের কাছে সারিবদ্ধভাবে এবং তাদের বলা হবে : তোমরা তো এসেছ আমার কাছে সেভাবে, যেভাবে আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম প্রথমবার। কিন্তু তোমরা মনে করতে যে, আমি কখনো নির্ধারণ করবো না তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সময়।

৪৯. আর সামনে রাখা হবে আমলানামা, আর আপনি দেখবেন অপরাধীদের আতংকগ্রস্ত, তাতে যা আছে সে কারণে। আর তারা বলবে : হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের। এ কেমন আমল-নামা! যা বাদ দেয় না ছোট বড় কিছুই, বরং সব কিছুই হিসাব রেখেছে! আর তারা তাদের সামনে উপস্থিত পাবে, যা তারা করেছে তা। আপনার রব কারো প্রতি যুলুম করেন না।

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৬৮, ৬৯, ৮৫, ৮৬

৬৮. কসম আপনার রবের। অবশ্যই আমি একত্র করবো তাদের এবং শয়তানদের, তারপর আমি তাদের উপস্থিত করবো জাহান্নামের চারদিকে নতজানু অবস্থায়।

৬৯. তারপর আমি অবশ্যই টেনে বের করবো প্রত্যেক দলের মধ্য থেকে যে সর্বাধিক অবাধ্য তার দয়াময় আল্লাহর প্রতি তাকে।

৮৫. সেদিন আমি একত্র করবো মুত্তাকীদের দয়াময় আল্লাহর কাছে সম্মানিত মেহমানরূপে,

وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً
وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

৬৮- وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا
لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ
أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا

৬৯- وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ
مُشْفِقِينَ ۖ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ
يُوَيْلَتُنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ
صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا
وَلَا يَظِلُّمُ رَبُّكَ أَحَدًا

৮৫- فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ
لَنَحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثَّتًا

৮৬- ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ
أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا

৮৫- يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ
إِلَى الرَّحْمَنِ وَقُدًّا

৮৬. এবং হাকিয়ে নিয়ে যাব অপরাধীদের
জাহান্নামের দিকে তুম্বাথ অবস্থায়।

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৭৯

৭৯. আর তিনিই ছড়িয়ে দিয়েছেন তোমাদের
এ পৃথিবীতে এবং তাঁরই কাছে
তোমাদের একত্র করা হবে।

সূরা ফুরকান, ২৫ : ১৭, ১৮, ২২, ২৩, ২৪,
২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৪

১৭. আর যেদিন আল্লাহ একত্র করবেন
তাদের এবং যাদের তারা ইবাদত
করতো আল্লাহকে ছেড়ে তাদের,
সেদিন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করবেন :
তোমরা কি গুম্বাহ করেছিলে আমার এ
সব বান্দাদের, অথবা তারা নিজেরাই
পথভ্রষ্ট হয়েছিল?

১৮. তারা বলবে : আপনি পবিত্র মহান!
আমাদের কোন সাধ্য ছিল না যে,
আমরা আপনাকে ছেড়ে অন্য কাউকে
অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবো ; বরং
আপনিই তো ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলেন
এদের এবং এদের পিতৃ-পুরুষদের,
পরিণামে তারা ভুলে গিয়েছিল আপনার
স্মরণ এবং পরিণত হয়েছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত
কাণ্ডে।

২২. যেদিন তারা দেখবে ফিরিশতাদের,
সেদিন থাকবে না কোন সুসংবাদ
অপরাধীদের জন্য এবং তারা বলবে :
বাঁচও বাঁচও।

২৩. আর আমি লক্ষ্য করব, তারা যা
করেছিল তার প্রতি, তারপর পরিণত
করে দেব সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত
ধূলিকণায়।

২৪. সেদিন জান্নাতীদের থাকবে উৎকৃষ্ট
বাসস্থান এবং মনোরম বিশ্রামস্থল।

৮৭-وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِثًا ۝

৭৭-وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ
وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

১৭-وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ
أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ
أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝

১৮-قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ
يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ
مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ
وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ
وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝

২২-يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ
لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ
وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ۝

২৩-وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ
فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ۝

২৪-أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا
وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۝

২৫. আর সেদিন বিদীর্ণ হবে আসমান মেঘপুঞ্জসহ এবং নামিয়ে দেওয়া হবে সেদিন ফিরিশ্বাদের।

২৬. সেদিন কর্তৃত্ব হবে প্রকৃতপক্ষে দয়াময় আল্লাহর এবং সেদিনটি হবে কাফিরদের জন্য অত্যন্ত কঠিন।

২৭. আর সেদিন যালিম ব্যক্তি তার হাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে : হায়, আমি যদি রাসুলের সাথে সঠিক পথ গ্রহণ করতাম!

২৮. হায়, দূর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।

২৯. সে তো আমাকে গুমরাহ করেছে কুরআন থেকে তা আমার কাছে আসার পর। আর শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।

৩৪. যাদের একত্র করা হবে, তাদের মুখেভর দিয়ে জাহান্নামের দিকে চলা অবস্থায়, তারা স্থানের দিক দিয়ে অতি নিকৃষ্ট এবং সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।

সূরা নাম্বল, ২৭ : ৮৩, ৮৪, ৮৫

৮৩. আর স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন আমি একত্র করবো প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে এক একটি দলকে, যারা অস্বীকার করতো আমার নিদর্শনাবলী ; আর তাদের একত্র করা হবে সারিবদ্ধভাবে।

৮৪. যখন তারা উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ বলবেন : তোমরা কি অস্বীকার করেছিলে আমার নিদর্শনাবলী, অথচ তোমরা তা জ্ঞানায়ত্ত করতে পারনি? অথবা তোমরা আর কি করছিলে?

৮৫. আর এসে পড়বে তাদের কাছে ঘোষিত ওয়াদা, তারা যে যুলুম করতো সে

২৫- وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ
وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ○

২৬- أَلَيْسَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ
وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ○

২৭- وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ
يَقُولُ يُلَيِّتُنِي أَتَّخَذْتُ
مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ○

২৮- يَوَيْلَئِي يَتَّبِعُنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا ○

২৯- لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ
جَاءَنِي ۚ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا

৩৪- الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ
جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ○

৮৩- وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ
فَوْجًا مَّمَّنْ يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ
يُوزَعُونَ ○

৮৪- حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ
قَالَ أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا
أَمْ أَذَاكُمُ تَعْمَلُونَ ○

৮৫- وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا

কারণে; ফলে তারা কথাও বলতে পারবে না।

সূরা সাবা, ৩৪ : ৪০, ৪১, ৪২

৪০. আর স্মরণ কর, যেদিন আল্লাহ একত্র করবেন তাদের সবাইকে, তারপর জিজ্ঞেস করবেন ফিরিশ্বাদের : এরা কি তোমাদেরই ইবাদত করতো?

৪১. সেদিন ফিরিশ্বারা বলবে : আপনি পবিত্র মহান ; আপনিই আমাদের অভিভাবক তারা নয়; বরং তারা তো পূজা করতো জিন্দেদের ; তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী।

৪২. আজ কোন ক্ষমতা নেই তোমাদের একে অপরের উপকার করার, আর না অপকার করার, আর আমি বলব তাদের, যারা যুলুম করেছিল; তোমরা আশ্বাদন কর সে জাহান্নামের শাস্তি, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

সূরা সাফ্যাত, ৩৭ : ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২

২২. ফিরিশ্বাদের বলা হবে : তোমরা একত্র কর যালিম ও তাদের সহচরদের এবং তাদের যাদের তারা ইবাদত করতো।

২৩. আল্লাহকে ছেড়ে। সুতরাং তাদের পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে।

২৪. আর থামাও তাদের; কেননা তাদের প্রশ্ন করা হবে ;

২৫. তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছো না?

২৬. বস্তুত তারা সেদিন আত্মসমর্পণ করবে

২৭. এবং তারা একে অপরের সামনা-সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ○

১০- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا

ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكِ

أَهْوَأَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ○

১১- قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلَيْسَ مِنَّا مِنْ دُونِهِمْ

بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ

○ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ

১২- قَالِيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُم لِبَعْضٍ

تَفَعًا وَلَا ضَرَاءً

وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ

النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ○

২২- أَحْشِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا

○ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ

২৩- مِنْ دُونِ اللَّهِ

○ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ

২৪- وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ○

২৫- مَا لَكُمْ لَا تَنْصُرُونَ ○

২৬- بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ○

২৭- وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ○

২৮. তারা বলবে : তোমরা তো তোমাদের শক্তি নিয়ে আমাদের কাছে আসতে ।
২৯. নেতারা বলবে : বরং তোমরা তো মু'মিন-ই ছিলে না,
৩০. আর তোমারা তো ছিলে সীমালংঘন-কারী সম্প্রদায় ।
৩১. বস্তুত সত্য প্রমাণিত হয়েছে আমাদের ব্যাপারে আমাদের রবের কথা, অবশ্যই আমরা হবো শাস্তিভোগকারী ।
৩২. তারা বলবে, আমরা তোমাদের বিভ্রান্ত করেছিলাম, আর আমরাও তো ছিলাম বিভ্রান্ত ।

সূরা শূরা, ৪২ : ৭

৭. আর এভাবেই আমি ওহী করেছি আপনার প্রতি আল-কুরআন, আরবী ভাষায়, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন মক্কা ও এর চারপাশের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পারেন হাশরের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন একদল প্রবেশ করবে জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে।

সূরা দুখান, ৪৪ : ৪০, ৪১, ৪২

৪০. নিশ্চয় বিচারের দিন তো তাদের সবার জন্য নির্ধারিত ।
৪১. সেদিন কোন কাজে আসবে না এক বন্ধু অপর বন্ধুর এবং তাদের সাহায্যও করা হবে না,
৪২. তবে যার প্রতি আল্লাহ রহম করবেন, সে ছাড়া । নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু ।

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১২, ১৩, ১৪, ১৫

১২. সেদিন আপনি দেখবেন মু'মিন নর ও মু'মিন নারীদের তাদের নূর ছুটাছুটি করছে তাদের সামনে ও তাদের ডান

পাশে। বলা হবে : আজ সুসংবাদ তোমাদের জন্য জান্নাতের, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।

১৩. সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা বলবে মু'মিনদের : তোমরা একটু থাম আমাদের জন্য, যাতে আমরা আহরণ করতে পারি তোমাদের নূর থেকে। বলা হবে, তোমরা ফিরে যাও তোমাদের পেছনে এবং অন্বেষণ কর নূর। তারপর স্থাপন করা হবে তাদের মাঝে একটা প্রাচীর যাতে থাকবে একটা দরজা। যার ভেতরের দিকে থাকবে রহমত এবং বাইরের দিকে থাকবে আযাব।

১৪. মুনাফিকরা ডেকে বলবে মু'মিনদের : আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? মু'মিনরা বলবে : হ্যাঁ, ছিলে; কিন্তু তোমরা তো নিজেরাই নিজেদের বিপদগ্রস্ত করেছিলে; আর তোমরা তো অতি অমঙ্গল চেয়েছিলে আমাদের, সন্দেহপোষণ করেছিলে, তোমাদের ধোঁকা দিয়েছিল অলীক আকাউফা-আল্লাহর হুকুম আসা পর্যন্ত আর তোমাদের প্রতারিত করেছিল আল্লাহ সম্বন্ধে মহা-প্রতারক শয়তান।

১৫. সুতরাং আজ গ্রহণ করা হবে না তোমাদের থেকে কোন বিনিময় এবং যারা কুফরী করেছিল, তাদের থেকেও নয়। তোমাদের ঠিকানা তো জাহান্নাম, এটাই তোমাদের জন্য উপযুক্ত স্থান, আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ৯

৯. ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর,

بَشْرُكُمْ الْيَوْمَ جُنْتُ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

۱۳- يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ
لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتِسِ
مِنْ نُورِكُمْ ۖ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ
فَالْتَمِسُوا نُورًا ۖ
فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ
بَاطِنَةٌ فِيهِ الرَّحْمَةُ
وَظَاهِرَةٌ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝

۱۴- يَنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۖ
قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ
وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ
وَعَرَّيْتُمْ الْأُمَانِي
حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ
وَعَزَّيْتُمْ بِاللَّهِ الْعَرْوُرُ ۝

۱۵- فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ
وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ
مَأْوَكُمْ النَّارُ
هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

۹- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَلَّمْتُمْ فَلَا

তখন তা তোমরা করবে না গুনাহ, সীমালংঘন ও রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে, বরং তোমরা পরামর্শ করবে নেক কাজ ও তাকওয়া সম্পর্কে। তোমরা ভয় কর আল্লাহকে, যার কাছে তোমাদের একত্রিত করা হবে।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ৯, ১০

৯. স্মরণ কর, সেদিনের কথা, যেদিন আল্লাহ তোমাদিগকে একত্রিত করবেন সমবেত করার দিনে, সেদিন হবে লাভ লোকসানের দিন। আর যে ঈমান রাখে আল্লাহতে এবং নেক আমল করে, যিনি বিদূরিত করবেন তার ক্রটি-বিচ্ছুতিসমূহ এবং দাখিল করবেন তাকে জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।
১০. কিছু যারা কুফরী করে এবং অস্বীকার করে আমার নিদর্শনসমূহ, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। আর কত নিকৃষ্ট এ প্রত্যাবর্তনস্থল।

সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৭, ৮

৭. ওহে যারা কুফরী করেছ। আজ তোমরা কোন ওজর পেশ করো না। তোমাদের তো প্রতিফল দেয়া হবে তারই, যা তোমরা করতে।
৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তাওবা কর আল্লাহর কাছে খালিস তাওবা। আশা করা যায়, তোমাদের রব বিদূরিত করবেন তোমাদের ক্রটি-বিচ্ছুতিসমূহ এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। সেদিন আল্লাহ লাঞ্চিত করবেন না নবীকে এবং তাদের যারা

تَتَنَاجَوُا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ
الرَّسُولِ وَتَتَنَاجَوُا بِالْبُيُوتِ وَالْثَّقُفَى
وَآتَقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○

১-يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ
التَّغَابُنِ ○ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ
صَالِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ
وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ○
ذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ ○

১০-وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا
وَبُئْسَ الْمَصِيرُ ○

৭-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا
لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ○ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

৮-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ○
عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ○

ঈমান এনেছে তাঁর সাথে। তাদের নূর
ধাবিত হবে তাদের সামনে ও তাদের
ডান পাশে। তারা বলবে : হে আমাদের
রব! আপনি পূর্ণতা দান করুন আমাদের
নূরকে এবং ক্ষমা করুন আমাদের,
আপনি তো সর্ববিষয় সর্বশক্তিমান।

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ ۖ تُوْرُهُمْ يَسْغَىٰ بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ
لَنَا تُوْرَنَا وَارْحَمْنَا ۖ إِنَّكَ
أَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

সূরা মুতাফ্ফিফীন, ৮৩ : ৪, ৫, ৬

৪. তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদের
মুতু্যর পরে জীবিত করে উঠানো হবে-
৫. মহাদিবসে?
৬. যেদিন দাঁড়াবে সব মানুষ রাক্বুল
আলামীনের সামনে!

৪- لَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ

৫- لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

৬- يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

মীযান

সূরা আ'রাফ, ৭ : ৮, ৯

৮. সেদিন আমলের ওয়ন সত্য। অতএব
যার পাল্লা ভারী হবে, তারাই তো হবে
সফলকাম,
৯. আর যার পাল্লা হালকা হবে, তারাই
নিজেদের ক্ষতি করেছে, কেননা, তারা
আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো।

৮- وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۖ فَمَنْ ثَقُلَتْ

مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

৯- وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ

خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلُمُونَ

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৪৭

৪৭. আর আমি স্থাপন করবো ন্যায়বিচারের
মানদণ্ড কিয়ামতের দিন। সুতরাং কারো
প্রতি কোন যুলুম করা হবে না। আর
কাজ যদি তিল পরিমাণ ওয়নেরও
হয়, তবুও তা আমি উপস্থিত করবো
এবং আমি যথেষ্ট হিসাব গ্রহণকারী -
রূপে।

৪৭- وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ

لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ

وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ

أَتَيْنَا بِهَا ۖ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ

সূরা মু'মিনূন, ২৩ : ১০২, ১০৩

১০২. আর যার পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে
সফলকাম,

১০২- فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

১০৩. আর যার পাল্লাহ হাল্কা হবে, তারাই ক্ষতি করেছে নিজেদের ; তারা থাকবে জাহান্নামে চির দিন।

১০৩- وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ○

আমলনামা

সূরা কামার, ৫৪ : ৫২, ৫৩

৫২. আর তারা যা কিছু করে, তা সবই আছে আমলনামায়-

৫৩. ছোট বড় সবকিছুই লেখা আছে।

৫২- وَ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ○

৫৩- وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ○

সূরা হাক্কা, ৬৯ : ১৯, ২০

১৯. আর যাকে দেয়া হবে তার আমলনামা তার ডান হাতে, সে বলবে : নেও পড়ে দেখ আমার আমলনামা—

২০. আমি তো জানতাম যে, অবশ্যই আমাকে সম্মুখীন হতে হবে আমার হিসাবের।

১৯- فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَيَقُولُ هَذَا مَا أَرَأَيْتُ أَكْتُبِيهِ ○

২০- إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقٍ حِسَابِيهِ ○

সূরা ইনশিকাক, ৮৪ : ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

৭. তবে যাকে দেয় হবে তার আমলনামা তার ডান হাতে।

৮. অবশ্যই তার হিসাব নেয়া হবে অতি সহজে।

৯. আর সে ফিরে যাবে তার আপন জনদের কাছে আনন্দ চিত্তে।

১০. কিন্তু যাকে দেয়া হবে তার আমলনামা তার পিঠে পেছন দিয়ে।

১১. সে তো আহ্বান করবে ধ্বংস।

১২. এবং প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে।

১৩. সে তো ছিল তার আপনজনদের মধ্যে আনন্দে বিভোর।

৭- فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ○

৮- فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ○

৯- وَ يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ○

১০- وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ○

১১- فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ○

১২- وَ يَصْلَىٰ سَعِيرًا ○

১৩- إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ○

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম খণ্ড)—৫৩

১৪. সে তো মনে করতো যে, সে কখনও ফিরে যাবে না;

১৫. অবশ্যই সে ফিরে যাবে ; নিশ্চয়ই তার রব তার ব্যাপারে সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন ।

۱۴- إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ۝

۱۵- بَلَىٰ ۚ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝

হিসাব

সূরা বাকারা, ২ : ২৮৪

২৮৪. আস্মান ও যমীনে যা কিছু আছে, সব কিছু আল্লাহরই। আর যদি তোমরা প্রকাশ কর যা আছে তোমাদের মনে, অথবা তা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের থেকে এর হিসাব গ্রহণ করবেন। তারপর তিনি ক্ষমা করবেন যাকে চাইবেন এবং আযাব দেবেন যাকে ইচ্ছা করবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

۲۸۴- لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَاِنْ تَبَدُّوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحْصِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۚ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

সূরা আন'আম, ৬ : ৫২, ৬৯

৫২. আপনি তাড়িয়ে দিবেন না তাদের, যারা ডাকে তাদের রবকে সকাল-সন্ধ্যায়- তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। নেই আপনার উপর কোন দায়িত্ব তাদের কাজের জবাবদিহির এবং তাদের উপরও নেই কোন দায়িত্ব আপনার কাজের জবাবদিহিতার। এরপরও যদি আপনি তাদের তাড়িয়ে দেন, তবে হয়ে পড়বেন যালিমদের শামিল।

۵۲- وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُوْنَ وَجْهَهُ ۚ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۝

৬৯. যারা আল্লাহর আয়াত নিয়ে উপহাস করে, তাদের কাজের জবাবদিহির দায়িত্ব মুত্তাকীদের নয় ; কিন্তু উপদেশ দেয়া তাদের কর্তব্য করে. যাতে তারা সতর্ক হয়।

۶۹- وَمَا عَلٰى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

সূরা রা'দ, ১৩ : ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ৪০, ৪১

১৮. যারা সাড়া দেয় তাদের রবের ডাকে, তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম ; কিন্তু

۱۸- لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنٰى ۝

যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না, যদি তাদের থাকতো যা কিছু পৃথিবীতে আছে তা সবই এবং এর সাথে এর সমপরিমাণ আরো ; অবশ্যই তারা তা মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিত। তাদেরই জন্য রয়েছে কঠোর হিসাব, আর তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম ; আর তা কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল!

২০. যারা পূর্ণ করে আল্লাহকে দেয়া অঙ্গীকার এবং ভঙ্গ করে না প্রতিজ্ঞা,

২১. এবং যারা অক্ষুন্ন রাখে সে সম্পর্ক, যা অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা এবং ভয় করে তাঁদের রবকে, আর ভয় করে কঠিন হিসাবকে।

২২. আর যারা সবর করে তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং সালাত কয়েম করে, আর ব্যয় করে আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে দূরীভূত করে ভাল দিয়ে মন্দকে, তাদেরই জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।

২৩. স্থায়ী জান্নাত : তারা সেখানে প্রবেশ করবে এবং তাদের মাতাপিতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মাঝে যারা নেককাজ করেছে তারাও এবং ফিরিশতারা প্রবেশ করবে তাদের কাছে প্রত্যেক দরজা দিয়ে,

২৪. তারা বলবে : সালাম তোমাদের প্রতি, তোমরা যে সবর করেছিলে তার জন্য। আর কত উত্তম - পরিণাম!

৪০. আর যদি আমি আপনাকে দেখাই, যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি এর কিছু অথবা আপনার মৃত্যু ঘটাই এর আগে ; তবে আপনার দায়িত্ব তো কেবল প্রচার করা এবং হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ।

وَالَّذِينَ آمَنُوا يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ
مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ
لَافْتَدَوْا بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ
الْحِسَابِ ۚ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ
وَبُئْسَ الْمِهَادُ ۝

২০- الَّذِينَ يُوَفُّونَ بِعَهْدِ اللَّهِ

لَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۝
ۨ۱ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ
بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝

২২- وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ
اسْمِيَّةً أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝

২৩- جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا
وَمِنْ صَلَاحٍ مِنْ آبَائِهِمْ وَازْوَاجِهِمْ
وَزُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝

২৪- سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ
عُقْبَى الدَّارِ ۝

৪০- وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ
بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ
وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝

৪১. তারা কি দেখে না যে, আমি তো সংকুচিত করে আনছি তাদের দেশ চারদিক থেকে? আর আল্লাহ আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই। আর তিনি জলদি হিসাবে গ্রহণকারী।

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৪১, ৫১

৪১. হে আমাদের রব! ক্ষমা করুন আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে এবং মু'মিনদের সেদিন, যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে।
৫১. এ কারণে যে, আল্লাহ প্রত্যেককে দিবেন তার কৃতকর্মের প্রতিফল। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেককে দেবেন তার কৃতকর্মের প্রতিফল। নিশ্চয় আল্লাহ জলদি হিসাব গ্রহণকারী।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ১৩, ১৪

১৩. আর আমি প্রত্যেক মানুষের কর্ম তার গ্রীবাঙ্গুল করেছি এবং বের করবো আমি তার জন্য কিয়ামতের দিন এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত।
১৪. তাকে বলা হবে : তুমি পড় তোমার কিতাব। তুমি নিজেই আজ তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ১

১. নিকটবর্তী হয়েছে মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় অথচ তারা রয়েছে উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে।

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ১১৭

১১৭. আর যে কেউ ডাকে আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ, যে বিষয়ে তার কাছে নেই কোন প্রমাণ ; তার হিসাব-নিকাশ তো রয়েছে তার রবের কাছে। নিশ্চয় সফলকাম হবে না কাফিররা।

৪১- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

৪১- رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِوَالِدَيَّ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

৫১- لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

১৩- وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۚ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ۝

১৪- اقْرَأْ كِتَابَكَ ۚ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝

১- اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝

১১৭- وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ۚ فَأَنَّا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝

সূরা শু'আরা, ২৬ : ১১৩

১১৩. তাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব তো আমার রবের, যদি তোমরা বুঝতে!

সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৯

৩৯. নবীগণ প্রচার করতেন আল্লাহর বাণী এবং তাঁরা ভয় করতেন তাঁকে, আর তাঁরা ভয় করতেন না তাঁকে ছাড়া আর কাউকে। আর আল্লাহ-ই যথেষ্ট হিসাব গ্রহণে।

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৪০

৪০. কেউ মন্দকাজ করলে তাকে দেয়া হবে কেবল তার কাজের অনুরূপ প্রতিফল; আর কেউ ভাল কাজ করলে, পুরুষ অথবা নারীদের থেকে এবং সে মু'মিন ও; তারা দাখিল হবে জান্নাতে, সেখানে তাদের রিযিক দেয়া হবে হিসাব ছাড়া।

সূরা তালাক, ৬৫ : ৮

৮. আর কত জনপদবাসী বিরোধিতা করেছিল তাদের রবের ও তাঁর রাসূলদের নির্দেশের। ফলে, আমি কঠোর হিসেব নিয়েছিলাম তাদের থেকে এবং দিয়েছিলাম তাদের কঠোর শাস্তি।

সূরা নাবা, ৭৮ : ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

২৭. তারা তো ভয় করতো না হিসাবের,
২৮. এবং অস্বীকার করতো আমার নিদর্শনাবলী দৃঢ়ভাবে।
২৯. আর সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি কিতাবে।
৩০. অতএব তোমরা আশ্বাদন কর, আমি তো বৃদ্ধি করবো না তোমাদের জন্য আযাব ছাড়া আর কিছুই।

১১২-إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي
لَوْ تَشْعُرُونَ

২৭-الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ
وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ
وَكُفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

৪০-مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَتَتْهُ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

৮-وَكَايَيْنَ مِّنْ قَرِيَةٍ عَتَتْ
عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ
فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا
وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا

২৭-إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا

২৮-وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا

২৯-وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا

৩০-فَذُوقُوا

فَلَنْ نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

সূরা ইনশিকার, ৮৪ : ৭, ৮, ৯

৭. আর যাকে দেয় হবে তার আমলনামা তার ডান হাতে, অবশ্যই তার হিসাব নেওয়া হবে অতি সহজভাবে,
৮. অবশ্যই তার হিসাব নেওয়া হবে অতি সহজভাবে,
৯. আর সে ফিরে যাবে তার স্বজনদের কাছে আনন্দচিত্তে।

সূরা গাশিয়া, ৮৮ : ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

২৩. তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং কুফরী করলে,
২৪. আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দেবেন-ভয়ঙ্কর শাস্তি।
২৫. নিশ্চয় আমারই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন;
২৬. তারপর আমারই দায়িত্ব তাদের হিসাব-নিকাশের।

৭-فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۝

৮-فَسَوْفَ يُنَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝

৯-وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝

২৩-إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۝

২৪-فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۝

২৫-إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝

২৬-ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝

জান্নাত

সূরা বাকারা, ২ : ২৫, ৩৫, ৮২, ১১১, ২১৪, ২২১

২৫. আর আপনি সুসংবাদ দিন তাদের, যারা ঈমান আনে এবং নেক-আমল করে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। যখনই তাদের সেখানে ফলমূল খেতে দেওয়া হবে তখনই তারা বলবে ; এতো তা-ই, যা আমাদের এর আগে খেতে দেওয়া হতো। আসলে তাদের দেওয়া হবে তার অনুরূপ। আর তাদের জন্য রয়েছে সেখানে পবিত্র সঙ্গিনী এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

২৫-وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

৩৫. আর আমি বললাম : হে আদম! বসবাস কর তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে এবং তোমরা উভয়ে আহার কর সেখানে স্বচ্ছন্দে, যেভাবে চাও ; কিন্তু এই গাছের কাছেও যেও না ; যদি যাও তবে হয়ে পড়বে যালিমদের শামিল ।
৮২. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী ; তারা সেখানে চিরদিন থাকবে ।
১১১. আর তারা বলে : কেউ কখনো প্রবেশ করবে না জান্নাতে ইয়াহূদী অথবা নাসারা ছাড়া । এটা তাদের অলীক বাসনা । আপনি বলুন : তোমরা পোশ কর প্রমাণ, যদি সত্যবাদী হও ।
২১৪. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা প্রবেশ করবে জান্নাতে, অথচ এখনো আসেনি তোমাদের কাছে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত অবস্থা? তাদের স্পর্শ করেছিল অর্থ সংকট ও দুঃখ ক্লেশ, আর তারা হয়েছিল ভীত সংকিত । এমন কি রাসূলে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা বলেছিল : কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে ।
২২১. আর তোমরা বিয়ে করবে না মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত । অবশ্যই মু'মিন ক্রীতদাসী উত্তম মুশরিক নারীর চাইতে, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে । আর তোমরা বিয়ে দেবে না মুশরিক পুরুষের সাথে, তারা ঈমান না আনা পর্যন্ত । অবশ্যই মু'মিন ক্রীতদাস উত্তম, মুশরিক পুরুষের চাইতে, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে । তারা ডাকে দোযখের দিকে এবং আল্লাহ ডাকেন জান্নাত ও মাগ্ফিরাতের দিকে স্বীয় অনুগ্রহে । তিনি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন

তাঁর বিধান মানুষের জন্য, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫, ১৩৩, ১৩৬, ১৯৫, ১৯৮

১৫. আপনি বলুন : আমি কি তোমাদের সংবাদ দেব এমন কিছুর, যা এ সবার চাইতে উৎকৃষ্ট? যারা তাকওয়া করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে-জান্নাত, যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, আর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহর তরফ থেকে রয়েছে সন্তুষ্টিও। আর আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

১৩৩. আর তোমরা ধাবমান হও তোমাদের রবের মাগ্ফিরাতের দিকে এবং জান্নাতের দিকে, যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায় ; যা তৈরী করে রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।

১৩৬. এরাই তারা, যাদের পুরস্কার তাদের রবের তরফ থেকে ক্ষমা এবং জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশের নহরসমূহ ; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর কত উত্তম নেককারদের পুরস্কার।

১৯৫. আর যারা হিজরত করেছে, বিতাড়িত হয়েছে নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে, নির্যাতিত হয়েছে, আমার পথে যুদ্ধ করেছে এবং শহীদ হয়েছে, অবশ্যই আমি দূরীভূত করবো তাদের গুনাহসমূহ এবং অবশ্যই তাদের দাখিল করবো জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। এ হলো পুরস্কার আল্লাহর তরফ থেকে। আর আল্লাহরই কাছে রয়েছে উত্তম পুরস্কার।

১৯৮. যারা ভয় করে তাদের রবকে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○

১৫- قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذِكْمِكُمْ ۖ
لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ بِصِغِيرِ الْبَعَادِ ○

১৩৩- وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ ۚ
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ○

১৩৬- أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ
مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ
وَنِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ○

১৯৫- فَأَلْذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقَاتِلُوا
لَا كُفْرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ ○

১৯৮- لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ

পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটা আল্লাহর তরফ থেকে মেহমানদারী। আর যা আল্লাহর কাছে আছে, তা নেক্কারদের জন্য শ্রেয়।

সূরা নিসা, ৪ : ১৩, ৫৭, ১২২, ১২৪

১৩. আর যে কেউ আনুগত্য করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, আর এটা হলো মহা-সাফল্য।

৫৭. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, অবশ্যই আমি তাদের দাখিল করবো জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তাদের জন্য রয়েছে সেখানে পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আমি তাদের দাখিল করবো শান্তিদায়ক স্রোত ছায়ায়।

১২২. আর যারা ঈমান আনে ও নেক-আমল করে, অবশ্যই আমি তাদের দাখিল করবো জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ আল্লাহর সত্য ওয়াদা। আর কে অধিক সত্যবাদী আল্লাহর চাইতে কথায়?

১২৪. আর যে কেউ নেক আমল করবে পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে এবং সে মু'মিনও, তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে; আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না বিন্দুমাত্র।

সূরা মায়িদা, ৫ : ১২, ৭২, ৮৫, ১১৯

১২. আল্লাহ তো অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন বনু ইসরাঈল থেকে এবং আর আমি

لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزَّلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ بَرَّارٍ

১৩- تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

৫৭- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَنْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلِيلٌ

১২২- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا

১২৪- وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

১২ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

নিযুক্ত করেছিলাম তাদের থেকে বারজন নেতা। আল্লাহ্ বলেছিলেন : আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যাক তোমরা কায়েম কর সালাত, আদায় কর যাকাত, ঈমান আনো আমার রাসূলগণের প্রতি ও তাদের সাহায্য কর এবং তোমরা প্রদান কর আল্লাহকে করযে-হাসানা ; তবে অবশ্যই আমি মোচন করবো তোমাদের গুনাহ, আর নিশ্চয় দাখিল করবো তোমাদেরকে জান্নাতে, যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। আর যে কুফরী করবে এরপরও তোমাদের থেকে, সে গুমরাহ হবে সরল পথ থেকে।

৭২. নিশ্চয় কেউ শরীক করলে আল্লাহর সাথে, অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য হারাম করবেন জান্নাত এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

৮৫. আর তারা যা বলে, সে জন্য আল্লাহ তাদের পুরস্কার দেবেন জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহর ; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটা পুরস্কার নেক্কারদের জন্য।

১১৯. আল্লাহ্ বলবেন : এই সেই দিন, যেদিন উপকৃত হবে সত্যবাদীরা তাদের সত্যবাদিতার জন্য ; তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্টি এবং তারা ও আল্লাহ্ প্রতি সন্তুষ্ট। এতো মহাসাফল্য।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫

১৯. আর আল্লাহ্ বলবেন : হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর

وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا
وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ
وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي
وَعَزَّزْتُمْ ثَوْبَهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
لَّا كُفْرَانَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دَخِلْتُمْ
جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ○

৭২- إِنَّهُ مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ
النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ○

৮৫- فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا
جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْحَسَنِينَ ○

১১৯- قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ
صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

১৯- وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

এবং আহার কর, যেখান থেকে তোমরা ইচ্ছা কর ; কিন্তু নিকটবর্তী হয়ে না এ বৃক্ষের, হলে তোমরা হবে যালিমদের শামিল।

৪০. নিশ্চয় যারা অস্বীকার করে আমার নিদর্শনসমূহ এবং অহঙ্কার করে সে সম্বন্ধে, তাদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে না আকাশের দরজা এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না উট প্রবেশ করে সূঁচের ছিদ্র পাঠে। এ ভাবেই আমি শাস্তি দেই অপরাধীদের।

৪১. তাদের জন্য বিছানা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও, এভাবেই আমি প্রতিফল দেব যালিমদের।

৪২. আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত বোঝা বইতে দেই না, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

৪৩. আমি বিদূরিত করবো তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা, প্রবাহিত হবে তাদের পাদদেশে নহরসমূহ। আর তারা বলবে : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এজন্য আমাদের হিদায়াত দান করেছেন ; যদি না তিনি আমাদের হিদায়াত দান করতেন, কিছুতেই আমরা হিদায়াত পেতাম না। অবশ্যই এসেছিলেন আমাদের রবের রাসূলগণ সত্যবাণী নিয়ে। আর তাদের সম্বোধন করে বলা হবে : তোমাদের উত্তরাধিকারী করা হলো এ জান্নাতের, তোমরা যা করতে - তার জন্য।

৪৪. আর জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামবাসীদের সম্বোধন করে বলবে : আমরা তো

فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ○

৪০. إِنْ الظَّالِمِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ○

৪১. لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ○

৪২. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

৪৩. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ۖ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَتُودُوا أَنْ تَتَكَلَّمُ الْجَنَّةُ أَوْرَثَتْهُمْ بِمَا كَانْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

৪৪. وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا

পেয়েছি, যে ওয়াদা আমাদের দিয়েছিলেন আমাদের রব, তা সত্য ; তবে তোমরাও কি পেয়েছ, যে ওয়াদা তোমাদের দিয়েছিলেন তোমাদের রব, তা সত্য? তারা বলবে হাঁ। তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে : আল্লাহর লা'নত যালিমদের উপর।

৪৫. যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো আল্লাহর পথে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করতো। তারাই আখিরাত সম্বন্ধে অবিশ্বাসী।

সূরা আনফাল, ৯ : ২০, ২১, ২২, ৭২, ৮৯, ১০০, ১১১

২০. যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং জিহাদ করে আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ আল্লাহর কাছে। আর তারাই সফলকাম।

২১. তাদের সুসংবাদ দেন তাদের রব, স্বীয় রহমত ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, তাদের জন্য রয়েছে সেখানে স্থায়ী সুখশান্তি।

২২. তারা সেখানে চিরকাল স্থায়ীভাবে থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার।

৭২. আর আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছে মু'মিন নর ও মু'মিন নারীদের জান্নাতের প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং উত্তম বাসস্থানে, স্থায়ী জান্নাতে। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এটাই হলো মহাসাফল্য।

৮৯. প্রস্তুত করে রেখেছেন আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার

فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ
قَالُوا نَعَمْ ۚ
فَإِذَنْ مُّوَدِّتْ

بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ○

১৫- الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كُفْرُونَ ○

২০- الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ ۖ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ○

২১- يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ
بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ
فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ○

২২- خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ
إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ○

৭২- وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ
عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ
ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

৮৯- أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; এটাই মহাসাফল্য।

১০০. আর যারা প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে এবং যারা তাদের অনুসরণ করে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আর তিনি তৈরী করে রেখেছেন তাদের জন্য জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল স্থায়ীভাবে থাকবে, এটাই মহাসাফল্য।

১১১. নিশ্চয় আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মু'মিনদের থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ; এর বিনিময়ে যে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, হত্যা করে ও নিহত হয়। এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে। আর কে শ্রেষ্ঠতর ওয়াদা পালনে আল্লাহর চাইতে? আর তোমরা আনন্দিত হও, যে সাওদা তোমরা করেছে, সে সাওদার জন্য আর এটাই মহাসাফল্য।

সূরা ইউনুস, ১০ : ৯, ১০, ২৬

৯. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের গন্তব্যে পৌঁছাবেন তাদের রব তাদের ঈমানের জন্য। প্রবাহিত হবে তাদের পাদদেশে নহরসমূহ জান্নাতে নাসিমে।
১০. সেখানে তাদের আওয়াজ হবে, পবিত্র মহান তুমি, হে আল্লাহ! আর সেখানে তাদের অভিবাদন হবে, সালাম এবং তাদের শেষ আওয়াজ হবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সারা জাহানের রব।
২৬. যারা নেককাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার এবং আরো

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

○ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

১০০- وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ

مِنَ الْمُهْجَرِينَ وَالْأَنْصَارِ

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

○ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

১১১- إِنْ اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ

وَيُقْتَلُونَ وَوَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ

وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ

مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبِشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي

بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

৯- إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ

تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

১০- دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَأُخْرَدُ دَعْوَاهُمْ

○ أِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

২৬- لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ

অধিক। আচ্ছন্ন করবে না তাদের চেহারাকে কালিমা, আর না হীনতা, এরাই জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

সূরা হুদ, ১১ : ২৩

২৩. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, এবং নেক আমল করেছে এবং বিনত হয়েছে তাদের রবের প্রতি, তাই জান্নাতের অধিবাসী ; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

সূরা রা'দ, ১৩ : ২২, ২৩, ২৪, ৩৫

২২. আর যারা সবার করে তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য, সালাত কায়ম করে, যা আমি যাদের দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে এবং দূরীভূত করে ভাল দিয়ে মন্দকে, তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।

২৩. জান্নাতে-আদন, সেখানে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতামাতা, পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের থেকে যারা নেককাজ করেছে-তারাও। আর ফিরিশতারা তাদের কাছে উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে।

২৪. তারা বলবে : সালাম তোমাদের প্রতি, তোমরা যে সবার করেছিলে তার জন্য ; কত উত্তম এ পরিণাম।

৩৫. যে জান্নাতের ওয়াদা মুত্তাকীদের দেওয়া হয়েছে তা এরূপ : প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, যার ফলমূল ও ছায়া চিরস্থায়ী। এ হলো প্রতিদান মুত্তাকীদের জন্য। আর কাফিরদের প্রতিফল হলো জাহান্নাম।

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ২৩

২৩. আর যারা ঈমান আনে ও নেককাজ করে, তাদের দাখিল করা হবে জান্নাতে,

وَلَا يَزِيْهُنَّ وَجُوْهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ
هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ ○

۲۳- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَآخَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ
هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ ○

۲۲- وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ مِنْ رِّزْقِهِمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ○

۲৩- جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وَذُرِّيَّتِهِمْ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ○

۲৪- سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ۖ فَنِعْمَ
عُقْبَى الدَّارِ ○

۳৫- مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ أُتُوهَا دَائِمٌ
وَّظِلُّهَا ۖ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَعُقْبَى
الْكَافِرِينَ النَّارُ ○

۲৩- وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ।
তারা সেখানে চিরকাল থাকবে তাদের
রবের হুকুম। সেখানে তাদের
অভিবাাদন হবে সালাম।

সূরা হিজর, ১৫ : ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮

৪৫. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও
ঝর্ণায়।
৪৬. তাদের বলা হবে : তোমরা প্রবেশ কর
তাতে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে।
৪৭. আমি বিদূরিত করবো তাদের অন্তর
থেকে বিদ্বেষ, তারা ভাই-ভাইরূপে,
মুখোমুখি হয়ে উচ্চাসনে অবস্থান
করবে।
৪৮. সেখানে তারা স্পর্শ করবে না কোন
অবসাদ, আর না তারা সেখান থেকে
বহিষ্কৃতও হবে।

সূরা নাহল, ১৬ : ৩০, ৩১, ৩২

৩০. আর বলা হবে তাদের, যারা তাকওয়া
করতো : কী নাযিল করেছেন
তোমাদের রব? তারা বলবে :
মহাকল্যাণ। যারা নেক-আমল করে
তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ায় মঙ্গল এবং
আখিরাতের আবাস তো আরো উৎকৃষ্ট
এবং মুত্তাকীদের আবাসস্থল কৃত উত্তম!
৩১. তা হলো : জান্নাতু-আদন, সেখানে
তারা প্রবেশ করবে, প্রবাহিত হয় যার
পাদদেশে নহরসমূহ, তাদের জন্য
রয়েছে সেখানে তা, যা তারা আকাজ্জা
করবে। এভাবেই আল্লাহ পুরস্কার দেন
মুত্তাকীদের।
৩২. যাদের মৃত্যু ঘটায় ফিরিশ্তারা পবিত্র
থাকা অবস্থায়। ফিরিশ্তারা বলবে :
সালাম তোমাদের প্রতি। তোমরা

الصَّالِحِينَ، جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ○

৪৫- إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ○

৪৬- ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينٍ ○

৪৭- وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ
مِّنْ غِلٍّ

○ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ○

৪৮- لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ

○ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ○

৩০- وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَا ذَا أُنْزِلَ

رَبِّكُمْ؟ قَالُوا خَيْرٌ

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا

حَسَنَةٌ وَلَكَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ

○ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ○

৩১- جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَوْنَ مِنْ

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ

○ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ○

৩২- الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ

يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ

প্রবেশ কর জান্নাতে, যা তোমরা করতে তার জন্য।

সূরা কাহফ, ১৮ : ৩০, ৩১, ১০৭, ১০৮

৩০. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং নেক-আমল করে, আমি তো নষ্ট করি না শ্রমফল তার, যে উত্তম কাজ করে।

৩১. তাদেরই জন্য রয়েছে জান্নাতু 'আদন, প্রবাহিত হয় তাদের পাদদেশের নহরসমূহ, সেথায় তাদের অলংকৃত করা হবে সোনার কাকনে এবং তারা পরিধান করবে মিহি ও মোটা রেশমের সবুজ পোশাক, সেথায় তারা হেলান দিয়ে বসবে সুসজ্জিত আসনে। কত সুন্দর পুরস্কার, আর কত উত্তম আবাস।

১০৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক-আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস মেহমানদারীর জন্য।

১০৮. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে তারা অন্য কোথাও যেতে চাইবে না।

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩

৬০. তবে যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং নেক-আমল করেছে, তারাই দাখিল হবে জান্নাতে এবং তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।

৬১. দাখিল হবে স্থায়ী জান্নাতে, যারা ওয়াদা দিয়েছেন দয়াময় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অদৃশ্যভাবে। তাঁর ওয়াদা তো অবশ্যই পূর্ণ হবে।

৬২. তারা সেখানে শোনবে না কোন আসার কথা সালাম ছাড়া, আর তাদের জন্য সেখানে থাকবে রিয়ক সকাল-সন্ধ্যায়।

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

২০- إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ○

৩১- أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ
فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا
خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ
مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ
وَحَسَنَتْ مَرْتَفَعًا ○

১০৭- إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ○

১০৮- خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغَوْنَ عَنْهَا
جُورًا ○

৬০- إِنْ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ○

৬১- جَنَّاتُ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ
عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ○

إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ○

৬২- لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا
وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً

৬৩. এতো সেই জান্নাত, যারা উত্তরাধিকারী করবো আমি, আমার বান্দাদের থেকে যারা মুক্তাকী তাদের।

৭২- تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ
مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا

সূরা তোহা, ২০ : ৭৫, ৭৬

৭৫. আর যে কেউ উপস্থিত হবে তার রবের কাছে মু'মিন অবস্থায় নেক-আমল করে, তাদেরই জন্য রয়েছে উচ্চমর্যাদা-

৭৬. স্থায়ী জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ হলো পুরস্কার তাদের যারা, পরিশুদ্ধ হয়।

৭৫- وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ
فَأُولَئِكَ لَهُمْ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى

৭৬- جَنَّاتٌ عِدْنُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى

সূরা হায্জ, ২২ : ১৪, ২৩

১৪. নিশ্চয় আল্লাহ দাখিল করবেন তাদের যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে জান্নাতে। প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। অবশ্য আল্লাহ তা-ই করেন, যা তিনি চান।

১৪- إِنَّ اللَّهَ يَدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

২৩. নিশ্চয় আল্লাহ দাখিল করবেন তাদের যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে জান্নাতে। প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। তাদের সেখানে অলংকৃত করা হবে সোনার কাকণে ও মুক্তায় এবং তাদের পোশাক হবে সেখানে রেশমের।

২৩- إِنَّ اللَّهَ يَدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا
مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا
وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

সূরা ফুরকান, ২৫ : ১৫, ১৬, ৭৫, ৭৬

১৫. আপনি বলুন : এটা কি শ্রেয়, না জান্নাতুল-খুলদ, যার ওয়াদা মুক্তাকীদের দেয়া হয়েছে? এটাই তো তাদের পুরস্কার এবং প্রত্যাবর্তনস্থল।

১৫- قُلْ أَذِلَّكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ
الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ
كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَاصِيرًا

১৬. তাদের জন্য রয়েছে সেখানে যা তারা চাইবে এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ ওয়াদা পূরণ করা আপনার রবের দায়িত্ব।

১৬- لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ
كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম খণ্ড) — ৫৫

৭৫. তাদের পুরস্কার দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ, তাদের সবরের দরুন। আর তাদের সেখানে অভ্যর্থনা জানানো হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে।

৭৬. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তাকত উত্তম বিশ্রামস্থল ও আবাসস্থল!

সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৫৮, ৫৯

৫৮. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক-আমল করে, আমি অবশ্যই তাদের বসবাস করাব জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষে; প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। তারা চিরদিন সেখানে থাকবে। কত উত্তম পুরস্কার নেককারদের।

৫৯. যারা সবর করে এবং স্বীয় রবের উপর তাওয়াক্কুল করে।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ৮, ৯

৮. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক-আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে সুখময় জান্নাত;

৯. তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটা আল্লাহর সত্য ওয়াদা। তিনি পরাক্রম-শালী, হিকমত ওয়ালা।

সূরা সাজ্দা, ৩২ : ১৯

১৯. আর যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের স্থায়ী বাসস্থান, তাদের আপ্যায়ণের জন্য, যা তারা করতো তার ফল স্বরূপ।

সূরা সাবা, ৩৪ : ৩৭

৩৭. আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কিছুই তোমাদের আমার নিকটবর্তী করবে না; তবে তাদেরই জন্য রয়েছে দ্বি-গুণ পুরস্কার তারা যা করতো তার জন্য। আর তারা থাকবে জান্নাতের প্রকোষ্ঠে নিরাপদে।

৭৫- أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۝

৭৬- خَالِدِينَ فِيهَا ۖ حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝

৫৮- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

نَعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ۝

৫৯- الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

৮- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝

৯- خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

১৯- أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَأْوَىٰ ۖ زُفْرًا لِّبِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

৩৭- وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآلَتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا ۖ ذُلْفَىٰ إِلَّا مَنَ وَاعِلٌ صَالِحًا ۖ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفِ آمِنُونَ ۝

সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

৩২. তারপর আমি কিতাবের উত্তরাধিকারী করলাম তাদের, যাদের আমি মনোনীত করেছিলাম আমার বান্দাদের থেকে। আর তাদের মাঝে কতক ছিল নিজেদের প্রতি যালিম, কতক ছিল মধ্যপন্থী এবং কতক ছিল নেক-কাজে অগ্রবর্তী আল্লাহর ইচ্ছায়। এটাই মহাঅনুগ্রহ।

৩৩. জান্নাত-আদন ; সেখানে তারা প্রবেশ করবে। তাদের অলংকৃত করা হবে সেখানে সোনার কাকনে ও মণিমুক্তা দিয়ে। আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।

৩৪. আর তারা বলবে : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি দূর করেছেন আমাদের থেকে দুশ্চিন্তা। নিশ্চয় আমাদের রব পরম ক্ষমাশীল পরম গুণগ্রাহী।

৩৫. যিনি আমাদের আবাসন দিয়েছেন স্থায়ী বাসস্থানে, নিজ অনুগ্রহে। সেখানে আমাদের স্পর্শ করে না কোন ক্রেশ, আর না স্পর্শ করে সেখানে আমাদের কোন ক্লান্তি।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮

৫৫. নিশ্চয় জান্নাতবাসীগণ থাকবে সেদিন আনন্দে মগ্ন ;

৫৬. তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ হেলান দিয়ে বসবে সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে।

৫৭. তাদের জন্য থাকবে সেখানে ফল-ফলাদি এবং আরো থাকবে তাদের জন্য, যা কিছু তারা চাইবে তা,

৫৮. 'সালাম'-এ সম্ভাষণ হবে রাক্বুল আলামীন, পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে।

৩২- ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۖ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْ قَالَ اللَّهُ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝

৩৩- جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝

৩৪- وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۝

৩৫- الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۝

৫৫- إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ

فِي شَعَلٍ فِكْهُونَ ۝

৫৬- هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ

عَلَى الْأَرَابِكِ مُتَكِنُونَ ۝

৫৭- لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ

وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ۝

৫৮- سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ۝

সূরা সাফ্যাত, ৩৭ : ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩,
৪৪ ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০,
৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭

৪০. তবে আল্লাহর খাস বান্দারা ,
৪১. তাদেরই জন্য রয়েছে নির্ধারিত রিয়ক,
৪২. ফল-ফলাদি এবং তারা হবে সম্মানিত ।
৪৩. জান্নাত-নাসিমে ।
৪৪. তারা সুসজ্জিত আসনে মুখোমুখী হয়ে
সমাসীন থাকবে ।
৪৫. ঘুরে ঘুরে তাদের পরিবেশন করা হবে
বিশুদ্ধ পানীয় পূর্ণ পাত্র ।
৪৬. তা হবে অতি উজ্জ্বল, সুস্বাদু পান-
কারীদের জন্য,
৪৭. তাতে থাকবে না ক্ষতিকর কিছু, আর না
তারা তাতে মাতাল হবে,
৪৮. আর তাদের কাছে থাকবে আনত-নয়না,
আয়ত-লোচনা নারীগণ ।
৪৯. যেন তারা সুরক্ষিত ডিম ।
৫০. তারপর তারা একে অপরের সামনা-
সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে ।
৫১. তাদের কেউ বলবে : আমার ছিল এক
সাথী,
৫২. সে বলতে : তুমি কি কিয়ামতে
বিশ্বাসী?
৫৩. যখন আমরা মরে যাব এবং আমরা
পরিণত হব মাটি ও হাড়িতে, তখনও
কি প্রতিফল দেয়া হবে?
৫৪. আল্লাহ বলবেন : তোমরা কি তাকে
দেখতে চাও?
৫৫. তারপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে
সে দেখতে পাবে জাহান্নামের
মাঝখানে ।

৫০-إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ○

৫১-أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ○

৫২-فَوَاكِهَ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ○

৫৩-فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ○

৫৪-عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ○

৫৫-يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ○

৫৬-بَيضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ○

৫৭-لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ○

৫৮-وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ

الطَّرْفِ عِينٌ ○

৫৯-كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ○

৫০-فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ

৫১-قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ

৫২-يَقُولُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُضْطَرِّينَ ○

৫৩-إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا

إِنَّا لَمَدِينُونَ ○

৫৪-قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْلِعُونَ ○

৫৫-فَأَظْلَمَ فَرَأَاهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ ○

৫৬. সে বলবে : কসম আল্লাহ্‌র! তুমি তো প্রায় আমাকে ধ্বংসই করেছিলে।
৫৭. আর যদি না থাকতো আমার রবের অনুগ্রহ আমার প্রতি, তাহলে আমিও তো হতাম জাহান্নামীদের শামিল।

সূরা ছোয়াদ, ৩৮ : ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪

৪৯. নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস
৫০. জান্নাতু-আদন, উনুজ যার দরজা তাদের জন্য।
৫১. তারা সেখানে হেলান দিয়ে বসবে, পাবে তারা সেখানে বহুবিধ ফল-ফলাদি এবং পানীয়।
৫২. আর তাদের পাশে থাকবে আনত-নয়না সম-বয়স্কাগণ।
৫৩. এ সেই ওয়াদা, যা তোমাদের দেয়া হয়েছে হিসাব দিবসের জন্য।

সূরা যুমার, ৩৯ : ২০, ৭৩, ৭৪, ৭৫

২০. কিন্তু যারা ভয় করে তাদের রবকে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের সুউচ্চ প্রকোষ্ঠসমূহ, যার উপর নির্মিত আছে আরো অনেক প্রকোষ্ঠ। প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহর সমূহ। এ হলো আল্লাহ্‌র ওয়াদা। আল্লাহ খিলাফ করেন না তাঁর ওয়াদা।
৭৩. আর নিয়ে যাওয়া হবে মুত্তাকীদের জান্নাতের দিকে দলেদলে। যখন তারা উপস্থিত হবে জান্নাতের কাছে এবং উনুজ থাকবে এর দরজাসমূহ, তখন তাদের বলবে জান্নাতের প্রহরীরা : সালাম তোমাদের প্রতি, তোমরা সুখী হও এবং প্রবেশ কর জান্নাতে-চিরদিনের জন্য থাকতে।

৫৬- قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَ لَتُرْدِيْنَ ۝

৫৭- وَلَوْلَا رَحْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتَ

مِّنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۝

৪৯- هٰذَا ذِكْرُ

وَ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لِحُسْنِ مَّآبٍ ۝

৫০- جَنَّاتٍ عَدْنٍ مَّفْتَحَةٌ لَهُمْ الْاَبْوَابُ ۝

৫১- مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ

فِيْهَا بِقَآكِهِۦ كَثِيْرَةٌ وَّ شَرَابٍ ۝

৫২- وَ عِنْدَهُمْ قَصِرٰتُ

الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ۝

৫৩- هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝

২০- لٰكِنِ الَّذِيْنَ اٰتَقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ

عُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ مُّبْنِيَّةٌ ۝

تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَ عَدَّ اللّٰهُ

لَا يَخْلِفُ اللّٰهُ الْوَعْدَ ۝

৭৩- وَ سَيَقِيْ الَّذِيْنَ اٰتَقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ

زُمَرًا حَتّٰى اِذَا جَآءُوهَا

وَفَتَحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ

فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ۝

৭৪. আর তারা বলবে : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সত্য প্রমাণিত করেছেন আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা এবং আমাদের উত্তরাধিকারী করেছেন এ যমীনের ; আমরা বসবাস করবো জান্নাতে, যেখানে চাইব সেখানে। কত উত্তম নেক্কারদের পুরস্কার।

৭৫. আর আপনি দেখতে পাবেন ফিরিশতাদের 'আরশের চারপাশ ঘিরে সপ্রশংস তাস্বীহ পাঠ করতে তাদের রবের। আর বিচার করা হবে তাদের মাঝে ন্যায়ভাবে। এবং বলা হবে ; সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি রাব্বুল আলামীন।

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৪০

৪০. যে মন্দ কাজ করে, তাকে প্রতিফল দেয়া হবে কেবল তার কাজের অনুরূপ। আ যে নেককাজ করে, হোক সে পুরুষ অথবা নারী এবং সে ঈমানদান, তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, রিযিক দেয়া হবে তাদের সেখানে বে-শুমার।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্জদা, ৪১ : ৩০, ৩১, ৩২

৩০. নিশ্চয় যারা বলে : আমাদের রব তো আল্লাহর, তারপর তারা এতে দৃঢ়পদ থাকে, নাযিল হয় তাদের কাছে ফিরিশ্তারা এবং বলে : তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং আনন্দিত হও সে জান্নাতের জন্য, যার ওয়াদা তোমাদের দেয়া হয়েছে।

৩১. আমরা তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতোও ; আর তোমাদের জন্য রয়েছে সেখানে যা তোমাদের মন চায় তা; আরো রয়েছে তোমাদের জন্য সেখানে, যা তোমরা চাইবে তা।

۷۴- وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَأَوْثَقَنَا الْأَرْضَ
نَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ
فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ○

۷۵- وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ
مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

۴۰- مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

۳۰- إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ
ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ
الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ○

۳۱- نَحْنُ أَوْلِيُّكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ
أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ○

৩২. এ হলো মেহমানদারী, পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর তবফ থেকে।

সূরা শূরা, ৪২ : ২২

২২. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক-আমল করে, তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম উদ্যানে। তাদের জন্য রয়েছে তারা যা চাবে তার সবই তাদের রবের কাছে। এ হলো মহাঅনুগ্রহ।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩

৬৯. যারা ঈমান এনেছিল আমার নিদর্শনাবলীতে এবং তারা আত্মসমপর্ণ করেছিল।

৭০. তোমরা প্রবেশ কর জান্নাতে এবং তোমাদের স্ত্রীগণও তোমরা সেখানে সুখে থাক।

৭১. তাদের প্রদক্ষিণ করা হবে সোনার থালা ও পানপাত্র নিয়ে, আর সেখানে রয়েছে তা যা মন চাইবে এবং যাতে চোখ জুড়াবে। আর তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে।

৭২. এ হলো সে জান্নত, যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমাদের যা তোমরা করতে তার জন্য।

৭৩. তোমাদের জন্য রয়েছে সেখানে প্রচুর ফল-ফলাদি, যা থেকে তোমরা আহার করবে।

সূরা দুখান, ৪৪ : ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭

৫১. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে

৫২. জান্নাতে ও বার্গার মাঝে,

৫৩. তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী পোশাক, বসবে মুখোমুখী হয়ে,

৩২- نَزَلًا مِّنْ غَفْوَرٍ رَّحِيمٍ ○

২৬-... وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ۖ لَهُمْ مِمَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ○

৬৯- الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ○

৭০- ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ○

৭১- يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

৭২- وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي

أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

৭৩- لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ○

৫১- إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ○

৫২- فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ○

৫৩- يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ ○

৫৪. এরূপই হবে, আর আমি তাদের বিয়ে দেব বড় বড় চোখ-বিশিষ্ট হুরদের সাথে।

৫৫. সেখায় তারা পাবে সবধরনের ফল-ফলাদি প্রশান্তিগ্লে।

৫৬. তারা সেখানে আশ্বাদন করবে না প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কোন মৃত্যু। আর তিনি রক্ষা করবেন তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে।

৫৭. এ হলো অনুগ্রহ তোমার রবের তরফ থেকে। এতো মহাসাফল্য।

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ : ১৫

১৫. যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত : সেখানে রয়েছে নির্মল পানির নহর, দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, শরাবের নহর যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু এবং মধুর নহর যা স্বচ্ছ পরিশোধিত। আর তাদের জন্য থাকবে সেখানে নানা ধরনের ফল-ফলাদি এবং তাদের রবের তরফ থেকে চিরস্থায়ী ক্ষমা! এরা কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা এবং যাদের পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবে তাদের নাড়িভুড়ি?

সূরা ফাত্হ, ৪৮ : ৫, ১৭

৫. ইহা এ জন্য যে, তিনি দাখিল করবেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং তিনি বিদূরিত করবেন তাদের ক্রটি-বিচ্যুতিসমূহ। আর এটাই আল্লাহর কাছে তাদের জন্য মহা-সাফল্য।

৫৬- كَذَلِكَ تَزَوِّجُهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

৫৭- يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ

৫৮- لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ

وَوَقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

৫৯- فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ

ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

১০- مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ

فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ

وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ

وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّدَّةٍ لِلشَّرْبِ

وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا

مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ

كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً

حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

৫- لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ

عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا

১৭. কোন অপরাধ নেই অন্ধের জন্য, কোন অপরাধ নেই খোঁড়ার জন্য এবং কোন অপরাধ নেই রুগীর জন্য জিহাদে অংশ গ্রহণ না করায়। আর যে কেউ অনুসরণ করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ; কিন্তু যে কেউ পিঠ ফিরিয়ে নিবে, তিনি তাকে দিবেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

সূরা যারিয়াত, ৫১ : ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

১৫. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও ঝর্ণায়,
১৬. তারা ভোগ করবে তা, যা তাদের রব তাদের দিবেন তারা তো ছিল-এর আগো-নেক্কার,
১৭. তারা রাতের খুব কম অংশই নিদ্রায় কাটাতে,
১৮. এবং রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো,
১৯. আর তাদের সম্পদে ছিল অধিকার-অভাবহস্ত ও বঞ্চিতদের।

সূরা তুর, ৫২ : ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

১৭. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে এবং আরাম আয়েশে।
১৮. তারা উপভোগ করবে তা যা তাদের দেবেন তাদের রব এবং তাদের রক্ষা করবেন তাদের রব জাহান্নামের আযাব থেকে।
১৯. তাদের বলা হবে : তোমরা খাও পর পান কর তৃষ্ণির সাথে, তোমরা যা করতে তার জন্য।

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম খণ্ড) — ৫৬

১৭- لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ
وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ
وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ
وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ
جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ○

১৫- إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ○

১৬- خَالِدِينَ مَا أَنْتَهُمْ رَبُّهُمْ
○ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُجْسِنِينَ

○

১৭- كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ
○ مَا يَهْجَعُونَ

○

১৮- وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ○

১৯- وَفِي أَمْوَالِهِمْ
○ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

১৭- إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ○

১৮- فَكِهِينَ بِمَا أَنْتَهُمْ رَبُّهُمْ
○ وَوَقَّهُمُ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

○

১৯- كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا

○ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

২০. তারা হেলান দিয়ে বসবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে, আর আমি বিয়ে দেব তাদের আয়াত-লোচনা হুরদের সাথে ।
২১. আর যারা ঈমান আনে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিরা ঈমানে তাদের অনুসরণ করে, আমি তাদের সাথে মিলিত করবো তাদের সন্তানদের এবং আমি কিছুই কম করবো না তাদের কর্মফল । এতোক ব্যক্তি, সে যা করে, তার জন্য দায়ী ।
২২. আর আমি তাদের দেব ফল-ফলাদি এবং গোশত, যা তারা পসন্দ করে ।
২৩. সেখানে তারা আদান প্রদান করবে পান-পাত্র, যাতে থাকবে না কোন অমার কথাবার্তা, আর না কোন পাপকর্ম ।
২৪. ঘুরে ঘুরে বেড়াবে তাদের চারদিকে তাদের সেবায় নিয়োজিত কিশোরেরা, যারা হবে সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায় ।
২৫. তারা পরস্পরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে,
২৬. এবং বলবে : আমরা তো ছিলাম এর আগে, আমাদের পরিবার পরিজনের মাঝে শংকিত অবস্থায় ।
২৭. আর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন আমাদের প্রতি এবং বাঁচিয়েছেন আমাদের আগুনের আযাব থেকে ।
২৮. আমরা তো এর আগেও আল্লাহকে ডাকতাম, তিনি কৃপাময়, পরম দয়ালু ।

সূরা কামার, ৫৪ : ৫৪, ৫৫

৫৪. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও নহরে,
৫৫. উত্তম স্থানে, সব ক্ষমতার মালিক শক্তিদর আল্লাহর সান্নিধ্যে ।

২০- مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ
وَزَوَّجْنَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ○

২১- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ
بِإِيمَانٍ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَمَا أَتَيْنَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ
كُلُّ أَمْرٍ يُبَاكَسَبُ رَهِيْنٌ ○

২২- وَأَمْدَدْنَهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ
مِّمَّا يَشْتَهُونَ ○

২৩- يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا
لَّا لَغْوٍ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ○

২৪- وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ
غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ○

২৫- وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
يَتَسَاءَلُونَ ○

২৬- قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ
فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ○

২৭- فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا
وَوَقَّظَنَا عَذَابَ السَّمُومِ ○

২৮- إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ
إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ○

৫৪- إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ○

৫৫- فِي مَقْعَدِ صَدِيقٍ
عِنْدَ مَلِيكَ مُّقْتَدِرٍ ○

সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯,
৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬,
৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩,
৬৪, ৬৬, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০,
৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭,
৭৮

৪৬. আর যে ভয় রাখে তার রবের সামনে
দাঁড়াতে, তার জন্য রয়েছে দু'টি
জান্নাত।

৪৭. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের
রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

৪৮. জান্নাত দু'টি হবে ঘন-পল্লব সম্বলিত বহু
শাখা বিশিষ্ট,

৪৯. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের
রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

৫০. উভয় জান্নাতে রয়েছে দু'টি প্রবাহমান
প্রস্রবন,

৫১. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের
রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

৫২. উভয় জান্নাতে রয়েছে সব ধরনের ফল-
ফলাদি দু'দু প্রকারের।

৫৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের
রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

৫৪. তারা সেখানে হেলান দিয়ে বসবে
ফরাশের উপর, যার আস্তর পুরু রেশমের,
নিকটবর্তী হবে জান্নাত দু'টির ফল।

৫৫. অতএব তোমরা তোমাদের রবের কোন
নিয়ামত অস্বীকার করবে?

৫৬. সে সবার মাঝে থাকবে আনতনয়না
হুরগণ, স্পর্শ করেনি যাদের এর পূর্বে
কোন মানুষ, আর না জিন্।

৫৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন
নিয়ামত অস্বীকার করবে?

৫৬- وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ

جَنَّتَيْنِ

৫৭- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ

৫৮- ذَوَاتَا أَفْنَانٍ

৫৯- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ

৫০- فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ

৫১- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ

৫২- فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ

৫৩- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ

৫৪- مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَاطِنُهَا

مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۖ وَجَنَّاتٍ جُنتَيْنِ دَانٍ

৫৫- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ

৫৬- فِيهِنَّ قُصُورٌ ۚ الطَّرْفُ

لَمْ يَطْمِئْهُمْ ۖ اِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

৫৭- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ

৫৮. তারা যেন ইয়াকূত এবং প্রবাল;
 ৫৯. সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?
 ৬০. উত্তম কাজের পুরস্কার তো উত্তম ছাড়া আর কিছু নয়!
 ৬১. সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?
 ৬২. আর এ দু'টি জান্নাত ছাড়া রয়েছে আরো দু'টি জান্নাত।
 ৬৩. অতএব তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?
 ৬৪. সে দু'টি ঘন-সবুজ,
 ৬৫. সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?
 ৬৬. সে দু'টির মাঝে রয়েছে দু'টি উদ্বেলিত প্রসবণ।
 ৬৭. অতএব তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?
 ৬৮. সে দু'টিতে রয়েছে ফল-ফলাদি এবং খেজুর ও আনার।
 ৬৯. সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?
 ৭০. এ সব জান্নাতের মাঝে রয়েছে উত্তম চরিত্রের সুন্দরীগণ।
 ৭১. অতএব তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?
 ৭২. তারা হলো হর তাঁবুতে সুরক্ষিত।
 ৭৩. সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?
 ৭৪. স্পর্শ করেনি তাদের এর আগে কোন মানুষ, আর না কোন জিন্

- ৫৮- كَانَتْهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ
 ৫৯- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ
 ৬০- هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ
 ৬১- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ
 ৬২- وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَيْنِ
 ৬৩- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ
 ৬৪- مُدْهَامَّتَيْنِ
 ৬৫- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ
 ৬৬- فِيهِمَا عَيْنُونِ نَّضَاهَتَيْنِ
 ৬৭- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ
 ৬৮- فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ
 ৬৯- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ
 ৭০- فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَنَاتٌ
 ৭১- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ
 ৭২- حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ
 ৭৩- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ
 ৭৪- لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ

৭৫. অতএব তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

৭৬. তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় এবং সুন্দর গালিচায়।

৭৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

৭৮. অতিশয় মুবারক আপনার রবের নাম, যিনি মহামহিম ও পরম সম্মানিত।

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ : ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১

১০. আর যারা অগ্রবর্তী, তারাই অগ্রবর্তী

১১. তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত।

১২. নিয়ামত পূর্ণ জান্নাতে,

১৩. বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে,

১৪. এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে।

১৫. তারা স্বর্ণ-খচিত আসনের উপর

১৬. হেলান দিয়ে বসবে মুখোমুখী হয়ে।

১৭. তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে চির-কিশোরেরা,

১৮. পান-পাত্র, জগ এবং স্বচ্ছ শরাবপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে ;

১৯. যা পান করলে তারা মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হবে না এবং জ্ঞানও হারাবে না।

২০. আর তারা ঘুরাফেরা করবে তাদের কাছে তাদের পসন্দ মত ফল-ফলাদি নিয়ে।

৭৫- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ○

৭৬- مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ

وَعَبَقَرٍ حِسَانٍ ○

৭৭- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ○

৭৮- تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ

ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ○

১০- وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ○

১১- أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ○

১২- فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ○

১৩- ثُلَاثٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ○

১৪- وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ○

১৫- عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ○

১৬- مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ○

১৭- يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ○

১৮- بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ

وَكَايِسٍ مِنْ مَّعِينٍ ○

১৯- لَا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ○

২০- وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ○

২১. এবং তাদের পসন্দ মত পাখীর গোষ্ঠে নিয়ে,
 ২২. আর তাদের জন্য সেখানে থাকবে আয়াত-লোচনা হুর,
 ২৩. সুরক্ষিত মুক্তা-সদৃশ,
 ২৪. তারা যা করতো তার পুরস্কার স্বরূপ।
 ২৫. তারা শুনেবে না সেখানে কোন অসার কথা, আর না কোন গুনাহের কথা।
 ২৬. 'সালাম', 'সালাম' এ কথা ছাড়া।
 ২৭. আর ডান দিকের দল কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!
 ২৮. তারা থাকবে এমন জান্নাতে, যেখানে রয়েছে কাঁটাহীন কুলগাছ,
 ২৯. কাঁদি ভরা কলা গাছ,
 ৩০. সুবিস্তৃত ছায়া,
 ৩১. সদা প্রবহমান পানি,
 ৩২. এবং নানা ধরনের ফল-ফলাদি,
 ৩৩. যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও হবে না।
 ৩৪. আর সেখানে থাকবে সমুদ্র বিছানাসমূহ,
 ৩৫. এবং সেখানে থাকবে হুরগণ, যাদের আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে,
 ৩৬. তাদের আমি করেছি চির-কুমারী,
 ৩৭. সোহাগিনী, সমবয়স্কা,
 ৩৮. ডান দিকের লোকদের জন্য।
 ৩৯. তারা অনেকেই হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে,
 ৪০. আর অনেকেই হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকেও।
 ৮৮. তবে সে যদি হয় নৈকট্য প্রাপ্তদের থেকে,

- ২১- وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ○
 ২২- وَحُورٌ عِينٌ ○
 ২৩- كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ○
 ২৪- جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○
 ২৫- لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ○
 ২৬- إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ○
 ২৭- وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ○
 ২৮- مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ○
 ২৯- فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ○
 ৩০- وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ○
 ৩১- وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ○
 ৩২- وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ○
 ৩৩- وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ○
 ৩৪- وَرَقًّ مَّقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ○
 ৩৫- وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ○
 ৩৬- إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنِشَاءً ○
 ৩৭- وَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ○
 ৩৮- عُرُبًا أَتْرَابًا ○
 ৩৯- لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ○
 ৪০- ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ○
 ৮৮- قَائِمًا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَقْرَّبِينَ ○

৮৯. তাহলে, তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ এবং নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত।

৯০. আর সে যদি হয় ডান দিকের দলের একজন,

৯১. তা হলে তাকে বলা হবে : সালাম তোমাকে, হে ডানদিকের দল।

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২১

২১. তোমরা প্রতিযোগিতা কর তোমাদের রবের ক্ষমা ও জান্নাতের জন্য, যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের বিস্তৃতির মত। যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তাদের জন্য, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি। এতো আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ২২

২২. আপনি পাবেন না এমন কোন লোক, যারা ঈমান রাখে আল্লাহতে ও আখিরাতে যে তারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদের যদিও তারা হয় তাদের পিতা, তাদের পুত্র ভাই ও তাদের জ্ঞাতি গোত্র। এদের অন্তরে আল্লাহ সুদৃঢ় করে দিয়েছেন ঈমান এবং তাদের শক্তিশালী করেছেন স্বীয় অনুগ্রহে। আর তিনি তাদের দাখিল করবেন জান্নাতে প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। আল্লাহ সন্তুষ্ট তাদের প্রতি এবং তারাও সন্তুষ্ট তাঁর প্রতি। এরাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই তো সফলকাম।

সূরা হাশর, ৫৯ : ২০

২০. সম্মান নয় জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসীরা। জান্নাতের অধিবাসীরা তো সফলকাম।

৮৯- قَرُوءٌ وَرَيْحَانٌ ۚ وَجَنَّتٌ نَّعِيمٌ

৯০- وَآمَنًا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ

৯১- فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ

২১- سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

২২- لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۚ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

২০- لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ

وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

সূরা সাফ্ফ, ৬১ : ১০, ১১, ১২

১০. ওহে তোমরা জারা ঈমান এনেছ! আমি কি তোমাদের বলে দবে এমন তিজারতের কথা, যা তোমাদের রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে?
১১. তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং জিহাদ করবে আল্লাহর পথে তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে!
১২. আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করবেন তোমাদের ঋণটি বিচ্যুতি এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ এবং উত্তম আবাস জান্নাত-আদনে এটাই মহাসাফল্য।

সূরা তালাক, ৬৫ : ১১

১১. আর যে কেউ ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি এবং নেক-আমল করে, তিনি দাখিল করবেন তাকে জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। অবশ্যই আল্লাহ তাকে দেবেন উত্তম রিয্ক।

সূরা কালাম, ৬৮ : ৩৪

৩৪. নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে, তাদের রবের কাছে, জান্নাতুন নাসিম।

সূরা হাক্কা, ৬৯ : ২১, ২২, ২৩, ২৪

২১. (আর যে ডান-হাতে আমলনামা পাবে) সে থাকবে শান্তিময় জীবনে,
২২. সুউচ্চ জান্নাতে,
২৩. যার ফলরাশি থাকবে অবনমিত, নাগালের মধ্যে।

১০- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدْرٰكُكُمْ
عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابِ اَلِيْمٍ

১১- تَوٰمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَتَجَاهِدُوْنَ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

১২- يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
وَمَسٰكِنَ ظَلِيْلَةٍ فِيْ جَنَّاتٍ اَعْدٰى
ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

১১- وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ
وَيَعْمَلْ صٰلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا اَبَدًا ۗ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا

২১- اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ
جَنَّاتٍ النَّعِيْمِ

২১- فَهٗوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّٰضِيَةٍ

২২- فِيْ جَنَّةٍ عٰلِيَةٍ

২৩- قُطُوْفُهَا دٰنِيَةٌ

২৪. তাদের বলা হবে : পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, যা তোমরা বিগত দিনে করেছিলেন, তার বিনিময়ে।

সূরা মা'আরিজ, ৭০ : ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

১৯. নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্তরূপে;

২০. যখন তাকে স্পর্শ করে কোন বিপদ, তখনই সে হয়ে পড়ে হা-হুতাশকারী।

২১. আর যখন তাকে স্পর্শ করে কোন কল্যাণ, তখনই সে হয় অতিশয় কৃপণ,

২২. তবে সালাত আদায়কারী ছাড়া,

২৩. যারা তাদের সালাতে সদা-পাবন্দ

২৪. আর যাদের সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত হক—

২৫. প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য।

২৬. আর যারা সত্য বলে জানে বিচারের দিনকে,

২৭. এবং যারা তাদের রবের আযাব সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত,

২৮. নিশ্চয় তাদের রবের আযাব নির্ভয়ের বস্তু নয়,

২৯. আর যারা তাদের যৌন অঙ্গের হিফায়তকারী,

৩০. তবে তাদের স্ত্রীদের অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ছাড়া ; কেননা এতে তারা নিন্দনীয় নয়।

৩১. তবে কেউ এদের ছাড়া অন্যকে চাইলে, অবশ্যই তারা হবে সীমালংঘনকারী।

৩২. আর যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী।

۲۴- كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا
بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

۱۹- إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

۲۰- إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا

۲۱- وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا

۲۲- إِلَّا الْمُصَلِّينَ

۲۳- الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

۲۴- وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

۲۵- لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

۲۶- وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيَّوْمِ الدِّينِ

۲۷- وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ

مُشْفِقُونَ

۲۸- إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ

۲۹- وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

۳۰- إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

۳۱- فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

۳۲- وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ

وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ

৩৩. এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে অটল,
 ৩৪. আর যারা নিজেদের সালাতের পাবন্দী করে,
 ৩৫. তারাই হবে জান্নাতে সম্মানিত।
- সূরা দাহর, ৭৬ : ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২
৫. নিশ্চয় নেক্কাররা পান করবে এমন পানপাত্র থেকে যাতে থাকবে কর্পূরের মিশ্রণ।
 ৬. আল্লাহর বান্দারা পান করবে এমন একটি প্রস্রবণ থেকে, যা তারা যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে।
 ৭. তারা পূর্ণ করে মানত এবং ভয় করে সেদিনকে, যেদিন এ বিপত্তি হবে সর্বব্যাপক।
 ৮. আর তারা আহার করায় মিস্কীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খানার প্রতি তাদের আসক্তি সত্ত্বেও,
 ৯. তারা বলে : আমরা তো আহার করাই তোমাদের কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে; আমরা চাই না তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান, আর না কোন কৃতজ্ঞতা।
 ১০. আমরা তো ভয় করি আমাদের রবের তরফ থেকে এমন এক দিনের, যা হবে অতিশয় ভীতিপ্রদ, ভয়ংকর।
 ১১. পরিণামে আল্লাহ তাদের রক্ষা করবেন সেদিনের অনিষ্ট থেকে এবং দিবেন তাদের উৎফুল্লতা আনন্দ;
 ১২. আরো দিবেন তাদের, তারা যে সবর করতো সেজন্য জান্নাত ও রেশমী পোশাক।

- ৩৩- وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ
 ৩৪- وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
 ৩৫- أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ
- ৫- إِنْ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا
 ৬- عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا
 ৭- يُؤْتُونَ بِالنَّدْرِ
 ৮- وَيَخْفُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا
 ৯- وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
 ১০- إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا
 ১১- إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا
 ১২- فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا
 ১৩- وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا

১৩. সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে সুসজ্জিত আসনে, সেখানে তারা অনুভব করবে না অতিশয় গরম, আর না অতিশয় ঠাণ্ডা।
১৪. সেখানে সন্নিহিত থাকবে তাদের উপর গাছের ছায়া এবং তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে এর ফল-ফলাদি।
১৫. তাদের পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্রে,
১৬. রূপালী স্ফটিক পাত্রে, যা যথাযথভাবে পূর্ণ করবে পরিবেশনকারীদের।
১৭. সেখানে তাদের পান করতে দেয়া হবে আদা-মিশ্রিত পানীয়।
১৮. জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের, যার নাম সালসাবীল।
১৯. তাদের দেখবে, তখন তুমি তাদের মনে করবে, তারা যেন হড়ানো মুক্তা,
২০. আর যখন তুমি সেথায় দেখবে, কেবল ভোগ বিলাসের উপকরণ ও বিশাল সাম্রাজ্য।
২১. তাদের পরিধানে থাকবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশমের ও মোটা রেশমের পোশাক, আর তারা অলংকৃত হবে রূপার কাকনে এবং তাদের পান করাবেন তাদের রব পবিত্র পানি।
২২. নিশ্চয় এ হলো তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের পরিশ্রম স্বীকৃত।
- সূরা মুরসালাত, ৭৭ : ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪
৪১. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে ছায়া ও ঝর্ণাবহুল জান্নাতে,
৪২. এবং ফলফলাদির মাঝে, যা তারা চাবে।

۱۳- مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ
لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ○

۱۴- وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا
وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا ○

۱۵- وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ
وَآكُوبٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ○

۱۶- قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ○
۱۷- وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاْسًا
كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ○

۱۸- عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ○

۱۹- وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ
إِذَا رَأَوْهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْشُورًا ○
۲০- وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ
نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ○

۲১- عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ
وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوعٌ آسَافٌ مِنْ فِضَّةٍ ○

وَسَقَمَرٌ رَيْبُومٌ شَرَابًا طَهُورًا ○

۲২- إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً
وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ○

৪১- إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ○

৪২- وَفَوَاكِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ○

৪৩. তাদের বলা হবে : তোমরা যাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে, যা তোমরা করতে তার পুরস্কার স্বরূপ।

৪৪. আমি তো এভাবেই পুরস্কার দেই নেককারদের।

সূরা নাবা, ৭৮ : ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬

৩১. নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্য,

৩২. বাগ বাগিচা ও আংগুর,

৩৩. এবং সমবয়স্কা নব-যুবতীগণ

৩৪. আর কানায় কানায় ভর্তি পানপাত্র।

৩৫. শুনবে না তারা সে জান্নাতে কোন অসার কথা, আর না কোন মিথ্যা বাক্য।

৩৬. এ সব হলো পুরস্কার আপনার রবের তরফ থেকে যথোচিত দান।

সূরা বুরূজ, ৮৫ : ১১

১১. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ; এ হলো মহাসাফল্য।

সূরা বায়্যিনা, ৯৮ : ৭, ৮

৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক-আমল করেছে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

৮. তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের রবের কাছে, তা হলো স্থায়ী জান্নাত; প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও সন্তুষ্ট তাঁর প্রতি, এসব তার জন্য, যে ভয় করে তার রবকে।

১২- ۱۲- كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

১৩- ۱۳- إِنْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○

৩১- ۳۱- إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

৩২- ۳২- حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا

৩৩- ৩৩- وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا

৩৪- ৩৪- وَكَأْسًا دِهَاقًا ○

৩৫- ৩৫- لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذْبًا ○

৩৬- ৩৬- جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حَسَبًا ○

১১- ۱۱- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ○

৭- ۷- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ○

৮- ۸- جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ○

হূর

সূরা দুখান, ৪৪ : ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪

৫১. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে,

৫১- ۵۱- إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ○

৫২. বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণার মাঝে,
৫৩. তারা পরবে মিহি ও পুরু রেশমের
পোশাক এবং বসবে মুখোমুখি হবে।
৫৪. এরূপই হবে, আর আমি তাদের জোড়
বেধে দেব আয়তলোচনা হুরদের
সাথে।

সূরা তুর, ৫২ : ২০

২০. মুত্তাকীরা হেলান দিয়ে বসবে
শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজানো আসনে, আর
তাদের আমি জোড় বেঁধে দেব আয়ত-
লোচনা হুরদের সাথে।

সূরা রাহমান, ৫৫ : ৭০, ৭২

৭০. সে জান্নাতসমূহে রয়েছে উত্তম চরিত্রের
সুন্দরীগণ।

৭২. তারা হুর তাঁবুতে সুরক্ষিত।

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ : ২২, ২৩, ২৪

২২. জান্নাতীদের জন্য রয়েছে আয়তলোচনা
হুর,
২৩. তারা সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায়,
২৪. জান্নাতীদের এসব দেওয়া হবে তাদের
কৃত কর্মের পুরস্কার স্বরূপ।

- ৫২- فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
৫৩- يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ
مَّتَقَبِلِينَ
৫৪- كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

- ২০- مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ
وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

- ৭০- فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ

- ৭২- حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ

- ২২- وَحُورٌ عِينٌ

- ২৩- كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ

- ২৪- جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

গিলমান ও বেলদান

সূরা তুর, ৫২ : ২৪

২৪. আর জান্নাতীদের সেবায় নিয়োজিত
থাকবে চির কিশোরেরা, যারা হবে
সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায়।

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ : ১৭,

১৭. জান্নাতীদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে
চির কিশোরেরা, তারা ঘোরাফিরা করবে
পানপাত্র, কুঁজা এবং স্বচ্ছ সূরাপূর্ণ
পেয়ালা নিয়ে।

- ২৪- وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ
غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ

- ১৭- يُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ
وَلَدَانٌ مَّخْلُودُونَ

সূরা দাহর, ৭৬ : ১৯

১৯. আর তাদের ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করবে চির কিশোরেরা, যখন তুমি তাদের দেখবে তখন মনে করবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।

১৭- وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ
إِذَا رَأَوْهُمُ
حَسِبَتْهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ○

যান-জাবিল ও সাল-সাবীল

সূরা দাহর, ৭৬ : ১৭

১৭. আর নেককারদের পান করতে দেওয়া হবে জান্নাতে যানজাবিল মিশ্রিত পানীয়,
১৮. তা জান্নাতের এমন এক ঝরণা যার নাম সালসাবীল।

১৭- وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاْسًا
كَانَ مِزَاجُهَا رَنْجَبِيلًا ○
১৮- عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ○

যামহারীর

সূরা দাহর, ৭৬ : ১৩

১৩. জান্নাতীরা জান্নাতে সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে। তারা সেখানে অনুভব করবে না অতিশয় গরম, আর না অতিশয় ঠাণ্ডা।

১৩- مُتَكِبِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ
لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ○

তাসনীম

সূরা মুতাফ্ফিকীন, ৮৩ : ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

২৫. তাদের পান করতে দেওয়া হবে মোহরকরা বিশুদ্ধ পানীয়,
২৬. যার মোহর হবে মিশ্কের। এ ব্যাপারে যেন প্রতিযোগিতা করে প্রতিযোগীরা।
২৭. আর এর মিশ্রণ হবে তাসনীমের,
২৮. তা একটি ঝরণা, পান করে তা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা।

২৫- يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيقٍ مُّخْتَوٍ ○
২৬- خِتْمُهُ مِسْكٌ
وَ فِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ○
২৭- عَيْنًا يُشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ○
২৮- وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ○

শারাবান তাহুরা

সূরা দাহর, ৭৬ : ২১

২১. জান্নাতীদের পোশাক হবে সবুজ রেশমের ও মোটা রেশমের, আর

২১- عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ ○

তাদের অলংকৃত করা হবে রূপার
কাকনে এবং তাদের রব তাদের পান
করাবেন পবিত্র পানীয়।

اِسْتَبْرَقُوا وَحُلُوا اَسْوَدَ مِنْ فِضَّةٍ
وَسَقَمُ رِيحِهِمْ شَرَابًا طَهُورًا

মাকামে মাহমুদ

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৭৯

৭৯. আর আপনি রাতের কিছু অংশে
তাহাজ্জুদ আদায় করুন ; এ হলো
অতিরিক্ত কর্তব্য আপনার জন্য। আশা
করা যায়, আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন
আপনার রব ‘মাকামে মাহমুদে’।

۷۹- وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ
نَافِلَةً لَّكَ
عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ
رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

শাফা‘আত

সূরা বাকারা, ২ : ৪৮, ১২৩, ২৫৪, ২৫৫

৪৮. আর তোমরা ভয় কর সে দিনকে,যেদিন
কেউ কারো কোন কাজে আসবে না,
কারো কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে
না, কারো থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ
করা হবে না, আর তাদের কোন
সাহায্যও করা হবে না।

১২৩. আর তোমরা ভয় কর সে দিনকে,
যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে
না, কারো থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ
করা হবে না, কোন সুপারিশ কারো
উপকারে আসবে না এবং তাদের
সাহায্য ও করা হবে না।

২৫৪. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ব্যয়
কর আমি তোমাদের যা দিয়েছি তা
থেকে, সেদিন আসার আগে, যেদিন
থাকবে না কোন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব,
আর না কোন সুপারিশ এবং কাফিররাই
তো যালিম।

২৫৫. আল্লাহ তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ
তিনি চিরঞ্জীব, সদাবিদ্যমান, সবকিছুর

۴۸- وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ
نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ
وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

۱۲۳- وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ
عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ
وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ

۲۵۴- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
انْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ
مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ
وَلَا خِلاَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ

وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ
۲۵۵- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

ধারক। তাঁকে স্পর্শ করে না তন্দ্রা আর না নিদ্রা। তাঁরই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। কে সে, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে, তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন, যা কিছু আছে তাদের সামনে এবং যা কিছু আছে তাদের পেছনে। তারা আয়ত্ত্ব করতে পারে না তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুই, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া। তাঁর 'কুরসী' পরিব্যাপ্ত আসমান ও যমীন ব্যাপী; তাঁকে ক্লান্ত করে না এদের রক্ষণাবেক্ষণ। আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।

সূরা নিসা, ৪ : ৮৫

৮৫. কেউ সুপারিশ করলে কোন ভাল কাজের, এতে তার অংশ থাকবে; আর কেউ সুপারিশ করলে কোন মন্দ কাজের, তাতেও তার অংশ থাকবে এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

সূরা আন'আম, ৬ : ৫১, ৭০

৫১. আর আপনি সতর্ক করুন এ কুরআন দিয়ে তাদের, যারা ভয় করে যে.. তাদের একত্র করা হবে তাদের রবের কাছে; নেই তাদের তিনি ছাড়া কোন অভিভাবক, আর না কোন সুপারিশকারী, আশা করা যায় তারা সতর্ক হবে।

৭০. আর আপনি বর্জন করুন তাদের, যারা গ্রহণ করে তাদের দীনকে খেল-তামাশারূপে এবং যাদের প্রতারণিত করে পার্থিব জীবন; আর আপনি উপদেশ দিন একুরআন দিয়ে তাদের, যাতে কেউ ধ্বংস না হয় নিজ কৃতকর্মের দরুন। নেই তার জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক, আর না কোন সুপারিশকারী, আর যদি সে বিনিময় সব কিছু দেয়, তবুও তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে

لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ
لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا
بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتِ
وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ○

৮৫- مَنْ يُشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ
نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يُشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً
يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۚ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ○

৫১- وَانْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ
أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ
لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ
وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ ○

৭০- وَذُرِ الَّذِينَ
اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا
وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا
كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ
لَّا يُؤْخَذَ مِنْهَا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا

না। এরাই তারা যারা ধ্বংস হবে
নিজেদের কৃতকর্মের জন্য; তাদের
জন্য রয়েছে অতুষ্ট পানীয় এবং
যন্ত্রণাদায়ক আযাব, তারা যে কুফরী
করতো সে জন্য।

সূরা ইউনুস, ১০ : ৩

৩. নিশ্চয় তোমাদের রব তো আল্লাহ, যিনি
সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয়
দিনে, তারপর তিনি সমাসীন হন
আরশে, তিনি পরিচালনা করেন সব
বিষয়। কোন সুপারিশকারী নেই তাঁর
অনুমতি ব্যতিরেকে। ইনিই আল্লাহ,
তোমাদের রব, অতএব তোমরা তাঁরই
ইবাদত কর। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ
করবে না?

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৮৭

৮৭. কেউ শাফা'আতের ক্ষমতা রাখবে না
সে ছাড়া, যে দয়াময় আল্লাহর কাছ
থেকে অনুমতি পেয়েছে।

সূরা তো-হা, ২০ : ১০৯

১০৯. সেদিন কোন কাজে আসবে না কারো
সুপারিশ সে ছাড়া, যাকে দয়াময় আল্লাহ
অনুমতি দেবেন এবং যার কথা তিনি
পসন্দ করবেন।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ২৮

২৮. আল্লাহ জানেন, যা কিছু আছে তাদের
সামনে এবং যা কিছু আছে তাদের
পেছনে, তা সবই। তারা তো সুপারিশ
করে কেবল তাদের জন্য, যাদের প্রতি
তিনি সন্তুষ্ট, আর তারা আল্লাহর ভয়ে
সদা সন্তুষ্ট।

সূরা সাজ্জাদা, ৩২ : ৪

৪. আল্লাহ, তিনিই সৃষ্টি করেছেন আসমান
ও যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝের সব

كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ
أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ○

৩- إِنْ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَايِرُ الْأَمْرَ
مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ
ذِكْرُكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

৮৭- لَا يَسْتَكُونُ الشَّفَاعَةَ
إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ○

১০৯- يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ
إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ
وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ○

২৮- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ
ارْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ○

৪- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

কিছু ছয় দিনে, তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে। নেই তিনি ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক, আর না কোন সুপারিশকারী। এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

সূরা সাবা, ৩৪ : ২৩

২৩. আর কোন কাজে আসবে না কারো শাফা'আত আল্লাহর কাছে সে ছাড়া যাকে তিনি অনুমতি দেবেন। পরে যখন ভয় বিদূরিত হবে তাদের অন্তর থেকে, তখন তারা পরস্পর বলবে, কী বললেন তোমাদের রব? তারা বলবে, সত্য বলেছেন। আর তিনিই সমুচ্চ, মহান।

সূরা যুমার, ৩৯ : ৪৩, ৪৪

৪৩. তবে কি তারা গ্রহণ করেছে আল্লাহর ছাড়া অন্য সুপারিশকারীদের? বলুন, এমন কি যদিও তাদের কোন ক্ষমতা না থাকে এবং তারা না বুঝে তবুও?

৪৪. বলুন, আল্লাহরই ইখতিয়ারে সমস্ত সুপারিশ। তাঁরই সর্বময় কর্তৃত্ব আসমান ও যমীনের। তারপর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৮৬

৮৬. তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ডাকে, তাদের সুপারিশের কোন ক্ষমতা নেই; তবে তাদের ছাড়া যারা সত্যের সাক্ষ্য দেয় জেনেশুনে।

সূরা নাজ্ম, ৫৩ : ২৬

২৬. আর কত ফিরিশ্তা রয়েছে আসমানে তাদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না, তবে কাজে আসবে আল্লাহর অনুমতির পরে, যার জন্য তিনি চান এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ
مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ
أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝

২৩- وَلَا تَتَفَعَّلُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ
إِلَّا بِإِذْنِ لَهُ ۚ
حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا
قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ ۚ
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝

৪৩- أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ
قُلْ أُولَٰئِكَ لَا يَسْلُكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۝

৪৪- قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۚ
لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ
ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

৮৬- وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ
شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

২৬- وَكَمْ مِنْ مُلْكٍ فِي السَّمٰوٰتِ
لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا
إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ۝

সূরা মুদ্দাস্‌সির, ৭৪ : ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬,
৪৭, ৪৮

৪৩. অপরাধীরা বলবে : আমরা ছিলাম না মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত,
৪৪. আর আমরা খাওয়াতাম না মিস্কীনদের,
৪৫. এবং আমরা নিমগ্ন থাকতাম অসার আলাপকারীদের সাথে,
৪৬. আর অস্বীকার করতাম কর্মফল দিবসকে,
৪৭. আমাদের কাছে মৃত্যু আসা পর্যন্ত।
৪৮. ফলে, তাদের কোন কাজে আসবে না সুপারিশকারীদের সুপারিশ।

- ১৩- قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيِّينَ
১৪- وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمِسْكِينِ
১৫- وَكُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَاطِئِينَ
১৬- وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ
১৭- حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ
১৮- فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشُّفَعَاءِ

কাউসার

সূরা কাউসার, ১০৮ : ১, ২, ৩

১. আমি তো দান করেছি আপনাকে কাউসার,
২. অতএব আপনি সালাত আদায় করুন আপনার রবের উদ্দেশ্যে এবং কুরবানী করুন।
৩. নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্রোহপোষণকারীই নির্বংশ।

- ১- إِنِّي آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
২- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
৩- إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

আল- আরাফ

সূরা আ'রাফ, ৭ : ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯

৪৬. জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে রয়েছে পর্দা, আর আ'রাফে থাকবে এমন কিছু লোক, যারা চিনবে একে অপরকে তাদের লক্ষণ দেখে এবং তারা জান্নাতবাসীদের সম্বোধন করে বলবে, সালাম তোমাদের প্রতি। তখনো তারা জান্নাতে প্রবেশ করেনি, তবে তারা আশায় থাকবে।

- ৪৬- وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ قُلْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ

৪৭. তারপর যখন তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে জাহান্নামবাসীদের দিকে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আপনি করবেন না আমাদের যালিমদের সাথী।

৪৮. আ'রাফবাসীরা সম্বোধন করে বলবে সে লোকদের, যাদের তারা লক্ষণ দেখে চিনবে : তোমাদের কোন কাজে আসল না তোমাদের দল, আর না তোমাদের অহংকার।

৪৯. এরাই কি তারা, যাদের সম্বন্ধে তোমরা কসম করে বলতে : আল্লাহ এদের প্রতি রহম করবেন না। তাদের বলা হবে : তোমরা প্রবেশ কর জান্নাতে, নেই কোন ভয় তোমাদের, আর তোমরা দুঃখিতও হবে না।

৬৭- وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

৬৮- وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَّعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ○

৬৯- أَمْ هُمُ الَّذِينَ اتَّسَمَتْ لَهُمْ لَنَا بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ○

জাহান্নাম

সূরা বাকারা, ২ : ২৩, ২৪, ৩৯, ৮১, ১১৯, ১২৬, ২০৬, ২৫৭, ২৭৫

২৩. আর যদি থাকে তোমাদের কোন সন্দেহ, আমি যা নাযিল করেছি আমার বান্দাদের প্রতি তাতে; তা হলে তোমরা নিয়ে এসো এর অনুরূপ কোন সূরা এবং আহ্বান কর তোমাদের সব সাহায্যকারীদের আল্লাহ ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

২৪. আর যদি তোমরা আনতে না পার এবং কখনো তা পারবে না, তা হলে ভয় কর জাহান্নামের সে আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষও পাথর ; যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য।

৩৯. আর যারা কুফরী করে এবং অস্বীকার করে আমার নির্দেশাবলী, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী; তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

২৩- وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ سَوْءَ مَا أَدْعُوا شَهِدَآءُكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

২৪- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ○

৩৯- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

৮১. অবশ্যই যারা পাপ কাজ করে এবং যাদের ঘিরে রেখেছে তাদের পাপ-কাজ, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী ; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

১১৯. আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদতা ও সতর্কারীরূপে। আর আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে না জাহান্নামীদের সম্বন্ধে।

১২৬. আল্লাহ বলেন : আর যে কেউ কুফরী করবে, আমি তাকে উপভোগ করতে দেব কিছু কালের জন্য তারপর তাকে বাধ্য করবো জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে, আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।

২০৬. আর যখন তাকে বলা হয় : তুমি ঈমান আন আন, তখন তার আত্মাভিমান তাকে গুনাহের কাজে উদ্বুদ্ধ করে। অতএব তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। অবশ্যই তা নিকৃষ্ট বিশ্রাম স্থল।

২৫৭. আল্লাহ অভিভাবক যারা ঈমান আনে তাদের ; তিনি তাদের বের করে আনেন আঁধার থেকে আলোতে। আর যারা কুফরী করে, তাদের অভিভাবক তাগুত, এরা তাদের নিয়ে যায় আলো থেকে আঁধারে। এরাই জাহান্নামের অধিবাসী, এরা তারা চিরদিন থাকবে।

২৭৫. আর যারা সুদ থেকে বিরত হওয়ার পর পুনরায় তা আরম্ভ করে, তারা হলো দোষখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০, ১২, ১১৬, ১৩১, ১৫১, ১৬২

১০. নিশ্চয় যারা কুফরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর কাছে

৮১-بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

১১৯-إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ

১২৬-..... قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

২০৬-وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

২৫৭-اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

২৭৫-.... وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

১০-إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِّنَ اللَّهِ شِيئًا

কোন কাজে আসবে না ; আর তারাই জাহান্নামের ইন্ধন ।

১২. আপনি তাদের বলুন, যারা কুফরী করে : অচিরেই তোমরা পরাভূত হবে এবং একত্র করে তোমাদের জাহান্নামের দিকে নেয়া হবে। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস স্থল ।

১১৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কখনো কোন কাজে আসবে না আল্লাহর কাছে। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী ; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে ।

১৩১. আর তোমরা ভয় কর জাহান্নামের আগুনকে যা তৈরী করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য ।

১৫১. অবশ্যই আমি ভীতির সঞ্চার করবো কাফিরদের হৃদয়ে, কেননা তারা আল্লাহর সাথে শরীক করেছে, যার স্বপক্ষে তিনি কোন দলীল পাঠাননি। আর তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম, কত নিকৃষ্ট আবাস স্থল যালিমদের ।

১৬২. যে অনুসরণ করে আল্লাহ্ যাতে রাযী তা ; সে কি তার মত, যে আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং যার ঠিকানা জাহান্নাম? আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল ।

সূরা নিসা, ৪ : ১৪, ৫৬, ৯৩, ১১৫, ১৪০, ১৪৫, ১৬৮, ১৬৯

১৪. আর যে কেউ নাফরমানী করবে আল্লাহ ও তার রাসূলের এবং লংঘন করবে তাঁর নির্ধারিত সীমা, তিনি তাকে দাখিল করবেন জাহান্নামে। সেখানে সে স্থায়ীভাবে থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি ।

وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ○

১২- قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

১১৬- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

১৩১- وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ○

১৫১- سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ۖ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَهُمْ يَنْزِلُ بِهِ سُلْطَانٌ ۖ وَمَأْوَهُمُ النَّارُ ۖ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ○

১৬২- أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَهُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

১৪- وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۖ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ○

৫৬. নিশ্চয় যারা প্রত্যাখ্যান করে আমার আয়াতসমূহ, অচিরেই আমি তাদের জ্বালাব জাহান্নামের আগুনে। যখনই জ্বলে যাবে তাদের চামড়া, তখনই তা আমি বদলে দেব নতুন চামড়া দিয়ে, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয় আল্লাহ হলেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৯৩. যে কেউ হত্যা করে কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে, তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ীভাবে থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লানত করবেন; আর প্রস্তুত করে রাখবেন তার জন্য মহাশাস্তি।

১১৫. আর যে কেউ বিরুদ্ধাচারণ করবে রাসূলের, তার কাছে হিদায়াত প্রকাশ হওয়ার পরেও এবং অনুসরণ করবে মু'মিনদের পথ ব্যতিরেকে অন্য পথ, তাকে আমি ফিরিয়ে দেব যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকে এবং তাকে আমি জ্বালাব জাহান্নামে। আর তা কত মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল।

১৪০. নিশ্চয় আল্লাহ একত্র করবেনই মুনাফিক ও কাফিরদের সবাইকে জাহান্নামে।

১৪৫. নিশ্চয় মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে। আর তুমি কখনো পাবে না তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী।

১৬৮. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং যুলুম করেছে, আল্লাহ কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না এবং তাদের দেখাবেন না কোন পথ—

১৬৯. জাহান্নামের পথ ছাড়া; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এরূপ করা আল্লাহর পক্ষে সহজ।

৫৬- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ○

৯৩- وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدًّا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ○

১১৫- وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ○ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ○

১৪০- إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ○

১৪৫- إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ○

১৬৮- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ○

১৬৯- إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ○ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ○

সূরা মায়িদা, ৫ : ৬৬, ৮৬

৬৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, যদি তাদের থাকে যা কিছু আছে যমীনে সবই এবং সমপরিমাণ তার সাথে ; যাতে তারা তা দিয়ে কিয়ামতের আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারে ; তবুও তা কবুল করা হবে না, তাদের থেকে এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ।

৮৬. আর যারা কুফরী করেছে এবং অস্বীকার করেছে আমার আয়াতসমূহ ; তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী ।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৮, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৫০, ১৭৯

১৮. আল্লাহ ইবলীসকে বললেন : বেরিয়ে যাও জান্নাত থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে । মানুষের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয় আমি পূর্ণ করবো জাহান্নাম তোমাদের সকলকে দিয়ে ।

৩৬. আর যারা অস্বীকার করেছে আমার নিদর্শনাবলী এবং অহঙ্কার করেছে সে সম্বন্ধে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী । তারা সেখানে চিরকাল থাকবে ।

৩৮. আল্লাহ বলবেন : তোমরা প্রবেশ কর জাহান্নামে, তোমাদের পূর্বে যে জিন ও মানব দল গত হয়েছে তাদের সাথে । যখনই কোন দল প্রবেশ করবে সেখানে, তখনই তারা লানত করবে অপর দলকে, এমন কি যখন সবাই সেখানে সমবেত হবে, তখন তাদের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণ সম্পর্কে বলবে : হে আমাদের রব : এরাই আমাদের গুমরাহ করেছিল । অতএব এদের দিন দ্বিগুণ আযাব জাহান্নামের । আল্লাহ বলবেন : প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ, কিন্তু তোমরা জান না ।

৬৬- وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ

سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ○

৮৬- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○

১৮- قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا

لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَلَنَّ

جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ○

৩৬- وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

৩৮- قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ

قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ

كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا

حَتَّى إِذَا آذَرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا

قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولِهِمْ

رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا

فَاتَّيْتَهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ

○ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ

৩৯. আর তাদের পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের বলবে : নেই আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব। অতএব তোমরা আম্বাদন কর আযাব, তোমরা যা করতে তার জন্য।

৫০. জাহান্নামীরা সম্বোধন করে বলবে জান্নাতীদের : দাও আমাদের কিছু পানি অথবা কিছু রিযিক যা আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন, তারা বলবে : নিশ্চয় আল্লাহ হারাম করেছেন এ দু'টিই কাফিরদের জন্য।

১৭৯. আর আমি তো সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য অনেক জিন্ ও মানুষ ; তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা হৃদয়ঙ্গম করে না ; তাদের চোখ আছে ; কিন্তু তারা দেখেনা এবং তাদের কান আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না, তারা তো পত্তর ন্যায বরং তার চাইতেও অধম। তারা তো গাফিল।

সূরা আনফাল. ৮ : ৩৬, ৩৭

৩৬. যারা কুফরী করে, তারা তো ব্যয় করে তাদের ধন-সম্পদ লোকদের আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য ; তারা তা ব্যয় করতেই থাকবে, পরে তা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে, অবশেষে তারা পরাভূত হবে। আর যারা কুফরী করে, তাদের একত্র করা হবে জাহান্নামে।

৩৭. এ জন্য যে, আল্লাহ পৃথক করবেন কুজনজে-সুজন থেকে এবং কুজনদের এককে অপরের উপর রাখবেন ; তারপর সবাইকে স্তুপীকৃত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।

৩৭- وَقَالَتْ أُولَهُمْ لِأَخْرَاهُمْ
فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ
فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝

৫০- وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ
أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۖ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا
عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

১৭৯- وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا
مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ
لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ
لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ أُذُنٌ
لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ
أَضَلُّ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝

৩৬- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفَقُونَ
أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ
فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ
عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۖ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ۝

৩৭- لِيُيَازِلَهُ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ
وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ
فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ ۖ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۝

সূরা তাওবা, ৯ : ১৭, ৪৯, ৬৩, ৬৮, ৭৩, ৮১, ১১৩

১৭. এমন হতে পারে না যে, মুশরিকরা রক্ষণাবেক্ষণ করবে আল্লাহর মসজিদ, যখন তারা নিজেরা নিজেদের কুফরী স্বীকার করে। তাদের সমস্ত কর্মই ব্যর্থ হয়েছে এবং তারা স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে।

৪৯. নিশ্চয় জাহান্নাম তো পরিবেষ্টন করে আছে কাফিরদের।

৬৩. তারা কি জানে না যে, যে কেউ বিরোধিতা করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, অবশ্যই তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, যেখানে সে স্থায়ীভাবে থাকবে? এতো চরম লাঞ্ছনা।

৬৮. আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারীদের এবং কাফিরদের জাহান্নামের আগুনের, যেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট, আর আল্লাহ তাদের লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

৭৩. হে নবী! জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং কঠোর হন তাদের ব্যাপারে, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।

৮১. আপনি বলুন : জাহান্নামের আগুন উত্তাপে প্রচণ্ডতম, যদি তারা বুঝতো।

১১৩. নবী ও মু'মিনদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে মুশরিকদের জন্য, যদিও তারা হয় নিকট আত্মীয়; যখন তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা তা জাহান্নামী।

১৭- مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا

مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ

بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ

وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ○

৪৯- وَإِنَّ جَهَنَّمَ

لَمُحِيطَةٌ بِالْكُفْرِينَ ○

৬৩- أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا

فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ○

৬৮- وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ

وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعْنَهُمُ

اللَّهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ○

৭৩- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ

وَالْمُنَافِقِينَ ۚ وَاعْلِظْ عَلَيْهِمْ ۚ

وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

৮১- ... قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ

لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ○

১১৩- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ

يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ

مِنْ بَعْدِ مَا نَبَّيْنَاهُمْ أَنَّهُمْ

أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○

সূরা ইউনুস, ১০ : ৭, ৮, ২৭

৭. নিশ্চয় যারা আশা রাখে না আমার সাক্ষাতের এবং সন্তুষ্ট থাকে দুনিয়ার যিন্দেগী নিয়ে এবং তাতেই পরিতৃপ্ত থাকে; আর যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে গাফিল।
৮. তাদেরই ঠিকানা জাহান্নাম, তারা যা করতো সেজন্য।
২৭. আর যারা মন্দকাজ করবে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং আচ্ছন্ন করবে চেহারাকে হীনতা। কেউ নেই তাদের রক্ষা করার আল্লাহ থেকে। তাদের চেহারা যেন আচ্ছাদিত রাতের অন্ধকার আস্তরণে। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

সূরা হূদ, ১১ : ১১৮, ১১৯

১১৮. আর আপনার রব ইচ্ছে করলে সমস্ত মানুষকে এক উম্মাত করতে পারতেন, কিন্তু তারা তো মতভেদ করতেই থাকবে,
১১৯. তবে তারা নয় যাদের আপনার রব রহম করেছেন, আর এজন্যই তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন। আপনার রবের একথা পূর্ণ হবেই : অবশ্যই আমি পূর্ণ করবো জাহান্নাম জিন ও মানুষ উভয়কে দিয়ে।

সূরা রা'দ, ১৩ : ৫, ১৮

৫. আর আপনি যদি বিস্ময়বোধ করেন, তবে তো বিস্ময়ের বিষয় হলো তাদের একথা : “আমরা যখন মাটিতে পরিণত হয়ে যাব, তাপরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করবো”? তারাই কুফরী করে তাদের রবের সাথে এবং তাদেরই গলঃদেশে থাকবে লোহার বেড়ী। আর

তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

১৮. যারা সাড়া দেয় তাদের ররের ডাকে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার। আর যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না, তাদের যদি থাকতো যা কিছু পৃথিবীতে আছে তা সবই এবং তার সাথে আর সমপরিমাণ আরও ; তবে তারা তা অবশ্যই নিজেদের মুক্তির জন্য দিতে চাইতো। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর হিসাব এবং তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস!

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ১৬, ১৭, ২৮, ২৯

১৬. কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং তাদের প্রত্যেককে পান করানো হবে গালিত পূজ,
 ১৭. যা সে ঢোক ঢোক করে অতিকষ্টে গিলবে এবং তা গিলা তার জন্য সহজ হবে না। আসবে তার কাছে মউত সব দিক থেকে, কিন্তু সে মরবে না। অধিকতর সে আরো কঠোর শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।
 ২৮. আপনি কি তাদের লক্ষ্য করেন না, যারা আল্লাহর নিয়ামতের বদলে কুফরী করেছে এবং নামিয়ে এনেছে তাদের কাওমকে ধ্বংসের ক্ষেত্রে-
 ২৯. জাহান্নামের ; সেখানে তারা দক্ষীভূত হবে। আর কত নিকৃষ্ট এ আবাস স্থল।

সূরা হিজর, ১৫ : ৪৩, ৪৪

৪৩. আর অবশ্যই জাহান্নাম হলো প্রতিশ্রুত ঠিকানা ইব্লীসের সকল অনুসারীদের জন্য,
 ৪৪. এর রয়েছে সাতটি দরজা, প্রত্যেক দরজার জন্য আছে পৃথক পৃথক ভাগ।

○ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

১৮- لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۖ
وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ
مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ
لَافْتَدَوْا بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ
الْحِسَابِ ۖ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
وَبُئْسَ الْمِهَادُ ○

১৬- مِّنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۖ وَيُغْفَى
مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ○

১৭- يَنْجَرُوعَهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ
وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ
بِمَيِّتٍ ۚ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ○

২৮- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ
بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا
وَأَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ○

২৯- جَهَنَّمَ ۖ يَصْلَوْنَهَا
وَبُئْسَ الْقَرَارُ ○

৪৩- وَإِنَّ جَهَنَّمَ
لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ○

৪৪- لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ
لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ○

৪- عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ؕ وَإِنْ عُثِرْتُمْ
عُدْنَا مَوْجَعَلْنَا جَهَنَّمَ
لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ○

১৪- مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ
عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيدُ ثُمَّ
جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ۖ يَصْلَاهَا
مَدْمُومًا مَّدْحُورًا ○

১৫- قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ
فَإِنْ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مُّوَفَّورًا ○

২৯- وَقِيلَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ؕ مَنْ شَاءَ
فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۖ
إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا
وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُّوا بِمَاءٍ
كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ
بِئْسَ الشَّرَابُ ۖ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ○

৭৫- إِنَّهُ مِنْ يَاتِ رَبِّهِ
مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يَمُوتُ فِيهَا

রয়েছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরবেও
না বাঁচবেও না।

সূরা হাজ্জ, ২২ : ১৯, ২০, ২১, ২২, ৫১

১৯. আর যারা কুফরী করে, তাদের জন্য তৈরী করে রাখ হয়েছে আগুনের পোমাক। ঢেলে দেওয়া হবে তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি।
২০. যাতে বিগলিত হবে তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়াও,
২১. আর তাদের জন্য রয়েছে লোহার মুগুর।
২২. যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসতে চাবে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে, তখনই তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে সেখানে। আর বলা হবে : আত্মদান কর জ্বলনের আযাব।
৫১. আর যারা চেষ্টা করে আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করতে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ১০৩, ১০৪, ১০৫,
১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১,
১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫

১০৩. আর যার পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই ক্ষতি করেছে নিজেদের, তারা থাকবে জাহান্নামে চিরদিন।
১০৪. জ্বালিয়ে দেবে তাদের চেহারা আগুন, আর তারা সেখানে হবে বিকৃত চেহারার।
১০৫. আমার আয়াতসমূহ কি তোমাদের কাছে পাঠ করে শোনানো হতো না? অথচ তোমরা তা অস্বীকার করতে!
১০৬. তারা বলবে : হে আমাদের রব! দুর্ভাগ্য আমাদের পেয়ে বসেছিল,

আর আমরা ছিলাম এক গুমরাহ কাওম।

১০৭. হে আমাদের রব! বের করুন আমাদের জাহান্নাম থেকে। তারপর আমরা যদি আবার এরূপ করি, তবে তো আমরা হবো যালিম।

১০৮. আল্লাহ বলবেন : হীন অবস্থায় তোমরা এখানেই থাক এবং কোন কথা বলো না আমার সাথে।

১০৯. আমার বান্দাদের থেকে একদল ছিল, যারা বলতো : হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব মাফ করুন আমাদের এবং রহম করুন আমাদের প্রতি। আর আপনি তো সর্বোৎকৃষ্ট রহমকারী।

১১০. কিন্তু তোমরা তাদের গ্রহণ করেছিলে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে; এমন কি তা তোমাদের ভুলিয়ে দিয়েছিল আমার স্মরণকে। আর তোমরা তাদের নিয়ে হাসি তামাসা করতে।

১১১. আমি তো আজ তাদের সবরের দরুন। এমন পুরস্কার দিলাম যে, তারাই হলো প্রকৃত সফলকাম।

১১২. আল্লাহ বলবেন : তোমরা অবস্থান করে ছিলে পৃথিবীতে কত বছর?

১১৩. তারা বলবে : আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন বা দিনের কিছু অংশ; আপনি জিজ্ঞেস করুন গণনাকারী ফিরিশতাদের।

১১৪. আল্লাহ বলবেন : তোমরা তো অল্প-কালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে!

১১৫. তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি অনর্থক এবং

تَوَمَّا ضَالِّينَ ○

১০৭- رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا
فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ○

১০৮- قَالَ اخْسَوْا فِيهَا
وَلَا تُكَلِّمُونِ ○

১০৯- إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ
رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ○

১১- فَاتَّخَذْتُهُمْ سَحَرِيًّا
حَتَّىٰ أَسْوَكَمُ ذِكْرِي
وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ○

১১১- إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا
أَتَتْهُمْ هُمُ الْفَازُونَ ○
১১২- قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ
عَدَدَ سِنِينَ ○

১১৩- قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
فَسْأَلِ الْعَادِيْنَ ○

১১৪- قُلْ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا
لَّوْ أَتَيْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

১১৫- أَوْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ

তোমাদের আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?

সূরা নূর, ২৪ : ৫৭

৫৭. তুমি কখনো মনে করো না কাফিরদের যে, তারা ব্যর্থ করে দেবে আল্লাহর ইচ্ছাকে এ পৃথিবীতে। আর তাদের ঠিকানা তো জাহান্নাম, কত নিকৃষ্ট এ পরিণাম!

সূরা ফুরকান, ২৫ : ১১, ১২, ১৩, ১৪

১১. ... আর আমি প্রস্তুত করে রেখেছি জাহান্নাম তার জন্য যে অস্বীকার করে কিয়ামতকে,
১২. যখন দেখবে জাহান্নাম তাদের দূর থেকে, তখন তারা শুনতে পারে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার,
১৩. আর যখন তাদের নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে শৃংখলিত অবস্থায়, তখন তারা কামনা করবে সেখানে ধ্বংস।
১৪. তাদের বলা হবে : আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করো না বরং ধ্বংস কামনা কর বহুবারের জন্য।

সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৬৮

৬৮. আর তার চাইতে অধিক যালিম কে, যে মিথ্যা রচনা করে আল্লাহর বিরুদ্ধে। অথবা অস্বীকার করে সত্যকে তার কাছে তা আসার পর? জাহান্নাম-ই কি কাফিরদের ঠিকানা নয়?

সূরা সাজ্দা, ৩২ : ১৩, ১৪, ২০, ২১

১৩. আর আমি চাইলে অবশ্যই আমি দিতাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে হিদায়াত, কিন্তু আমার তরফ থেকে একথা অবধারিত যে, অবশ্যই আমি পূর্ণ

عَبَثًا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ ○

৫৭- لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا لَهُمْ فِي النَّارِ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ○

১১-.....وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ

بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ○

১২- إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ

سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ○

১৩- وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا

مُقَرَّبِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ○

১৪- لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا

وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ○

৬৮- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا

وَيُتَخَطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۖ أَفَبِالْبَاطِلِ

يُؤْمِنُونَ وَيَنْعِمُ اللَّهُ يَكْفُرُونَ ○

১৩- وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى

وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

করবো জাহান্নাম, জিন্ ও মানুষ উভয়কে দিয়ে।

○ جَعَيْنَ

১৪. সুতরাং তোমরা আশ্বাদন কর আযাব ; কেননা তোমরা ভুলে গিয়েছিলে আজকের দিনের সাক্ষাতকে; আমিও তোমাদের ভুলে গিয়েছি। আর তোমরা আশ্বাদন কর স্থায়ীশাস্তি তোমরা যা করতে সেজন্য।

۱۴- فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا
إِنَّا نَسِينَكُمُ
وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

২০. আর যারা গুনাহের কাজ করে, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তারা চাইবে, বেরিয়ে আসতে সেখান থেকে, তখনই তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে সেখানে এবং তাদের বলা হবে : তোমরা আশ্বাদন কর জাহান্নামের আযাব, যা তোমরা অস্বীকার করত।

۲۰- وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ
كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا
أُعِيدُوا فِيهَا
وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ
الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ○

২১. আর অবশ্যই আমি তাদের আশ্বাদন করাব হাল্কা শাস্তি কঠিন শাস্তির আগে, যাতে তারা ফিরে আসে।

۲۱- وَلَنَذِيقَنَّاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأُولَى
دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○

সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩৬, ৩৭

৩৬. আর যারা কুফরী করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না, যে তারা মরবে এবং লাঘবও করা হবে না তাদের থেকে জাহান্নামের আযাব। এভাবেই আমি শাস্তি দেই প্রত্যেক কাফিরদেরকে।

۳۶- وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ
لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا
وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا
كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ○

৩৭. আর তারা সেখানে চিৎকার করে বলবে : হে আমাদের রব! আপনি আমাদের বের করে নিন এখান থেকে, আমরা করবো ভাল কাজ, আগে যা করতাম তা করবো না। আল্লাহ বলবেন : আমি কি তোমাদের এতো দীর্ঘ জীবন দেইনি যে, কেউ তখন সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে

۳۷- وَهُمْ يَصْطَرِّخُونَ فِيهَا
رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا
غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ
أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ

পারতো? আর তোমাদের কাছে তো এসেছিল সতর্ককারী। সুতরাং তোমরা আশ্বাদন কর আযাব, আর নেই যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী।

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ : ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০

৬২. জান্নাতের এ সব আপ্যায়নের জন্য শ্রেয়, না যাক্কুম বৃক্ষ।

৬৩. আমি তো তা সৃষ্টি করে রেখেছি পরীক্ষা স্বরূপ যালিমদের জন্য,

৬৪. এতো এমন বৃক্ষ, যা জন্মায় জাহান্নামের তলদেশে।

৬৫. এর মোচা শয়তানের মাথার মত।

৬৬. আর তারা খাবে তা থেকে এবং তা দিয়ে পেট ভরবে।

৬৭. এ ছাড়াও তাদের জন্য থাকবে মিশ্রিত ফুটন্ত পানি।

৬৮. আর তাদের গন্তব্য স্থান তো জাহান্নাম।

৬৯. তারা তো পেয়েছিল তাদের পিতৃ-পুরুষদের।

৭০. এবং তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল।

সূরা ছোয়াদ, ৩৮ : ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪

৫৫. আর সীমালংঘন কারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস-

৫৬. জাহান্নাম, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রাম স্থল,

৫৭. এটা এরূপই! অতএব তারা আশ্বাদন করুক তা ফুটন্ত পানি ও পূঁজ।

৫৮. আরো আছে এ ধরনের অনেক শাস্তি।

مَنْ تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ
فَذُقُوا مِمَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ○

৬২- أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزْلاً أَمْ شَجَرَةُ الرَّقْمِ ○

৬৩- إِنَّا جَعَلْنَهَا فَتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ○

৬৪- إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ○

৬৫- طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئُوسُ الشَّيْطَانِ ○

৬৬- فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ

مِنْهَا فَمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا الْبُطُونِ ○

৬৭- ثُمَّ إِنَّ رَبَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ○

৬৮- ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَا إِلَى الْجَحِيمِ ○

৬৯- إِنَّهُمْ أَقْبَوُا أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ○

৭০- فَهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ○

৫৫- هَٰذَا وَادٍ لِلطَّغْيَتِ نَشْرَ مَا بِ ○

৫৬- جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَيَنْسِفُ إِلَيْهَا ○

৫৭- هَٰذَا ۖ فَلْيَذُقُوا حَمِيمًا وَعَسَاقٍ ○

৫৮- وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ○

৫৯. এ এক বাহিনী, হুড়াহুড়ি করে ঢুকছে তোমাদের সাথে, নেই কোন অভিভাদন তাদের জন্য। তারা তো জ্বলবে জাহান্নামের আগুনে।

৬০. তাদের অনুসারীরা বলবে : বরং তোমরাও, নেই কোন অভিভাদন তোমাদের জন্যও। তোমরাই তো আগে তা আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছে। কত নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল।

৬১. তারা বলবে : হে আমাদের রব! যে আমাদের এর সম্মুখীন করেছে, আপনি দ্বিগুণ করুন তার আযাব জাহান্নামে।

৬২. আর তারাও বলবে : কী হলো আমাদের যে, আমরা দেখছি না সে সব লোকদের, যাদের আমরা গণ্য করতাম নিকৃষ্ট বলে।

৬৩. তবে কি আমরা তাদের গ্রহণ করেছিলাম ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্ররূপে অথবা তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটেছে।

৬৪. এটা নিশ্চয় সত্য জাহান্নামীদের বাদ-প্রতিবাদ!

সূরা যুমার, ৩৯ : ৭১, ৭২

৭১. আর হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে কাফিরদের জাহান্নামের দিকে দলে দলে। তারপর যখন তারা উপস্থিত হবে জাহান্নামের কাছে, তখন খুলে দেয়া হবে এর দরজা-গুলো এবং বলবে তাদের জাহান্নামের প্রহরীরা আসেনি কি তোমাদের কাছে রাসূলগণ তোমাদেরই মধ্য থেকে, যাঁরা পাঠ করে শোনাত তোমাদের কাছে, তোমাদের রবের আয়াতসমূহ এবং সতর্ক করতো তোমাদের এ দিনের সাক্ষাত সম্বন্ধে? তারা বলবে : হ্যাঁ, এসেছিল। কিন্তু সত্য প্রমাণিত হলো আর রবের কথা কাফিরদের প্রতি।

৫৭- هَذَا قَوْمٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ

لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ

৬০- قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ

لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۚ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمَّوْهُ لَنَا

فَبِئْسَ الْقَرَارُ

৬১- قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا

فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ

৬২- وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا

كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ

৬৩- اتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا

أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ

৬৪- إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ

৭১- وَسَيُقَىٰ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ

مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ

آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُم

لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا

قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ

عَلَى الْكَافِرِينَ

৭২. তাদের বলা হবে : তোমরা প্রবেশ কর জাহান্নামের দরজা দিয়ে, চিরদিন থাকার জন্য সেখানে। কত নিকৃষ্ট ঠিকানা অহংকারীদের।

সূরা মু'মিন ৪০ : ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬

৪৭. আর যখন তারা পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে জাহান্নামে, তখন বলবে দুর্বলরা অহংকারীদের, আমরা তো ছিলাম তোমাদের অনুসারী। এখন কি তোমরা নিবারণ করবে আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাবের কিছু?

৪৮. অহংকারীরা বলবে : আমরা তো সবাই আছি জাহান্নামে। নিশ্চয় আল্লাহ তো ফয়সালা করে দিয়েছিলেন বান্দাদের মাঝে।

৪৯. আর জাহান্নামীরা বলবে এর প্রহরীদের তোমরা প্রার্থনা কর তোমাদের রবের কাছে, যেন তিনি হাল্কা করেন আমাদের থেকে কোন একদিনের আযাব।

৫০. তারা বলবে : আসিনি কি তোমাদের কাছে, তোমাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে? জাহান্নামীরা বলবে : হ্যাঁ, অবশ্যই এসেছিল। তখন প্রহরীরা বলবে : তবে তোমরাই প্রার্থনা কর। আর কাফিরদের প্রার্থনা তো নিষ্ফল ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬৯. আপনি কি লক্ষ্য করেন না তাদের প্রতি, যারা বিতর্ক করে আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে? কি ভাবে তাদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে?

৭০. যারা অস্বীকার করে কিতাব এবং তা যা দিয়ে আমি প্রেরণ করেছি আমার রাসূলদের, অচিরেই তারা জানতে পারবে।

৭২- قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبُئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ○

৪৭- وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ○

৪৮- قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا ۖ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ○

৪৯- وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ○

৫০- قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۖ قَالُوا فادْعُوا ۖ وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ○

৬৯- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنِّي يُضَرُّونَ ○

৭০- الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِآيَاتِنَا ۖ رُسُلُنَا بِهِ رُسُلُنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ○

৭১. যখন থাকবে বেড়ি তাদের গলায় এবং শিকলও তখন তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে—

৭২. ফুটন্ত পানিতে। এরপর তাদের জাহান্নামে দণ্ড করা হবে,

৭৩. পরে তাদের বলা হবে : কোথায় তারা যাদের তোমরা শরীক করতে—

৭৪. আল্লাহকে ছেড়ে? তারা বলবে : তারা তো উবে গেছে আমাদের থেকে; বরং আমরা তো এমন কিছুকে ডাকিনি এর আগে। এভাবেই আল্লাহ ভ্রান্তিতে লিপ্ত রাখেন কাফিরদের।

৭৫. এটা এজন্য যে, তোমরা উল্লাস করতে পৃথিবীতের অযথা এবং দস্ত করে বেড়াতে।

৭৬. তোমরা প্রবেশ কর জাহান্নামের বিভিন্ন দরজা দিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস অহংকারীদের!

সূরা হা-মীম-আস-সাজ্জদা, ৪১ : ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯

১৯. আর সেদিন একত্র করা হবে আল্লাহর দুশমনদের জাহান্নামের দিকে, সেদিন তাদের বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হবে;

২০. অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন সাক্ষ্য দেবে তাদের বিরুদ্ধে তাদের কান, চোখ এবং চামড়া তারা যা করতো সে সম্বন্ধে।

২১. আর তারা তাদের চামড়াকে বলবে : কেন সাক্ষ্য দিচ্ছ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে? তারা বলবে : আমাদের কথা বলার শক্তি দিয়েছেন আল্লাহ, যিনি কথা বলার শক্তি দিয়েছেন সব কিছুকে। আর

৭১- إِذِ الْأَغْلُلُ فِيَّ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ ○

৭২- فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ○

৭৩- ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ

৭৪- مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ○

৭৫- ذُكِّرْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ○

৭৬- ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ○

১৯- وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ○

২০- حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

২১- وَقَالُوا اجْلُودْهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সব কিছুকে। আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের প্রথমবার এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

২২. আর তোমরা গোপন করতে না এ জন্য যে, সাক্ষ্য দেবে না তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের চামড়া বরং তোমরা মনে করতে যে, নিশ্চয় আল্লাহ অনেক কিছুই জানেন না, যা তোমরা করতে।

২৩. এতো তোমাদের ধারণা মাত্র, যা তোমরা ধারণা করেছিলে তোমাদের রব সম্পর্কে যা তোমাদের ধ্বংস করেছে। ফলে, তোমরা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।

২৪. এখন তারা সবার করলেও জাহান্নাম-ই হবে তাদের আবাস। আর যদি তারা ওয়র আপত্তি করে, তবুও তাদের ওয়র কবুল করা হবে না।

২৫. আমি নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম তাদের জন্য কিছু সহচর, যারা শোভন করে দেখিয়েছিল তাদের যা ছিল তাদের সামনে এবং যা ছিল তাদের পেছনে। আর সত্য প্রমাণিত হয়েছে তাদের ব্যাপারে শাস্তির কথা তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানব সম্প্রদায়ের মত। তারা তো ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

২৬. আমি অবশ্যই আত্মদান করাব কাফিরদের কঠিন শাস্তি, আর অবশ্যই প্রতিফল দেব তাদের সে সব মন্দ কাজের, যা তারা করত।

২৮. এ জাহান্নাম, পরিণাম হলো আল্লাহর দুশমনদের, তাদের জন্য রয়েছে সেখানে স্থায়ী আবাস। এ হলো প্রতিফল আমার নির্দেশাবলী অস্বীকার করার কারণে।

وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

২২- وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ
عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ
وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ
لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ○

২৩- وَذُرِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي
ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ
فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

২৪- فَإِنْ يَصْهَرُوا قَالَ نَارٌ مِثْلُ
وَأِنْ يَسْتَعْجِلُوا
فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَجِلِينَ ○

২৫- وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ
فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ
فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ
وَإِلَٰهِ النَّاسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ○

২৬- فَلَنَذِيْقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي
كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

২৮- ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ
لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ
جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ○

২৯. আর কাফিররা বলবে : হে আমাদের রব! আপনি দেখান আমাদের তাদের যারা গুমরাহ করেছে আমাদের জিন্ ও ইনসানের মধ্য থেকে, আমরা পদদলিত করবো তাদের উভয়কে, যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭

৭৪. নিশ্চয় অপরাধীরা থাকবে জাহান্নামের আযাবে চিরকাল।
৭৫. লাঘব করা করা হবে না তাদের থেকে আযাব, আর তারা তাতে হতাশ হয়ে পড়বে।
৭৬. আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল যালিম।
৭৭. তারা চিৎকার করে বলবে : হে জাহান্নামের ফিরিশতা মালিক ! আমাদের যেন শেষ করে দেন তোমার রব। সে বলবে : তোমরা তো এভাবেই থাকবে।

সূরা দুখান, ৪৪ : ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯

৪৩. নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ—
৪৪. তাতো গুনাহগারের খাদ্য—
৪৫. তা গলিত তামার মত ; তা ফুটতে থাকবে তাদের পেটে,
৪৬. ফুটন্ত পানির মত।
৪৭. ফিরিশ্‌তাদের বলা হবে : ওকে পাকড়াও কর এবং টেনে নিয়ে যাও ওকে জাহান্নামের মাঝখানে,
৪৮. তারপর ঢেলে দাও ওরব মাথার উপর ফুটন্ত পানির শাস্তি,
৪৯. তাকে বলা হবে : স্বাদ গ্রহণ কর আযাবের, তুমি তো ছিলে শাস্তিধর, সম্মানিত।

২৭- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا
الَّذِينَ أَضَلَّنا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ
نَجْعَلُهُما تَحْتَ أَقْدامِنّا لِيَكُونّا
مِنَ الْأَسْفَلِينَ ○

৭৫- إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ
خَالِدُونَ ○
৭৬- لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ○
৭৭- وَمَا ظَلَمْنَهُمْ
وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ○
৭৮- وَنَادَوْا يُلِيكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ
قَالَ إِنَّكُمْ مُكْشَوْنَ ○

৪৩- إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ○
৪৪- طَعَامُ الْإِثْمِ ○
৪৫- كَالْمُهْلِ ۖ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ○
৪৬- كَغَلِيِّ الْحَمِيمِ ○
৪৭- خَذُّوهُ
فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ○
৪৮- ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ
مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ○
৪৯- ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ○

সূরা জাছিয়া, ৪৫ : ৭, ৮, ৯, ১০

৭. দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী
গুনাহগারের জন্য,
৮. সে শোনে আল্লাহর আয়াতসমূহ, যা
তার কাছে পাঠ করে শোনানো হয়,
তারপরও সে অটল থাকে কুফরীর
উপর-অহংকার বশে, যেন সে তা
গুনেইনি। অতএব তাকে সংবাদ দিন
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির।
৯. আর যখন সে জানতে পারে আমার
কোন আয়াত সম্পর্কে তখন সে তো
নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য
রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।
১০. আর তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম,
তাদের কোন কাজে আসবে না তাদের
কৃতকর্ম এবং তারাও নয় যাদের তারা
গ্রহণ করেছে অভিভাবকরূপে আল্লাহর
পরিবর্তে। আর তাদের জন্য রয়েছে
মহাশাস্তি।

সূরা ফাতহু, ৪৮ : ৬

৬. আর ইহা এজন্য যে, তিনি শাস্তি দেবেন
মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের
এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের
যারা আল্লাহ সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ
করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাদুর্ভোগ,
আল্লাহ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং
তাদের লা'নত করেছেন এবং তৈরী
করে রেখেছেন তাদের জন্য জাহান্নাম।
আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস।

সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ৪৩, ৪৪

৪৩. এতো সেই জাহান্নাম, যা অস্বীকার
করতো অপরাধীরা।
৪৪. তারা ছুটাছুটি করবে জাহান্নাম ও ফুটন্ত
গরম পানির মাঝে।

৭- وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

৮- يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ
ثُمَّ يَصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا
فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

৯- وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا
اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

১০- مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ

وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا

وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ۚ

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

৬- وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ

وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ

الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ ۚ

عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللَّهُ

عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۚ

وَسَاءَتْ مَصِيرًا

৪৩- هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ

بِهَا الْمُجْرِمُونَ

৪৪- يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آِنٍ

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪,
৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১,
৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৯২, ৯৩,
৯৪, ৯৫

৪১. আর বাম দিকের দল, কত হতভাগা
বাম-দিকের দল

৪২. তারা থাকবে জাহান্নামের অত্যাশংক্য বায়ু ও
ফুটন্ত পানিতে,

৪৩. কালবর্ণের ধোয়ার ছায়ায়।

৪৪. ঠাণ্ডা নয়, আর আরামদায়কও নয়।

৪৫. কেননা, তারা তো ছিল এর আগে ভোগ
বিলাসে মগ্ন।

৪৬. আর তারা লিপ্ত ঘোরতর গুনাহের
কাজে।

৪৭. তারা বলতো : যখন আমরা মরে যাব
এবং পরিণত হবো মাটি ও হাড়ে,
তখনও কি আমাদের আবার জীবিত
করে উঠানো হবে?

৪৮. এবং আমাদের পূর্ববর্তী বাপদাদাদেরও?

৪৯. আপনি বলুন : অবশ্যই, পূর্ববর্তীদের ও
এবং পরবর্তীদেরও—

৫০. সবাইকে একত্র করা হবে এক নির্দিষ্ট
দিনের নির্ধারিত সময়ে।

৫১. তারপর হে গুমরাহ, অস্বীকারকারীরা

৫২. অবশ্যই তোমরা খাবে যাক্কুম গাছ
থেকে,

৫৩. আর পূর্ণ করবে তা দিয়ে তোমাদের
পেট,

৫৪. তারপর তোমরা পান করবে এ ছাড়াও
ফুটন্ত পানি,

৫৫. তা পান করবে পিপাসায় কাতর উটের
মত।

৫১- وَاصْحَبُ الشِّمَالِ

○ مَا اصْحَبُ الشِّمَالِ

৫২- فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ○

৫৩- وَظِلٍّ مِّنْ يَحُومٍ ○

৫৪- لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ○

৫৫- إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ○

৫৬- وَكَانُوا يُصْرَوْنَ

○ عَلَى الْحِنْتِ الْعَظِيمِ

৫৭- وَكَانُوا يَقُولُونَ لَا يُبْذَرُ مِنَّا

○ وَكَانُوا ثَرَابًا وَعِظَامًا ؕ إِنَّا لَنَبْعَثُثُونِ

৫৮- أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ○

৫৯- قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ○

৫০- لَمَجْمُوعُونَ ؕ إِلَىٰ مِيقَاتِ

○ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

৫১- ثُمَّ إِنَّكُمْ إِلَيْهَا تَصَالُونَ الْمَكْذِبُونَ ○

৫২- لَا تَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زُقُومٍ ○

৫৩- فَمَا لَكُمْ مِنْهَا الْبُطُونِ ○

৫৪- فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ○

৫৫- فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ○

৫৬. এই হবে তাদের মেহমানদারী
কিয়ামতের দিন।

৯২. তবে যদি সে হয় অস্বীকারকারী এবং
গুমরাহদের থেকে—

৯৩. তা হলে, তার জন্য রয়েছে মেহমানদারী
ফুটন্ত পানির,

৯৪. এবং জাহান্নামের দহন,

৯৫. অবশ্যই এ হলো ধ্রুব সত্য।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ৮

৮. আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেন না,
যাদের নিষেধ করা হয়েছিল গোপন
পরামর্শ করতে? তারপর তারা পুনরাবৃত্তি
করে তা যা তাদের নিষেধ করা হয়েছিল
এবং তারা পরস্পর গোপন পরামর্শ
করে গুনাহের কাজে, সীমালংঘনে ও
রাসূলের বিরুদ্ধাচারণে আর যখন তারা
আসে আপনার কাছে, তখন তারা
আপনাকে অভিবাদন করে এমন কথা
দিয়ে, যা দিয়ে আল্লাহু আপনাকে
অভিবাদন করেননি। আর তারা মনে
মনে বলে : কেন আল্লাহ আমাদের
শাস্তি দেন না আমরা যা বলি তার জন্য?
জাহান্নামই যথেষ্ট তাদের জন্য, সেখানে
তারা প্রবেশ করবে, আর কত নিকৃষ্ট সে
প্রত্যাবর্তন স্থল!

সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৬, ৯

৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা রক্ষা
কর নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-
পরিজনদের জাহান্নামের আগুন থেকে,
যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর,
সেখানে নিয়োজিত আছে নির্মম
হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফিরিশতারা, যারা
অমান্য করে না আল্লাহ যা আদেশ
করেন তা এবং তারা তাই করে যা
তাদের আদেশ করা হয়।

৫৬- هَذَا نَزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ○

৯২- وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكْذِبِينَ
الضَّالِّينَ ○

৯৩- فَتَزُلُّ مِنْ حَيْثُ ○

৯৪- وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٍ ○

৯৫- إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ○

৮- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى
تُمْ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ
وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ
وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ
وَإِذَا جَاؤُكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ
وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ
لَوْلَا يَعَذِّبُنا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ
حَسِبُنا جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا
فَبُئْسَ الْمَصِيرُ ○

৬- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ
لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ○

১- يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ
وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

৬- وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۚ
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

৭- إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا
لَهَا شَهيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۝

৮- تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۚ

كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا
أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝

৯- قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ۙ
فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ
إِنَّا أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۝

১০- وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ
أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

১১- فَأَعْتِرِفُوا بِذُنُوبِهِمْ ۚ
فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

২৫- وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۙ
فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي

আমাকে যদি দেয়াই না হতো আমার
আমলনামা,

২৬. এবং আমি যদি না জানতাম, আমার
হিসাব!

২৭. হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ
হতো!

২৮. কোন কাজেই আসল না আমার ধন-
সম্পদ!

২৯. শেষ হয়ে গেছে আমার ক্ষমতা!

৩০. ফিরিশ্তাদের বলা হবে : ওকে ধর
এবং তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও,

৩১. এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

৩২. তারপর তাকে শৃঙ্খলিত করা হবে সত্তর
হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে;

৩৩. কেননা, সে তো ঈমান রাখতো না,
মহান আল্লাহর প্রতি।

৩৪. এবং সে উৎসাহিত করতো না
মিস্কীনকে অনুদানে।

৩৫. অতএব আজ নেই তার জন্য এখানে
কোন বন্ধু,

৩৬. এবং নেই কোন খাবার ক্ষতনিঃসৃত পূঁজ
ছাড়া।

সূরা জিন্, ৭২ : ২৩

২৩. আর যে কেউ অমান্য করবে আল্লাহ ও
তাঁর রাসূলকে, অবশ্যই তার জন্য
রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে
তারা স্থায়ীভাবে চিরদিন থাকবে।

সূরা মুযাম্মিল, ৭৩ : ১২, ১৩

১২. নিশ্চয় আমার কাছে আছে বেড়ী এবং
জাহান্নাম,

১৩. আরো আছে এমন খাবার, যা গলায়
আটকে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

لَمْ أَوْتَ كِتَابِيَهٗ

২৬- وَكَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيَهٗ

২৭- يَلِيَّتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَهٗ

২৮- مَا أَعْنَى عَنِّي مَا لِيَهٗ

২৯- هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهٗ

৩০- خُذُوهُ فَغُلُّوهُ

৩১- ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ

৩২- ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ

ذُرْعَهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَلْيَسْكُوهُ

৩৩- إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ

৩৪- وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ

৩৫- فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ

৩৬- وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ

২৩- إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا

১২- إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا

১৩- وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا

সূরা মুদাস্‌সির, ৭৪ : ২৬, ২৭, ২৮, ২৯,
৩০, ৩১, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯,
৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬,
৪৭

২৬. অচিরেই আমি তাকে দাখিল করবো
'সাকার' নামক জাহান্নামে।

২৭. আর তুমি কি জান, 'সাকার' কী?

২৮. তা তাদের জ্যাস্ত রাখবে না এবং
মেরেও ফেলবে না।

২৯. তা তো জ্বালিয়ে দিবে গায়ের চামড়া।

৩০. সাকারের তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশজন
প্রহরী।

৩১. আর আমি জাহান্নামের প্রহরী করিনি
কাউকে ফিরিশতা ছাড়া এবং আমি
উল্লেখ করেছি তাদের সংখ্যা কেবল
কাফিরদের পরীক্ষা স্বরূপ, যাতে
কিতাবীদের দৃঢ় বিশ্বাস হয় এবং
মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আর যাতে
সন্দেহ পোষণ না করে কিতাবীরাও
মু'মিনরা এবং এজন্য যে, যাদের
অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা এবং যারা
কুফরী করেছে তারা বলবে : আল্লাহ্ কি
বুঝাতে চান এ অভিনব উক্তি দিয়ে? এ
ভাবেই আল্লাহ্ গুমরাহ করেন যাকে চান
এবং হিদায়াত দান করেন যাকে চান।
আর কেউ জানে না আপনার রবের
বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া। আর
জাহান্নামের এ বর্ণনা তো মানুষের জন্য
উপদেশ।

৩৫. এ জাহান্নাম তো হলো ভয়াবহ
বিপদসমূহের অন্যতম,

৩৬. মানুষের জন্য সতর্ককারী,

৩৭. তোমাদের মধ্যে তার জন্য, যে অগ্রসর
হতে চায় অথবা পিছিয়ে পড়তে চায়।

২৬- سَاَصْلِيْهِ سَقَرٌ ۝

২৭- وَمَا اَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ۝

২৮- لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ ۝

২৯- لَوْ اَحَاطَ لِلْبَشْرِ ۝

৩০- عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝

৩১- وَمَا جَعَلْنَا اَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلَائِكَةً
وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً
لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۝۲۱ لِّیَسْتَفِیْقَنَّ الَّذِیْنَ اُوْتُوْا
الْكِتٰبَ وِیَزِدَّادَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَیْمَانًا
وَلَا یُرَتَابَ الَّذِیْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ
وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۝۲۲ وَلَیَقُوْلَنَّ الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ
مَّرَضٌ وَّاَلْکُفْرُوْنَ مَا ذَا اَرَادَ اللّٰهُ
بِهٰذَا مَثَلًا ۝۲۳ کَذٰلِکَ یُضِلُّ اللّٰهُ
مَنْ یَّشَآءُ وَیَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ ۝
وَمَا یَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّکَ اِلَّا هُوَ
وَمَا هِیَ اِلَّا ذِکْرٰی لِلْبَشْرِ ۝

৩৫- اِنَّهَا لَاحِدٰی الْکَبْرِ ۝

৩৬- نَذِیْرًا لِلْبَشْرِ ۝

৩৭- لِّیَنْ شَآءَ مِنْکُمْ اَنْ یَّتَقَدَّمَ اَوْ یَتَاَخَّرَ ۝

৩৮. প্রত্যেক মানুষই নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী,
৩৯. তবে ডান দিকের দল নয়
৪০. তারা থাকবে জান্নাতে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে
৪১. অপরাধীদের সম্পর্কে।
৪২. কিসে তোমাদের প্রবেশ করানো এ 'সাকারে'?
৪৩. তারা বলবে : আমরা সালাত কায়মকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না,
৪৪. আর আমরা মিস্কীনদেরও খাওয়াতাম না,
৪৫. বরং আমরা নিমগ্ন ছিলাম বিভ্রান্তিমূলক আলোচনাকারীদের সাথে।
৪৬. আর আমরা অস্বীকার করতাম বিচারদিনকে,
৪৭. আমাদের কাছে মৃত্যু আসা পর্যন্ত।

সূরা দাহর, ৭৬ : ৪

৪. আমি তো প্রস্তুত করে রেখেছি কাফিরদের জন্য শিকল, বেড়ী ও জাহান্নামের আগুন।

সূরা নাবা, ৭৮ : ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

২১. নিশ্চয় জাহান্নাম রয়েছে ওঁর পেতে,
২২. সীমালংঘনকারীদের জন্য তা ঠিকানা,
২৩. সেখানে তারা আশ্বাদন করবে না কোন ঠাণ্ডা, আর না কোন পানীয়
২৫. ফুটন্ত পানি ও পূঁজ ছাড়া ;
২৬. এ সব হলো উপযুক্ত প্রতিফল।
২৭. তারা কখনো আশংকা করতো না হিসাবের,

৩৮- كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝

৩৯- إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۝

৪০- فِي جَنَّاتٍ شَتَّىٰ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۝

৪১- عَنِ الْمَجْرِمِينَ ۝

৪২- مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۝

৪৩- قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۝

৪৪- وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمِسْكِينَ ۝

৪৫- وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝

৪৬- وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝

৪৭- حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْيَقِينَ ۝

৪- إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ

سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ۝

২১- إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝

২২- لِلظَّالِمِينَ مَا بَأْسًا ۝

২৩- لَيْشِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ۝

২৫- إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۝

২৬- جَزَاءً وَكَفًّا ۝

২৭- إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝

২৮. আর তারা অস্বীকার করতো আমার নিদর্শনাবলী দৃঢ়ভাবে।
২৯. আর সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে।
৩০. অতএব তোমরা আশ্বাদন কর, আর আমি তো কেবল বৃদ্ধি করবো তোমাদের আযাব।

সূরা বুরাজ, ৮৫ : ১০

১০. নিশ্চয় যারা বিপদাপন্ন করেছে মু'মিন নারী ও মু'মিন পুরুষদের এবং পরে তাওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব; আরো রয়েছে তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

সূরা আ'লা, ৮৭ : ১১, ১২, ১৩

১১. আর যে উপেক্ষা করবে উপদেশ, সে তো নিতান্ত হতভাগা,
১২. সে প্রবেশ করবে ভয়ংকর জাহান্নামে
১৩. তারপর সে সেখানে মরবেও না এবং বাঁচবেও না।

সূরা লাইল, ৯২ : ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

১৪. আর আমি তো সতর্ক করেছি তোমাদের লেলিহান আগুন সম্পর্কে,
১৫. তাতে প্রবেশ করবে সে হতভাগা,
১৬. যে অস্বীকার করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়।
১৭. আর সেখানে থেকে দূরে রাখা হবে সে মুত্তাকীকে,
১৮. যে দান করে নিজের মাল পরিশুদ্ধির জন্য।

সূরা বায়্যিনা, ৯৮ : ৬

৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে আহলে কিতাব ও মুশরিকদের থেকে তারা

২৮- وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا

২৯- وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا

৩০- فَذُوقُوا

فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

১০- إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ
وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

১১- وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى

১২- الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى

১৩- ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى

১৪- فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى

১৫- لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى

১৬- الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى

১৭- وَسَيَجْزِيهَا الْأَتْقَى

১৮- الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى

৬- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ

থাকবে জাহান্নামের আগুনে, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। তারাই সৃষ্টির অধম।

فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ○

সূরা হুমাযা, ১০৪ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

১. দুর্ভোগ প্রত্যেক এমন লোকের জন্য, যে লোকের নিন্দা করে সামনে ও পেছনে।
২. যে জমা করে সম্পদ এবং তা বারবার গণনা করে;
৩. সে মনে করে যে, তার সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে।
৪. কখনো নয়, সে তো নিষ্কিণ হবে হুতামায়,
৫. আর কিসে জানাবে তোমাকে সে হুতামা কী?
৬. তা হলো আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন,
৭. যা গ্রাস করবে হৃদয়কে।
৮. নিশ্চয় তা তাদের উপর পরিবেষ্টিত করা হবে,
৯. সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহে

১- وَيُلْ تَكُلْ هُمَزَةً لَّكُزَّةٍ ○

২- الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ○

৩- يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ○

৪- كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ○

৫- وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ○

৬- نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ ○

৭- الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْإِنْدَادَةِ ○

৮- إِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ ○

৯- فِي عَذَابٍ مُّتَدَاةٍ ○

সূরা লাহাব, ১১১ : ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু'হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।
২. কোন কাজে আসেনি তার ধন সম্পদ, আর না তার উপার্জন।
৩. অচিরেই সে প্রবেশ করবে জাহান্নামের লেলিহান আগুনে,
৪. এবং তার স্ত্রীও যে জ্বালানী কাঠ বহন করে,
৫. তার গলায় রয়েছে পাকানো রশি।

১- تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ○

২- مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ○

৩- سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ○

৪- وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ○

৫- فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ○

সূরা বাকারা, ২ : ৬, ৭, ১১৭, ১৭২

৬. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে তাদের কাছে সবই সমান, আপনি তাদের সতর্ক করুন বা না করুন তারা ঈমান আনবে না।

৭. আল্লাহ্ মোহর করে দিয়েছেন তাদের অন্তর ও কানে, আর তাদের চোখের উপর আছে পর্দা এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

১১৭. আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের অস্তিত্ব দানকারী। আর যখন তিনি কোন কিছু করতে চান, তখন তিনি তার জন্য শুধু বলেন : 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।

২৭২. তাদের হিদায়াতের দায়িত্ব আপনার নয়। বরং আল্লাহ্ হিদায়েত দেন, যাকে চান

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২৬, ৭৩, ৭৪,
১৪৫, ১৫৪

২৬. বলুন : সমস্ত ক্ষমতার মালিক হে আল্লাহ্। আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দেন এবং যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। আর আপনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। আপনারই হাতে সমস্ত কল্যাণ। আপনি সর্ব বিষয়ে সর্বশ-ক্তিমান।

৭৩. আপনি বলুন : নিশ্চয় সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহ্র হাতে, তিনি দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ।

৭৪. তিনি খাস্ করে নেন যাকে চান তাঁর রহমতের জন্য। আর আল্লাহ্ মহানুগ্রহশীল।

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম খণ্ড)—৬২

৬- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

৭- خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ
وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ○

১১৭- بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ ○

২৭২- لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

২৬- قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ
تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ
مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

৭৩- ... قُلِ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

৭৪- يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

১৪৫. আর কারো মৃত্যু হতে পারে না আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে, কেননা তা লিপিবদ্ধ, নির্ধারিত। আর কেউ পার্থিব কল্যাণ চাইলে, আমি তাকে তার কিছু দেই কেউ আখিরাতের কল্যাণ চাইলে আমি তাকে তার কিছু দেই। আর আমি অচিরেই পুরস্কার দিব কৃতজ্ঞদের।

১৪৮. আপনি বলুন : সমস্ত বিষয় আল্লাহরই ইচ্ছায়। তারা গোপন রাখে নিজেদের মনে, যা তারা প্রকাশ করে না আপনার কাছে। আর বলে, যদি থাকতো আমাদের এ ব্যাপারে কোন অধিকার, আমরা নিহত হতাম না এখানে। বলুন, যদি তোমরা থাকতে তোমাদের ঘরে, তবুও অবশ্যই বের হতো তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানের জন্য, যাদের জন্য নিহত হওয়া লিপিবদ্ধ ছিল। ইহা এজন্য যে, আল্লাহ পরীক্ষা করেন যা আছে তোমাদের অন্তরে তা; এবং পরিশোধন করেন যা আছে তোমাদের অন্তরে তাও। আল্লাহ সর্বজ্ঞ সে সম্বন্ধে যা আছে অন্তরে।

সূরা নিসা , ৪ : ৭৮, ৮৮

৭৮. তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মউত তোমাদের ধরবেই, যদিও তোমরা থাক সুউচ্চ মজবুত দুর্গে। আর যদি তাদের কোন কল্যাণ হয়, তবে তারা বলে : এতো আল্লাহর তরফ থেকে। বলুন : সব কিছুই আল্লাহর তরফ থেকে। এ লোকদের কি হলো যে, তারা কোন কিছুই বুঝতে চায় না।

৮৮. তোমরা কি সৎপথে পরিচালিত করতে চাও তাকে, যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আর কাউকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করলে তুমি কখনো পাবে না তার জন্য কোন পথ।

১৪৫- وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَلَاءَ وَمَنْ يُّرَدُّ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يُّرَدُّ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّكِرِينَ ○

১৪৮- قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۚ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۚ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَهُنَا ۚ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ۚ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

৭৮- أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ○

৮৮- ۝۸۸- أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلًا ○

সূরা আন'আম, ৬ : ২, ১৭, ৩৮, ৫৯

২. তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন এক মেয়াদ এবং তাঁর কাছে আছে একটি নির্ধারিত কাল, এরপরও তোমরা সন্দেহ কর।

১৭. আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে কেউ নেই তা বিদূরিত করার তিনি ছাড়া। আর তিনি যদি তোমাকে কোন কল্যাণ দান করেন, তিনিই তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩৮. পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই, আর না এমন কোন পাখী আছে, যা নিজ ডানার সাহায্যে উড়ে, কিন্তু তারা তো তোমাদের মত এক একটি জাতি। আমি বাদ দেইনি কোন কিছু কিতাবে, এরপর তাদের একত্র করা হবে তাদের রবের কাছে।

৫৯. আর আল্লাহরই কাছে রয়েছে অদৃশ্যের চাবি, তা তিনি ছাড়া কেউ জানে না। আর তিনি জানেন, যা কিছু আছে স্থলে ও জলে। একটি পাতাও পড়ে না তাঁর অজ্ঞাতসারে আর না একটি শস্যকণা যমীনের অন্ধকারে। আর না কোন রসযুক্ত এবং না কোন গুফ বস্তুও, যা নেই সুস্পষ্ট কিতাবে।

সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩৪, ১৮৮

৩৪. আর প্রত্যেক জাতির জন্য আছে নির্দিষ্ট সময়। যখন আসবে তাদের নির্দিষ্ট সময়, তখন তারা পিছিয়ে নিতে পারবে না মুহূর্তকাল এবং এগিয়ে আনতে পারবে না।

১৮৮. বলুন : আমার কোন ক্ষমতা নেই আমার নিজের ভাল কিম্বা মন্দের,

۲- هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ

ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۖ
وَاجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَنْتَرُونَ ○

۱۷- وَإِنْ يَسْسَسْكَ اللَّهُ بَضْرًا فَلَا كَاشِفَ
لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يَسْسَسْكَ بِخَيْرٍ
فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

۳۸- وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ
أَمْثَلَكُمْ ۚ مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ
مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ○

۵۹- وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ
لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا
وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمٍ إِلَّا رَاضٍ وَلَا رَطْبٍ
وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ○

۳۴- وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ○

۱۸۸- قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا

আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া। আর আমি যদি গায়ব জানতাম, তবে তো আমি লাভ করতাম প্রভূত কল্যাণ এবং স্পর্শ করতো না আমাকে কোন অকল্যাণই। আমি তো কেবল সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা সে লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে।

সূরা আনফাল, ৮ : ৪৪, ৬৮

৪৪. আর স্মরণ কর, যখন তোমরা তাদের সম্মুখীন হয়েছিলে, তখন আল্লাহ্‌ তাদেরকে কম দেখিয়েছিলেন তোমাদের দৃষ্টিতে এবং তোমাদেরকেও কম দেখিয়েছিলেন তাদের দৃষ্টিতে, যাতে আল্লাহ্‌ সংঘটিত করেন, যা ঘটনার ছিল তা। আল্লাহ্‌রই দিকে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়।

৬৮. যদি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ফয়সালা পূর্বেই লিপিবদ্ধ না থাকতো, তাহলে অবশ্যই তোমাদের স্পর্শ করতো, যা তোমরা গ্রহণ করেছ সেজন্য মহাশাস্তি।

সূরা তাওবা, ৯ : ৫১

৫১. আপনি বলুন : আমাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হবে না, আল্লাহ্‌ আমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন তা ছাড়া। তিনিই আমাদের অভিভাবক, আর আল্লাহ্‌রই উপর মু'মিনরা ভরসা করুক।

সূরা ইউনুস, ১০ : ১১, ১৯, ৪৯, ৯৬, ৯৭, ১০০, ১০৭,

১১. আর যদি আল্লাহ্‌ জলদি করতেন মানুষের জন্য অকল্যাণ, যেভাবে তারা জলদি চায় তাদের জন্য কল্যাণ; তাহলে অবশ্যই তাদের মেয়াদ পরিপূর্ণ হয়ে যেতো। সুতরাং যারা আমার সাক্ষাতের আশা

مَا شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ
لَاسْتَكْنَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ
السُّوءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ
وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

٤٤- وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ
إِذِ اتَّقَيْتُمْ فِي أَغْيُنِكُمْ قَلِيلًا
وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَغْيُنِهِمْ
لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ○

٦٨- لَوْلَا كُتِبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقٌ لِّسَّكُمْ
فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

٥١- قُلْ لَّنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كُتِبَ
اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا
وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

١١- وَلَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ
اسْتَعْجَلَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ
أَجَلُهُمْ،

রাখে না, তাদের আমি তাদের অবাধ্যতায়
উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে দেই।

১৯. আর মানুষ ছিল একই উম্মাত, পরে
তারা মতভেদ সৃষ্টি করে। আর যদি না
থাকতো পূর্বে ঘোষণা আপনার রবের
তরফ থেকে, তাহলে অবশ্যই ফয়সালা
হয়ে যেতো, যে বিষয়ে তারা নিজেদের
মধ্যে মতভেদ ঘটায় তার।

৪৯. বলুন : আমি ইখতিয়ার রাখি না আমার
জন্য অকল্যাণের আর না কল্যাণের,
তবে আল্লাহ যা চান তা ছাড়া, প্রত্যেক
জাতির রয়েছে একটা নির্দিষ্ট সময়,
যখন এসে যাবে তাদের সে সময় তখন
তারা মুহূর্তকালও তা পিছাতে পারবে না
এগিয়ে আনতে পারবে।

৯৬. নিশ্চয় যাদের বিরুদ্ধে সাব্যস্ত হয়ে
গেছে আপনার রবের কথা, তারা ঈমান
আনবে না—

৯৭. যদিও আসে তাদের কাছে প্রতিটি
নির্দর্শন, যে পর্যন্ত না তারা প্রত্যক্ষ
করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১০০. কারো সাধ্য নেই ঈমান আনার আল্লাহর
অনুমতি ব্যতিরেকে, আর তিনি
অপবিত্রতা আরোপ করেন তাদের উপর
যারা অনুধাবন করে না।

১০৭. আর যদি আল্লাহ তোমাকে ক্রেশ দেন,
তবে তা বিদূরিত করার কেউ নেই তিনি
ছাড়া। আর তিনি যদি মঙ্গল চান, তবে
তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই।
তিনি দান করেন স্বীয় অনুগ্রহ, তার
বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান। তিনি
পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা হূদ, ১১ : ১১০

১১০. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে
কিতাব, তারপর মতভেদ ঘটাইল

فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا

فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ○

১৭- وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً

فَاخْتَلَفُوا ○

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ

بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

৪৭- قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ

إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً

وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ○

৯৬- إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ

كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ○

৯৭- وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ

حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ○

১০০- وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوَمِّنَ

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ

عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ○

১০৭- وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ

لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يَرِدْكَ بَخِيرٌ

فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ

يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ

وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

১১০- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

তাতে। আর যদি না থাকতে পূর্বে সিদ্ধান্ত আপনার রবের পক্ষ থেকে তাহলে অবশ্যই ফয়সালা হয়ে যেত তাদের মাঝে। আর তারা তো রয়েছে এ ব্যাপারে ভ্রান্তিকর সন্দেহে।

সূরা ইউসুফ, ১২ : ৬৭

৬৭. আর ইয়াকুব বললো : হে আমার ছেলেরা! তোমরা প্রবেশ করবে না এক দরজা দিয়ে, বরং প্রবেশ করবে ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে। আর আমি কিছুই করতে সক্ষম নই তোমাদের জন্য আল্লাহর ফয়সালার বিরুদ্ধে। ফয়সালা তো আল্লাহরই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি, তাঁরই উপর ভরসা করুক ভরসাকারীরা।

সূরা রা'দ, ১৩ : ৩৮, ৩৯

৩৮. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম আপনার পূর্বে অনেক রাসূল এবং দিয়েছিলাম তাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি। আর কোন রাসূলের কাজ নয় যে, সে উপস্থিত করবে কোন মু'জিয়া আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে। প্রত্যেক নির্ধারিত ভাগ্য আছে লিপিবদ্ধ।

৩৯. আল্লাহর মিটিয়ে দন, যা তিনি চান এবং প্রতিষ্ঠিত রাখেন যা তিনি চান, আর তাঁরই কাছে আছে উন্মুল কিতাব।

সূরা হিজর, ১৫ : ৪, ৫

৪. আর আমি ধ্বংস করিনি কোন জনপদ, কিন্তু তার জন্য ছিল একটি নির্দিষ্ট লিপিবদ্ধ কাল।

৫. কোন জাতি এগিয়ে আনতে পারে না তার নির্দিষ্ট কালকে, আর না পিছিয়ে নিতে পারে।

فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۖ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۝

৬৭- وَقَالَ يَبْنَئِ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

৩৮- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ يَكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ ۝

৩৯- يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝

৪- وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ۝

৫- مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝

সূরা নাহল, ১৬: ৬১

৬১. আর যদি আল্লাহ্ পাকড়াও করতেন মানুষকে তাদের যুলুমের জন্য, তাহলে তিনি রেহাই দিতেন না পৃথিবীতে কোন প্রাণীকেই, কিন্তু তিনি তাদের অবকাশ দেন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। তারপর যখন আসে তাদের সময়, তখন তারা তা মুহূর্তকাল পিছিয়েও নিতে পারে না, আর না এগিয়ে আনতে পারে।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৪

৪. আর আমি আমার ফয়সালা জানিয়ে দিয়েছিলাম বনু ইসরাঈলকে কিতাবে, অবশ্যই তোমরা ফাসাদ সৃষ্টি করবে পৃথিবীতে দু'বার এবং অতিশয় অহংকার স্ফীত হবে।

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ২১, ৩৫

২১. ফিরিশতা বললো : এরূপই হবে। তোমার রব বলেছেন : এরূপ করা আমার জন্য সহজ, আর আমি করবো তাকে এক নিদর্শন মানুষের জন্য এবং রহমত আমার তরফ থেকে। এতো স্থিরকৃত ফয়সালা।

৩৫. যখন আল্লাহ্ কোন কিছু করতে স্থির করেন, তখন তার জন্য শুধু বলেন : হও এবং তা হয়ে যায়।

সূরা তাওবা, ২০ : ১২৯

১২৯. আর যদি না থাকতো আপনার রবের তরফ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং এক নির্ধারিত কাল, তাহলে শাস্তি অবশ্যজ্ঞাবী হতো।

সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৩৫

৩৫. প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর আমি তোমাদের পরীক্ষা করি মন্দ

৬১- وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ۝

১- وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝

২১- قَالَ كَذَلِكَ ۖ قَالَ رَبِّكِ هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ ۖ وَنَجْعَلُهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مُّقْضِيًّا ۝

৩৫- إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّا نَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

১২৯- وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا ۚ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ۝

৩৫- كُلُّ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ ۚ

ও ভাল দিয়ে বিশেষভাবে এবং আমারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৬২

৬২. আল্লাহ প্রসারিত দেন রিয়ক তার বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তাকে এবং সংকুচিত করেন যার জন্য চান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ৩৪

৩৪. নিশ্চয় আল্লাহরই কাছে রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান, তিনি বর্ষণ করেন বৃষ্টি এবং তিনি জানেন যা কিছু আছে জরায়ুতে। আর কেউ জানে না, সে কি অর্জন করবে আগামীকাল এবং কেউ জানে না, কোন যমীনের সে মারা যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।

সূরা ফাতির, ৩৫ : ১১

১১. আর আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর তিনি তোমাদের করেছেন যুগল। আর গর্ভধারণ করে না, কোন নারী এবং সে প্রসবও করে না আল্লাহর জ্ঞান ছাড়া। আর আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির এবং তার আয়ু কমও করা হয় না, কিন্তু তা রয়েছে লিপিবদ্ধ। নিশ্চয় এরূপ করা আল্লাহর জন্য সহজ।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ১২, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৮২, ৮৩

১২. আমিই জীবিত করি মৃতকে এবং লিখে রাখি যা তারা পাঠায় আগে এবং রেখে যায় পেছনে। আর সব কিছু আমি সংরক্ষণ করেছি স্পষ্ট ফলকে।

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ
وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ○

৬২- اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

৩৪- إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي الرُّحَامِ ۖ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۖ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ○

১১- وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۖ
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۖ
وَمَا يَعْمَرُ مِنْ مُّعْتَرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرٍ ۖ
إِلَّا فِي كِتَابٍ ۖ
إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ○

১২- إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ
وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ
فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ○

৩৮. আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নিজস্ব গন্তব্যের দিকে, এ হলো পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ নির্ধারিত তাকদীর।

৩৯. এবং চাঁদের জন্য আমি নির্ধারিত করে দিয়েছি মন্থিলসমূহ ; অবশেষে তা পূর্বের আকারে আসে বাঁকা পুরাতন খেজুর শাখার মত।

৪০. সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় সে চাঁদের নাগাল পাবে, আর না রাত আগে আসতে পারে দিনের এবং প্রত্যেকে সন্তরণ করে মহাশূণ্যে।

৮২. আল্লাহ্র ব্যাপারে তো এরূপ যে, যখন তিনি কোন কিছু ইচ্ছা করেন, তখন তিনি বলেন : ‘হও’ অমনি তা হয়ে যায়।

৮৩. অতএব, পবিত্র মহান তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে সর্বময় কর্তৃত্ব সব কিছুর এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

সূরা যুমা, ৩৯ : ১৯, ৩৮, ৪২

১৯. যার জন্য সাব্যস্ত হয়েছে আযাবের ফায়সালা ; আপনি কি পারবেন বাঁচাতে তাকে যে রয়েছে জাহান্নামে ?

৩৮. আপনি বলুন : তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ্ আমার কোন অনিষ্ট করতে চান, তবে যাদের তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে ডাক, তারা কি দূর করতে পারে সে অনিষ্ট ? অথবা যদি তিনি আমার প্রতি রহম করতে চান, তবে তারা কি ঠেকাতে পারে তাঁর রহমত ? বলুন : আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তাঁরই উপর ভরসা করে ভরসাকারীগণ।

৩৮- وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۖ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

৩৯- وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ ۚ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝

৪০- لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

৮২- إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

৮৩- فَسَبِّحْهُ الْغَدِيُّ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

১৯- أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۖ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ۝

৩৮- ... قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

৪২. আল্লাহ প্রাণ নিয়ে নেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদেরও ঘুমের মাঝে। তারপর তিনি রেখে দেন তার প্রাণ যার জন্য তিনি মৃত্যু ফয়সালা করেন এবং ছেড়ে দেন অন্যদের প্রাণ এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৬৭, ৬৮

৬৭. তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, এরপর আলাক থেকে, তারপর তিনি তোমাদের বের করেন শিশুরূপে, এরপর তোমরা যেন উপনীত হও তোমাদের যৌবনে, তারপর যেন তোমরা হও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মারা যায় এর আগেই এবং যাতে তোমরা উপনীত হও নির্দিষ্ট সময়ে, আর যেন তোমরা বুঝতে পার।

৬৮. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। আর যখন তিনি কোন কিছু করতে চান, তখন তিনি এর জন্য শুধু বলেন : হও, অমনি তা হয়ে যায়।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩২

৩২. তারা কি বণ্টন করে রহমত আপনার রবের ? আমিই বণ্টন করি তাদের মাঝে তাদের জীবিকা পার্থিব জীবনের এবং মর্যাদায় উন্নত করি এক জনকে অপরের উপর, যাতে একে অপরকে সেবক হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। আর আপনার রবের রহমত উত্তম, তারা যা জমা করে তার চাইতে।

সূরা ফাত্হ, ৪৮ : ১১

১১. বলুন : কে ক্ষমতা রাখে তোমাদের জন্য, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র, যদি

৬২- اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا
وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا
فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ
وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

৬৭- هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ
ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ
ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا
وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ
وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى
وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

৬৮- هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ
فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○

৩২- أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ
نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ○

১১- . . . قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ

তিনি তোমাদের কারো ক্ষতি করতে চান অথবা কারো উপকার করতে চান ?
বস্তুত আল্লাহ্ তো তোমরা যা কর সে ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত ।

مَنْ اللَّهُ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا
أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا
بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

সূরা কাফ্, ৫০ : ২৯

২৯. আমার কথার কোন রদ-বদল হয় না
এবং আমি কোন অবিচার করি না
আমার বান্দাদের প্রতি ।

۲۹- مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ
وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ ۝

সূরা কামার, ৫৪ : ৪৯, ৫৩

৪৯. আমি তো সব কিছু সৃষ্টি করেছি
নির্ধারিতভাবে ।
৫৩. আর ছোট বড় সব কিছুই আছে
লিপিবদ্ধ ।

۴۹- إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝
۵۳- وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ ۝

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৬০, ৬১

৬০. আমি নির্ধারিত করেছি তোমাদের মাঝে
মৃত্যু এবং আমি অক্ষম নই—
৬১. তোমাদের স্থলে তোমাদের মত আনতে
এবং তোমাদের সৃষ্টি করতে এমন এক
আকৃতিতে, যা তোমরা জান না ।

۶۰- نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ
وَمَا نَحْنُ بِمُسْبِقِينَ ۝
۶۱- عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ
وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২২

২২. আপতিত হয় না কোন বিপর্যয় যমীনে,
আর না তোমাদের জীবনে, কিন্তু তা
লিপিবদ্ধ থাকে ; আমি তা সংঘটিত
করার পূর্বেই । নিশ্চয় আল্লাহ্‌র জন্য ইহা
খুবই সহজ ।

۲۲- مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مِّن قَبْلُ أَنْ تُبْرَاهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

সূরা তালাক, ৬৫ : ৩

৩. আর যে কেউ ভরসা করে আল্লাহ্‌র
উপর, তিনিই যথেষ্ট তার জন্য । নিশ্চয়
আল্লাহ্ পূর্ণ করবেন তাঁর ইচ্ছা । আর
আল্লাহ্ তো স্থির করে রেখেছেন সব
কিছুর জন্য তাকদীর ।

۳- وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

সূরা নূহ, ৭১ : ৪

৪. আল্লাহ ক্ষমা করবেন তোমাদের পাপ এবং তিনি তোমাদের অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহর নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত হয় না ; যদি তোমরা জানতে!

সূরা দাহর, ৭৬ : ৩০

৩০. আর তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।

সূরা তাক্বীর, ৮১ : ২৯

২৯. আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, যদি না ইচ্ছা করেন আল্লাহ, যিনি রব সারা জাহানের।

সূরা যিল্ফাল, ৯৯ : ৭, ৮

৭৮. আর কেউ অণু পরিমাণ নেক কাজ করলে, সে তা দেখবে,
৭৯. এবং কেউ অণু পরিমাণ বদ্ কাজ করলে তাও সে দেখবে।

۴- يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ
وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ
إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۚ
لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

۳- وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ○

۲۹- وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
رَبُّ الْعَالَمِينَ ○

۷- فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ○
۸- وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ ○